দ্বিতীয় খন্ড

ইমাম আবূ আবদির রাহ্‌মান
আহ্‌মদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্‌-নাসাঈ (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শোয়াইব আন্‌-নাসাঈ (র)

অনুবাদ
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক
মাওলানা মাহবুবুল হক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসাঈ শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শোয়াইব আন্-নাসাঈ (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৯৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২০৪৭
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৫
ISBN : 984-06-0659-0

প্রকাশকাল
বৈশাখ ১৪০৯
সফর ১৪২৩
মে ২০০২

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ জসিম উদ্দিন

বাঁধাই
আল-আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৫২.০০ (দুইশত বায়ান্ন টাকা)

SUNANU NASAYEE SHARIF (2ND VOLUME): Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shoaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bengali, edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. May 2002

Price : Tk 252.00 US Dollar : 10.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইব্‌নে শোয়াইব আন্-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রীস্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন হচ্ছে মানব জাতির হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহ্‌র স্থান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু'টো আঁকড়ে থাকবে ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্।" প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, সুনানু ইবনে মাজাহ্ শরীফ প্রকাশিত হয়েছে। মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সুনানু নাসাঈ শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ আর সুন্নাহ্ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।' হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।'

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে পাঁচটি গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও এই মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। অচিরেই অন্যান্য খণ্ডগুলোও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা আশা করি, নাসাঈ শরীফের বাংলা অনুবাদও সিহাহ্ সিত্তাহ্'র অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সমাদৃত হবে।

গ্রন্থটির অনুবাদ, সম্পাদনা ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

অধ্যায় ঃ সালাত আরম্ভ করা - ৩১-২৬২

সালাতের প্রারম্ভিক কাজ ... ৩১
তাকবীর বলার পূর্বে উভয় হাত উঠানো ... ৩২
উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলা ... ৩২
কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো ... ৩৩
হাত তোলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীর অবস্থান ... ৩৪
লম্বা করে উভয় হাত তোলা ... ৩৪
প্রথম তাকবীর ফরয ... ৩৪
যে বাক্য দ্বারা সালাত আরম্ভ করা হয় ... ৩৫
সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ... ৩৬
ইমাম কাউকে ডান হাতের উপর বাম হাত রাখতে দেখলে ... ৩৭
সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার স্থান ... ৩৭
সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ ... ৩৮
সালাতে দু'পায়ের মধ্যে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো ... ৩৯
সালাত আরম্ভ করার পর ইমামের চুপ থাকা ... ৪০
তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী দোয়া ... ৪০
কিরাত ও তাকবীরের মধ্যে অন্য দোয়া ... ৪১
তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যে দোয়া ও যিকির ... ৪৩
তাকবীরের পর অন্য প্রকার দোয়া ... ৪৪
অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া ... ৪৫
'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করা ... ৪৬
'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে উচ্চস্বর পরিত্যাগ করা ... ৪৭
সূরা ফাতিহায় বিসমিল্লাহ না পড়া ... ৪৮
সালাতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ... ৪৯
সূরা ফাতিহার ফযীলত ... ৫০

বিষয় পৃষ্ঠা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'আমি তোমাকে সাতটি (আয়াত) দান করেছি যা বারবার পড়া হয় এবং মহান কুরআন'-এর ব্যাখ্যা ৫১
যে সালাতে কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করা হয় সে সালাতে ইমামের পশ্চাতে কিরাআত ত্যাগ করা ৫২
যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে তাতে মুকতাদীর কুরআন পাঠ ত্যাগ করা ৫৩
যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে সে সালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া ... ৫৪
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায় তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে'– এ আয়াতের ব্যাখ্যা ৫৪
ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট হওয়া ৫৫
যে ভালভাবে কুরআন পাঠ করতে জানে না তার জন্য যা পাঠ করা যথেষ্ট ৫৬
ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলা ৫৬
ইমামের পেছনে আমীন বলার নির্দেশ ৫৮
আমীন বলার ফযীলত ৫৮
মুকতাদীর ইমামের পেছনে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা ৫৮
কুরআন সম্বন্ধীয় বিবিধ রেওয়ায়ত ৬০
ফজরের সুন্নত দু' রাক'আতে কিরাআত ৬৭
ফজরের সুন্নত দু' রাক'আতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়া ৬৭
ফজরের সুন্নত দু' রাক'আত তাড়াতাড়ি আদায় করা ৬৮
ফজরের সালাতে সূরা রূম পাঠ করা ৬৮
ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পড়া ৬৯
ফজরের সালাতে সূরা কাফ পাঠ করা ৬৯
ফজরের সালাতে সূরা 'ইযাশ্ শামসু কুব্বিরাত' পাঠ করা ৭০
ফজরের সালাতে মু'আওয়াযাতায়ন পড়া ৭০
মু'আওয়াযাতায়ন পাঠের ফযীলত ৭০
জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কিরাআত ৭১
কুরআনের সিজদাহ্সমূহ, সূরা সোয়াদ-এ সিজদা ৭২
ওয়ান নাজ্মি সূরায় সিজদার বর্ণনা ৭২
সূরা নাজম-এ সিজদা না করা ৭৩
'ইযাজাশ্ শামসু ইনশাক্কাত'-এ সিজদা করা ৭৩
ইকরা বিস্মি রাব্বিকাতে সিজদা ৭৫
ফরয সালাতে সিজদা করা ৭৫
দিনের কিরাআত ৭৬

বিষয় পৃষ্ঠা

জোহ্‌রের কিরাআত ৭৬
জোহ্‌রের সালাতের প্রথম রাকআতে কিয়াম লম্বা করা ৭৭
জোহ্‌রের সালাতে ইমামের আয়াত শুনা যায় এমনিভাবে পাঠ করা ৭৮
জোহ্‌রের দ্বিতীয় রাকআতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা ৭৯
জোহ্‌রের সালাতে প্রথম দু' রাকআতে কিরাআত ৭৯
আসরের প্রথম দু' রাকআতে কিরাআত ৮০
কিয়াম এর কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা ৮১
মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাস্‌সাল পড়া ৮২
মাগরিবে সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা পড়া ৮২
মাগরিবে সূরা মুরসালাত পাঠ করা ৮৩
মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করা ৮৪
মাগরিবের সালাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করা ৮৪
মাগরিবে 'আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ পাঠ করা ৮৪
মাগরিবের পর দু' রাকআতে কিরাআত ৮৫
'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়ার ফযীলত ৮৬
ইশার সালাতে 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করা ৮৭
ইশার সালাতে 'ওয়াশ্ শামসি' পাঠ করা ৮৮
ইশার সালাতে সূরা তীন পাঠ করা ৮৯
ইশার প্রথম রাক'আতে সূরা তীন পাঠ করা ৮৯
প্রথম দু' রাক'আত লম্বা করা ৮৯
এক রাক'আতে দুই সূরা পাঠ করা ৯০
এক সূরার কিয়দংশ পাঠ করা ৯২
আযাবের আয়াতে পৌঁছলে পাঠকের আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাওয়া ৯২
রহমতের আয়াতে পৌঁছলে পাঠকের দোয়া করা ৯৩
বারবার এক আয়াত পাঠ করা ৯৩
'ওয়ালা তাজহার' আয়াতের ব্যাখ্যা ৯৩
উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করা ৯৫
কিরাআতে স্বর লম্বা করা ৯৫
সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা ৯৫
রুকূর জন্য তাকবীর বলা ৯৭
রুকূর জন্য কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো ৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
রুকূর জন্য উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো এবং তা পরিত্যাগ করা	৯৯
রুকূতে পিঠ সোজা রাখা	৯৯
রুকূতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা	১০০
তৎবীক– হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা	১০০
তা রহিত হওয়া	১০১
রুকূতে হাঁটু জড়িয়ে ধরা	১০২
রুকূতে হাতের তালু রাখার স্থান	১০৩
রুকূতে বগল পৃথক করে রাখা	১০৪
রুকূতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা	১০৪
রুকূতে কিরাআত পড়ার নিষেধাজ্ঞা	১০৫
রুকূতে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা	১০৬
রুকূর দোয়া	১০৭
রুকূর অন্য প্রকার দোয়া	১০৭
রুকূতে কিছু না পড়ার অনুমতি	১১০
রুকূ পূর্ণ করার আদেশ	১১১
রুকূ থেকে ওঠার সময় হাত উঠানো	১১১
রুকূ থেকে ওঠার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো	১১১
রুকূ থেকে ওঠার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো	১১২
তা পরিত্যাগের অনুমতি	১১২
রুকূ থেকে মাথা ওঠাবার সময় ইমাম কি বলবেন ?	১১৩
মুকতাদী যা বলবে	১১৩
মুকতাদীর 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলা	১১৪
রুকূ থেকে মাথা ওঠানো ও সিজদা করা এর মাঝখানে কি পরিমাণ সময় নেয়া হত তার বর্ণনা	১১৬
এ দাঁড়ানো অবস্থায় যা বলতেন	১১৬
রুকূর পর কুনূত	১১৮
ফজরের সালাতে কুনূত	১১৮
জোহরের সালাতে কুনূত	১২০
মাগরিবের সালাতে কুনূত	১২১
কুনূতে অভিসম্পাত করা	১২১
কুনূতে মুনাফিকদের উপর অভিসম্পাত	১২১
কুনূত পাঠ না করা	১২২

বিষয় ... পৃষ্ঠা
সিজদার জন্য পাথরের টুকরা ঠাণ্ডা করা ... ১২৩
সিজদার জন্য তাকবীর বলা ... ১২৩
কিরূপে সিজদায় ঝুঁকবে ? ... ১২৪
সিজদার জন্য হাত ওঠানো ... ১২৪
সিজদায় হাত না ওঠানো ... ১২৫
সিজদায় সর্বাগ্রে যে অঙ্গ যমীনে পৌঁছাবে ... ১২৬
সিজদায় মুখমণ্ডলের সাথে উভয় হাত স্থাপন করা ... ১২৭
কত অঙ্গের উপর সিজদা ও এর ব্যাখ্যা ... ১২৭
ললাটের উপর সিজদা করা, নাকের উপর সিজদা করা ... ১২৮
দু' হাতের উপর সিজদা করা, ... ১২৯
হাঁটুর উপর সিজদা ... ১২৯
পদদ্বয়ের উপর সিজদা করা ... ১৩০
সিজদায় উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা ... ১৩০
সিজদায় উভয় পায়ের আঙ্গুল খাড়া রাখা ... ১৩০
সিজদায় হাতের স্থান ... ১৩১
সিজদায় বাহুদ্বয় বিছিয়ে দেয়ার নিষেধাজ্ঞা ... ১৩১
সিজদা করার নিয়ম ... ১৩২
সিজদায় অঙ্গ পৃথক রাখা ... ১৩৩
সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ... ১৩৩
সিজদায় পিঠ সোজা রাখা ... ১৩৪
সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারার নিষেধাজ্ঞা ... ১৩৪
সিজদায় চুল একত্র রাখার নিষেধাজ্ঞা ... ১৩৫
চুলে বেণী করে সালাত আদায়কারীর উদাহরণ ... ১৩৫
সিজদায় কাপড় একত্র করার নিষেধাজ্ঞা ... ১৩৬
কাপড়ের উপর সিজদা ... ১৩৬
সিজদা পূর্ণ করার আদেশ ... ১৩৬
সিজদায় কুরআন পড়ার নিষেধাজ্ঞা ... ১৩৭
সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করার নির্দেশ ... ১৩৮
সিজদায় দোয়া করা ... ১৩৮
সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া ... ১৩৯
সিজদায় তাসবীহ্‌র সংখ্যা ... ১৪৬

বিষয় ... পৃষ্ঠা

সিজদায় তাসবীহ্ পরিত্যাগ করার অনুমতি ... ১৪৬
বান্দা যে অবস্থায় আল্লাহ্র অধিক নিকটবর্তী হয় ... ১৪৮
সিজদার ফযীলত ... ১৪৮
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদা করল তার সওয়াব ... ১৪৯
সিজদার স্থান ... ১৪৯
এক সিজদা অন্য সিজদা থেকে লম্বা হওয়া ... ১৫০
সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় তাকবীর ... ১৫১
প্রথম সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় হাতদ্বয় ওঠানো ... ১৫২
দু'সিজদার মাঝখানে হাত না ওঠানো ... ১৫২
দু'সিজদার মধ্যে দোয়া ... ১৫২
দু'সিজদার মধ্যে চেহারা বরাবর হাত উঠানো ... ১৫৩
দু'সিজদার মধ্যে কিভাবে বসবে ? ... ১৫৪
দু'সিজদার মধ্যে বসার পরিমাণ ... ১৫৪
সিজদা জন্য তাকবীর ... ১৫৫
দু'সিজদার পর ওঠার সময় সোজা হয়ে বসা ... ১৫৬
ওঠার সময় মাটিতে ঠেক লাগানো ... ১৫৬
হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠানো ... ১৫৭
ওঠার জন্য তাকবীর বলা ... ১৫৭
প্রথম তাশাহ্হুদের জন্য কিভাবে বসবে ? ... ১৫৮
তাশাহ্হুদের বসার সময় পায়ের আঙ্গুল কিবলার দিকে রাখা ... ১৫৯
প্রথম তাশাহ্হুদে বসার সময় উভং হাতের স্থান ... ১৫৯
তাশাহ্হুদের সময় চোখের দৃষ্টির স্থান ... ১৬০
প্রথম তাশাহ্হুদে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করা ... ১৬০
প্রথম তাশাহ্হুদ কিরূপে করবে ? ... ১৬১
তাশাহ্হুদের অন্য প্রকার ... ১৬৬
প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা ... ১৬৯
(ভুলবশত) প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করা ... ১৬৯
দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়াতে তাকবীর বলা ... ১৭০
শেষ রাকআতের জন্য দাঁড়াবার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন ... ১৭১
সালাতে হস্তদ্বয় ওঠানো এবং হাম্দ ও ছানা পাঠ করা ... ১৭২
সালাতের শেষে হাত উত্তোলন করে সালাম ফিরানো ... ১৭৩

বিষয় পৃষ্ঠা

সালাত আদায়কালীন ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া ১৭৪
সালাতে কংকর স্পর্শ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ১৭৬
সালাতে একবার কংকর স্পর্শ করার অনুমতি ১৭৬
সালাতে আকাশের দিকে দেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ১৭৬
সালাতে (কোন দিকে) দেখার ব্যাপারে কঠোরতা ১৭৭
সালাতে ডানে-বামে তাকানোর অনুমতি ১৭৮
সালাতে সাপ এবং বিচ্ছু মারা ১৮৯
সালাতে শিশু সন্তানকে কোলে তুলে নেওয়া এবং নিচে রাখা ১৮০
সালাত আদায়কালীন কিবলার দিকে কয়েক কদম হাঁটা ১৮১
সালাতে হাতে তালি দেওয়া ১৮১
সালাতে তাসবীহ্ পড়া ১৮২
সালাতে গলা খাঁকার দেওয়া ১৮২
সালাতে কাঁদা ১৮৩
সালাতে ইবলীসকে লা'নত দেওয়া ১৮৪
সালাতে কথা বলা ১৮৪
দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহ্হুদ না পড়ে যে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় ১৮৮
যে দু' রাকআতের পর ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলল ১৮৯
দু' সিজদা সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়তের মধ্যে পার্থক্য ১৯৩
মুসল্লীর সন্দেহ হলে যা স্মরণ আছে তার উপর সালাত শেষ করা ১৯৫
(সালাত আদায়কালে সন্দেহ হলে) ভেবে দেখা ১৯৬
যে পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করলো সে কি করবে? ১৯৯
যে সালাতের কিছু ভুলে গেলে সে কি করবে? ২০৩
সহুর দু' সিজদায় তাকবীর বলা ২০৪
যে রাকআতে সালাত শেষ হবে তাতে কিভাবে বসতে হবে? ২০৪
(সালাতে) হস্তদ্বয় রাখার স্থান ২০৫
(সালাতে) কনুই রাখার স্থান ২০৬
(সালাতে) পাঞ্জাদ্বয় রাখার স্থান ২০৬
তর্জনি ব্যতীত ডান হাতের অন্যান্য আঙ্গুল বন্ধ রাখা ২০৭
ডান হাতে দু' অঙ্গুলি বন্ধ রাখা ২০৮
বাম হাত হাঁটুর উপর খুলে রাখা ২০৮
তাশাহ্হুদ আদায়কালে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা ২০৯

বিষয় পৃষ্ঠা

দু' অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার নিষেধাজ্ঞা ২১০
ইশারা করার সময় তর্জনি অঙ্গুলি ঝুঁকানো ২১০
(সালাতে) তর্জনি দ্বারা ইশারা করার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান ২১১
সালাতে দোয়া করার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা ২১১
সালাতে তাশাহ্হুদ ওয়াজিব হওয়া ২১২
কুরআন শরীফের সূরা শিক্ষা দানের ন্যায় তাশাহ্হুদ শিক্ষা দান ২১২
তাশাহ্হুদ কিরূপ ? ২১৩
নবী ﷺ -এর উপর সালাম পাঠনো ২১৫
নবী ﷺ -এর উপর সালাম পাঠানোর ফযীলত ২১৬
সালাতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ও রাসূলুল্লাহ্ -এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ২১৬
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ ২১৭
নবী ﷺ -এর উপর দরূদ শরীফ কিভাবে পড়তে হবে ? ২১৮
আর এক প্রকার দরূদ শরীফ ২১৮
নবী ﷺ -এর উপর দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত ২২৩
নবী ﷺ -এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার পর দোয়া নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনতা ২২৪
তাশাহ্হুদের পর যিকির করা ২২৫
যিকিরের পর দোয়া করা ২২৫
অন্য এক প্রকার দোয়া ২২৬
সালাতে তা'আউয পড়া ২৩০
তাশাহ্হুদের পর আর এক প্রকার যিকির ২৩০
সালাত সংক্ষেপ করা ২৩২
সর্বনিম্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত করণ ২৩৩
সালাতে সালাম ফিরানো ২৩৫
সালামের সময় হস্তদ্বয় রাখার স্থান ২৩৬
ডান দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ? ২৩৭
বাম দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ? ২৩৮
উভয় হাত দ্বারা সালাম ফিরানো ২৪০
ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীর সালাম ফিরানো ২৪০
সালাতের পর সিজদা করা ২৪১
সালাতে সালাম দেওয়ার এবং কথা বলার পর সাহুর দু'টি সিজদা করা ২৪২
সাহুর দু'টি সিজদার পর সালাম ফিরানো ২৪২

বিষয় পৃষ্ঠা

সালাম ফিরানোর পর ইমামের বসা ২৪৩
সালাম ফিরানোর পর ফিরে বসা ২৪৩
ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা ২৪৪
সালাম ফিরাবার পর মু'আওয়াযাত পড়ার নির্দেশ ২৪৪
সালাম ফিরানোর পর ইস্তিগফার করা ২৪৪
ইস্তিগফার করার পর যিকির করা ২৪৫
সালাম ফিরানোর পর তাহ্লীল পড়া ২৪৫
সালামের পর যিকির এবং তাহ্লীলের সংখ্যা ২৪৬
সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া ২৪৭
এই দোয়া কতবার পড়বে ? ২৪৮
সালাম ফিরানোর পর অন্য একপ্রকার যিকির ২৪৮
সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া ২৪৯
সালাতের পর পানাহ্ চাওয়া ২৫০
সালাম ফিরানোর পর তাসবীহের সংখ্যা ২৫১
তাসবীহ্ গণনা করা ২৫৬
সালাম ফিরানোর পর কপাল না মোছা ২৫৬
সালাম ফিরানোর পর ইমামের তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকা ২৫৭
সালাত আদায় শেষে ফিরে বসা ২৫৮
মহিলারা সালাত শেষে কখন ফিরে যাবে ? ২৫৯
সালাত শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ইমামের অগ্রে গমনের নিষেধাজ্ঞা ২৫৯
যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত সালাত আদায় করে তার সওয়াব ২৬০
ইমামের জন্য মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি ২৬১
যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি সালাত আদায় করেছ ? ২৬১

অধ্যায় ঃ জুমু'আ - ২৬৩-২৯৬

জুমু'আর সালাত ফরয হওয়া ২৬৫
জুমু'আয় উপস্থিত না হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী ২৬৬
বিনা কারণে জুমু'আ ত্যাগ করার কাফ্ফারা ২৬৭
জুমু'আর দিনের ফযীলতের বর্ণনা ২৬৭
শুক্রবার নবী ﷺ -এর উপর অধিক দরূদ পড়া ২৬৮
শুক্রবার মিসওয়াক করার আদেশ ২৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
শুক্রবার গোসল করার আদেশ	২৬৯
জুমু'আর দিনে গোসল জরুরী হওয়া	২৬৯
জুমু'আর দিন গোসল গোসল না করার অনুমতি	২৭০
জুমু'আর দিনে গোসল করার ফযীলত	২৭১
জুমু'আর পরিচ্ছদ	২৭১
জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত	২৭২
জুমু'আয় সকাল-সকাল গমন করা	২৭৩
জুমু'আর সময়	২৭৪
জুমু'আর জন্য আযান দেওয়া	২৭৬
শুক্রবার দিন ইমামের বের হওয়া	২৭৭
খুতবা দেয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানোর স্থান	২৭৮
খুতবা দেয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানো	২৭৮
ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত	২৭৯
শুক্রবার ইমামের মিম্বরে থাকা অবস্থায় মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা	২৭৯
শুক্রবারে ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় আগত ব্যক্তির সালাত আদায় করা	২৮০
জুমু'আর দিনে খুতবার জন্য চুপ থাকা	২৮০
জুমু'আর দিনে চুপ থাকা এবং অনর্থক কাজ পরিহার করার ফযীলত	২৮০
খুতবার প্রকার	২৮১
ইমামের জুমু'আর দিনে গোসল করার প্রতি উৎসাহ প্রদান	২৮৩
ইমামের জুমু'আর দিনে খুতবায় সদকাহ্র প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	২৮৩
ইমাম মিম্বরে থাকাবস্থায় মুসল্লীদের সম্বোধন করা	২৮৪
খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা	২৮৫
খুতবায় ইশারা করা	২৮৫
জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা শেষ করার পূর্বে মিম্বর থেকে নেমে যাওয়া	২৮৬
খুতবার সংক্ষেপকরণ মুস্তাহাব হওয়া	২৮৭
খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা	২৮৭
খুতবা কতবার পাঠ করবে ?	২৮৭
দুই খুতবার মাঝে বসার দ্বারা বিরতি করা	২৮৭
দুই খুতবার মাঝখানের বসা অবস্থায় চুপ থাকা	২৮৮
দ্বিতীয় খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা	২৮৮
মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর কথা বলা এবং দাঁড়ানো	২৮৯

বিষয় ... পৃষ্ঠা

জুমু'আর সালাতের রাকআত সংখ্যা ... ২৮৯
জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ এবং মুনাফিকুন পড়া ... ২৮৯
জুমু'আর সালাতে সূরা পাঠ করা ... ২৯০
যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল ... ২৯১
জুমু'আর পরে মসজিদে সালাতের সংখ্যা ... ২৯২
জুমু'আর পরে ইমামের সালাত আদায় করা ... ২৯২
জুমু'আর পরের দু' রাকআত সালাত দীর্ঘ করা ... ২৯২
ঐ মুহূর্তের উল্লেখ যে মুহূর্তে জুমু'আর দিনে দোয়া কবূল করা হয় ... ২৯৩

অধ্যায় ঃ সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা - ২৯৭-৩০৭

সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা ... ২৯৯
মক্কায় সালাত আদায় করা ... ৩০২
মিনায় সালাত আদায় করা ... ৩০৩
যতটুকু দূরত্বে সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করা যায় ... ৩০৫
সফরের সময় নফল সালাত ছেড়ে দেওয়া ... ৩০৭

অধ্যায় ঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ - ৩০৮-৩৩৮

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ ... ৩০৯
সূর্য গ্রহণের সময় তাসবীহ, তাকবীর এবং দোয়া করা ... ৩০৯
সূর্য গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ ... ৩১০
চন্দ্র গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ ... ৩১০
গ্রহণের সময় সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ ... ৩১১
গ্রহণকালীন সময়ে সালাতের জন্য ডাক দেওয়ার নির্দেশ ... ৩১১
গ্রহণকালীন সালাতে কাতারবন্দী হওয়া ... ৩১২
গ্রহণকালীন সালাত কিরূপ ? ... ৩১২
ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আর এক প্রকার গ্রহণকালীন সালাত ... ৩১৩
অন্য আর এক প্রকার সূর্য গ্রহণকালীন সালাত ... ৩১৪
আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আর এক প্রকার বর্ণনা ... ৩১৫
সূর্য গ্রহণকালীন সালাতে কিরাআতের পরিমাণ ... ৩৩০
গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া ... ৩৩১
গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত না পড়া ... ৩৩১
গ্রহণকালীন সালাতে সিজদায় কথা বলা ... ৩৩২

বিষয় | পৃষ্ঠা

গ্রহণকালীন সালাতে তাশাহ্হুদ পড়া ও সালাম ফিরানো ৩৩৩
গ্রহণকালীন সালাত আদায় করার পর মিম্বরে বসা ৩৩৫
গ্রহণকালীন সালাতের পর খুতবার প্রকার ৩৩৬
গ্রহণকালীন সময়ে দোয়ার নির্দেশ ৩৩৭
গ্রহণকালীন সময়ে ইস্তিগফারের নির্দেশ ৩৩৮

অধ্যায় ঃ ইস্তিস্কা - ৩৩৯-৩৫৪

ইমাম কখন ইস্তিস্কা করবেন ? ৩৪১
ইমামের বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সালাতের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হওয়া ৩৪২
বের হওয়াকালীন সময়ে ইমামের যে অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব ৩৪২
ইস্তিস্কার জন্য ইমামের মিম্বরে বসা ৩৪৩
ইস্তিস্কার দোয়া করার সময় ইমামের পিঠ মানুষের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ৩৪৩
ইস্তিস্কার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে দেয়া ৩৪৪
ইমাম কখন তাঁর চাদর উল্টিয়ে দেবেন ? ৩৪৪
ইমামের হাত উঠানো ৩৪৫
হস্তদ্বয় কিভাবে উঠাবেন ? ৩৪৫
দোয়ার উল্লেখ ৩৪৭
দোয়ার পরে সালাত আদায় করা ৩৪৯
ইস্তিস্কার সালাত কত রাকআত ? ৩৫০
ইস্তিস্কার সালাত কিরূপ ? ৩৫০
ইস্তিস্কার সালাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা ৩৫০
বৃষ্টির সময় কথা বলা ৩৫১
তারকার সাহায্যে বৃষ্টি কামনার অপছন্দনীয়তা ৩৫১
বৃষ্টির ক্ষতির আশংকা হলে তা বন্ধ করার জন্য ইমামের দোয়া করা ৩৫২
বৃষ্টি বন্ধের দোয়ার সময় ইমামের হস্তদ্বয় উঠানো ৩৫৩

অধ্যায় ঃ ভয়কালীন সালাত - ৩৫৫-৩৭২

ভয়কালীন সালাত ৩৫৭

অধ্যায় ঃ উভয় ঈদের সালাত - ৩৭৩-৩৯৪

উভয় ঈদের সালাত ৩৭৫
চাঁদ দেখার পরবর্তী দিন ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়া ৩৭৫

বিষয় পৃষ্ঠা

কিশোরী ও যুবতী নারীদের উভয় ঈদের সালাতে বের হওয়া ৩৭৬
মানুষের সালাতের স্থান থেকে ঋতুমতিদের দূরত্বে অবস্থান করা ৩৭৬
উভয় ঈদের সাজ-সজ্জা ৩৭৭
ঈদের দিন ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা ৩৭৭
উভয় ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করা ৩৭৮
ঈদের দিনে খুৎবা পাঠ করা ৩৭৮
উভয় ঈদের খুৎবার পূর্বে সালাত আদায় করা ৩৭৯
লাঠি সম্মুখে রেখে উভয় ঈদের সালাত আদায় করা ৩৭৯
উভয় ঈদের সালাতে রাকআতের সংখ্যা ৩৮০
উভয় ঈদের সালাতে সূরা ক্বাফ পাঠ করা ৩৮০
উভয় ঈদের সালাতের পর খুৎবা দেওয়া ৩৮১
উভয় ঈদের সালাতের খুৎবা শুনার জন্য বসা ও না বসার ইখতিয়ার ৩৮১
উভয় ঈদের খুৎবা দেওয়ার জন্য সাজ-সজ্জা করা ৩৮২
উটের পৃষ্ঠে বসা থাকা অবস্থায় খুৎবা দেওয়া ৩৮২
ইমামের দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া ৩৮২
ইমামের খুৎবা দেওয়াকালীন কোন মানুষের উপর ভর করে দাঁড়ানো ৩৮৩
খুৎবা পাঠকালীন ইমামের মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো ৩৮৪
খুৎবা দেওয়ার সময় নীরব থাকা ৩৮৪
খুৎবা কিরূপ ? ৩৮৫
ইমামের খুৎবায় সাদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ৩৮৬
পরিমিতরূপে খুৎবা পাঠ করা ৩৮৭
খুৎবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরব থাকা ৩৮৮
দ্বিতীয় খুৎবায় আয়াত পাঠ করা এবং তাতে যিক্‌র করা ৩৮৮
ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে মিম্বার থেকে অবতরণ করা ৩৮৮
ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পর মহিলাদের নসীহত করা ৩৮৯
উভয় ঈদের সালাতের পূর্বে এবং পরে সালাত আদায় করা ৩৯০
ঈদের দিন ইমামের যবেহ করা এবং যবেহ করা পশুর সংখ্যা ৩৯০
দুই ঈদ একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং দুই ঈদ পাওয়া ৩৯১
যে ব্যক্তি ঈদের সালাতে উপস্থিত থেকেছে ৩৯১
ঈদের দিনে দফ্ বাজানো ৩৯২
ঈদের দিনে ইমামের সম্মুখে খেলাধুলা করা ৩৯২

বিষয় পৃষ্ঠা

ঈদের দিনে মসজিদে খেলাধুলা করা এবং মহিলাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া ৩৯৩
ঈদের দিন কবিতা শ্রবণ এবং দফ্ বাজানোর অনুমতি ৩৯৪

অধ্যায় ঃ বিত্‌র, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত - ৩৯৫-৪৮৪

ঘরে নফল সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ৩৯৭
বিত্‌র এবং তাহাজ্জুদের সালাত ৩৯৮
তারাবীহ্‌র সালাত আদায়কারীর সওয়াব ৪০১
রমযান মাসে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করা ৪০২
তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ৪০৩
রাত্রের সালাতের ফযীলত ৪০৬
সফরকালীন সময়ে রাত্রে সালাত আদায় করার ফযীলত ৪০৭
তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার সময় ৪০৮
নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যিক্‌র ৪০৮
রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপে মিওয়াক করতেন ? ৪১১
তাহাজ্জুদের সালাত কোন্ দোয়া দ্বারা শুরু করা হবে ? ৪১২
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাত্রের সালাতের উল্লেখ ৪১৩
আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ)-এর সালাত আদায় করার উল্লেখ ৪১৫
আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ)-এর সালাত আদায় করার উল্লেখ ৪১৫
পূর্ণ রাত্রি জাগরণ ৪১৭
পূর্ণ রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর মতপার্থক্য ৪১৮
দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কালীন রুকূর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি করতেন ? ৪২১
নফল সালাত বসে বসে আদায় করা ৪২৪
বসে বসে সালাত আদায় করার উপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ৪২৬
শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করার উপর বসে বসে সালাত আদায় করার ফযীলত ৪২৭
বসে বসে সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে ? ৪২৭
রাত্রে কুরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে ? ৪২৮
উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার উপর নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার ফযীলত ৪২৮
তাহাজ্জুদের সালাতে কিয়াম, রুকূ ৪২৯
রাত্রের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে ? ৪৩০
বিতর সালাতের আদেশ ৪৩৩
নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিত্‌রের সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ৪৩৪

বিষয় পৃষ্ঠা

এক রাত্রে দুইবার বিত্‌রের সালাত আদায় করার ব্যাপারে নবী ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা ৪৩৫
বিত্‌রের সালাতের সময় ৪৩৫
ভোর হওয়ার পূর্বে বিত্‌রের সালাত আদায় করার নির্দেশ ৪৩৬
ফজরের আযানের পর বিত্‌রের সালাত আদায় করা ৪৩৭
বিত্‌রের সালাত কত রাকআত ? ৪৩৮
বিত্‌রের সালাতের একটি রাকআত কিভাবে আদায় করতে হবে ? ৪৩৯
তিন রাকআত বিত্‌রের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে ? ৪৪১
বিত্‌রের সালাত সম্বন্ধে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও উবাই ইবনে কা'ব (র) থেকে হাদীস ... ৪৪২
পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করতে হবে ? ৪৪৭
সাত রাকআত কিভাবে বেজোড় করা হবে ? ৪৪৯
নয় রাকআত দ্বারা কিভাবে বেজোড় করতে হবে ? ৪৫০
বিত্‌রের সালাতে কুরআন পাঠ করা ৪৫৪
বিত্‌রের সালাতে অন্য এক প্রকারের কুরআন পাঠ ৪৫৪
বিত্‌রের সালাতে দোয়া পড়া ৪৬০
বিত্‌রের সালাত অন্তে দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উঠানো ৪৬১
বিত্‌রের সালাত অন্তে সিজদার পরিমাণ ৪৬১
বিত্‌রের সালাত অন্তে তাসবীহ্ পাঠ করা ৪৬২
ফজরের সুন্নাত ও বিত্‌রের সালাতের মধ্যবর্তী সময় ৪৬৪
ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত সর্বদা পড়া ৪৬৫
ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত আদায় করার সময় ৪৬৬
ফজরের সুন্নাত আদায় করার পর ডান করটে শয়ন করা ৪৬৬
তাহাজ্জুদ সালাত পরিত্যাগকারীর নিদ্রা প্রসঙ্গে ৪৬৭
ফজরের দু' রাকআত সুন্নাতের সময় ৪৬৭
তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্থ ব্যক্তির যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায় ৪৭৩
সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-এর নিকট প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম ৪৭৩
যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়তে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে ৪৭৪
অসুখ-বিসুখ, ব্যথা-বেদনা কিংবা নিদ্রার কারণে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে না পারলে ... ৪৭৪
নিদ্রার কারণে যদি রাত্রের ওযীফা পালন করতে না পারে ৪৭৫
দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত সালাত আদায় করার সওয়াব ৪৭৬

অধ্যায় ঃ জানাযা পর্ব - ৪৮৫-৬০৬

মৃত্যু কামনা করা ৪৮৭
মৃত্যুর দোয়া ৪৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা	৪৮৯
মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া	৪৯০
মৃত্যুমুখী মু'মিন ব্যক্তির লক্ষণ	৪৯১
মৃত্যু যন্ত্রণা	৪৯১
সোমবারের মৃত্যু	৪৯২
মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ বহির্গত হওয়ার সময়	৪৯৩
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে	৪৯৪
মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া	৪৯৬
মৃত ব্যক্তিকে ঢেকে দেয়া	৪৯৭
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা	৪৯৮
মৃতের জন্য ক্রন্দনের নিষেধাজ্ঞা	৪৯৯
মৃতের জন্য বিলাপ করা	৫০২
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করারা অনুমতি	৫০৬
জাহিলী যুগের দোয়া	৫০৬
বিপদের সময় চিৎকার করা	৫০৭
গণ্ডদেশে আঘাত করা	৫০৭
দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলা	৫০৭
আঁচল ছিঁড়ে ফেলা	৫০৮
বিপদের সময় সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করার আদেশ	৫০৯
ধৈর্যধারণ এবং সওয়াবের নিয়ত করার প্রতিদান	৫১১
যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছে তার প্রতিদান	৫১১
যে ব্যক্তির তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করে	৫১২
যে ব্যক্তির জীবদ্দশায় তিন সন্তানের মৃত্যু হয়	৫১৩
মৃত্যু সংবাদ দেওয়া	৫১৪
পানি ও কুলপাতা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া	৫১৫
গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়া	৫১৬
মৃতের মাথায় চুল খুলে দেওয়া	৫১৬
মৃতের ডান দিক ও ওযুর স্থান	৫১৭
মৃতকে বেজোড় গোসল দেওয়া	৫১৭
মৃত ব্যক্তিকে পাঁচবারের অধিক গোসল দেওয়া	৫১৭
মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিক গোসল দেওয়া	৫১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় কর্পূর ব্যবহার করা	৫১৯
শরীরে সঙ্গে মিলিয়ে পোশাক দেওয়া	৫২০
উত্তম কাফন পরিধান করানোর আদেশ	৫২১
কোন্ ধরনের কাফন উত্তম ?	৫২২
নবী ﷺ -এর কাফন	৫২২
কাফনে কুর্তা ব্যবহার করা	৫২৩
মুহরিম মৃত্যুবরণ করলে তাকে কিভাবে কাফন পরানো হবে ?	৫২৫
কস্তুরী	৫২৬
জানাযার অনুমতি প্রদান করা	৫২৬
জানাযা তাড়াতাড়ি পড়া	৫২৭
জানাযার জন্য দাঁড়াবার আদেশ	৫৩০
মুশরিকদের মৃত দেহের জন্য দাঁড়ানো	৫৩১
না দাঁড়ানোর অনুমতি	৫৩২
মৃত্যুতে মু'মিনের নিষ্কৃতি প্রাপ্তি	৫৩৫
কাফির থেকে নিষ্কৃতি	৫৩৬
মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা	৫৩৬
মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল ব্যতীত মন্তব্য না করা	৫৩৮
জানাযার পিছু পিছু যাওয়ার নির্দেশ	৫৩৯
জানাযার অনুগমণকারীদের ফযীলত	৫৪০
জানাযায় আরোহীর অবস্থান	৫৪১
জানাযায় পদব্রজে চলাকারী ব্যক্তির চলার স্থান	৫৪১
মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করার নির্দেশ	৫৪২
শিশুদের জানাযার সালাত আদায় করা	৫৪২
মুশরিকদের সন্তান	৫৪৩
শহীদের জানাযার সালাত	৫৪৪
তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করা	৫৪৬
রজমকৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় না করা	৫৪৭
ওসিয়্যতে অন্যায়কারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা	৫৪৮
খিয়ানতকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা	৫৪৯
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করা	৫৪৯
আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় না করা	৫৫২

বিষয় পৃষ্ঠা

মুনাফিকদের উপর জানাযার সালাত আদায় করা ৫৫২
মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা ৫৫৩
রাত্রে জানাযার সালাত আদায় করা ৫৫৪
জানাযার সালাতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো ৫৫৫
জানাযার সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা ৫৫৭
মহিলা ও শিশুর জানাযার সালাত একত্রিত করা ৫৫৭
পুরুষ এবং মহিলার জানাযার সালাত একত্রিত করা ৫৫৮
জানাযায় তাকবীরের সংখ্যা ৫৫৯
দোয়া ৫৬০
যে মৃত ব্যক্তির উপর একশত জন ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে তার ফযীলত ৫৬৩
যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করে তার সওয়াব ৫৬৫
জানাযা রাখার পূর্বে বসে পড়া ৫৬৬
জানাযার জন্য দাঁড়ানো ৫৬৭
শহীদকে স্বীয় রক্তসহ দাফন করা ৫৬৭
শহীদকে কোথায় দাফন করা হবে ? ৫৬৮
মুশরিকদের দাফন করা ৫৬৯
লাহ্দ ও শাক্ক ৫৬৯
কবরের মুস্তাহাব গভীরতা ৫৭০
কবরকে প্রশস্ত করা মুস্তাহাব ৫৭১
কবরে কাপড় রাখা ৫৭১
যে সময় মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া নিষেধ ৫৭২
অনেক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করা ৫৭৩
কাকে অগ্রে দাফন করা হবে ? ৫৭৪
কবরে রাখার পর মৃত ব্যক্তিকে বাহির করা ৫৭৪
মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবর থেকে বের করা ৫৭৫
কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করা ৫৭৫
জানাযা শেষে আরোহণ করা ৫৭৭
কবরকে বর্ধিত করা ৫৭৭
কবরকে পাকা করা ৫৭৮
কবরকে চুনকাম করা ৫৭৮
কবর উঁচু করা হলে তা সমতল করে দেওয়া ৫৭৮

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
কবর যিয়ারত করা	৫৭৯
মুশরিকদের কবর যিয়ারত করা	৫৮০
মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞা	৫৮১
মু'মিনদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ	৫৮২
কবরে বাতি জ্বালানোর ব্যাপারে কঠোরতা	৫৮৬
কবরে উপবেশন করার ব্যাপারে কঠোরতা	৫৮৬
কবরকে মসজিদ বানানো	৫৮৭
পাকা চামড়ার জুতা পরিধান করে কবরে হাঁটা গর্হিত	৫৮৭
পাকা জুতা ব্যতীত অন্য জুতা পরিধানের ব্যাপারে নমনীয়তা	৫৮৮
কবরে জিজ্ঞাসাবাদ	৫৮৮
কাফিরের জিজ্ঞাসাবাদ	৫৮৯
যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায়	৫৯০
শহীদ	৫৯০
কবর মিলিয়ে যাওয়া	৫৯১
কবরের আযাব	৫৯২
কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা	৫৯৩
কবরের উপর খেজুরের ডাল রাখা	৫৯৬
মু'মিনদের রূহসমূহ	৫৯৯
পুনরুত্থান	৬০৩
প্রথমে যাঁকে কাপড় পরিধান করানো হবে	৬০৫
শোকে সমবেদনা প্রকাশ করা	৬০৬

সুনানু নাসাঈ শরীফ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অধ্যায়

সালাত আরম্ভ করা

জুমু'আ

সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

ইস্তিস্কা

ভয়কালীন সালাত

উভয় ঈদের সালাত

বিতর, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত

জানাযা পর্ব

كِتَابُ الْاِفْتِتَاحِ

অধ্যায় ঃ সালাত আরম্ভ করা

كِتَابُ الْاِفْتِتَاحِ

অধ্যায় ঃ সালাত আরম্ভ করা

بَابُ الْعَمَلِ فِى اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের প্রারম্ভিক কাজ

٨٧٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ ح وَاَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَ اِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ *

৮৭৯. আমর ইব্‌ন মনসুর (র) - - - - ও আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরা (রা) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতে তাকবীর আরম্ভ করতেন তখন তাকবীরের সময় তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং হাত দু'খানাকে উভয় কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকূ করার জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। এরপর যখন সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলতেন তখনও এরূপ করতেন এবং বলতেন ঃ (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' আর যখন তিনি সিজদা করতেন তখন এবং যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন এরূপ করতেন না।[১]

---

১. হানাফী মাযহাব মতে তাকবীর তাহরীমা ব্যতীত সালাতে হাত উঠাতে হয় না। তবে দুই ঈদের সময় অতিরিক্ত তাকবীর এবং বিতর সালাতে দোয়া কুনূতের তকবীর এর ব্যতিক্রম।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর বলার পূর্বে উভয় হাত উঠানো

٨٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ *

৮৮০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি সালাতের জন্য দাঁড়াতেন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তাঁর হাত দু'খানা দু' কাঁধের বরাবর হয়ে যেত। এরপর তিনি তাকবীর বলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এরূপ করতেন যখন তিনি রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন। আর যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন আর বলতেন ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্)। আর তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَالْمَنْكِبَيْنِ

উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলা

٨٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْ وَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ *

৮৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন দু'কাঁধ পর্যন্ত তার উভয় হাত তুলতেন। আর যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখনও দু'হাত এভাবে তুলতেন এবং বলতেন ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।) আর তিনি সিজদার সময় এরূপ করতেন না।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الْأُذُنَيْنِ

কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো

٨٨٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ اٰمِيْنَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

৮৮২. কুতায়বা (র) ---- ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত দু'কান পর্যন্ত তুলতেন। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা আরম্ভ করতেন। আর তা শেষ করে "আমীন" বলতেন এবং তা বলার সময় তাঁর স্বর উচ্চ করতেন।[১]

٨٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حِيَالَ اُذُنَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ *

৮৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিছ (রা)– তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যতম সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলতেন। আর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন, আর যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন (তখনও এরূপ করতেন)।

٨٨٤. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَّصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِيْنَ رَكَعَ وَحِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى حَاذَتَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ *

৮৮৪. ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি

১. হানাফী মাযহাব অনুসারে 'আমীন' নিম্নস্বরে বলতে হয়। হাদীসে 'আমীন' উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে উভয় রকম বলার বর্ণনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় উঠাতেন। আর যখন রুকূ করতেন, এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা তুলতেন তখন হাতদ্বয় উভয় কানের নিম্নভাগ (লতি) বরাবর হয়ে যেত।

بَابُ مَوْضِعِ الْاِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাত তোলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীর অবস্থান

٨٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاَىَ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكَادَ اِبْهَامَاهُ تُحَاذِىْ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ *

৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছেন, যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তখন তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় তাঁর দু'কানের নিম্নভাগ ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা হতো।

رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

লম্বা করে উভয় হাত তোলা

٨٨٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ جَاءَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ فَقَالَ ثَلَاثٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ مَدًّا وَّ يَسْكُتُ هُنَيْئَةً وَّ يُكَبِّرُ اِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ *

৮৮৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন সামআন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বনী যুরায়কের মসজিদে আগমন করে বললেন, তিনটি কাজ এমন যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। কিন্তু লোকেরা তা ছেড়ে দিয়েছে। তিনি সালাতে হাত উঠাতেন লম্বা করে, আর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন আর তিনি যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন।

فَرْضُ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى

প্রথম তাকবীর ফরয

٨٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ

قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ ابْنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى كَمَا صَلّٰى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِى قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِى صَلٰوتِكَ كُلِّهَا *

৮৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলে পরে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং সালাত আদায় করল। তারপর এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর (কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি) সে ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে পূর্বে যেরূপ সালাত আদায় করেছিল সেরূপ সালাত আদায় করল। তারপর এসে নবী ﷺ -কে সালাম করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম। ফিরে যাও, সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তিনি এরূপ তিনবার করলেন। তারপর সে ব্যক্তি বলল, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমি এর চেয়ে অধিক ভাল সালাত আদায় করতে জানি না। অতএব, আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন– যখন সালাতে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে, তারপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকূ করবে ধীর-স্থিরভাবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে ধীর-স্থিরভাবে। তারপর মাথা উঠিয়ে ধীর-স্থিরভাবে বসে পড়বে। অতঃপর এভাবে তোমার সালাত পূর্ণ করবে।

اَلْقَوْلُ الَّذِىْ يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلٰوةَ

যে বাক্য দ্বারা সালাত আরম্ভ করা হয়

٨٨٨. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْنِ

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ خَلْفَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَقَالَ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا *

৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পেছনে বলল ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً তখন নবী ﷺ বললেন, কে এ কলেমা বলেছে? ঐ ব্যক্তি বলল- আমি, ইয়া নবী আল্লাহ! তখন তিনি বললেন– বারজন ফিরিশতা এ কলেমা তাড়াতাড়ি করে তুলে নিলেন।

٨٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّ سُبْحَانَ لِلّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا فُتِحَتْ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرُ مَاتَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ *

৮৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন শুজা মারওয়াযী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠল- اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এমন এমন শব্দগুলো কে বলেছে? তখন ঐ ব্যক্তি বললো, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ আমি এ ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করলাম। অতঃপর তিনি যা বললেন, এর অর্থ হল, এর কারণে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শোনার পর থেকে আমি কখনও তা পড়া বাদ দেই নি।

وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা

٨٩٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُوْسٰى بْنُ عُمَيْرٍ

الْعَنْبَرِيِّ وَ قَيْسُ بْنِ سُلَيْمٍ نِ الْعَنْبَرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلٰوةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ *

৮৯০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন আমি তাঁকে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি।

فِى الْإِمَامِ إِذَا رَاٰى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلٰى يَمِيْنِهِ

ইমাম কাউকে ডান হাতের উপর বাম হাত রাখতে দেখলে

٨٩١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِىْ زَيْنَبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ ﷺ قَدْ وَضَعْتُ شِمَالِى عَلٰى يَمِيْنِى فِى الصَّلٰوةِ فَأَخَذَ بِيَمِيْنِى فَوَضَعَهَا عَلٰى شِمَالِى *

৮৯১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখলেন, আমি সালাতে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখেছি। তিনি আমার ডান হাত ধরে তা বাম হাতের উপর রাখলেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِيْنِ مِنَ الشِّمَالِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখার স্থান

٨٩٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ

بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَ حَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا *

৮৯২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের প্রতি, তিনি কিরূপে সালাত আদায় করেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। আর হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের বরাবর হল। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত রাখলেন বাম হাতের উপর অর্থাৎ এক কব্জি অন্য কব্জির ওপর কিংবা এক হাত অন্য হাতের ওপর রাখলেন। যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করলেন হস্তদ্বয় পূর্বের মত উঠালেন। রাবী বলেন, তিনি হস্তদ্বয় স্থাপন করলেন তাঁর দু'হাঁটুর উপর। এরপর যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালেন তখন তদ্রূপ হাত উঠালেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন, তিনি তাঁর হাতের তালুদ্বয় স্থাপন করলেন তাঁর উভয় কান বরাবর। তারপর তিনি বসলেন, তিনি বিছিয়ে দিলেন তাঁর বাম পা। আর তাঁর বাম হাতের তালু রাখলেন তাঁর বাম হাঁটু ও রানের উপর। আর ডান কনুইর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ডান রানের উপর রাখলেন্। পরে তাঁর দু'টি অঙ্গুলী (বৃদ্ধ ও মধ্যমা) টেনে তা দিয়ে বৃত্তাকার বানালেন এবং তারপর একটি অঙ্গুলী (তর্জনী) উঠালেন। আমি দেখলাম, তিনি তা নাড়ছেন (ইশারার জন্য) এবং তা দ্বারা দোয়া করছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

٨٩٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا *

৮৯৩. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও সুয়ায়দ ইবনে নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) কোমরে হাত রেখে কোন ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٨٩٤. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ خَصْرِيْ

فَقَالَ لِيْ هٰكَذَا ضَرْبَةً بِيَدِهٖ فَلَمَّا صَلَّيْتُ قُلْتُ لِرَجُلٍ مَنْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قُلْتُ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا رَابَكَ مِنِّى قَالَ اِنَّ هٰذَا الصَّلْبُ وَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا عَنْهُ .

৮৯৪. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - যিয়াদ ইব্‌ন সুবায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমরের পাশে সালাত আদায় করেছি, তখন আমি আমার কোমরে হাত রাখলাম। তিনি আমাকে তাঁর হাত মেরে বললেন, এভাবে যখন আমি সালাত শেষ করলাম, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এ ব্যক্তি? সে বলল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান। আমার কোন্ কাজে আপনার খটকা হলো? তিনি বললেন ঃ এটা শূলের ন্যায় হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন।

اَلصَّفُّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে দু'পায়ের মধ্যে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো

٨٩٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ الثَّوْرِىِّ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّى قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْرَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ اَفْضَلَ *

৮৯৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এক ব্যক্তিকে উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি সুন্নতের বিরোধিতা করল। যদি এ ব্যক্তি পদদ্বয়ের মাঝখানে ব্যবধান বা ফাঁক রেখে দাঁড়াতো তাহলে তা উত্তম হতো।

٨٩٦. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّى قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ اَخْطَاَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ اَعْجَبَ اِلَىَّ *

৮৯৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে সালাত আদায় করছে দু' পা মিলিয়ে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি সুন্নতের খেলাফ করছে। যদি সে দু' পায়ের মধ্যে ফাঁক রেখে দাঁড়াত তা হলে তা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় হতো।

سُكُوْتُ الْاِمَامِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلٰوةَ

সালাত আরম্ভ করার পর ইমামের চুপ থাকা

٨٩٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ *

৮৯৭. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। এ সময় দোয়া পড়তেন।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَ الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী দোয়া

٨٩٨. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ سَكَتَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِاَبِى اَنْتَ وَ اُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِى سُكُوْتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ *

৮৯৮. আলী ইব্ন হুজর (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যস্থলে চুপ থেকে কি বলেন ? তিনি বললেন আমি বলি,[১]

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

---

১. মহানবী (সা) আপন উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরূপ দোয়া করেছিলেন।

অর্থাৎ – হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যেমন পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ ! আমাকে আমার পাপরাশি থেকে পবিত্র করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। হে আল্লাহ ! আমাকে পানি, বরফ, শিলা বৃষ্টির সাহায্যে ধৌত কর।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ

কিরাআত ও তাকবীরের মধ্যে অন্য দোয়া

٨٩٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيْدَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَلٰوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي لِاَحْسَنِ الاَعْمَالِ وَاَحْسَنِ الاَخْلاَقِ لاَيَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الاَخْلاَقِ لاَ يَقِي سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ *

৮৯৯. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন ঃ

اِنَّ صَلٰوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَ اَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَيَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْاَخْلاَقِ لاَ يَقِي سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ *

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ

তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যে দোয়া ও যিকির

٩٠٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُوْنُ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي رَافِعٍ –

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ صَلٰوتِي وَ نُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا - لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ - لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَ اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ *

৯০০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন ঃ

اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ صَلٰوتِي وَ نُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِي جَمِيْعًا - لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ - لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَ اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ *

অর্থ ঃ আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত আমার ইবাদত (কুরবানী ও হজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। আল্লাহ, তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি আমার অপরাধ

স্বীকার করছি– সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি ব্যতীত আর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না এবং চালিত কর আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে তুমি ব্যতীত অপর কেউ চালিত করতে পারে না উত্তম চরিত্রের পথে এবং দূরে রাখ আমা থেকে মন্দ আচরণকে– তুমি ব্যতীত আমা থেকে তা অপর কেউ দূরে রাখতে পারে না। আল্লাহ! হাজির আছি আমি তোমার দরবারে আর প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে, কল্যাণ সমস্তই তোমার হাতে এবং কোনও অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তোমার দিকে ফিরতেছি।

٩٠١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ ذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ -

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِى وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ *

৯০১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন উছমান হিমসী (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِى وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ *

তারপর তিনি কুরআন পাঠ করতেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

সালাত আরম্ভ ও কিরাআতের মাঝখানে অন্য দোয়া

٩٠٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ *

৯০২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ফাযালা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ *

অর্থ ঃ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই।

٩٠٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ *

৯০৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

তাকবীরের পর অন্য প্রকার দোয়া

٩٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِنَا اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَه قَالَ اَيُّكُمُ الَّذِى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ اِنَّه لَم يَقُل بَاسًا قَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُ اِثْنَى عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا *

৯০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করল, সালাতের জন্য দৌড়ে আসার কারণে তার তার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল-اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করে বললেন- তোমাদের মধ্যে কে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করল? এতে উপস্থিত সকলে নির্বাক হয়ে গেল। তিনি বললেন, সে কোন ক্ষতিকর কথা বলেনি। সে ব্যক্তি বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বলেছি। আমি এসে পড়লাম আর আমার তখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তখন আমি তা বলেছি। নবী ﷺ বললেন, আমি বারজন ফেরেশতাকে দেখলাম, তারা প্রতিযোগিতা করছে, কে তা তুলে নেবে।

بَابُ الْبِدَاَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া

٩٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

৯০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ, আবু বকর এবং উমর (রা) কিরাআত আরম্ভ করতেন- "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন" দ্বারা।[১]

٩٠٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَافْتَتَحُوا بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

৯০৬. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান যুহরী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সালাত আরম্ভ করতেন, "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন" দ্বারা।

---

১. "আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন" দ্বারা আরম্ভ করার অর্থ এই যে, তাঁরা অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং এর শুরুতে তাঁরা চুপে বিসমিল্লাহ পড়তেন।

قِرَاءَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করা

٩٠٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا يُرِيْدُ النَّبِىَّ ﷺ اِذْ اَغْفٰى اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهٗ مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْتَرُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ نَهَرٌ وَّعَدَنِيْهِ رَبِّىْ فِى الْجَنَّةِ اٰنِيَتُهٗ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ تَرِدُهٗ عَلَىَّ اُمَّتِىْ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّهٗ مِنْ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ لِىْ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ *

৯০৭. আলী ইব্ন হুজুর (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন অর্থাৎ নবী ﷺ। হঠাৎ ওহীর অবস্থা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে মাথা উঠালেন। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এখন আমার উপর একটি সূরা নাযিল হলো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْتَرُ *

তারপর তিনি বললেন, তোমরা জান কি "কাওসার" কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটি নহর। আমার রব! আমাকে তা জান্নাতে প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তার পেয়ালাসমূহ তারকার সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, আমার উম্মত তার কাছে আমার নিকট আসবে। তারপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে হটিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ্! সে তো আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি আমাকে বলবেন, নিশ্চয় আপনি জানেন না, সে আপনার পরে (শরীয়তের পরিপন্থী) কি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছিল।

٩٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ غَيْرِ

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمِيْنَ وَ يَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ فِى الاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا سَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّى لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৯০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - নুয়ায়ম মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করি। তিনি প্রথমে পড়লেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন 'আমীন' বললেন, তারপর সকল লোক বলল, আমীন। যখনই তিনি সিজদা করতেন তখন বলতেন, 'আল্লাহু আকবর', আর যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাআতে বসা থেকে দাঁড়াতেন তখনও আল্লাহু আকবর বলতেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মত সালাত আদায় করে তোমাদের দেখালাম।

تَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলতে উচ্চস্বর পরিত্যাগ করা

٩٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا اَبُو حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلّٰى بِنَا اَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا *

৯০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন শাকীক (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-এর কিরাআত আমরা শুনতে পাইনি। আর আবু বকর এবং উমর (রা)-ও আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তাঁদের থেকেও আমরা তা শুনিনি।

٩١٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنِى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَابْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

৯১০. আবদুল্লাহ ইব্ন সায়ীদ আবু সায়ীদ আশাজ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।

٩١١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو نُعَامَةَ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ اِذَا سَمِعَ اَحَدَنَا يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ اَبِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِّنْهُمْ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

৯১১. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) আমাদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়তে শুনলে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি এবং আবু বকর ও উমর (রা)-এর পেছনেও। তাঁদের কাউকেও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়তে শুনিনি।

تَرْكِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

সূরা ফাতিহায় বিসমিল্লাহ না পড়া

٩١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ ابْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ هِىَ خِدَاجٌ هِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اِنِّى اَحْيَانًا اَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِى وَ قَالَ اِقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِىُّ فِى نَفْسِكَ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِى وَ بَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِى وَ لِعَبْدِى مَاسَاَلَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُوْلُ الْعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِى

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي وَ لِعَبْدِي مَاسَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَهٰؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَ *

৯১২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সালাত আদায় করে আর তাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে তা অসম্পূর্ণ, তা অসম্পূর্ণ, তা অসম্পূর্ণ, পূর্ণ হয় না। তখন আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা ! আমি অনেক সময় ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে থাকি, তিনি আমার বাহুটান দিয়ে বললেন, হে পারসিক (ইরানী); তুমি তা মনে মনে পড়বে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাত আধাআধি ভাগ করেছি। অতএব, এর অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা পড়। বান্দা যখন বলে, 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। আর যখন বান্দা বলে, 'আররহমানির রহীম' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল। আর বান্দা যখন বলে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল। আর বান্দা যখন বলে, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'য়ীন' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এই আয়াতটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে। আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে চায়। বান্দা বলে, 'ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল লাযীনা আন 'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বা-ল্লীন, (তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) এসবই আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে, যা সে চায়।

اِيْجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব

٩١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَصَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ *

৯১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার সালাত হয়নি।[১]

১. হাদীসটি মুকতাদী সম্পর্কে নয়, বরং তা ইমাম ও একা সালাত আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র) বলেন ঃ "ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়লে ওয়াজিব লংঘন করা হয়ঃ এক কুরআন শ্রবণের আদেশ লংঘন করা, দুই, নীরবতা পালনের হুকুম উপেক্ষা করা। এজন্যই ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া মাকরূহ"। (ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ; মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র), পৃ, ১৩০)।

٩١٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا *

৯১৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা-এর পর অধিক (অন্য সূরা) পড়ল না, তার সালাত হয়নি।

فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

সূরা ফাতিহার ফযীলত

٩١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِئِيْلُ اِذْ سَمِعَ نَقِيْضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَافُتِحَ قَطُّ قَالَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا مِّنْهُمَا اِلاَّ اُعْطِيْتَهُ *

৯১৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে ছিলেন আর তাঁর কাছে ছিলেন জিবরাঈল (আ)। হঠাৎ জিবরাঈল (আ) তাঁর মাথার উপর এক বিকট আওয়াজ শুনলেন তখন তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলেন যে, আকাশের একটি দরজা খুলে দেয়া হয়েছে, যা কখনও খোলা হয়নি। তিনি বলেন, এরপর দরজা দিয়ে একজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আপনি এমন দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা শুধু আপনাকেই দান করা হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কোন নবীকে তা দান করা হয়নি। একটি হলো, সূরা ফাতিহা এবং অন্যটি হলো, সূরা বাকারার শেষাংশ। এতদুভয়ের একটি অক্ষর পাঠ করলেও (তার প্রতিদান) তা আপনাকে দেওয়া হবে।

تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَقَدْ أُتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ আমি তোমাকে সাতটি আয়াত দান করেছি, যা বারবার পড়া হয় এবং মহান কুরআন-এর ব্যাখ্যা

٩١٦. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّبِهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْلُكَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى الَّذِى اُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ *

৯১৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ সাঈদ ইব্‌ন মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তার কাছ দিয়ে যাওয়ার কালে তাঁকে ডাকলেন, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বলেন, আমি সালাত শেষ করে তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, আমার আহবানে সাড়া দিতে তোমাকে কিসে নিষেধ করল? তিনি বললেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেননি, হে মুমিনগণ ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে। (সূরা ঃ ৮, আয়াত ঃ ২৪) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি কি তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট সূরা শিক্ষা দিব না ? তিনি বললেন, তারপর তিনি বের হতে গেলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কথা ? তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা, ঐ সাত আয়াত যা বারবার পড়া হয়ে থাকে, যা আমাকে দান করা হয়েছে এবং মহান কুরআন।

٩١٧. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى التَّوْرَاةِ

وَلاَ فِى الْاِنْجِيْلِ مِثْلَ اُمِّ الْقُرْاٰنِ وَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَهِىَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ *

৯১৭. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার মত তাওরাত অথবা ইঞ্জিলে কোন আয়াত নাযিল করেন নি। তা সাত আয়াত, যা বারবার পাঠ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এ আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করা। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে, সে যা চায়।

৯১৮. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْتِىَ النَّبِىُّ ﷺ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى السَّبْعَ الطُّوَلَ *

৯১৮. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে দান করা হয়েছে কুরআন মজীদের সাতটি বড় সূরা। তিনি অত্র হাদীছে 'সাব'আম মিনাল মাছানী' বলতে সাতটি বড় সূরার কথা বুঝিয়েছেন।

৯১৯. اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى قَالَ السَّبْعُ الطُّوَلُ *

৯১৯. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে "সাব'আম মিনাল মাছানী" আয়াতের সম্বন্ধে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা কুরআন মজীদের সাতটি বড় সূরা।

تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْهِ لَمْ يُجْهَرْ فِيْهِ

যে সালাতে কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করা হয় সে সালাতে ইমামের পশ্চাতে কিরাআত ত্যাগ করা

৯২০. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَاَ رَجُلٌ خَلْفَهٗ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَنْ قَرَاَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا *

৯২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জোহরের সালাত আদায় করলেন। এক ব্যক্তি তাঁর পেছনে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করল। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, তখন বললেন, 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' কে পাঠ করল? এক ব্যক্তি বলল, আমি পড়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি জানতাম, তোমাদের কেউ কিরাআতে আমার সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করবে।

٩٢١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ وَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا وَلَمْ اُرِدْ بِهَا اِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا *

৯২১. কুতায়বা (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার জোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন। আর এক ব্যক্তি তাঁর পেছনে কুরআন পড়ছিল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করল ? উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, আমি পড়েছি। আর আমি তা দ্বারা কল্যাণ ব্যতীত কিছু কামনা করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি বুঝলাম তোমাদের কেউ কিরাআতে আমার সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করেছে।

تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ

যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করেন তাতে মুকতাদীর কুরআন পাঠ ত্যাগ করা

٩٢٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِىَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّى اَقُوْلُ مَالِى اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَأَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ *

৯২২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চ শব্দে কুরআন পাঠ করা সালাত সমাপ্ত করে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছে ? এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি বলছি কুরআন তিলাওয়াতে আমার সাথে

কেন ঝামেলা সৃষ্টি করা হয় ? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সকল সালাতে কুরআন উচ্চ স্বরে পড়তেন সে সকল সালাতে লোকেরা কুরআন পড়া থেকে বিরত থাকলো, যখন তারা এ ব্যাপারটি শুনতে পেল।

قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْاٰنِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ الْاِمَامُ

যে সালাতে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে সে সালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া

٩٢٣. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلٰوةِ الَّتِى يُجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لاَيَقْرَأَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاْءَةِ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ *

৯২৩. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে এক সালাত আদায় করলেন, যাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা হয়। তারপর তিনি বললেন, যখন আমি উচ্চস্বরে কুরআন পড়ি তখন সূরা ফাতিহা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন কিছু না পড়ে।

تَاْوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযাগ সহকারে তা শুনবে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায় তাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে– আয়াতের ব্যাখ্যা

٩٢٤. اَخْبَرَنَا الْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ نِ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَ اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *

৯২৪. জারূদ ইব্‌ন মুআয তিরমিযী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর অনুসরণ করার জন্য। অতএব, যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল, আর যখন সে কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকবে, আর যখন তিনি বলেন, 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' তখন তোমরা বলবে, 'রাব্বানা লাকাল হামদ্'।

٩٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ نِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَ اِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَ الْمُخَرِّمِىُّ يَقُوْلُ هُوَ ثِقَةٌ يَعْنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ نِ الْاَنْصَارِىُّ *

৯২৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম তো এজন্য যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে। অতএব, যখন ইমাম তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল। আর যখন ইমাম কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক। আবু আবদুর রহমান বলেন, মুখাররিমী বলতেন, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ আনসারী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

اِكْتِفَاءُ الْمَامُوْمِ بِقِرَأَةِ الْاِمَامِ

ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট হওয়া

٩٢٦. اَخْبَرَنِى هَارُوْنَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ حَدَّثَنِى كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفِى كُلِّ صَلٰوةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَجَبَتْ هٰذِهٖ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ وَ كُنْتُ اَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ مَا اَرَى الْاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْقَوْمَ اِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ قَال اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَطَأٌ اِنَّمَا هُوَ قَوْلُ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يُقْرَا هٰذَا مَعَ الْكِتَابِ *

৯২৬. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো, প্রত্যেক সালাতেই কি কিরাআত আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক আনসার ব্যক্তি বলল, তা ওয়াজিব। তখন তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করলেন, আমি সকলের মধ্যে তাঁর নিকটবর্তী

ছিলাম। তিনি বললেন, ইমাম যখন দলের ইমামতি করেন, তখন আমি মনে করি, ইমামই তাদের জন্য যথেষ্ট। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটা 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে' বলা ভুল। এ হলো আবুদ্ দারদারই কথা।

مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِمَنْ لاَيُحْسِنُ الْقُرْاٰنَ

যে ভালভাবে কুরআন পাঠ করতে জানে না, তার জন্য যা পাঠ করা যথেষ্ট

٩٢٧. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى وَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ السَّكْسَكِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّى لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ فَعَلِّمْنِى شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *

৯২৭. ইউসুফ ইব্ন ঈসা ও মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে আরয করল, আমি কুরআন পাঠ করতে পারি না। অতএব, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআন পাঠের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়। তিনি বললেন ঃ তুমি বল,

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَـرُ وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ *

جَهْرُ الاِمَامِ بِاٰمِيْنَ

ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলা

٩٢٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯২৮. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তিলাওয়াতকারী আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফেরেশতাগণও

আমীন বলে থাকেন। অতএব, যার আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার মত হবে, আল্লাহ্ পাক তার পূর্বের পাপ মার্জনা করবেন।

٩٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤْمِنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তিলাওয়াতকারী (ইমাম) আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা, ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন। আর যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার মত হয় তার পূর্ববর্তী পাপ মার্জনা করে দেওয়া হয়।

٩٣٠. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوا اٰمِيْنَ فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ وَ اِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ فَمَنْ وَّافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯৩০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন' বলেন তখন তোমরা আমীন বল। কেননা, ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন আর ইমামও আমীন বলেন। যার আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার মত হয়, তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

٩٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَّ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯৩১. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার মত হয় তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

بَابُ الْاَمْرِ بِالتَّامِيْنِ خَلْفَ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পেছনে আমীন বলার নির্দেশ

٩٣٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৯৩২. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদ্বূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ-দ্বা-ল্লীন' বলেন, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা যার কথা ফেরেশতাগণের কথার মত হবে, তার পূর্বের পাপ মার্জনা করা হবে।

فَضْلِ التَّامِيْنِ

আমীন বলার ফযীলত

٩٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৯৩৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর ফেরেশতারাও আকাশে আমীন বলেন, তখন যদি একটির সাথে অপরটির মিল হয় তবে তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করা হয়।

قَوْلُ الْمَامُوْمِ اِذَا عَطِسَ خَلْفَ الْاِمَامِ

মুকতাদীর ইমামের পেছনে হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ ...... বলা

٩٣٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ اَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ

الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ ابْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضٰى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا *

৯৩৪. কুতায়বা (র) - - - - রিফা' ইব্‌ন রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তখন আমি হাঁচি দিলাম এবং বললাম– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضٰى রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত সমাপ্ত করে ফিরে বললেন, সালাতে কে কথা বলেছে? তখন কেউই উত্তর দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার বললেন, কে সালাতে তা বলেছে? তখন রিফাআ ইব্‌ন রাফি ইব্‌ন আফরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলেছি। তিনি বললেন, তুমি কি বলেছ? তিনি বলেলেন, আমি বলেছি–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى -

তখন নবী ﷺ বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! ত্রিশজনের বেশী ফেরেশতা তা নিয়ে তাড়াহুড়ো করছে, কে তা নিয়ে উপরে উঠবে।

٩٣٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ اَسْفَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَلَمَّا قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ اَنَا خَلْفَهُ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَرَدْتُ بِهَا بَاسًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُوْنَ الْعَرْشِ *

৯৩৫. আবদুল হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। যখন তিনি তাকবীর বললেন, তাঁর কর্ণদ্বয়ের নিম্ন পর্যন্ত উভয় হাত তুললেন, যখন তিনি 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন' বললেন, তখন আমীন বললেন।

রাবী বলেন, আমি তাঁর পেছনে থেকে তা শ্রবণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ যখন নবী ﷺ সালাতের সালাম ফিরালেন তখন বললেন, সালাতে কে তা বলেছে? তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলেছি। আর আমি এদ্বারা অন্য কিছু ইচ্ছা করিনি। নবী ﷺ বললেন, বারজন ফেরেশতা তা দ্রুত আরশে তুলে নিয়ে গেল এবং তাতে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি।

جَامِعُ مَا جَاءَ فِى الْقُرْاٰنِ

কুরআন সম্বন্ধীয় বিবিধ রেওয়ায়ত

٩٣٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْىُ قَالَ فِى مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّى وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ وَ هُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ وَ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِى فِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ الْفَتٰى فَيَنْبِذُهُ اِلَىَّ *

৯৩৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কী রূপে ওহী আসে? তিনি বললেন, ঘন্টার শব্দের মত। তারপর তা শেষ হলে দেখা যায় আমি তা মুখস্থ করে ফেলেছি। এটাই আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। আর কোন কোন সময় আমার নিকট (ওহীর ফেরেশতা) মানুষের বেশে আগমন করে তা আমাকে বলে যান।

٩٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِى فِى مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّ عَلَىَّ فَيَفْصِمُ عَنِّى وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِى فَاَعِى مَايَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا *

৯৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিসা ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট ওহী কী রূপে আসে? তিনি বললেন, কোন কোন সময় আমার নিকট ওহী আসে ঘন্টা ধ্বনির ন্যায়, আর এটিই আমার উপর

কষ্টদায়ক হয়। আর আমার থেকে তা সমাপ্ত হলে দেখা যায় আমি তা মুখস্থ করে ফেলেছি, যা বলা হয়েছে। আর কোন কোন সময় ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে আমার কাছে এসে কথাবার্তা বলেন। তখন তিনি যা বলেন, তা আমি মুখস্থ করে নেই। আয়েশা (রা) বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে এবং যখন তা শেষ হতো তখন তাঁর ললাট থেকে ঘাম দরদর করে পড়তে দেখেছি।

٩٣٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ لاَتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ قَالَ جَمْعَهٗ فِى صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَاهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهٗ وَ اَنْصِتْ فَكَانَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِئِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ قَرَاءَهُ كَمَا اَقْرَأَهُ *

৯৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহর বাণী ঃ لاَ تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ ওহী নাযিল হওয়ার সময় কষ্ট আনুভব করতেন। আর তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নাড়তেন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনি আপনার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করবেন না। কেননা, তা আপনার অন্তরে সংরক্ষণ এবং পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। পরে তিনি বলেন, فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ সুতরাং আমি তা পাঠ করি। তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। তারপর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন ও চুপ থাকুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যখন জিবরাঈল (আ) আগমন করতেন তখন তিনি শুনতে থাকতেন। যখন চলে যেতেন তখন তিনি ঐরূপই পাঠ করতেন যেরূপ তাঁকে পাঠ করানো হতো।

٩٣٩. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَاءُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَاَ فِيْهَا حُرُوفًا لَمْ يَكُنْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَأَنِيْهَا قُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ كَذَبْتَ مَاكَذَاكَ اَقْرَاَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذْتُ بِيَدِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اَقْرَأْتَنِى سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ وَاِنِّى سَمِعْتُ هٰذَايَقْرَاُ

فِيْهَا حُرُوْفًا لَمْ تَكُنْ اَقْرَاَتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ يَاهِشَامُ فَقَرَاَ كَمَا كَانَ يَقْرَاُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِقْرَاْ يَاعُمَرُ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ *

৯৩৯. নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন মাখরামা (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি হিশাম ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা)-কে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। তিনি তাতে এমন কতগুলো অক্ষর পাঠ করলেন যা নবী ﷺ আমাকে পাঠ করান নি। আমি বললাম, আপনাকে এ সূরা কে পড়িয়েছেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপে পড়ান নি। আমি তাঁকে তাঁর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। আমি এ ব্যক্তিকে তা পড়তে শুনলাম এমন কতগুলো অক্ষর তাতে তিনি পড়ছেন যা আপনি আমাকে পড়ান নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে হিশাম! তুমি পড়ে শুনাও তো ; তিনি ঐরূপ পড়লেন যেরূপ পূর্বে পড়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর! তুমি পড়। তখন আমি পড়লাম, আবারও তিনি বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কুরআন সাত লুগাতে [১] অবতীর্ণ হয়েছে।

٩٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِمَا اَقْرَاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَاَنِيْهَا فَكِدْتُّ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى مَا غَيْرِ مَا اَقْرَاْتَنِيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ فَقَرَاَ لِقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ يَقْرَاُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِىْ اِقْرَاْ قَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ *

---

১. সাত উপ-ভাষা ঃ কুরায়শ, বানূ তামীম, হুযায়ল, ইয়ামন, তায়, ছাকী ও হাওয়াযিন-এর উপ-ভাষা।

৯৪০. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হিশাম ইব্ন হাকীমকে সূরা ফুরকান পড়তে শুনলাম, আমি যেভাবে পড়ি সেভাবে না পড়ে অন্যভাবে। আর আমাকে তা পড়িয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমি তো তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। অতঃপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি পড়া বন্ধ করলেন না। আমি তার চাদর দ্বারা পেঁচিয়ে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি একে সূরা ফুরকান পড়তে শুনলাম যেভাবে আপনি আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন তাছাড়া অন্যভাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, পড়। আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছি তিনি সেভাবেই পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে বললেন, পড়। আমি পাঠ করার পর বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাত লুগাতে (উপ-ভাষায়) অতএব, তোমরা তা পাঠ কর যেরূপ তোমাদের পক্ষে সহজ হয়।

٩٤١. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِىِّ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِى حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَأَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَأُهَا عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلٰوةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِى سَمِعْتُكَ تَقْرَأُهَا فَقَالَ اَقْرَأَنِيهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَوَاللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَقْرَأَنِى هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِى سَمِعْتُكَ تَقْرَأُهَا فَانْطَلَقْتُ بِهِ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَ اَنْتَ اَقْرَأْتَنِى سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اِقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَأَةَ الَّتِى اَقْرَأَنِى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَأُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ *

৯৪১. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় হিশাম ইব্‌ন হাকীমকে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তাঁর কিরাআত লক্ষ্য করে শুনলাম। শুনলাম, তিনি তা পড়ছেন এমন কতগুলো অক্ষরসহ যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পড়ান নি। সালাতের মধ্যেই আমি তাঁকে আক্রমণ করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু আমি তাঁর সালাম ফিরান পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন আমি তাঁকে তাঁর চাদর দ্বারা বেঁধে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে এ সূরাটি কে শিক্ষা দিয়েছে? যা আপনাকে পড়তে শুনলাম। তিনি বললেন, আমাকে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ই আমাকে তা পড়িয়েছেন, যা আমি আপনাকে পড়তে শুনেছি। আমি তাঁকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাঁকে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি এমন কতগুলো অক্ষরসহ যা আপনি আমাকে পড়ান নি। অথচ আপনিই আমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর ! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম ! পড়। তখন তিনি ঐ কিরাআত পড়লেন যা আমি তাকে পড়তে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর ! পড়। তখন আমি ঐরূপই পড়লাম, তিনি আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে, অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ কুরআন নাযিল হয়েছে সাত ভাষায়। অতএব, তোমাদের যেরূপ সহজ হয় সেরূপ পড়।

٩٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَىٰ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ اَضَاةِ بَنِى غِفَارٍ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ اَسْاَلُ اللّٰهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاِنَّ اُمَّتِى لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفَيْنِ قَالَ اَسْاَلُ اللّٰهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَ اِنَّ اُمَّتِى لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى ثَلاَثَةِ اَحْرُفٍ فَقَالَ اَسْاَلُ اللّٰهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَ اِنَّ اُمَّتِى لاَتُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّهُمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا *

৯৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বনূ গিফারের কূয়ার নিকট ছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে এক উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর ক্ষমা কামনা করি, আমার উম্মত এর ক্ষমতা রাখবে না। তারপর তাঁর নিকট দ্বিতীয়বার আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে দু'হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার উম্মত এরও ক্ষমতা রাখবে না। তারপর জিব্রাঈল তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে তিন হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার উম্মত এরও ক্ষমতা রাখবে না। এরপর জিব্রাঈল তাঁর নিকট চতুর্থবার আগমন করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে সাত হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। যে লুগাতেই পড়ুক না কেন তা-ই সঠিক হবে।

٩٤٣. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنِى اَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَقْرَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُوْرَةً فَبَيْنَا اَنَا فِى الْمَسْجِدِ جَالِسٌ اِذَا سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْرَأُهَا يُخَالِفُ قِرَاءَتِى فَقُلْتُ لَهُ مَنْ عَلَّمَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَ تُفَارِقْنِى حَتّٰى نَأْتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا خَالَفَ قِرَأْءَتِى فِى السُّوْرَةِ الَّتِى عَلَّمْتَنِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَا يَا اُبَىُّ فَقَرَاتُهَا فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ اِقْرَأْ فَخَالَفَ قِرَأَتِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اُبَىُّ اَنَّهُ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ كُلُّهُنَّ شَافٍ كَافٍ *

قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ لَيْسَ بِذٰلِكَ الْقَوِىُّ *

৯৪৩. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি সূরা পড়ালেন। আমি মসজিদে বসা থাকতেই শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি তা আমার কিরাআতের বিপরীত পাঠ করছে। আমি তাকে বললাম, তোমাকে এ সূরা কে শিক্ষা দিয়েছে ? সে ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমি বললাম, আমার কাছ থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাই। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে এই সূরাটি যেভাবে

শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি তা উল্টোভাবে পাঠ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উবাই! তুমি পড়; আমি পড়লাম। তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি ঠিক পাঠ করেছ। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি পড়। সে আমার পড়ার অনুরূপ পড়ল। তাকেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি ঠিকই পড়েছ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উবাই ! ব্যাপার এই যে, কুরআন সাত প্রকার লুগাতে নাযিল হয়েছে। তার প্রত্যেক প্রকারই রোগ মুক্তি এবং উদ্দেশ্য অনুধাবনে যথেষ্ট। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, মা'কাল ইব্ন উবায়দুল্লাহ তত সবল নন।

٩٤٤. اَخْبَرَنِى يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُبَىٍّ قَالَ مَاحَاكَ فِى صَدْرِىْ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلاَّ اَنِّى قَرَأْتُ اٰيَةً وَقَرَاَهَا اٰخَرُ غَيْرَ قِرَاَتِى فَقُلْتُ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَقْرَاْتَنِى اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَلَمْ تُقْرِئْنِى اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ اَتَيَانِى فَقَعَدَ جِبْرَائِيْلُ عَنْ يَّمِيْنِى وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَّسَارِى فَقَالَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اقْرَأِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ مِيْكَائِيْلُ اسْتَزِدْهُ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ *

৯৪৪. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়নি। কিন্তু আমি একটি আয়াত পাঠ করলাম, আর তা অন্য একজন আমার কিরাআতের বিপরীত পাঠ করল। আমি বললাম, আমাকে এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তিও বলল, আমাকেও এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর আমি নবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আপনি আমাকে অমুক অমুক আয়াত পাঠ করিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর সে ব্যক্তি বলল, আপনি কি আমাকে অমুক অমুক আয়াত পাঠ করাননি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল (আ) আমার ডান পাশে এবং মীকাঈল (আ) আমার বাম পাশে উপবেশন করলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি কুরআন এক উপভাষায় পাঠ করুন আর মীকাঈল (আ) বললেন, তা আরও বাড়িয়ে দিন, তা আরও বাড়িয়ে দিন। এমনিভাবে তা সাত উপভাষায় পৌছলো। আর প্রত্যেক উপভাষায়ই রোগ মুক্তি এবং উদ্দেশ্য অনুধাবনে যথেষ্ট।

٩٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ اِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ *

৯৪৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরআন ওয়ালার দৃষ্টান্ত এক বাঁধা উটের মালিকের ন্যায়। যখন সে তার যত্ন করে তখন তাকে ধরে রাখে। আর যখন তাকে ছেড়ে দেয় তখন তা চলে যায়।

٩٤٦. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِئْسَ مَالاَحَدِهِمْ اَنْ يَّقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ يَقُوْلُ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ اَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَلِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهٖ *

৯৪৬. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কত মন্দ পরিণতি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে বলে আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআন স্মরণ রেখ। কেননা তা মানুষের অন্তর থেকে চতুষ্পদ জন্তুর তার রশি থেকে পালাবার চেয়েও তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়ে পড়ে।

اَلْقِرَاءَةُ فِى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ফজরের সুন্নত দু' রাকা'আতে কিরাআত

٩٤٧. اَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِى الْاُوْلٰى مِنْهُمَا الْاٰيَةَ الَّتِى فِى الْبَقَرَةِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَفِى الْاُخْرٰى اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ *

৯৪৭. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সুন্নত দু' রাকাআতের প্রথম রাকাআতে সূরা বাকারার قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا এই আয়াতখানা শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। আর দ্বিতীয় রাকআতে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ আয়াতখানা পাঠ করতেন। (সূরা আল-ইমরান)

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সুন্নত দু' রাকা'আতে সূরা কাফিরূন ও ইখলাস পড়া

٩٤٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يَاۤ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

৯৪৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন ইবরাহীম দুহায়ম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সুন্নত দু' রাকা'আতে قُلْ يَاۤ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ -এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - পাঠ করেছেন।

تَخْفِيْفُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

ফজরের সুন্নত দু' রাক'আত তাড়াতাড়ি আদায় করা

٩٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لَاَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتّٰى اَقُوْلَ اِقْرَأْ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْكِتَابِ *

৯৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম, তিনি ফজরের (সুন্নত) দু' রাক'আত আদায় করতেন এবং উক্ত দু' রাক'আত এত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন যে, আমি বলতাম – তিনি কি ঐ রাক'আতদ্বয়ে সূরা ফাতিহা পড়েছেন ?

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِالرُّوْمِ

ফজরের সালাতে সূরা রূম পাঠ করা

٩٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ شَبِيْبٍ اَبِى رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَاءَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَاِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ *

৯৫০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং তাতে সূরা রূম পড়লেন। এতে তাঁর কিরাআত এলোমেলো হয়ে গেল। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন বললেন, ঐ সকল লোকের কি হলো, তারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করে অথচ উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করে না। তারাই আমাদের কিরাআত এলোমেলো করে ফেলে।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ

ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পড়া

٩٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ سَيَّارٍ يَعْنِى ابْنُ سَلاَمَةَ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلٰوةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ *

৯৫১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু বরযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পাঠ করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِقَافٍ

ফজরের সালাতে সূরা কাফ পাঠ করা

٩٥٢. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ اِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِهَا فِى الصَّلٰوةِ *

৯৫২. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - উম্মে হিশাম বিনত হারিসা ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে সালাতে শরীক হয়ে সূরা কাফ মুখস্থ করেছি। তিনি ঐ সালাতে তা পাঠ করতেন।

٩٥٣. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّى يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَاَ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ فَلَقِيْتُهُ فِى السُّوْقِ فِى الزِّحَامِ فَقَالَ قٓ *

৯৫৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছি। তিনি এর এক রাক'আতে وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ পাঠ করলেন। (হাদীসের অন্যতম রাবী শু'বা বলেন) তারপর বাজারের ভিড়ের মধ্যে তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, সূরা কাফ পড়েছিলেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

ফজরের সালাতে সূরা 'ইযাশ্ শামসু কুব্বিরাত' পাঠ করা

٩٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مَسْعُوْدِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سُرَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ *

৯৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান বালখী (র) - - - - আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে ফজরের সালাতে اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ পাঠ করতে শুনেছি।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الصُّبْحِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

ফজরের সালাতে মু'আওয়াযাতায়ন পড়া

٩٥٥. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَاَمَّنَا بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ *

৯৫৫. মূসা ইব্‌ন হিযাম তিরমিযী ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে মু'আওয়াযাতায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। উকবা বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত সূরাদ্বয় দ্বারা আমাদের ফজরের সালাতের ইমামতি করলেন।

بَابُ الْفَضْلِ فِى قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'আওয়াযাতায়ন পাঠের ফযীলত

٩٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى

عِمْرَانَ اَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى قَدَمِهِ فَقُلْتُ اَقْرِانِى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُوْرَةَ هُوْدٍ وَسُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ *

৯৫৬. কুতায়বা - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে পেছনে চললাম। তখন তিনি ছিলেন আরোহী। আমি তাঁর পায়ে হাত রেখে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সূরা হূদ এবং সূরা ইউসুফ পড়িয়ে দিন।' তিনি বললেন, তুমি সূরা নাস ও সূরা ফালাক অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাশীল কোন কিছুই পাঠ করবে না।

٩٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَاتٌ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ اَعُوْذُبِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُبِرَبِّ النَّاسِ *

৯৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তার ন্যায় আর কোন আয়াতই দেখা যায়নি। তা হলো সূরা ফালাক এবং সূরা নাস।

اَلْقِرَاءَةِ فِى الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কিরাআত

٩٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى *

৯৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে الٓمٓ تنزيل এবং هَلْ اَتٰى সূরা পাঠ করতেন।

٩٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ ح وَاَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْمُحَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ *

৯৫৯. কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে تَنْزِيلُ السَّجْدَه এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ সূরা পাঠ করতেন।

بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ اَلسُّجُوْدُ فِي صٓ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের সিজদাহ সমূহ, সূরা সোয়াদ-এ সিজদা

٩٦٠. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا *

৯৬০. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান মিকসামী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূরা সোয়াদে সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, দাউদ (আ) তওবা করার জন্য এ সিজদা করেছেন, আর আমরা শোকর আদায়ের জন্য সিজদা করি, (যে আল্লাহ্ তা'আলার হযরত দাউদ (আ)-এর দোয়া কবূল করেছেন।)

اَلسُّجُوْدُ فِي النَّجْمِ

ওয়ান নাজমি সূরায় সিজদার বর্ণনা

٩٦١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَاْسِي وَاَبَيْتُ اَنْ اَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ اَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ *

৯৬১. আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল হামীদ ইব্‌ন মাইমূন ইব্‌ন মিহরান (র) - - - - মুত্তালিব ইব্‌ন আবু

ওদাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় সূরা নাজম পাঠ করে সিজদা করলেন। তখন তাঁর নিকট যাঁরা ছিলেন তাঁরাও সিজদা করলেন, আমি তখন আমার মাথা উঠিয়ে রাখলাম এবং সিজদা করতে অস্বীকার করলাম। আর তখন (আবু ওদাআর পুত্র) মুত্তালিব ইসলাম গ্রহণ করেনি।

٩٦٢. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيْهَا *

৯৬২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা নাজম পাঠ করে সিজদা করলেন।

تَرْكِ السُّجُوْدِ فِى وَالنَّجْمِ

সূরা নাজম-এ সিজদা না করা

٩٦٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لاَقِرَاءَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِى شَىْءٍ وَّ زَعَمَ اَنَّهُ قَرَاَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى فَلَمْ يَسْجُدْ .

৯৬৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোন সালাতে কিরাআত নেই। আর বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে ওয়ান নাজমি পড়েছেন কিন্তু তিনি সিজদা করেন নি।[১]

بَابُ السُّجُوْدِ فِى اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অনুচ্ছেদ ঃ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এ সিজদা করা

٩٦٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَاَ بِهِمْ اِذَا

১. সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সময় উযু অবস্থায় ছিলেন না। তাই সিজদা পরে করেছেন। আর যায়দ (রা) মনে করেছেন যে, তিনি সিজদা করেন নি। কিংবা যায়দ (রা)-এর কথার অর্থ এ হতে পারে যে, । রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেন নি, বরং পরে করেছেন। সুতরাং এ হাদীসদ্বয় সিজদা না করা প্রমাণিত হয় না।

السَّمَاءُ انْشَقَّت فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيْهَا *

৯৬৪. কুতায়বা (র) - - - - আবু সালমা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) তাঁদের নিয়ে اذَا السَّمَاءُ انْشَقَّت পাঠ করলেন। আর তাতে সিজদা করলেন। সিজদা শেষ করে তাঁদের সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে সিজদা করেছেন।

٩٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ وَّهُوَ مُحَمَّدٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

৯৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ اذَا السَّمَاءُ انشقَّت সূরায় সিজদা করেছেন।

٩٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ *

৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে اذَا السَّمَاءُ انشقَّت এবং اقرأ باسم সূরায় সিজদা করেছি।

٩٦٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مِثْلِهِ *

৯৬৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩٦٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ .عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُمَا فِى اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا *

৯৬৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরায় সিজদা করেছেন এবং তাঁদের থেকে যিনি উত্তম তিনিও।

اَلسُّجُوْدُ فِى اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ

ইকরা বিস্‌মি রব্বিকাতে সিজদা করা

٩٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ - عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا ﷺ فِى اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ *

৯৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)- - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর, উমর এবং তাঁদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি নবী ﷺ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাদ্বয়ে সিজদা করেছেন।

٩٧٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাদ্বয়ে সিজদা করেছি।

بَابُ السُّجُوْدِ فِى الْفَرِيْضَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতে সিজদা করা

٩٧١. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ اَخْضَرَ عَنِ التَّيْمِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَزَنِىُّ عَنْ اَبِى رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِى هُرَيْرَةَ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ يَعْنِى الْعَتَمَةَ فَقَرَاَ سُوْرَةَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذِهِ يَعْنِى سَجْدَةً مَا كُنَّا

نَسْجُدُهَا قَالَ سَجَدَ بِهَا اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَاَنَا خَلْفَهُ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ بِهَا حَتّٰى اَلْقٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ *

৯৭১. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আবু রাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর পেছনে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করে তাতে সিজদা করলেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা তো এ সিজদা করতাম না। তিনি বললেন, এ সিজদা করেছেন আবুল কাসেম ﷺ। তখন আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। অতএব, আমি সর্বদা এ সিজদা করতে থাকব, যতদিন না আমি আবুল কাসেম ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হব।

بَابُ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ দিনের কিরাআত

٩٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ رَقَبَةَ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلٰوةٍ يُقْرَأُ فِيْهَا فَمَا اَسْمَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَاهَا مِنَّا اَخْفَيْنَا مِنْكُمْ *

৯৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরাআত রয়েছে। অতএব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়তেন আমরা তা তোমাদের শুনিয়ে পড়বো, আর তিনি যা আমাদের থেকে চুপে-চুপে পড়েছেন আমরা তা তোমাদের থেকে চুপে-চুপে পড়ব।

٩٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِى كُلِّ صَلٰوةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعَنَاكُمْ وَمَا اَخْفَاهَا اَخْفَيْنَا مِنْكُمْ *

৯৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতে কিরাআত রয়েছে। অতএব, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়তেন তা আমরা তোমাদের শুনিয়ে পড়বো। আর যা তিনি আমাদের থেকে নীরবে পড়েছেন আমরাও তা তোমাদের থেকে নীরবে পাঠ করব।

اَلْقِرَاَةُ فِى الظُّهْرِ

জোহরের কিরাআত

٩٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْبَرِيْدِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ .عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ فَنَسمَعُ مِنْهُ الْاٰيَةَ بَعْدَ الْاٰيَاتِ مِنْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيٰتِ *

৯৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুদরান (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পেছনে জোহরের সালাত আদায় করতাম। তখন আমরা সূরা লোকমান এবং যারিয়াতের কয়েক আয়াতের পর তা থেকে একটি আয়াত শুনতাম।

٩٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ النَّضْرِ قَالَ كُنَّا بِالطَّفِّ عِنْدَ اَنَسٍ فَصَلَّيْهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اِنِّى صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الظُّهْرِ فَقَرَاَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ *

৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন শুজা মারওয়াযী (র) - - - - আবু বকর ইব্‌ন নযর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'তফ' নামক স্থানে আনাস (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি তাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে জোহরের সালাত আদায় করেছি। তিনি দু'রাকআতে আমাদের জন্য সাব্বিহিসমা- রব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্ পাঠ করলেন।

تَطْوِيْلُ الْقِيَامِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

জোহরের সালাতের প্রথম রাকআতে কিয়াম লম্বা করা

٩٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَقَدْ كَانَ صَلٰوةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِيْءُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى يُطَوِّلُهَا *

৯৭৬. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জোহরের সালাত আরম্ভ হল। এরপর কোন ব্যক্তি বাকী -এর দিকে গমন করে তার প্রয়োজন শেষ

করত। তারপর উযূ করে এসে দেখতে পেত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম রাকআতে রয়েছেন। তিনি তা এত দীর্ঘ করতেন।

٩٧٧. اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمٰعِيْلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُصَلِّى بِنَا الظُّهْرَ فَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ يُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ كَذٰلِكَ وَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَةَ فِى صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى يَعْنِى فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ *

৯৭৭. ইয়াহইয়া ইব্ন দুরুস্ত (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করতেন। তিনি এর প্রথম দু' রাকাআতে সূরা পাঠ করতেন এবং আমাদের এক/আধ আয়াত শুনাতেন, তিনি জোহর সালাতের (প্রথম) রাকাআত এবং প্রথম রাক'আত অর্থাৎ ফজর সালাতের প্রথম রাকাআত লম্বা করতেন (দ্বিতীয় রাকা'আতের তুলনায়)।

بَابُ اِسْمَاعِ الْاِمَامِ الْاٰيَةَ فِى الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জোহরের সালাতে ইমামের আয়াত শুনা যায় এমনিভাবে পাঠ করা

٩٧٨. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ يُعْرَفُ بِابْنِ اَبِى جَمِيْلٍ الدِّمَشْقِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَتَيْنِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيْلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى *

৯৭৮. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ মুসলিম (র) - - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহর এবং আসরের প্রথম দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর কোন কোন সময় আমাদের আয়াত শুনাতেন। আর তিনি প্রথম রাকআত লম্বা করতেন।

تَقْصِيْرُ الْقِيَامِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ

জোহরের দ্বিতীয় রাকআতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা

٩٧٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَ يُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَاُبِنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ يُطَوِّلُ الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ *

৯৭৯. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'য়ীদ (র) ---- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করতেন। প্রথম দু'রাকআতে আমাদের কখনও কখনও কিরাআত শুনাতেন। তিনি প্রথম রাকআত লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের সালাতেও এরূপ করতেন। প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর তিনি আসরের সালাতের প্রথম দু'রাকআত আমাদের সাথে নিয়ে এমনভাবে আদায় করতেন যে, প্রথম রাকআত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

জোহরের সালাতে প্রথম দু'রাকা'আতে কিরাআত

٩٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيْلُ اَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ *

৯৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

জোহর এবং আসরের সালাতের প্রথম দু' রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য দু'টি সূরা আর শেষের দু' রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর কোন সময় আমাদের কিরাআত শুনাতেন। আর তিনি জোহরের প্রথম রাকা'আত লম্বা করতেন।[১]

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

আসরের প্রথম দু' রাকআতের কিরাআত

٩٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَّ كَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى فِى الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَذٰلِكَ فِى الصُّبْحِ *

৯৮১. কুতায়বা (র) ---- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহর এবং আসরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর কোন কোন সময় আমাদের আয়াত শুনাতেন। তিনি জোহরের প্রথম রাকআত লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি এরূপ করতেন ফজরের সালাতেও।

٩٨٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا *

৯৮২. আমর ইব্ন আলী (র) ---- জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জোহর এবং আসরের সালাতে 'ওয়াস্‌সামায়ি যাতিল বুরুজ' এবং 'ওয়াস্‌সামায়ি ওয়াত্ তারিক' এবং এতদুভয়ের মত সূরা পাঠ করতেন।

٩٨٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الظُّهْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَفِى الْعَصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَفِى الصُّبْحِ بِاَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ *

---

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী (সা) জোহরের সালাতেও সামান্য শব্দ করে কুরআন পাঠ করতেন।

৯৮৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ---- জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জোহর সালাতে 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগ্‌শা' এবং আসর সালাতে এর মত সূরা এবং ফজর সালাতে এরচেয়েও লম্বা সূরা পাঠ করতেন।

تَخْفِيْفُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ

কিয়াম এবং কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা

٩٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَلَّيْتُمْ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ يَاجَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وُضُوْءًا مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِمَامِكُمْ هٰذَا قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ *

৯৮৪. কুতায়বা (র) ---- যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, তোমরা সালাত আদায় করেছ কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে বালিকা ! আমার জন্য উযুর পানি আন। আমি অন্য কোন ইমামের পেছনে সালাত আদায় করিনি, যার সালাত তোমাদের এই ইমাম (উমর ইব্ন আবদুল আযীয)-এর চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। যায়দ বলেন, 'উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) রুকূ এবং সিজদা পূর্ণ আদায় করতেন। আর দাঁড়ানো এবং বসায় অপেক্ষাকৃত কম দেরী করতেন।

٩٨٥. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَاُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَاُ فِى الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ *

৯৮৫. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সাথে অমুকের চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সালাত আর কারও পেছনে আদায় করিনি। সুলাইমান (রা) বলেন - তিনি জোহরের প্রথম দু'রাকআত লম্বা করতেন, শেষের দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত

করতেন। আর আসরের সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর মাগরিবের সালাত কিসারে মুফাস্সাল দ্বারা আদায় করতেন। আর ইশার সালাত আওসাতে মুফাস্সাল দ্বারা আদায় করতেন। আর ভোরের সালাত অর্থাৎ ফজর তিওয়ালে মুফাস্সাল দ্বারা আদায় করতেন।[১]

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাস্সাল পড়া

٩٨٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِن فُلاَنٍ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذٰلِكَ الانسَانِ وَكَانَ يُطِيلُ الاُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهرِ وَيُخَفِّفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ فِى الْعَصْرِ وَيَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَاُ فِى الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَاَشْبَاهِهَا وَيَقْرَاُ فِى الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ *

৯৮৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'য়ীদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করিনি যার সালাত অমুক ব্যক্তির সালাতের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সাথে সঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, আমরা ঐ ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি জোহরের প্রথম দু'রাকআত লম্বা করতেন, পরের দু'রাক'আত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। আসরের সালাতও সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। আর মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল পড়তেন। আর ইশার সালাত আদায় করতেন 'ওয়াশ্ শামসি ওয়াদ্দুহাহা' এবং এর মত সূরা দ্বারা। আর ফজরের সালাত আদায় করতেন দু'টি লম্বা সূরা দ্বারা।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى

মাগরিবে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পড়া

٩٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِنَاضِحَيْنِ عَلٰى

১. সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত তিওয়ালে মুফাস্সাল, সূরা বুরূজ থেকে সূরা বায়্যিনা পর্যন্ত আওসাতে মুফাস্সাল এবং সূরা বায়্যিনা থেকে কুরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত কিসারে মুফাস্সাল হিসেবে গণ্য।

مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ ذَهَبَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَلاَّ قَرَاتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَنَحْوِهِمَا *

৯৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি দু'টি উট নিয়ে মু'আয (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন। ঐ ব্যক্তি পৃথকভাবে সালাত আদায় করে চলে গেল। একথা নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিতনা ও কষ্টে ফেলতে চাও? হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিতনা ও কষ্টে ফেলতে চাও? তুমি কেন সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকা অথবা ওয়াশ্‌শামসি ওয়াদুহাহা' অথবা এ জাতীয় সূরা পাঠ করলে না?

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ

মাগরিবে সূরা মুরসালাত পাঠ করা

৯৮৮. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فَقَرَاَ الْمُرْسَلاَتِ مَا صَلّٰى بَعْدَهَا صَلٰوةً حَتّٰى قُبِضَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৯৮৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - উম্মুল ফযল বিন্‌ত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে তাঁর গৃহে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তিনি তাতে সূরা ওয়াল মুরসালাত পড়লেন। এরপর তিনি লোকদের নিয়ে তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে আর কোন সালাত আদায় করেন নি।[১]

৯৮৯. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ *

৯৮৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন্ আব্বাস (রা) তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ -কে মাগরিবের সালাতে সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' পাঠ করতে শুনেছেন।

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণত মাগরিবের সালাতে ছোট সূরা পাঠ করতেন। কিন্তু এ সালাতে বড় বড় সূরা পাঠ করাও যে বৈধ তা ব্যক্ত করার জন্য তিনি ভাল কোন সময় বড় সূরাও পাঠ করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ

মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করা

٩٩٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ *

৯৯০. কুতায়বা (র) - - - - জুবায়র ইব্ন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাগরিবের সালাতে নবী ﷺ -কে আমি সূরা তূর পড়তে শুনেছি।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِحٰمٓ الدُّخَانِ

মাগরিবের সালাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করা

٩٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَ ذَكَرَ اٰخَرُ قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ حَدَّثَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِى صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِحٰمٓ الدُّخَانِ *

৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযিদ মুকরী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করেছেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْمَغْرِبِ بِالٓمٓصٓ

মাগরিবে 'আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ' পাঠ করা

٩٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ يَا اَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ اَتَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَحْلُوْفَةٌ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهَا بِاَطْوَلِ الطُّوْلَيَيْنِ الٓمٓصٓ *

৯৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ানকে বললেন, হে আবু আবদুল মালিক! আপনি কি মাগরিবের সালাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং 'ইন্না আ'তাইনা' পড়ে থাকেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি তিনি দীর্ঘ সূরার মধ্যে বড় সূরা 'আলিফ লাম মীম সোয়াদ' পড়েছেন।[১]

٩٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ مَالِى اَرَاكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ وَ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهَا بِاَطْوَلِ الطُّوْلَيَيْنِ قُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَا اَطْوَلُ الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ الْاَعْرَافُ .

৯৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম থেকে বর্ণিত যে, যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বললেন, আমার কি হলো আমি দেখছি আপনি মাগরিবের সালাতে ছোট ছোট সূরা পড়লেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তিনি তাতে দু'টি দীর্ঘ সূরার মধ্য থেকে যে সূরা অধিক দীর্ঘ তা পাঠ করতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ দীর্ঘ সূরা কি ? তিনি বললেন, তা হলো সূরা আ'রাফ।

٩٩٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَةُ وَ اَبُوْ حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِى صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ الْاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِى رَكْعَتَيْنِ .

৯৯৪. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাতে সূরা আ'রাফ পাঠ করতেন । আর তিনি তা দু' রাক'আতে ভাগ করেছেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের পর দু'রাকআতে কিরাআত

٩٩٥. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

১. দীর্ঘ সুরাদ্বয় দ্বারা সুরা আন'আম ও আ'রাফ বুঝানো হয়েছে। আর আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ দ্বারা সূরা আ'রাফকে নির্দেশ করা হয়েছে।

وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

৯৯৫. ফযল ইব্‌ন সাহল (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি বিশ বার লক্ষ্য করেছি যে, তিনি মাগরিবের পর দু'রাকআতে এবং ফজরের পূর্বের (সুন্নত) দু' রাকআতে, কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করেছেন।

اَلْفَضْلُ فِى قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়ার ফযীলত

٩٩٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلاَلٍ اَنَّ اَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَاُ لاَصْحَابِهِ فِى صَلَوٰتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَىْءٍ فَعَلَ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ *

৯৯৬. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এক ব্যক্তিকে যুদ্ধের নেতা করে পাঠালেন। তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাতে কুরআন পাঠ করতেন আর তিনি 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' দ্বারা শেষ করতেন। সঙ্গী লোকেরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, সে কেন এরূপ করেছে ? তারা তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, কেননা, তা মহামহিমান্বিত দয়াময়ের গুণ। তাই আমি তা পড়া পছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভালবাসেন।

٩٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلٰى آلَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ فَسَاَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْجَنَّةُ .

৯৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আসলাম। তিনি শুনলেন যে, এক ব্যক্তি পড়ছে (বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অবধারিত হয়ে গিয়েছে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! কী অবধারিত হয়ে গিয়েছে? তিনি বললেন, জান্নাত।

٩٩٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

৯৯৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনল, সে তা বারবার পড়ছিল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য (সওয়াবের দিক থেকে)।

٩٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنِ امْرَاَةٍ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ .

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اَعْرِفُ اِسْنَادًا اَطْوَلَ مِنْ هٰذَا .

৯৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবু আইয়ূব (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।[১]

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى

ইশার সালাতে 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করা

١٠٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ

১. কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) তাওহীদ (খ) আহ্‌কাম (গ) তাক্‌বীর। যেহেতু সুরা ইখলাসে তাওহীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সে হিসেবে একে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةَ فَطَوَّلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفَتَّانٌ يَامُعَاذُ اَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالضُّحٰى وَ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ *

১০০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) দাঁড়িয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন এবং তা দীর্ঘায়িত করলেন। নবী ﷺ বললেন, হে মুআয ; তুমি কি (লোকদের) ফিৎনা ও বিপদে ফেলবে ? তুমি কি (লোকদের) ফিৎনা ও কষ্টে ফেলবে তুমি সাব্বিহিসমা রাব্বিকা, ওয়াদ্‌দুহা এবং ইযাস্‌সামা উনফাতারাত' পাঠ কর না কেন ?

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا

ইশার সালাতে ওয়াশ্‌শামসি ওয়াদুহাহা পাঠ করা

١٠٠١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلّٰى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِاَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا فَاُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَتُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ اِذَا اَمَّمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ . *

১০০১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) তাঁর সাথীদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘ করলে আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি চলে গেল। মু'আয (রা)-কে এ সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন, সে ব্যক্তি মুনাফিক। ঐ ব্যক্তির নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট গেল এবং মু'আয (রা) যা বলেছিলেন তা তাঁকে অবহিত করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি (লোকদের মধ্যে) ফিৎনা সৃষ্টি করতে চাও ? যখন তুমি লোকের ইমামতি করবে তখন 'ওয়াশ্‌শামসি ওয়াদুহাহা ; সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা, ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগ্‌শা এবং ইকরা বিসমি রাব্বিকা পাঠ করবে।

١٠٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْهِ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ .

১০০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন শাফীক (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাতে ওয়াশ্‌শামসি ওয়াদুহাহা বা এ জাতীয় অন্যান্য সূরা পাঠ করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِيْهَا بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ

ইশার সালাতে সূরা 'তীন' পাঠ করা

١٠٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِىٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ فِيْهَا بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ *

১০০৩. কুতায়বা (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি তাতে ওয়াত্তীনি ওয়ায্ যায়তুন পড়েছেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

ইশার প্রথম রাক'আতে সূরা তীন পাঠ করা

١٠٠٤. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ بْنِ ثَابِتٍ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَقَرَأَ فِى الْعِشَاءِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ .

১০০৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তিনি ইশার প্রথম রাক'আতে ওয়াত্তীনি ওয়ায্ যায়তূন পড়লেন।

اَلرُّكُوْدُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ

প্রথম দু'রাকাআত লম্বা করা

١٠٠٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ

১. ঐ সময় কাযা সালাত আদায় করা জায়েয। এ হাদীসে নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

شَكَاكَ النَّاسُ فِى كُلِّ شَئٍ حَتّٰى فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ سَعْدٌ اَتَّئِدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَمَا اٰلُوا مَااقْتَدَيْتَ بِهٖ مِنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

১০০৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, লোক প্রত্যেক কাজে তোমার বিপক্ষে অভিযোগ করে। এমনকি সালাত সম্পর্কেও। তখন সাদ বললেন, আমি প্রথম দু'রাকআত লম্বা করি আর শেষের দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত করি। আর আমি যে সকল সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ইকতিদা করে আদায় করেছি সে সকল সালাতে তাঁর অনুকরণ করতে ত্রুটি করি না। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারণাও তাই।

١٠٠٦. اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ اَبُوالْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِىِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ وَقَعَ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ فِى سَعْدٍ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا يُحْسِنُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّىْ بِهِمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَخْرُمُ عَنْهَا اَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ قَالَ ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ .

৯৯৬. হাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন উলাইয়্যা আবুল হাসান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফার কিছু লোক উমর (রা)-এর নিকট সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, তারা বলল, আল্লাহর শপথ ! তিনি সালাত উত্তমরূপে আদায় করেন না, তিনি (সাদ) বললেন, আমি তো তাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করে থাকি। তা থেকে কোন রকম কম করিনা। আমি প্রথম দু'রাকআত লম্বা করি আর শেষের দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত করি। তিনি (উমর) বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারনা তাই। আর আমি যে সকল সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ইকতিদা করে আদায় করেছি সে সকল সালাতে তাঁর অনুকরণ করতে ত্রুটি করি না। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারণাও তাই।

قِرَاءَةِ سُوْرَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ

এক রাক'আতে দুই সূরা পাঠ করা

١٠٠٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ

بِهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً فِى عَشْرِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا عَلْقَمَةُ فَسَاَلْنَاهُ فَاَخْبَرَنَا بِهِنَّ .

১০০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যেসব সূরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন আমি সেসব সূরার সাথে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশ রাক'আতে অনুরূপ বিশটি সূরা পাঠ করতেন। তারপর তিনি আলকামার হাত ধরে ভিতরে প্রবেশ করলেন। পরে আলকামা আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তিনি আমাদের সে সকল সূরার সংবাদ দিলেন।

١٠٠٨. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ قَالَ هٰذًا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِّنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ سُوْرَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ .

১০০৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়িলকে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ্‌র নিকট এক ব্যক্তি বলল, আমি এক রাক'আতে মুফাস্‌সাল পড়েছি। তিনি বললেন, কবিতার ন্যায় তাড়াতাড়ি পড়া ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সূরাগুলো মিলিয়ে পাঠ করতেন তা আমি জানি। তারপর তিনি মুফাস্‌সালের বিশটি সূরার উল্লেখ করলেন এক রাক'আতে দু' দু' সূরা করে।

١٠٠٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّى قَرَاْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ فَقَالَ هٰذًا كَهَذِّ الشِّعْرِ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ النَّظَائِرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِّنَ الْمُفَصَّلِ مِنْ حٰمٓ *

১০০৯. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি এ রাত্রে এক রাক'আতে মুফাস্‌সাল পাঠ করেছি। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি কবিতা আবৃত্তির মত ? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ মুফাস্‌সালের বিশটি সূরা পাঠ করতেন ; যেগুলোর আরম্ভ হয়েছে حٰمٓ দিয়ে।[১]

১. মুফাস্‌সাল সূরা নিরূপণে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতটি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّوْرَةِ

এক সূরার কিয়দংশ পাঠ করা

١٠١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدِيْثًا رَفَعَهُ اِلَى ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلّٰى فِى قُبُلِ الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَّسَارِهِ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا جَآءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَعِيْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ اَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ *

১০১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি কা'বার সম্মুখে সালাত আদায় করলেন। তিনি তাঁর পাদুকাদ্বয় খুলে তাঁর বাম পাশে রাখলেন। তারপর তিনি সূরা মুমিনূন আরম্ভ করলেন। যখন তিনি মূসা বা ঈসা (আ)-এর ঘটনায় পৌঁছলেন, তাঁর কান্নার কারণে কাশির উদ্রেক হলে তিনি রুকূ করলেন।

تَعَوُّذُ الْقَارِئْ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ

আযাবের আয়াতে পৌঁছলে পাঠকের আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাওয়া

١٠١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الاَحْنَفِ عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَرَاَ فَكَانَ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَاِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا وَكَانَ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِى سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى *

১০১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক রাত্রিতে নবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। তিনি কিরাআত পড়তে পড়তে যখন আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন থেমে যেতেন এবং দোয়া করতেন। আর তিনি রুকূতে বলতেন, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, আর সিজদায় বলতেন, সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।[১]

১. আমাদের হানাফী আলিমগণ নফল সালাতে এরূপ আমল করেছেন।

مَسْأَلَةِ الْقَارِئ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ

রহমতের আয়াতে পৌঁছে পাঠকের দোয়া করা

١٠١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَالْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِى رَكْعَةٍ لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ سَاَلَ وَلاَيَمُرُ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ اسْتَجَارَ *

১০১২. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক রাক'আতে সূরা বাকারা, আল-ইমরান এবং নিসা পাঠ করতেন। তিনি যখনই রহমতের আয়াতে পৌঁছতেন প্রার্থনা করতেন। আর আযাবের আয়াতে পৌঁছলে আশ্রয় ভিক্ষা করতেন।

تَرْدِيْدُ الْاٰيَةِ

বারবার এক আয়াত পাঠ করা

١٠١٣. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَتْنِى جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

১০১৩. নূহ ইব্ন হাবীব (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ভোর পর্যন্ত একটি আয়াত দিয়েই সালাত আদায় করলেন। আর সে আয়াতখানা হলো ঃ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لاَتَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا

মহান আল্লাহর বাণী- وَلاَتَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا -এর ব্যাখ্যা

١٠١٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىِّ قَالاَ حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنَ اَبِى وَحْشِيَّةَ وَ هُوَ ابْنُ اَيَاسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهٖ عَزَّوَ جَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ وَ كَانَ اِذَا صَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ رَفَعَ صَوْتَهٗ وَقَالَ بْنُ مَنِيْعٍ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ اِذَا اَسْمَعُوْا صَوْتَهٗ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهٗ وَمَنْ جَاءَ بِهٖ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهٖ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ اَىْ يُقْرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ يَسْمَعُوا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً *

১০১৪. আহমদ ইব্‌ন মানী ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় চুপে চুপে কুরআন পড়তেন। কিন্তু যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তখন তাঁর আওয়াজ বুলন্দ করতেন। ইব্‌ন মানী বলেন, তখন তিনি উচ্চৈঃ স্বরে কুরআন পড়তেন। আর মুশরিকরা যখন তাঁর শব্দ শুনত তখন তারা কুরআনকে, কুরআন অবতরণকারীকে এবং যিনি এ কুরআন নিয়ে এসেছেন তাঁকে গালি দিত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন, আপনার সালাতকে অর্থাৎ সালাতের কিরাআতকে উচ্চ করবেন না। কেননা, মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দিবে। আর আপনার সাথীদের থেকে তা চুপে চুপেও পড়বেন না। তাহলে তারা শুনতে পাবে না, এতদুভয়ের মধ্য পন্থা অবলম্বন করুন।

١٠١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهٗ بِالْقُرْاٰنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ اِذَا سَمِعُوْا صَوْتَهٗ سَبُّوْ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ جَاءَبِهٖ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْفِضُ صَوْتَهٗ بِالْقُرْاٰنِ مَاكَانَ يَسْمَعُهٗ اَصْحَابُهٗ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً *

১০১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। আর মুশরিকরা যখন তাঁর আওয়াজ শ্রবণ করত তখন কুরআনকে এবং যিনি তা আনয়ন করেছেন তাঁকে গালি দিত। তখন নবী ﷺ নিম্নস্বরে কুরআন পড়তে আরম্ভ করলেন যা সাহাবায়ে কিরাম শুনতে পেতেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, 'আপনি আপনার সালাত উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন না, আবার একেবারে নীরবেও পড়বেন না, বরং এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা

١٠١٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِى الْعَلَآءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِىْ *

১০১৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) ---- উম্মি হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , আমি নবী ﷺ -এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করতাম আমার ঘরের উপর থেকে।

بَابُ مَدِّ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিরাআতে স্বর লম্বা করা

١٠١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا *

১০১৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা) -কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কুরআন পাঠ কিরূপ ছিল ? তিনি বললেন, তিনি তাঁর স্বর লম্বা করে পড়তেন।

تَزْيِيْنِ الْقُرْاٰنِ بِالصَّوْتِ

সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা

١٠١٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ *

১০১৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ করবে।

١٠١٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

حَدَّثَنِى طَلْحَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ كُنْتُ نَسِيْتُ هٰذِهِ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ حَتّٰى ذَكَّرَنِيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ *

১০১৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ করবে। ইব্‌ন আওসাজাহ বলেন, আমি "কুরআন পাঠ সুন্দর কর" এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলাম। দাহহাক ইব্‌ন মযাহিম আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

١٠٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُوْرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ - عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ .

১০২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন যুনবূর মক্কী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসকে (এমন মহব্বত ও গুরুত্বের সাথে) শোনেন না যেমন তিনি কুরআন শোনেন ঐ নবীর মুখে যিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ও সুললিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর কালাম পাঠ করেন।

١٠٢١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ - عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِشَىْءٍ يَعْنِى اَذَنَهُ لِنَبِىٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ .

১০২১. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসকে ঐরূপ শোনেন না যেরূপ তিনি কুরআন শোনেন, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী নবীর ﷺ মুখে যিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করেন।

١٠٢٢. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاَةَ اَبِى مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ اُوْتِىَ مِزْمَارًا مِّنْ مَّزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

১০২২. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবু মূসার কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বললেন, তাঁকে দাউদ (আ)-এর সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

١٠٢٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قِرَاءَةَ اَبِي مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ اُوْتِيَ هٰذَا مِنْ مَّزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

১০২৩. আবদুল জাব্বার ইব্‌ন আলা ইব্‌ন আবদুল জাব্বার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবু মূসা (রা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বললেন, তাঁকে দাউদ (আ)-এর সুন্দর স্বর দান করা হয়েছে।

١٠٢٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةَ اَبِي مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ اُوْتِيَ هٰذَا مِزْمَارًا مِنْ مَّزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

১০২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবু মূসা (রা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বললেন, একে দাউদ (আ)-এর সুন্দর স্বর দান করা হয়েছে।

١٠٢٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ - عَنْ يَعْلٰى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ صَلٰوتِهِ قَالَتْ مَالَكُمْ وَ صَلٰوتَهُ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১০২৫. কুতায়বা (র) - - - - ইয়া'লা ইব্‌ন মামলাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরআন পাঠ এবং তাঁর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের তাঁর সালাতের সাথে কি সম্বন্ধ ? তারপর তিনি তাঁর কুরআন পাঠের বর্ণনা দিলেন ঃ তা ছিল এমন কুরআন পাঠ যার শব্দ শব্দ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বোঝা যেত।

بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর জন্য তাকবীর বলা

١٠٢٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ - عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى يَقْضِيَ صَلٰوتَهُ فَاِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ عَلٰى اَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّي لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১০২৬. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবু সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, যখন মারওয়ান আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনার প্রতিনিধি করে পাঠালেন, তখন তিনি ফরয সালাতে দাঁড়াবার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর যখন রুকূ করতেন তাকবীর কলতেন, অতঃপর রুকূ থেকে যখন তাঁর মাথা তুলতেন তখন বলতেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। আবার যখন সিজদার জন্য নিচু হতেন তখন তাকবীর বললেন। অতঃপর যখন তাশাহ্‌হুদ পড়ে দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে উঠতেন তখন তাকবীর বলতেন, এভাবে তিনি সালাত শেষ করতেন। যখন তিনি সালাত শেষ করে সালাম ফিরাতেন তখন মসজিদের লোকদের প্রতি মুখ করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর শপথ ! তোমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সঙ্গে আমার সালাত অধিক সামঞ্জস্যশীল।

رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوْعِ حِذَاءَ فُرُوْعِ الْاُذُنَيْنِ

রুকূর জন্য কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো

١٠٢٧. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمِ اللَّيْثِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى بَلَغَتَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ *

১০২৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন, আর যখন রুকূ করতেন এবং; রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন স্বীয় উভয় হাত উঠাতেন যা তাঁর কানের নিম্ন ভাগ (লতি) পর্যন্ত পৌঁছত।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوْعِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর জন্য উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো

١٠٢٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ *

১০২৮. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যখন তিনি সালাত আরম্ভ করতেন স্বীয় উভয় হাত তুলতেন কাঁধ পর্যন্ত। এ রকম হাত তুলতেন যখন তিনি রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন।

بَابُ تَرْكُ ذٰلِكَ

তা পরিত্যাগ করা

١٠٢٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ *

১০২৯. সুয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্বন্ধে সংবাদ দেব না ? রাবী বলেন, এরপর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে প্রথমবার তাঁর উভয় হাত উঠালেন। তারপর আর উঠালেন না।

اَقَامَةِ الصُّلْبِ فِى الرُّكُوْعِ

রুকূ'তে পিঠ সোজা রাখা

١٠٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُجْزِئُ صَلٰوةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ *

১০৩০. কুতায়বা (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকূ এবং সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না তার সালাত পূর্ণ হয় না।

اَلْاِعْتِدَالُ فِى الرُّكُوْعِ

রুকূতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা

١٠٣١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ *

১০৩১. সুয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা রুকূ এবং সিজদা ঠিকঠাকভাবে করো। আর তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় উভয় হাত (জমিনে) না বিছিয়ে দেয়।

اَلتَّطْبِيْقِ

তৎবীক [১] –হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা

١٠٣٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فِى بَيْتِهٖ فَقَالَ اَصَلّٰى هٰؤُلاَءِ قُلْنَا نَعَمْ فَاَمَّهُمَا وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ قَالَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَاصْنَعُوْا هٰكَذَا وَاِذَا كُنْتُمْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ فَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১০৩২. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - আলকামা এবং আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি বললেন, তারা কি সালাত আদায় করেছে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন। আর তাঁদের দু'জনের মধ্যে দাঁড়ালেন, আযান ও ইকামত ব্যতীত। তিনি বললেন, তোমরা যখন তিনজন হবে তখন এরূপ করবে, আর যখন এর চেয়ে বেশি লোক হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন ইমাম হবে এবং উভয় হাত রানের উপর বিছিয়ে রাখবে। আমি যেন এখনও দেখছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতের আঙ্গুলের মধ্যস্থিত ফাঁক।

---

১. তৎবীক-এর অর্থ হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রুকূ এবং তাশাহহুদে দু' হাঁটুর মধ্যে রাখা।

١٠٣٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرُّبَاطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ اَبِى قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِى بَيْتِهِ فَقَامَ بَيْنَنَا فَوَضَعْنَا يَعْنِى اَيْدِيَنَا عَلٰى رُكَبِنَا فَنَزَعَهُمَا فَخَالَفَ بَيْنَ اَصَابِعِنَا وَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ *

১০৩৩. আহমদ ইব্‌ন সা'য়ীদ রুবাতী (র) - - - - আসওয়াদ এবং আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর ঘরে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। আমরা আমাদের হাত রানের উপর রাখলাম। তিনি তা টেনে নিলেন এবং আমাদের অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে ফাঁক করে দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

١٠٣٤. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَ رَكَعَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ اَخِى قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اُمِرْنَا بِهٰذَا يَعْنِى الْاِمْسَاكُ بِالرُّكَبِ *

১০৩৪. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকূ করতে ইচ্ছা করলেন, উভয় হাত হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলেন, এবং রুকূ করলেন। এ সংবাদ সা'দ (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আমার ভাই সত্যই বলেছেন। আমরা এরূপ করতাম। তারপর আমরা এরূপ করতে আদিষ্ট হয়েছি অর্থাৎ হাঁটু ধরে রাখতে।

نَسْخُ ذٰلِكَ

তা রহিত হওয়া

١٠٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِى وَ جَعَلْتُ يَدَىَّ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ اَضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَضَرَبَ يَدَىَّ وَ قَالَ اِنَّا

قَدْ نُهِيْنَا عَنْ هٰذَا وَ اُمِرْنَا اَنْ نَضْرِبَ بِالْاَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ *

১০৩৫. কুতায়বা (র)- - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে সালাত আদায় করলাম, আর আমি আমার উভয় হাত আমার হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার উভয় হাতের তালু তোমার হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখ। তিনি বলেন, তারপর আমি তা পুনরায় করলাম। এরপর তিনি আমার হাত ধরে বললেন,আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি হাঁটুর উপর হাত রাখতে।

١٠٣٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَقَالَ اَبِى اِنَّ هٰذَ شَىْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ اُرْتُفِعْنَا اِلَى الرُّكَبِ *

১০৩৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুকূ করলাম এবং তাতে তৎবীক করলাম। আমার পিতা বললেন, আমরা পূর্বে এরূপ করতাম। তারপর আমরা আদিষ্ট হয়েছি হাঁটুতে হাত রাখতে।

اَلْاِمْسَاكُ بِالرُّكَبِ فِى الرُّكُوْعِ

রুকূতে হাঁটু জড়িয়ে ধরা

١٠٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - عَنْ عُمَرَ قَالَ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَامْسِكُوا بِالرُّكَبِ *

১০৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাঁটু জড়িয়ে ধরা তোমাদের জন্য সুন্নত করা হয়েছে। অতএব, তোমরা হাঁটু জড়িয়ে ধরবে।

١٠٣٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ . عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِنَّمَا السُّنَّةُ الْاَخْذُ بِالرُّكَبِ *

১০৩৮. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবু আবদুর রহমান সালামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ সুন্নত হলো হাঁটু জড়িয়ে ধরা।

بَابُ مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে হাতের তালু রাখার স্থান

١٠٣٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . عَنْ سَالِمٍ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ كَبَّرَ فَلَمَّا كَبَّرَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ اَصَابِعَهُ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ وَجَافٰى مِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَوٰى كُلُّ شَئٍ مِّنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتّٰى اسْتَوٰى كُلُّ شَئٍ مِّنْهُ *

১০৩৯. হান্নাদ ইব্ন সরী (র) - - - - সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মাসউদের নিকট আসলাম। তাঁকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে বর্ণনা করুন। তখন তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকূ করলেন তখন তাঁর উভয় হাতের তালু হাঁটুদ্বয়ের উপর স্থাপন করলেন। আর তাঁর আঙ্গুলগুলো তার নিচে রাখলেন এবং তাঁর উভয় কনুই পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখলেন। যাতে তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর বললেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল।

بَابُ مَوَاضِعِ اَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে হাতের আঙ্গুল রাখার স্থান

١٠٤٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِىُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَلَا اُصَلِّى لَكُمْ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فَقُلْنَا بَلٰى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ جَعَلَ اَصَابِعَهُ مِنْ وَّرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافٰى اِبْطَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَئٍ مِّنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَئٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافٰى اِبْطَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَئٍ مِنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَئٍ مِّنْهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَئٍ مِّنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذٰلِكَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّى بِنَا *

১০৪০. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান রাহাভী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য ঐরূপ সালাত আদায় করব না যেরূপ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি সালাত আদায় করতে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তখন তিনি দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকূ করলেন তখন তাঁর হাতদ্বয়ের তালু তাঁর উভয় হাঁটুর উপর রাখলেন। আর আঙ্গুলসমূহ রাখলেন তাঁর হাঁটুর নিচের দিকে। আর তাঁর বগল (পার্শ্বদেশ থেকে) পৃথক রাখলেন। তখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর তিনি তাঁর মাথা উঠালেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর সিজদা করলেন এবং তাঁর বগল (পার্শ্বদেশ থেকে) পৃথক রাখলেন এবং তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। তারপর বসলেন এবং সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল, এরপর আবার সিজদা করলেন এবং সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। এরূপে চার রাকাআত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এরূপই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি এরূপেই আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন।

بَابُ التَّجَافِى فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে বগল পৃথক করে রাখা

١٠٤١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ نِ الْبَرَّادِ قَالَ قَالَ اَبُو مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قُلْنَا بَلٰى فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافٰى بَيْنَ اِبْطَيْهِ حَتّٰى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَئٍ مِّنْهُ رَفَعَ رَاْسَهُ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هٰكَذَا وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى *

১০৪১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম বাররাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদের দেখাব না – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে সালাত আদায় করতেন ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকূ করলেন, তাঁর উভয় বগল পৃথক করে রাখলেন। যখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল, তিনি তাঁর মাথা উঠালেন, এভাবে তিনি চার রাক'আত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

بَابُ الْاِعْتِدَالِ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা

١٠٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَبْدُ الْحَمِيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى حُمَيْدِ نِ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ

النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ *

১০৪২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রুকূ করতেন, তখন তিনি সোজা হয়ে যেতেন। তিনি তাঁর মাথা তুলতেন না। আর তাঁর উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখতেন।

اَلنَّهِىُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ

রুকূ'তে কিরাআত পড়ার নিষেধাজ্ঞা

١٠٤٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْقَسِىِّ وَ الْحَرِيْرِ وَ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ اَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ قَالَ مَرَّةً اُخْرٰى وَ اَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا *

১০৪৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'য়ীদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, রেশম মিশ্রিত কাপড়, রেশমী কাপড় এবং সোনার আংটি থেকে, আর রুকূ অবস্থায় কিরাআত থেকে। অন্য সময় বলেছেন, রুকূ অবস্থায় কিরাআত থেকে।

١٠٤٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا وَ عَنِ الْقَسِّىِّ وَ الْمُعَصْفَرِ *

১০৪৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'য়ীদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রুকূ অবস্থায় কিরাআত, রেশম মিশ্রিত কাপড় এবং কুসুম রংয়ের কাপড় থেকে নিষেধ করেছেন।

١٠٤٥. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اِبْرَهِيْمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَقُوْلُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُقَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ *

১০৪৫. হাসান ইব্‌ন দাউদ মুনকাদিরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আর আমি বলি না যে, তোমাদের নিষেধ করেছেন– সোনার আংটি, রেশম মিশ্রিত কাপড়, গাঢ় লাল রংয়ের কাপড় এবং কুসুম রং-এর কাপড় থেকে নিষেধ করেছেন এবং রুকূ অবস্থায় কিরাআত থেকে।

١٠٤٦. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنْ لُبُوْسِ الْقِسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ *

১০৪৬. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রং-এর কাপড়, রুকূ অবস্থায় কিরাআত থেকে নিষেধ করেছেন।

١٠٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقِسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ *

১০৪৭. কুতায়বা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রং-এর কাপড়, সোনার আংটি পরিধান করতে এবং রুকূতে কিরাআত থেকে নিষেধ করেছেন।

تَعْظِيْمُ الرَّبِّ

রুকূতে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা

١٠٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ النَّبِىُّ ﷺ السِّتَارَةَ وَ النَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرَاى لَهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اِنِّى نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا

فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ وَ اَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَمِنْ اَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ *

১০৪৮. কুতায়বা ইব্‌ন সা'য়ীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পর্দা উন্মোচন করলেন, তখন লোক আবু বকর (রা)-এর পেছনে কাতারে দাঁড়ানো ছিলেন। নবী ﷺ বললেন, হে লোক সকল ! নবুয়তের সুসংবাদ আর অবশিষ্ট থাকবে না, নেক স্বপ্ন ব্যতীত যা মুসলমান দেখবে এবং তাকে দেখানো হবে। এরপর তিনি বললেন, তোমরা শুনে রেখ ! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকূ অবস্থায় কিরাআত থেকে এবং সিজদা অবস্থায়। রুকূতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা কর। আর সিজদায় তোমরা দোয়া করতে চেষ্টা কর। তোমাদের জন্য দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় এটাই।

بَابُ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'র দোয়া

١٠٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ . عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِى رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِى سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى *

১০৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি রুকূ করতে গিয়ে বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' আর সিজদা করতে গিয়ে বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

রুকূ'র অন্য প্রকার দোয়া

١٠٥٠. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَيَزِيْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِى رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ *

১০৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় রুকূ এবং সিজদায় বলতেন ঃ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

بَابُ نَوْعٌ اٰخَرُ

এর অন্য প্রকার দোয়া

١٠٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَانِى قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ *

১০৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর রুকূতে বলতেন ঃ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ *

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

রুকূর অন্য প্রকার দোয়া

١٠٥٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ يَعْنِى السَّائِىَّ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِىِّ وَهُوَ عَمْرُوبْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ *

১০৫২. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতে দাঁড়ালাম, যখন তিনি রুকূ করলেন, সূরা বাকারা পড়া পরিমাণ সময় তিনি রুকূতে থেকে বলছিলেন[১], سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْهُ

এর অন্য প্রকার দোয়া

١٠٥٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

১. তাহাজ্জুদ অথবা কুসূফ অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের সালাতে নবী (সা) এরূপ করেছিলেন।

الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا عَمِّى الْمَاجِشُوْنُ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَعِظَامِى وَمُخِّى وَعَصَبِى *

১০৫৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ করতেন তখন বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَعِظَامِى وَمُخِّى وَعَصَبِى

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

١٠٥٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَدَمِى وَلَحْمِى وَعَظْمِى وَعَصَبِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

১০৫৪. ইয়াহইয়া ইব্‌ন উসমান হিমসী (র) ---- জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন রুকূ করতেন তখন বলতেন- اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَدَمِى وَلَحْمِى وَعَظْمِى وَعَصَبِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

١٠٥٥. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ ذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِى وَ بَصَرِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَمُخِّى وَعَصَبِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১০৫৫. ইয়াহয়া ইব্‌ন উসমান (র) ---- মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

যখন নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন রুকূ করে বলতেন - اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَمُخِّى وَعَصَبِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى تَرْكِ الذِّكْرِ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে কিছু না পড়ার অনুমতি

١٠٥٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهٖ . عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَّ كَانَ بَدْرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ نِ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلَايَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ لَا اَدْرِى فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِى وَاَرِنِى قَالَ اِذَا اَرَدْتَّ الصَّلٰوةَ فَتَوَضَّأْ فَاَحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاسَكَ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَاِذَا صَنَعْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلٰوتِكَ .

১০৫৬. কুতায়বা (র) - - - - রিফা'আ ইব্ন রাফি বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখছিলেন। কিন্তু সে তা টের পায়নি। সে সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি তাঁর সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, 'যাও পুনরায় সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি।' তিনি (রাবী) বলেন, আমার স্মরণ নেই, দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বারে সে ব্যক্তি বলল, ঐ সত্তার শপথ ! যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আমি তো খুব চেষ্টা করলাম। অতএব, আমাকে শিখিয়ে দিন এবং দেখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করবে তখন উত্তমরূপে ওযু করবে। তারপর দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করবে। তারপর তাকবীর বলবে, এরপর কুরআন পড়বে, তারপর রুকূ করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর মাথা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে স্থিরভাবে, তারপর মাথা তুলে স্থিরভাবে বসে পড়বে। আবার সিজদা

করবে স্থিরভাবে। যখন তুমি এরূপ করলে তখন তুমি তোমার সালাত পূর্ণ করলে। তা থেকে যতটুকু কম করলে, ততটুকু তোমার সালাত থেকে কম করলে।

بَابُ الْاَمْرِ بِاِتْمَامِ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ পূর্ণ করার আদেশ

١٠٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ اِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ .

১০৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন রুকূ করবে এবং সিজদা করবে তখন রুকূ এবং সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করবে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে ওঠার সময় হাত উঠানো

١٠٥٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِىِّ حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَ اِذَا رَكَعَ وَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هٰكَذَا وَ اَشَارَ قَيْسُ اِلٰى نَحْوِ الْاُذُنَيْنِ .

১০৫৮. হুমায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি হাত উঠাতেন যখন সালাত আরম্ভ করতেন আর যখন রুকূ করতেন এবং যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' বলতেন, এরূপে। (এ বলে হাদীসের অন্যতম রাবী) কায়স ইঙ্গিত করলেন উভয় কানের দিকে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ فُرُوْعِ الْاُذُنَيْنِ عِنْدَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে ওঠার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো

١٠٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاٰى

النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا رَكَعَ وَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ *

১০৫৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ---- মালিক ইব্‌ন হুয়ারিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন। যখন তিনি রুকূ করলেন আর যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালেন এসময় হাতদ্বয় কানের লতি পর্যন্ত পৌছত।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে ওঠার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো

١٠٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ *

১০৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র)---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। আর যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। যখন তিনি সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, তখন রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলতেন। আর তিনি দু' সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না।

اَلرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذٰلِكَ

তা পরিত্যাগের অনুমতি

١٠٦١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ اَلَا اُصَلِّي بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً *

১০৬১. মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান মারওয়াযী (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করব না ? এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি একবারের অধিক হাত উঠান নি।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الْاِمَامُ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে মাথা ওঠাবার সময় ইমাম কি বলবেন ?

١٠٦٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَ اِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ هُمَا كَذٰلِكَ اَيْضًا وَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَ كَانَ لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ .

১০৬২. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাঁর হাতদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন। আর যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন এবং রুকূ থেকে তাঁর মাথা ওঠাতেন, তখন হাতদ্বয় এরূপ ওঠাতেন এবং বলতেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'। আর তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না।

١٠٦٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *

১০৬৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

بَابُ مَايَقُوْلُ الْمَامُوْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদী যা বলবে

١٠٦٤. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ يَعُوْدُوْنَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا رَكَعَ

فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *

১০৬৪. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঘোড়া থেকে ডান কাতে পড়ে গেলেন। তখন লোক তাঁকে দেখার জন্য আসলেন। এমতাবস্থায় সালাতের সময় উপস্থিত হলো। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, ইমাম তো হন এজন্য তাঁর ইকতিদা করা হবে। যখন সে রুকূ করবে তখন তোমরাও রুকূ করবে। আর যখন সে উঠবে তখন তোমরাও উঠবে। আর যখন ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তখন তোমরা 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে।

١٠٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ اٰنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُ بِضْعَةً وَّ ثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلاً *

১০৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) ---- রিফা'আ ইব্‌ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি যখন রুকূ থেকে মাথা ওঠালেন, তখন বললেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তাঁর পেছনে একব্যক্তি বলে উঠল। رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করে বললেন, এখন কে কথা বলল? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি ত্রিশের উর্ধ্বে ফেরেশতাকে দেখেছি তা নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, কে তা সর্বাগ্রে লিখবে।

بَابُ قَوْلِهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদীর 'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ' বলা

١٠٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১০৬৬. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেন, তখন তোমরা 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে। কেননা, যার কথা ফেরেশতার কথার মত হবে তাঁর পূর্বকৃত পাপ মার্জনা করা হবে

١٠٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مُوْسٰى قَالَ اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ يَؤُمُّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوا وَاِذَا قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ وَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَاِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَبْعُ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ الصَّلٰوةِ *

১০৬৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সামনে ওয়াজ করলেন এবং আমাদেরকে আমাদের কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিলেন, সালাত শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে। তারপর তোমাদের একজন ইমামতি করবে। যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। আর যখন ইমাম তাকবীর বলে রুকূ করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ করবে। আর ইমাম রুকূ করবে তোমাদের পূর্বে আর রুকূ থেকে উঠবে তোমাদের পূর্বে। নবী ﷺ বললেন, এটা তার পরিপূরক হবে। আর যখন ইমাম বলবে, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তোমরা বলবে 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা, আল্লাহ

তা'আলা তাঁর নবীর ভাষায় বলেন, যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শ্রবণ করেন। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলে সিজদায় যাবে তোমরা তখন তাকবীর বলে সিজদায় যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করে আর তোমাদের পূর্বে মাথা উঠায়। নবী ﷺ বলেছেন, এটা তার পরিপূরক। আর যখন বৈঠকের নিকটবর্তী হবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ اَلصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ এ সাতটি বাক্য হচ্ছে সালাতের পরিপূরক।

قَدْرُ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

রুকূ থেকে মাথা ওঠানো ও সিজদা করা এর মাঝে কি পরিমাণ সময় নেয়া হত তার বর্ণনা

١٠٦٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رُكُوْعُهُ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَسُجُوْدُهُ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ *

১০৬৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রুকূ, রুকূ থেকে মাথা ওঠানো এবং সিজদা ও সিজদার মাঝে বসার সময় প্রায় এক সমান হত।

بَابُ مَايَقُوْلُ فِىْ قِيَامِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ এ দাঁড়ানো অবস্থায় যা বলতেন

١٠٦٩. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ *

১০৬৯. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ হাররানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন তিনি বলতেন[১], رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَمَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ

১. এ ধরনের দীর্ঘ বাক্য নবী (সা) সাধারণত ফরয ব্যতীত অন্য সালাতেই পড়তেন। হানাফী আলেমগণ এ মতই পোষণ করেন।

١٠٧٠. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوْسٍ الْعَدَنِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ السُّجُوْدَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلأَ الْاَرْضِ وَمِلأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ *

১০৭০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রুকূর পর যখন সিজদা করতে ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلأَ الْاَرْضِ وَمِلأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ।

١٠٧١. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ اَبُو اُمَيَّةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلأَ الْاَرْضِ وَمِلاَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَالَكَ عَبْدٌ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

১০৭১. আমর ইব্ন হিশাম আবু উমায়্যা হাররানী (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন বলতেন-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلأَ الْاَرْضِ وَمِلأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَالَكَ عَبْدٌ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

١٠٧٢. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَهُ حِيْنَ كَبَّرَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذَالْجَبَرُوْتِ

وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَكَانَ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ وَفِى سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِى وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوْعُهُ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَسُجُوْدِهِ وَمَابَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ *

১০৭২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একরাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাকবীর বললেন, তখন তাঁকে বলতে শুনলেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذَالْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ আর তিনি রুকূতে বলতেন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ আর যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন, لِرَبِّيَ الحمد لربى الحمد আর তিনি সিজদায় গিয়ে বলতেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى আর দু' সিজদার মধ্যে বলতেন رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ আর তাঁর কিয়াম আর রুকূ। রুকূ থেকে যখন মাথা ওঠাতেন সে সময়, আর তাঁর সিজদা আর দু' সিজদার মধ্যবর্তী সময় প্রায় সমান সমান হতো।

بَابُ الْقُنُوْتِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর পর কুনুত

١٠٧٣. اَخْبَرَنَا اسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ *

১০৭৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত রুকূ করার পর কুনূত পাঠ করেছেন, যাতে তিনি বদদোয়া করেছেন, রিল যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা গোত্রের প্রতি যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতে কুনূত

١٠٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ

قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ *

১০৭৪. কুতায়বা (র) ---- ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইব্ন মালিককে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে বলা হলো, তা কি রুকূর পূর্বে না পরে ? তিনি বললেন, রুকূর পর।[১]

١٠٧٥. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِى بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهَةً ؛

১০৭৫. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) ---- ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছেন তাদের কেউ আমার কাছে রেওয়ায়েত করেছেন যে, যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাআতে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন।

١٠٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِى يُوْسُفَ *

১০৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে মাথা ওঠালেন। তখন বললেন, ইয়া আল্লাহ ! ওলীদ ইব্ন ওলীদ এবং সালামা ইব্ন হিশাম, আইয়াশ ইব্ন আবু রাবী'আ এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদেরকে নাজাত দাও। আর তুমি মুদার গোত্রের উপর তোমার কঠিন আযাব অবতীর্ণ কর। তাদের বছরগুলোকে ইউসুফ (আ)-এর বছরগুলোর ন্যায় করে দাও।

١٠٧٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ اَبِى حَمْزَةَ قَالَ

---

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখ ইমামের সিদ্ধান্ত হলো- দোয়া কুনূত সর্বদা পড়তে হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা শুধু বিতর সালাতে পড়তে হবে এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে তা ফজর সালাতে পড়বে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ দোয়া কুনূত বিতর সালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পূর্বে পড়তে হবে।
ইসলাম ও মুসলমানদের বিপদের সময় এ দোয়া সকল সালাতে পড়ার বিধান রয়েছে। বিরে মাঊনার মর্মান্তিক শোকাবহ দুর্ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস যাবৎ সকল সালাতে রুকূর পরে এ দোয়া পড়েছিলেন। তিনি শুধু এই এক মাস রুকূর পরে এ দোয়া কুনূত পড়েছিলেন।

حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ حِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْجُدُ وَضَاحِيَةُ مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১০৭৭. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব এবং আবু সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখন দোয়া করতেন। তারপর সিজদার পূর্বে তিনি দাঁড়িয়ে বলতেন, ইয়া আল্লাহ ! ওলীদ ইব্‌ন ওলীদ, সালামা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ ইব্‌ন আবু রবী'আ এবং অসহায় মু'মিনদের নাজাত দাও। ইয়া আল্লাহ ! মুদার গোত্রের উপর তোমার শাস্তি কঠিন কর। আর তাদের বছরগুলোকে তাদের জন্য ইউসুফ (আ)-এর বছরগুলোর ন্যায় করে দাও। তারপর তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে সিজদা করতেন। আর মুদার গোত্রের উপজাতীয়রা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরোধী ছিল।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِى صَلٰوةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জোহরের সালাতে কুনূত

١٠٧٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَاُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ

১০৭৮. সুলায়মান ইব্‌ন সালম বালখী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতকে নিকটবর্তী করে দেব।[১] রাবী বলেন, আবু হুরায়রা (রা)

১. এর দ্বারা কার্যমূলক বর্ণনার সাহায্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতকে সাহাবীগণের উপলব্ধির নিকটবর্তী করে দেওয়া বুঝানো হয়েছে।

কুনূত পাঠ করতেন জোহর, ইশা এবং ফজরের সালাতের শেষ রাকাআতে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর। তিনি মু'মিনদের জন্য দোয়া করতেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত করতেন।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِي صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের সালাতে কুনূত

١٠٧٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ وَ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ وَ سُفْيَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلٰى . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ .

১০৭৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুনূত পাঠ করতেন ফজর এবং মাগরিবের সালাতে।

بَابُ اللَّعْنِ فِي الْقُنُوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুনূতে অভিসম্পাত করা

١٠٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ وَ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رِجَالاً وَّ قَالَ هِشَامٌ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ هٰذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَّ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ .

১০৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি কয়েকজন লোক কিংবা আরবের কতিপয় গোত্রকে অভিসম্পাত করেন। আর তিনি এ কুনূত রুকূর পর পাঠ করেন। এরপর তা ত্যাগ করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ এক মাস যাবত কুনূত পাঠ করেন যাতে তিনি রিল,যাকওয়ান ও লিহয়ান গোত্রের উপর অভিসম্পাত করেন।

بَابُ لَعْنِ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الْقُنُوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুনূতে মুনাফিকদের উপর অভিসম্পাত

١٠٨١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَّ فُلَانًا يَّدْعُوْ عَلٰى اُنَاسٍ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ *

১০৮১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন ফজরের সালাতে শেষ রাকাআতের রুকূ থেকে মাথা ওঠালেন তখন তিনি তাঁকে ইয়া আল্লাহ ! অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত কর বলে কতিপয় মুনাফিকের উপর বদদোয়া করতে শুনেছেন। এসময় আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করলেন, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ (তিনি তাদের ওপর ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন- এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা জালিম। (৩ঃ ১২৮)

تَرْكِ الْقُنُوْتِ

কুনূত পাঠ না করা

١٠٨٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَّدْعُوْ عَلٰى حَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ *

১০৮২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কুনূত পড়েছেন একমাস, যাতে তিনি আরবের গোত্রসমূহ থেকে কোন গোত্রের উপর বদদোয়া করছিলেন। এরপর তা পরিত্যাগ করেন।

١٠٨٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ خَلَفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيْفَةَ . عَنْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَىَّ اِنَّهَا بِدْعَةٌ *

১০৮৩. কুতায়বা (র) ---- মালিক ইব্‌ন আশজায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি কুনূত পড়েন নি। আর আবু বকর (রা)-এর পেছনে সালাত

আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। আর উমর (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনিও কুনূত পড়েন নি। উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। আর আলী (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি।[১] তারপর বললেন, হে বৎস ! এটা বিদ'আত (নতুন আবিষ্কৃত)।

بَابُ تَبْرِيْدُ الْحَصٰى لِلسُّجُوْدِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার জন্য পাথরের টুকরা ঠাণ্ডা করা

١٠٨٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَاٰخُذُ قُبْضَةً مِّنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الْاٰخَرِ فَاذَا سَجَدْتُ وَ ضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي .

১০৮৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জোহরের সালাত আদায় করলাম। আমি এক মুষ্টি পাথর টুকরা তা ঠাণ্ডা করার জন্য হাতে নিলাম। তারপর আমি তা আমার অন্য হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। যখন আমি সিজদা করলাম তখন তা আমার কপাল রাখার স্থানে রেখে দিলাম।

بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার জন্য তাকবীর বলা

١٠٨٥. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ . عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ فَكَانَ اذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَ اذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ كَبَّرَ وَ اذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هٰذَا قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي صَلٰوةَ مُحَمَّدٍ ﷺ *

১০৮৫. ইয়াহয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি এবং ইমরান ইব্‌ন হুসাইন, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সিজদা করলেন, তখন তাকবীর বললেন। আর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন, তখন তাকবীর

১. অর্থাৎ তাঁরা আজকালের লোকদের মত সর্বদা সকল সালাতে কুনূত পড়েন নি।

বললেন। যখন দু'রাকআতের পর দাঁড়ালেন তখনও তাকবীর বললেন। সালাত শেষ হওয়ার পর ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, ইনি [আলী (রা)] আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি এমন একটি বাক্য বললেন, যার অর্থ হলো– মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত।

١٠٨٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ خَفْضٍ وَّ رَفْعٍ وَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ عَنْ يَسَارِهٖ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَفْعَلاَنِهٖ *

১০৮৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং ওঠার সময় তাকবীর বলতেন। এবং তাঁর ডানে ও বামে সালাম করতেন। আর আবু বকর এবং উমর (রা) তা করতেন।

بَابُ كَيْفَ يَحْتِىْ لِلسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিরূপে সিজদায় ঝুঁকবে ?

١٠٨٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ وَهُوَ ابْنُ مَاهِكٍ يُحَدِّثُ . عَنْ حَكِيْمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ اَخِرَّ اِلاَّ قَائِمًا *

১০৮৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি এ কথার উপর যে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা ব্যতীত সিজদার জন্য নীচু হব না।

١٢٥. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার জন্য হাত ওঠানো

١٠٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهٗ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ

رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلٰوتِهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ ۔

১০৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে সালাতে উভয় হাত ওঠাতে দেখেছেন। যখন তিনি রুকূ করতেন, যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা তুলতেন আর যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা ওঠাতেন। তাঁর হাতদ্বয় তাঁর উভয় কানের লতি বরাবর হতো।

١٠٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ ابْنِ عَاصِمٍ ۔ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهٗ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ *

১০৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে সালাতে উভয় হাত ওঠাতে দেখেছেন। তারপর তিনি পূর্ববৎ উল্লেখ করলেন।

١٠٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ۔ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ وَ زَادَ فِيْهِ وَ اِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ السُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

১০৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন, এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, তাতে অতিরিক্ত বাড়িয়েছেন – আর যখন তিনি রুকূ করলেন, এরূপ করলেন। আর যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা ওঠালেন, এরূপ করলেন, আর যখন তিনি সিজদা থেকে স্বীয় মাথা তুললেন, অনুরূপ করলেন।

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُوْدِ

সিজদায় হাত না ওঠানো

١٠٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوْفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ

يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ *

১০৯১. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ কূফী মুহারিবী (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় ওঠাতেন। আর যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে (মাথা) ওঠাতেন। আর তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না।

بَابُ أَوَّلُ مَا يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي سُجُوْدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় সর্বাগ্রে যে অঙ্গ যমীনে পৌঁছাবে

١٠٩٢. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَوْمَسِيُّ الْبِسْطَامِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَ إِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ *

১০৯২. হুসায়ন ইব্ন ঈসা কাওমাসী বিসতামী (র) ---- ওয়ায়িল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয়ের পূর্বে তাঁর উভয় হাঁটু (যমীনে) স্থাপন করতেন। আর যখন উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত ওঠাতেন।

١٠٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلٰوتِهِ فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ *

১০৯৩. কুতায়বা (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ সালাতে বসতে চায় এরপর সে এমনভাবে বসে যেভাবে উট বসে।[১]

١٠٩٤. أَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ مِّنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَايَبْرُك بُرُوْكَ الْبَعِيْرِ *

---

১. উট বসার সময় প্রথমে দু'হাত জমিনের উপর রাখে। এরপর পা রাখে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সালাতে সিজদা করার সময় প্রথমে জমিনে হাঁটু রাখতে হবে, তারপর পা। অধিকাংশ ইমাম এইমত পোষণ করেন।

১০৯৪. হারূন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাক্কার ইব্ন বিলাল (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন হাঁটু স্থাপনের পূর্বে তার উভয় হাত স্থাপন করে আর সে যেন উটের বসার মত না বসে।

بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় মুখমণ্ডলের সাথে উভয় হাত স্থাপন করা

١٠٩٥. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ دَلُّوْيَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَاِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَ اِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

১০৯৫. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব দাললুইয়া (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উভয় হাত ও সিজদা করে যেরূপ মুখমণ্ডল সিজদা করে। অতএব, যখন তোমাদের কেউ তার মুখমণ্ডল স্থাপন করে তখন সে যেন তার উভয় হাতও স্থাপন করে। আর যখন তা ওঠাবে তখন উভয় হাতকেও ওঠাবে।

بَابُ عَلَى كَمِ السُّجُوْدُ

অনুচ্ছেদ ঃ কত অঙ্গের উপর সিজদা ?

١٠٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ *

১০৯৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আদিষ্ট হয়েছেন সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে। আর তাঁর কাপড় ও চুল একত্র না করতে।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

এর ব্যাখ্যা

١٠٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَمَنْهُ سَبْعَةُ اَرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

১০৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বান্দা সিজদা করে তখন তার সপ্ত অঙ্গ সিজদা করে। তার মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু এবং তার উভয় পা।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْجَبِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ললাটের উপর সিজদা করা

١٠٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى جَبِيْنِهِ وَ اَنْفِهِ اَثَرَ الْمَاءِ وَ الطِّيْنِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ اِحْدٰى وَ عِشْرِيْنَ مُخْتَصَرٌ .

১০৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু' চোখ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ললাটে এবং নাকের উপর পানি এবং কাদা মাটির চিহ্ন একুশ তারিখের ভোর থেকে দেখেছে। (সংক্ষিপ্ত)

اَلسُّجُوْدُ عَلَى الاَنْفِ

নাকের উপর সিজদা

١٠٩٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ وَ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى وَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ لاَ اَكُفُّ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالاَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ *

১০৯৯. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে। আর যেন আমি চুল ও কাপড় একত্র করে না রাখি (সে সাত অঙ্গ হচ্ছে) ললাট, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পা। [১]

১. এখানে ললাট ও নাক উভয়ই মুখমণ্ডলের অংশ হওয়ার কারণে এক সঙ্গে ধরা হয়েছে।

اَلسُّجُوْدُ عَلَى الْيَدَيْنِ

দু'হাতের উপর সিজদা

١١٠٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ النَّسَائِى حَدَّثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ اَشَارَ بِيَدِهٖ عَلَى الْاَنْفِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ اَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ *

১১০০. আমর ইব্‌ন মানসূর নাসাঈ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। ললাটের উপর, নাকের উপর এবং দু'হাটু, দু'হাত এবং দু' পায়ের প্রান্তের ওপরে, আর তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁটুর উপর সিজদা

١١٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّىُّ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّهْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اُمِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعٍ وَّ نُهِىَ اَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَ الثِّيَابَ عَلٰى يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ اَطْرَافِ اَصَابِعِهٖ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى جَبْهَتِهٖ وَ اَمَرَّهَا عَلٰى اَنْفِهٖ قَالَ هٰذَا وَاحِدٌ وَ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

১১০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর মক্কী ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান যুহরী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছেন এবং চুল ও কাপড় একত্র করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। ঐ সাত অঙ্গ হলো– হাতদ্বয়, উভয় হাঁটু এবং পায়ের আঙুলের কিনারা। সুফিয়ান বলেন, ইব্‌ন তাউস তাঁর হাতদ্বয় তাঁর ললাটের উপর রাখলেন এবং তা তাঁর নাকের উপর ঘুরালেন এবং আমাদের বললেন, এ হলো একটা। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন ঃ আমি এ হাদীস দু'ব্যক্তি থেকে শুনেছি– মুহাম্মদ ইব্‌ন মনসূর ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ। তবে এ হাদীসের শব্দমালা মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূরের।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পদদ্বয়ের উপর সিজদা করা

١١٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ . عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اَرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَ رُكْبَتَاهُ وَ قَدَمَاهُ .

১১০২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বান্দা সিজদা করে তখন তার সাথে সাত অঙ্গ সিজদা করে ঃ তার চেহারা, তার দু' হাতের তালু, দু'হাঁটু এবং দু'পা।

بَابُ نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা

١١٠٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَ قَدَمَاهُ مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১১০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে না পেয়ে তাঁর নিকট পৌছে দেখি তিনি সিজদায় আছেন আর তাঁর পায়ের পাতাদ্বয় খাড়াবস্থায়। আর তিনি বলছেন- اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

بَابُ فَتْحِ اَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় উভয় পায়ের আঙ্গুল খাড়া রাখা

١١٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ . عَنْ اَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَهْوَى اِلَى الاَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ اِبْطَيْهِ وَفَتَحَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ مُخْتَصَرٌ .

১১০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবু হুমায়দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজদার জন্য যমীনের দিকে যেতেন, তখন তিনি তাঁর উভয় বাহু উভয় বগল থেকে পৃথক রাখতেন এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুল খাড়া রাখতেন। (সংক্ষিপ্ত)

بَابُ مَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় হাতের স্থান

١١٠٥. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ يَذْكُرُ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لاَنْظُرَنَّ اِلَى صَلَوٰةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ اِبْهَامَيْهِ قَرِيْبًا مِّنْ اُذُنَيْهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ كَبَّرَ وَ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ اُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلٰوةَ .

১১০৫. আহমদ ইব্‌ন নাসিহ (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত প্রত্যক্ষ করবো। তিনি তাকবীর বললেন এবং তাঁর হাতদ্বয় তুললেন যাতে দেখলম তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় তাঁর কানের নিকটে। যখন তিনি রুকূ করতে ইচ্ছা করলেন তখন তাকবীর বললেন এবং তাঁর হাতদ্বয় তুললেন। অতঃপর তাঁর মাথা ওঠালেন এবং বললেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। তাঁরপর তাকবীর বলেলেন এবং সিজদা করলেন। তখন তাঁর হাতদ্বয় কানের ঐস্থানে ছিলো, যেখানে সালাত আরম্ভ করার সময় ছিল।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَسْطِ الذِّرَاعَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় বাহুদ্বয় বিছিয়ে দেয়ার নিষেধাজ্ঞা

١١٠٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ

قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَلاَءِ وَاسْمُهُ اَيُّوْبُ بْنُ اَبِى مِسْكِيْنٍ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَفْتَرِشُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِى السُّجُوْدِ افْتِرَاشَ الْكَلْبُ *

১১০৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সিজদায় তার বাহুদ্বয় বিছিয়ে না দেয়, যেমন কুকুর বিছিয়ে দিয়ে থাকে।

بَابُ صِفَةِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার নিয়ম

١١٠٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ . عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُوْدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْاَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ *

১১০৭. আলী ইব্ন হুজর মারওয়াযী (র) - - - - আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা (রা) আমাদেরকে সিজদার নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর হাতদ্বয় মাটিতে স্থাপন করলেন এবং তাঁর নিতম্ব উঠিয়ে রাখলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

١١٠٨. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ هُوَ النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ . عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى جَخّٰى *

১১০৮. আবদা ইব্ন আবদুর রহীম মারওয়াযী (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন প্রত্যেক অঙ্গ পৃথক পৃথক রাখতেন।

١١٠٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ *

১১০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় এমনভাবে পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।

.١١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ اَبِى مَجْلَزٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَاَبْصَرْتُ اِبْطَيْهِ قَالَ اَبُو مَجْلَزٍ كَاَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ فِى صَلٰوةٍ *

১১১০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ বাযী' (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে থাকতাম (যখন তিনি সিজদায় থাকতেন) তাহলে তাঁর বগল দেখতে পেতাম। (এই পরিমাণ তিনি বাহুদ্বয়কে খোলা রাখতেন)।

١١١١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنْتُ اَرٰى عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ اِذَا سَجَدَ *

১১১১. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আকরাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সিজদা করতেন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

بَابُ التَّجَافِى فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় অঙ্গ পৃথক রাখা

١١١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَن عَمِّهِ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ الْاَصَمِّ . عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بَهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ *

১১১২. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় পৃথক রাখতেন। এমনকি যদি একটি বকরীর বাচ্চা তাঁর হাতদ্বয়ের নীচ দিয়ে যেতে চাইতো, যেতে পারত।

بَابُ الْاِعْتِدَالِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন

١١١٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِعْتَدِلُوا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ *

১১১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমাদের কেউ যেন, তার বাহুদ্বয় কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে না রাখে।

بَابُ اِقَامَةِ الصُّلْبِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় পিঠ সোজা রাখা

١١١٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ . عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُجْزِئُ صَلٰوةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ *

১১১৪. আলী ইব্‌ন খাশরাম মারওয়াযী (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ সালাত পূর্ণ হয় না, যে সালাতে কোন ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাকের ন্যায় ঠোকর মারার নিষেধাজ্ঞা

١١١٥. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى هِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ تَمِيْمَ بْنَ مَحْمُوْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شِبْلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَلٰثٍ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ وَ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَ اَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلٰوةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ *

১১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন শিবল (রা) থেকে

বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। কাকের ন্যায় ঠোকর মারা থেকে, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হাত বিছিয়ে দেয়া থেকে এবং কোন ব্যক্তির একস্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করা থেকে যেরূপ উট কোন স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় চুল একত্র করে রাখার নিষেধাজ্ঞা

١١١٦. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَّ لاَ اَكُفَّ شَعْرًا وَّ لاَ ثَوْبًا *

১১১৬. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা বসরী (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি সাত অঙ্গে সিজদা করতে এবং সালাতে চুল অথবা কাপড় একত্র করে না রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

بَابُ مَثَلِ الَّذِيْ يُصَلِّي وَهُوَ مَعْقُوْصٌ

অনুচ্ছেদ ঃ চুলে বেণী করে সালাত আদায়কারীর উদাহরণ

١١١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرِو السَّرْحِيُّ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَاْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِّنْ وَّرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَالَكَ وَ رَاْسِي قَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوْفٌ *

১১১৭. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আমর সারহী (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিসকে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তখন তাঁর মাথা পেছন দিক থেকে বেণী করা ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। সালাত শেষ করে তিনি ইব্‌ন আব্বাসের

দিকে ফিরে বললেন, আমার মাথার সাথে তোমার কি সম্পর্ক ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সালাত আদায় করে আর তার উভয় হাত বাঁধা থাকে।

اَلنَّهْىِ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِى السُّجُوْدِ

সিজদায় কাপড় একত্র করার নিষেধাজ্ঞা

١١١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّىُّ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُمِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَنُهِىَ اَنْ يَّكُفَّ الشَّعْرَ وَ الثِّيَابَ *

১১১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর মক্কী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আদিষ্ট হয়েছেন সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে। আব তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে চুল ও কাপড় একত্র করে রাখতে।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الثِّيَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ কপড়ের উপর সিজদা

١١١٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ السَّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ . عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ *

১১১৯. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন দুপুরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করতাম তখন আমরা উত্তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম।

بَابُ الْاَمْرِ بِاِتْمَامِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা পূর্ণ করার আদেশ

١١٢٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ فَوَ اللّٰهِ اِنِّى

لاَ اَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِىْ فِى رُكُوْعِكُمْ وَسُجُوْدِكُمْ *

১১২০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা রুকূ এবং সিজদা পূর্ণভাবে আদায় কর। আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকে তোমাদের রুকূতে এবং তোমাদের সিজদায় দেখে থাকি।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় কুরআন পড়ার নিষেধাজ্ঞা

١١٢١. اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ وَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ نَهَانِى حَبِيْبِى ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ لاَّ اَقُوْلُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ وَ عَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُقَدَّمَةِ وَ لاَ اَقْرَأُ سَاجِدًا وَّلاَ رَاكِعًا *

১১২১. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। আমি বলি না যে, লোকদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি পরিধান করতে, রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রংয়ের কাপড় এবং গাঢ় লাল রংয়ের কাপড় পরিধান করতে। আর আমি যেন রুকূ এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ না করি।

١١٢٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ اَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا وَّ سَاجِدًا *

১১২২. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, রুকূ এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْاِجْتِهَادِ فِى الدُّعَاءِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করার নির্দেশ

١١٢٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتْرَ وَ رَاْسُهٗ مَعْصُوْبٌ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اِنَّهٗ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ اَوْ تُرٰى لَهٗ اَلاَ وَ اِنِّى قَدْ نُهِيْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ فَاِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوْا رَبَّكُمْ وَ اِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَاِنَّهٗ قَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ *

১১২৩. আলী ইব্‌ন হুজর মারওয়াযী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে অসুখে ইনতিকাল করেন, সে অসুস্থ অবস্থায় তিনি পর্দা খুললেন, তখন তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ ! আমি পৌঁছিয়েছি, একথা তিনবার বললেন। বস্তুত যথার্থ স্বপ্ন ব্যতীত নবুওতের সুসংবাদ থেকে আর কিছুই বাকি রইল না। বান্দা তা দেখে অথবা তাকে তা দেখানো হয়। তোমরা শুনে রেখ ; আমাকে রুকূ এবং সিজদায় কিরাআত থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, যখন তোমরা রুকূ করবে তখন তোমাদের রবের তা'যীম করবে। আর যখন তোমরা সিজদা করবে তখন তোমরা বেশি বেশি দোয়া করার চেষ্টা করবে। কেননা, এটা তোমাদের দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময়।

بَابُ الدُّعَاءِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় দোয়া করা

١١٢٤. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِى رِشْدِيْنَ وَ هُوَ كُرَيْبٌ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَ بَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا فَرَاَيْتُهٗ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءً بَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ

ثُمَّ اَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرٰى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءً هُوَ الْوُضُوْءُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَ كَانَ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِى سَمْعِى نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِى بَصَرِىْ نُوْرًا وَ اجْعَلْ مِنْ تَحْتِى نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِى نُوْرًا وَّ عَنْ يَّسَارِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ اَمَامِى نُوْرًا وَّاجْعَلْ خَلْفِى نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِى نُوْرًا ثُمَّ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَاَيْقَظَهُ لِلصَّلٰوةِ *

১১২৪. হান্নাদ ইব্‌ন সরারি (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা বিনত হারিছের নিকট রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তাঁর নিকট রাত যাপন করলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাঁর প্রয়োজনে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি পানির পাত্রের নিকট এসে তার ঢাকনা খুললেন। তারপর, তিনি ওযু করলেন এক ধরনের (অর্থাৎ হাত ধুইলেন) পরে তিনি তাঁর বিছানায় আগমন করে নিদ্রা গেলেন। তারপর তিনি পুনরায় ঘুম থেকে জাগলেন এবং পানির পাত্রের নিকট এসে তার ঢাকনা খুলে পূর্ণ ওযু করলেন (সালাতের ওযুর ন্যায়)। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তিনি সিজদায় বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِى بَصَرِى نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ تَحْتِى نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُوْرًا وَّ عَنْ يَّمِيْنِى نُوْرًا وَّ عَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ اَمَامِى نُوْرًا وَّاجْعَلْ خَلْفِى نُوْرًا وَّ اَعْظِمْ لِى نُوْرًا এরপর তিনি নিদ্রা গেলেন, এমনকি তিনি নাকের শব্দ করলেন। পরে বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাতের জন্য জাগালেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٢٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ وَ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى يَتَاوَّلُ الْقُرْاٰنَ *

১১২৫. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ

এবং সিজদায় বলতেন, سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى এর দ্বারা তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনা করতেন।[১]

نَوْعٌ اٰخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٢٦. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهٖ وَ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى يَتَاوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

১১২৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ এবং সিজদায় বলতেন, سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى মাধ্যমে তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনা করতেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهٖ فَجَعَلْتُ اَلْتَمِسُهٗ وَ ظَنَنْتُ اَنَّهٗ اَتٰى بَعْضَ جَوَارِيْهِ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ .

১১২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (একরাতে) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর বিছানায় না পেয়ে তাঁকে হাতড়িয়ে তালাশ করতে লাগলাম। আমি মনে করেছিলাম তিনি তাঁর কোন দাসীর নিকট গিয়ে থাকবেন। এমতাবস্থায় আমার হাত তাঁর উপর পতিত হলো, তখন তিনি সিজদায় থেকে বলছিলেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

١١٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

১. তিনি উক্ত দোয়ার মাধ্যমে فسبح بحمد ربك আয়াতের বাস্তবায়ন করতেন।

مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ اَتٰى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَطَلَبْتُهُ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِى مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ *

১১২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে না পেয়ে মনে করলাম তিনি হয়তো তাঁর কোন দাসীর নিকট গিয়ে থাকবেন। তাঁকে খুঁজে দেখলাম, তিনি সিজদারত অবস্থায় বলছেন - رَبِّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

نَوْعٌ اٰخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٢٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى الْمَاجِشُوْنَ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ . عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

১১২৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

نَوْعٌ اٰخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٠. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ

اَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

১১৩০. ইয়াহইয়া ইব্ন উসমান (র) - - - -জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি সিজদায় বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ اَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

١١٣١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ ذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى تَطَوُّعًا قَالَ اِذَا سَجَدَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ اَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

১১৩১. ইয়াহইয়া ইব্ন উসমান (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাত্রে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ নফল সালাতে দাঁড়াতেন। তখন সিজদায় বলতেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ اَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٢. اَخْبَرَنَا سَوَارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ الْقَاضِىْ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

১১৩২. সাওওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাওওয়ার কাযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে. নবী ﷺ রাতে কুরআনের সিজদায় বলতেন : سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٣. اَخْبَرَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُّهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَ صُدُوْرُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১১৩৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে না পেয়ে পরে তাঁকে সিজদারত অবস্থায় পেলাম ; তাঁর পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ ছিল কিবলার দিকে। তাঁকে বলতে শুনলাম, اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

نَوْعٌ اُخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٤. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيْصِىُّ الْمِقْسَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ ذَهَبَ اِلٰى بَعْضِ نِسَاءِهِ فَتَحَسَّسْتُهُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ فَقَالَتْ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى اِنِّى لَفِىْ شَانٍ وَ اِنَّكَ لَفِى اٰخَرَ .

১১৩৪. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান মাসসিসী মিকসামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে না পেয়ে মনে করলাম তিনি তাঁর অন্য কোন বিবির নিকট গিয়ে থাকবেন। হাতড়িয়ে দেখলাম তিনি রুকূ অথবা সিজদা অবস্থায় বলছেন : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ

وَبِحَمْدِكَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ তখন আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমি এক অবস্থায় ছিলাম আর আপনি আছেন অন্য অবস্থায়।

نَوْعٌ اٰخَرُ

সিজদায় অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٥. اَخْبَرَنِىْ هَارُوْنَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنِ مَالِكٍ قُمْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَبَدَا فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَا فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ الاَّ وَقَفَ فَسَاَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ الاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ رَكْعَةٍ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ قَرَأَ اٰلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُوْرَةً ثُمَّ سُوْرَةً فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১১৩৫. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে উঠলাম। তিনি মিসওয়াক করতে আরম্ভ করলেন। তারপর ওযু করে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি শুরুতেই সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন। তিনি কোন রহমতের আয়াতে পৌঁছলে তাতে দোয়া না করে ছাড়তেন না। আর কোন আযাবের আয়াতে পৌঁছলে সেখানে থেমে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তারপর তিনি রুকূ করলেন, রুকূতে তিনি কিয়ামের সময় পরিমাণ অবস্থান করলেন। তিনি রুকূতে বলছিলেন سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ তারপর তিনি এক রাকআতের সমপরিমাণ সময় সিজদা করলেন। আর তিনি সিজদায় বলছিলেন, سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ তারপর তিনি আলে-ইমরান পাঠ করলেন। তারপর এক সূরা তারপর আর এক সূরা এরূপ করলেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ

بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ابْنِ الاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ . عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ لَمْ يَرْكَعْ فَمَضٰى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضٰى قُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضٰى حَتّٰى قَرَأَ سُوْرَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ سُوْرَةَ اٰلَ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ تَخْوِيْفٍ اَوْ تَعْظِيْمٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اِلاَّ ذَكَرَهُ *

১১৩৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন এবং একশত আয়াত পড়লেন। তিনি রুকূ না করে সামনে চললেন। আমি বললাম, তা দু'রাকআতে শেষ করবেন ও তারপর রুকূ করবেন। তিনি চলতে থাকলেন, এমনকি সূরা নিসা শেষ করলেন। অতঃপর সূরা আলে ইমরান। তারপর তিনি রুকূ করলেন তাঁর কিয়ামের কাছাকাছি সময় নিয়ে। তিনি রুকূতে বলছিলেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পরে তিনি তাঁর মাথা ওঠালেন এবং বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এরপর বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদা করলেন এবং সিজদা লম্বা করলেন। আর তিনি সিজদায় বলছিলেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى তিনি আল্লাহর ভয় অথবা তাযীমের আয়াতে পৌঁছলেই তাঁকে স্মরণ করতেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য প্রকার দোয়া

١١٣٧. اَخْبَرَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ اَبِى عَدِىٍّ قَالاَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَ الرُّوْحِ .

১১৩৭. বুনদার মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ এবং সিজদায় বলতেন ঃ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَ الرُّوْحِ

عَدَدُ التَّسْبِيْحِ فِى السُّجُوْدِ

সিজদায় তাসবীহর সংখ্যা

١١٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ صَلٰوةً بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحَزَرْنَا فِى رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَ فِى سُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ *

১১৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - -আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল সালাত আদায় করতে এ যুবকের অর্থাৎ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মত আর কাউকে দেখিনি। আমরা তাঁর রুকূতে দশ তাসবীহ অনুমান করেছি। আর তার সিজদায়ও দশ তাসবীহ।

بَابُ الرُّخْصَةُ فِى تَرْكِ الذِّكْرِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় তাসবীহ পরিত্যাগ করার অনুমতি

١١٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ اَبُوْ يَحْيٰى بِمَكَّةَ وَهُوَ بِصْرِى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ عَلِىَّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَ نَحْنُ حَوْلَهُ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاَتَى الْقِبْلَةَ فَصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ اِذْهَبْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَذَهَبَ فَصَلّٰى فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُقُ صَلٰوتَهُ وَلاَيَدْرِى مَا يَعِيْبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَاَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاعِبْتُ مِنْ صَلٰوتِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ الَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ يَمْسَحَ بِرَأْسِهٖ وَ رِجْلَيْهِ الَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَحْمَدُهُ وَ يُمَجِّدُهُ قَالَ هَمَّامٌ وَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُمَجِّدُهُ وَيُكَبِّرُهُ قَالَ فَكِلاَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ وَ يَقْرَأُهُ مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ وَ اَذِنَ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَ تَسْتَرْخِي ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِى قَائِمًا حَتّٰى يُقِيْمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ حَتّٰى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ جَبْهَتَهُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَ تَسْتَرْخِي ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ حَتّٰى يَسْتَوِى قَاعِدًا عَلٰى مَقْعَدَتِهٖ وَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ حَتّٰى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِي فَاِذَا لَمْ يَفْعَلْ هٰكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلٰوتُهُ .

১১৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - রিফাআ ইব্‌ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন আর আমরা তাঁর আশেপাশে বসা ছিলাম। এমন সময় একব্যক্তি প্রবেশ করে কিবলার দিকে এসে সালাত আদায় করল। সে সালাত শেষ করে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাম করল এবং দলের অন্যদেরকেও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, যাও, সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। সে ব্যক্তি গিয়ে আবার সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। সে ব্যক্তি বুঝতে পারল না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে কী ভুল ধরছেন। সে এবারও সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে এবং দলের অন্যদেরকে সালাম করল। এবারও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, যাও, সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। সে ব্যক্তি এভাবে দু'বার কি তিনবার সালাত পুনঃ আদায় করলেন। তারপর সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার সালাতে কী ভুল পেলেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কারও সালাত পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সে আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ওযু করতে আদেশ করেছেন সেরূপ ওযু না করে। অর্থাৎ সে তার চেহারা এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত না করে এবং তার মাথা মসেহ না করে এবং তার উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত না করে। তারপর আল্লাহর তাকবীর না বলে (তাকবীর তাহরীমা না বলে) এবং তাঁর তাহমীদ ও তামজীদ না করে (ছানা না পড়ে)। তারপর কুরআনের যতটুকু সম্ভব পড়বে, আল্লাহ তাকে যতটুকু শিক্ষাদান করেছেন এবং যার অনুমতি দান

করেছেন। তারপর তাকবীর বলে রুকূ করবে যেন তার সকল অঙ্গ স্থির হয়ে যায়। তারপর বলবে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেন তার পিঠ সোজা হয়ে যায়। পরে তাকবীর বলে সিজদা করবে যেন তার চেহারা ঠিকভাবে স্থাপিত হয়। আর তার সকল অঙ্গ সোজা হয়ে স্থির হয়ে যায়। এরপর তাকবীর বলবে এবং মাথা তুলে সোজা হয়ে বসবে বসার অঙ্গের উপর। আর পিঠ সোজা রাখবে। তারপর তাকবীর বলে সিজদা করতে যেন তার চেহারা ঠিকভাবে স্থাপিত হয় এবং স্থির হয়ে যায়। যখন এরূপ না করবে তার সালাত পূর্ণ হবে না।

بَابُ مَتٰى اَقْرَبُ مَا يَكُوْنَ الْعَبْدُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ বান্দা যে অবস্থায় আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়

١١٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْثِرُوا الدُّعَاءَ *

১১৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হয়, যে অবস্থায় সে সিজদারত থাকে। অতএব, তখন তোমরা অধিক দোয়া করতে থাক।

فَضْلِ السُّجُوْدِ

সিজদার ফযীলত

١١٤١. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هَقْلِ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبِ نِ الْاَسْلَمِىُّ قَالَ كُنْتُ اٰتِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْئِهٖ وَ بِحَاجَتِهٖ فَقَالَ سَلْنِى فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّى عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ *

১১৪১. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - রাবি'আ ইব্‌ন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর ওযূর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গ কামনা

করি। তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি চাও ? আমি বললাম, না, এটাই। তিনি বললেন, তা হলে তুমি অধিক সিজদা দ্বারা তোমার এ কাজে আমাকে সহায়তা কর।

ثَوَابُ مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করল তার সওয়াব

١١٤٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ دُلَّنِي عَلٰى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ فِي السُّجُوْدِ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُهُ عَمَّا سَاَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً *

১১৪২. আবু আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - মা'দান ইব্‌ন তালহা ইয়ামারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস ছাওবানের সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমার উপকারে আসবে অথবা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি আমার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনি সিজদা করতে থাকুন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দাই আল্লাহর উদ্দেশে একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আর এর দ্বারা তার একটি পাপ মুছে ফেলবেন। মা'দান (রা) বলেন, অতঃপর আমি আবুদ্ দারদার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকেও ঐ প্রশ্ন করলাম যা আমি ছাওবান (রা)-কে করেছিলাম। তিনিও আমাকে বললেন, আপনি সিজদাকে অবশ্য করণীয়রূপে গ্রহণ করুন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে একটি সিজদা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার দ্বারা তার একটি পাপ মার্জনা করেন।

بَابُ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার স্থান

١١٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ بِالْمَصِّيْصَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى اَبِى هُرَيْرَةَ وَ اَبِى سَعِيْدٍ فَحَدَّثَ اَحَدُ هُمَا بِحَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ وَالْاٰخَرُ مُنْصِتٌ قَالَ فَتَأْتِي الْمَلاَئِكَةُ فَتَشْفَعُ وَ تَشْفَعُ الرُّسُلُ وَ ذَكَرَ الصِّرَاطَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَكُوْنُ اَوَّلُ مَنْ يُّجِيْزُ فَاِذَا فَرَغَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْقِسْطِ بَيْنَ خَلْقِهٖ وَ اَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَ اَمَرَ اللّٰهُ الْمَلاَئِكَةَ وَ الرُّسُلَ اَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرَفُوْنَ بِعَلاَمَاتِهِمْ اِنَّ النَّارَ تَاْكُلُ كُلَّ شَىْءٍ مِنَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ مَوْضِعَ السُّجُوْدِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِّنْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ *

১১৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান লুয়ায়ন (র) - - - - আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) এবং আবু সাঈদ (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁদের একজন শাফাআতের হাদীস বর্ণনা করলেন, আর অন্যজন ছিলেন নিশ্চুপ। তিনি বলেন, তারপর ফেরেশতা এসে সুপারিশ করবেন এবং রাসূলগণ সুপারিশ করবেন, তারপর তিনি পুলসিরাতের উল্লেখ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যাদের অনুমতি দেয়া হবে তাঁদের মধ্যে আমি-ই হবো প্রথম। তারপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির বিচারকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করবেন এবং দোযখ থেকে যাকে বের করতে ইচ্ছা করবেন তাকে বের করবেন। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা ও রাসূলগণকে আদেশ করবেন সুপারিশ করার জন্য। তখন তাঁরা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে নিবেন যে, আদম সন্তানের সিজদার স্থান ব্যতীত আর সব কিছুই আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। তারপর তাদের উপর 'আবে হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে। তখন তারা নবজীবন লাভ করবে যেরূপ স্রোতের ধারে বীজ গজিয়ে ওঠে।

بَابُ هَلْ يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ سَجْدَةٌ اَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ এক সিজদা অন্য সিজদা থেকে লম্বা হওয়া

١١٤٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى يَعْقُوْبَ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ . عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اِحْدٰى صَلٰوتَى الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا اَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ

فَوَضَعَه ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ فَصَلّٰى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلٰوتِهٖ سَجْدَةً اَطَالَهَا قَالَ اَبِى فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ وَ اِذَا الصَّبِىُّ عَلٰى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ اِلٰى سُجُوْدِىْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلٰوتِكَ سَجْدَةً اَطَلْتَهَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ حَدَثَ اَمْرٌ وَّاَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ وَ لٰكِنَّ ابْنِى ارْتَحَلَنِى فَكَرِهْتُ اَنْ اُعَجِّلَهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ *

১১৪৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইশার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসায়ন (রা)-কে বহন করে আনছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে রেখে দিলেন। তারপর সালাতের জন্য তাকবীর বললেন ও সালাত আদায় করলেন। সালাতের মধ্যে একটি সিজদা লম্বা করলেন। (হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুল্লাহ বলেন), আমার পিতা (শাদ্দাদ) বলেন, আমি আমার মাথা উঠালাম এবং দেখলাম, ঐ ছেলেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিঠের উপর রয়েছেন। আর তিনি সিজদারত। তারপর আমি আমার সিজদায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করলে লোকেরা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনি আপনার সালাতের মধ্যে একটি সিজদা এত লম্বা করলেন, যাতে আমরা ধারণা করলাম, হয়তো কোন ব্যাপার ঘটে থাকবে। অথবা আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তিনি বললেন, এর কোনটাই ঘটেনি। বরং আমার এ সন্তান আমাকে সওয়ারী বানিয়েছে ; আমি তাড়াতাড়ি উঠতে অপছন্দ করলাম, যেন সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।

بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর

١١٤٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَّ قِيَامٍ وَّ قُعُوْدٍ وَّيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ عَنْ شِمَالِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ قَالَ وَ رَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَّ عُمَرَ يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ .

১১৪৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি (সালাতের মধ্যে) প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং মাথা উত্তোলনের সময় আর প্রত্যেক দাঁড়ানো এবং বসার সময় তাকবীর বলতেন এবং তিনি ডান ও বাম দিকে আস্ সালামু আলাইকুম

ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে সালাম করতেন। তখন তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখা যেত। রাবী বলেন, আর আমি আবু বকর (রা) এবং উমর (রা)-কেও এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُوْلٰى

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় হাতদ্বয় ওঠানো

١١٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ اِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ يَعْنِى رَفَعَ يَدَيْهِ *

১১৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সালাতে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় ওঠাতেন। আর যখন রুকূ করতেন ঐরূপ করতেন, আর যখন রুকূ থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও ঐরূপ করতেন। আর যখন সিজদা থেকে তাঁর মাথা ওঠাতেন তখনও ঐরূপ করতেন। অর্থাৎ তাঁর হাতদ্বয় ওঠাতেন।

تَرْكُ ذٰلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

দু' সিজদার মাঝে হাত না ওঠানো

١١٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ اِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ *

১১৪৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত ওঠাতেন, আর যখন রুকূ করতেন এবং রুকূর পরেও। আর তিনি হাত ওঠাতেন না দু'সিজদার মাঝে।

بَابُ الدُّعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু' সিজদার মধ্যে দোয়া

١١٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ عَبْسٍ . عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلٰى جَنْبِهِ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَ الْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظْمَةِ ثُمَّ قَرَاَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَقَالَ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَ قَالَ حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ وَكَانَ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَكَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ .

১১৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَ الْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظْمَةِ তারপর তিনি সূরা বাকারা পড়তে আরম্ভ করলেন, পরে তিনি রুকূ করলেন। তাঁর রুকূ তাঁর কিয়ামের প্রায় বরাবর ছিল। তিনি রুকূতে বললেন – سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ আর যখন তিনি মাথা উঠালেন, তখন বললেন, لِرَبِّىَ الْحَمْدُ – لِرَبِّىَ الْحَمْدُ আর তিনি তাঁর সিজদায় বলতেন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى – سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى আর তিনি তাঁর দু' সিজদার মধ্যে বলতেন - رَبِّ اغْفِرْلِى – رَبِّ اغْفِرْلِى

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'সিজদার মধ্যে চেহারা বরাবর হাত উঠানো

١١٤٩. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى الْبَصَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيْرٍ . اَبُوْ سَهْلِ نِ الْاَزْدِىُّ قَالَ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِى عَبْدُ اللّٰهِ طَاوُسٍ بِمِنًى فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ اذَا سَجَدَ الْاسَّجْدَةَ الْاُوْلٰى فَرَفَعَ رَاْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاَنْكَرْتُ اَنَا ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ اِنَّ هٰذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ تَرَ اَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَ اَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ رَاَيْتُ اَبِىْ يَصْنَعُهُ وَقَالَ اَبِى رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ *

১১৪৯. মূসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা বাসরী (র) - - - - নযর ইব্‌ন কাসীর আবু সাহ্‌ল আযদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাঊস (র) মিনার মসজিদে খায়ফে আমার পাশে সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি প্রথম সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা ওঠাতেন, তখন তিনি তাঁর চেহারা বরাবর তাঁর উভয় হাত ওঠাতেন। তা আমার না-পছন্দ হওয়ায় আমি উহায়ব ইব্‌ন খালিদকে বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিছু করছে যা আমি কাউকে করতে দেখিনি। উহায়ব তাঁকে বললেন, আপনি এমন কিছু করছেন যা আমরা কাউকে করতে দেখিনি, তখন আদুল্লাহ ইব্‌ন তাঊস বললেন, আমি আমার পিতাকে তা করতে দেখেছি। আর আমার পিতা বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসকে এরূপ করতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'সিজদার মধ্যে কিভাবে বসবে ?

١١٥٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ . عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ خَوّٰى بِيَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى وَضَحُ اِبْطَيْهِ مِنْ وَّرَائِهِ وَ اِذَا قَعَدَ اطْمَانَّ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى *

১১৫০. আবদুর রহমান ইবরাহীম দুহায়ম (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর হাত দু'খানা এত দূরে রাখতেন যে, তাঁর পেছন দিক থেকে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন তিনি বসতেন তখন তিনি তাঁর বাম উরুর উপর স্থির হয়ে বসতেন।

قَدْرِ الْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

দু' সিজদার মধ্যে বসার পরিমাণ

١١٥١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُو قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلٰى . عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُكُوْعُهُ وَ سُجُوْدُهُ وَ قِيَامُهُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ *

১১৫১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ আবু কুদামা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -এর সালাতে তাঁর রুকূ-সিজদা এবং রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনের পর দাঁড়ানো এবং দু' সিজদার মধ্যবর্তী সময় প্রায় বরাবর হতো।

بَابُ التَّكْبِيْرُ لِلسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার জন্য তাকবীর

١١٥٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَسْوَدِ وَ عَلْقَمَةُ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ رَفْعٍ وَّ وَضْعٍ وَّ قِيَامٍ وَّ قُعُوْدٍ وَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ *

১১৫২. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ, ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) (মাথা) উত্তোলনের সময়, সিজদার সময়, দাঁড়ানোর সময় এবং বসার সময় তাকবীর বলতেন।

١١٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ . اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعِيْنٌ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسَ *

১১৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর যখন রুকূ করতেন তখনও তাকবীর বলতেন। যখন তিনি রুকূ থেকে স্বীয় পিঠ ওঠাতেন তখন বলতেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এরপর যখন তিনি সিজদার জন্য নীচু হতেন, তখনও তাকবীর বলতেন। তারপর যখন তিনি মাথা উত্তোলন করতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর তিনি সম্পূর্ণ সালাতে এরূপ করতেন এবং সালাত সম্পন্ন করতেন। আর তিনি দু'রাকআত এর পর বসা থেকে যখন দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন।

بَابُ الْاِسْتِوَاءِ لِلْجُلُوْسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'সিজদার পর ওঠার সময় সোজা হয়ে বসা

١١٥٤. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلٰى مَسْجِدِنَا فَقَالَ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قَالَ فَقَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاُخْرٰى *

১১৫৪. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) ---- আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুলায়মান মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) আমাদের মসজিদে এসে বললেন, আমি তোমাদের দেখাতে ইচ্ছা করি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি কিরূপে সালাত আদায় করতে দেখেছি । (এরপর তিনি সালাত আদায় করেন) তিনি যখন প্রথম রাকা'আতে শেষ সিজদা থেকে মাথা ওঠালেন তখন বসে পড়লেন।

١١٥٥. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فَاِذَا كَانَ فِى وَتْرٍ مِنْ صَلٰوتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا *

১১৫৫. আলী ইব্ন হুজর (র) ---- মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি যখন তাঁর সালাতের বেজোড় রাক'আত আদায় করতেন তখন সোজা হয়ে বসে ওঠতেন না।

بَابُ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْاَرْضِ عِنْدَ النُّهُوْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওঠার সময় মাটিতে ঠেক লাগানো

١١٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَاْتِيْنَا فَيَقُوْلُ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُصَلِّى فِى غَيْرِ وَقْتِ صَلٰوةٍ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِى اَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوٰى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ *

১১৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা) আমাদের নিকট এসে বলতেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্বন্ধে বর্ণনা করব না ? তারপর তিনি সালাতের সময় ছাড়াই (নফল) সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি প্রথম রাকআতে দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা ওঠাতেন, তখন সোজা হয়ে বসতেন। তারপর মাটিতে ঠেক দিয়ে দাঁড়াতেন।[১]

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠানো

١١٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَ اِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَمْ يَقُلْ هٰذَا عَنْ شَرِيْكٍ غَيْرُ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

১১৫৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাঁর হাঁটুদ্বয় হাতদ্বয়ের পূর্বে রাখতেন। আর যখন তিনি ওঠতেন তখন উভয় হাঁটু ওঠানোর পূর্বে উভয় হাত ওঠাতেন। আবু আবদুর রহমান বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ছাড়া আর কেউ এ হাদীস শরীফ (জনৈক রাবী) থেকে বর্ণনা করেন নি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلنُّهُوْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওঠার জন্য তাকবীর বলা

١١٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَ رَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَ اللّٰهِ اِنِّى لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১১৫৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু সালমা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদের (সাহাবীদের) নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখনই ওঠতেন বা নীচু হতেন তখনই তাকবীর

১. সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেছিলেন।

বলতেন। সালাত শেষ করে তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সাথে আমার সালাত অধিক সামঞ্জস্যশীল।

١١٥٩. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَ سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ وَ رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنِّى لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَتْ هٰذِهِ صَلٰوتُهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ *

১১৫৯. নাসর ইব্‌ন আলী ও সাওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাওয়ার (র) - - - - আবু বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান এবং আবু সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেন। যখন তিনি রুকূ করলেন তখন তাকবীর বললেন। যখন মাথা ওঠালেন তখন বললেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ তারপর সিজদা দিতে তাকবীর বললেন এবং যখন তাঁর মাথা ওঠালেন তখনও তাকবীর বললেন। এরপর এক রাক'আতের পর যখন দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বললেন। পরে বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁর সালাত এরূপই ছিল।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ لِلتَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহহুদের জন্য কিভাবে বসবে ?

١١٦٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ . اَنَّهُ قَالَ اِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى وَ تَنْصِبَ الْيُمْنٰى .

১১৬০. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র)- - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতের নিয়মের মধ্যে এটাও যে, তুমি তোমার বাম পা বিছিয়ে রাখবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে।

بَابُ الْاِسْتِقْبَالِ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُوْدِ لِلتَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদে বসার সময় পায়ের আঙ্গুল কিবলার দিকে রাখা

١١٦١. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيٰى اَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ . قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنٰى وَاسْتِقْبَالُهُ بِاَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْيُسْرٰى.

১১৬১. রবী ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতের সুন্নতের মধ্যে এটাও যে, ডান পা খাড়া রাখা আর তার আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহহুদে বসার সময় উভয় হাতের স্থান

١١٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اَضْجَعَ الْيُسْرٰى وَ نَصَبَ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَنَصَبَ اُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُهُمْ مِّنْ قَابِلٍ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِى الْبَرَانِسِ *

১১৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন য়াযীদ মুকরী (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলাম। দেখলাম, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করলেন তাঁর হাতদ্বয় ওঠালেন, তা তাঁর স্কন্ধ বরাবর হলো। আর যখন তিনি রুকূ করতে ইচ্ছা করলেন তখনও এরূপ করলেন। তিনি যখন দু'রাক'আতের পর বসলেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। আর ডান পা খাড়া রাখলেন। আর তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রাখলেন। আর দোয়ার জন্য তাঁর আঙ্গুল ওঠালেন। আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি সম্মুখ দিয়ে তাদের নিকট আসলাম তাদেরকে দেখলাম, তারা কাপড়ের মধ্যে হাত ওঠাচ্ছিলেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ فِى التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদের সময় চোখের দৃষ্টির স্থান

١١٦٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَافِرِىِّ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ لاَتُحَرِّكِ الْحَصَى وَ اَنْتَ فِى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلٰكِنْ اَصْنَعُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ وَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَ اَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الْاِبْهَامَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَمٰى بِبَصَرِهِ اِلَيْهَا اَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ *

১১৬৩. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে সালাতে থাকা অবস্থায় তার হাত দ্বারা পাথরের টুকরা নাড়ছে। তার সালাত শেষ হলে তাকে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি সালাতে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নেড়ো না। কেননা, তা শয়তানের কাজ, বরং তুমি ঐরূপ কর যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন। সে ব্যক্তি বলল, তিনি কি করতেন ? আবদুল্লাহ (রা) তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখলেন। আর তার ঐ আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করলেন যা বৃদ্ধা আঙ্গুলীর নিকটবর্তী (অর্থাৎ তর্জনি আঙ্গুল দ্বারা) আর তার দৃষ্টি তার প্রতি রাখলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপই করতে দেখেছি।

بَابُ الْاِشَارَةِ بِالْاِصْبَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করা

١١٦٤. اَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى السَّجْزِىُّ يُعْرَفُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ نَزَلَ بِدِمَشْقَ اَحَدُ الثِّقَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الثِّنْتَيْنِ اَوْ فِى الْاَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ اَشَارَ بِاِصْبَعِهِ *

১১৬৪. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া সাজাযী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দুই অথবা চার রাকাআতে বসতেন তাঁর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

بَابُ كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْاَوَّلُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহহুদ কিরূপে করবে ?

١١٦٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ عَنِ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَقُوْلَ اِذَا جَلَسْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ *

১১৬৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা যখন দু'রাকআতে বসি তখন আমরা যেন বলি
اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ .

١١٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لَانَدْرِى مَا نَقُوْلُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ اَنْ نُسَبِّحَ وَ نُكَبِّرَ وَ نَحْمَدَ رَبَّنَا وَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَ خَوَاتِمَهٗ فَقَالَ اِذَا قَعَدَ ثُمَّ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَلْيَتَخَيَّرْ اَحَدُكُمْ مِّنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهٗ اِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ *

১১৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জানতাম না, আমরা প্রত্যেক দু'রাকআতে কি বলব এ ব্যতীত যে, আমরা তাসবীহ্ পড়তাম তাকবীর বলতাম, আর আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতাম এবং বলতাম যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে এমন কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যার শুরু ও শেষ কল্যাণময়। তখন তিনি বললেন, দু'রাকাআতের পর তোমরা বসে বলবে- اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ আর যার যে দোয়া ভাল লাগে সে সে দোয়া (পড়ার জন্য) গ্রহণ করবে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করবে।

١١٦٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلٰوةِ وَ التَّشَهُّدَ فِى الْحَاجَةِ فَاَمَّا التَّشَهُّدُ فِى الصَّلٰوةِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ *

১১৬৭. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাতের তাশাহহুদ এবং প্রয়োজনের সময় পড়ার তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। সালাতের তাশাহহুদ হলো, اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

١١٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَتَشَهَّدُ بِهٰذَا فِى الْمَكْتُوْبَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ وَ حَمَّادٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

১১৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুফিয়ানকে ফরয ও নফল সালাতে এ তাশাহহুদ পড়তে দেখেছি আর তাঁকে বলতে শুনেছি– আমি আবু

ইসহাকের নিকট এ তাশাহহুদ শুনেছি। তিনি শুনেছেন আবুল আহওয়াসের নিকট এবং তিনি শুনেছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন।

١١٦٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَبِى اُنَيْسَةَ الْجَزَرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا اسْحٰقَ حَدَّثَهُ عَنِ الْاَسْوَدِ وَ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا فِى كُلِّ جَلْسَةٍ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ *

১১৬৯. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারাহ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা কিছুই জানতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা প্রত্যেক বৈঠকে বলবে اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ .

١١٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ . عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِى مَا نَقُوْلُ اذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا قُوْلُوا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ . قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابْرَاهِيْمَ . عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يُعَلِّمُنَا هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ *

১১৭০. মুহাম্মদ ইব্ন জাবালা রাফিকী (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সালাত আদায় করতাম তখন কি বলব তা আমরা জানতাম না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এক পূর্ণাঙ্গ দোয়া শিক্ষা দিলেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা বলো اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . আলকামা (র) বলেন, ইব্ন মাসঊদ (র) এ বাক্যগুলো আমাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমনিভাবে তিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন।

١١٧١. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْخَالِدُ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ النَّاسِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلٰى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى جِبْرَئِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُو اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَا السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

১১৭১. আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ কাত্তান (র) - - - - ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম তখন আমরা বলতাম, আস্‌সালামু আলাল্লাহ্ আস্‌সালামু আলা জিবরাঈল, আস্‌সালামু আলা মীকাঈল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা আসসালামু আলাল্লাহ বলো না, কেননা আল্লাহ তা'আলা-ই সালাম। বরং তোমরা বলো- اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

١١٧٢. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَا الدَّسْتَوَاءِىُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى جِبْرَئِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى

مِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَالسَّلاَمُ وَلَكِنْ قُوْلُوا اَلتَّحِيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

১১৭২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম ও বলতাম اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ جِبْرَئِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ বলো না। কেননা, আল্লাহ্‌ই সালাম বরং তোমরা বলো- اَلتَّحِيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

١١٧٣. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَ مَنْصُوْرٍ وَ حَمَّادٍ وَّ مُغِيْرَةَ وَ اَبِى هَاشِمٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِى التَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ . "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ هَاشِمٍ غَرِيْبٌ *

১১৭৩. বিশর ইব্‌ন খালিদ আসকারী (র) - - - আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাশাহ্‌হুদে পড়েছেন, اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ- আবু আবদুর রহমান বলেন, আবু হাশিম বর্ণনাকারীদের মধ্যে মশহুর নন।

١١٧٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْمَكِّىُّ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِى اَبُو مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَ

كَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ *

১১৭৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। যেরূপ তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। আর তখন আমার হাত তাঁর হস্ত মুবারক দ্বয়ের মধ্যে থাকতো। (আর তা হচ্ছে) ঃ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

তাশাহ্‌হুদের অন্য প্রকার

١١٧٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الاَشْعَرِيَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَ بَيَّنَ لَنَا صَلَوتَنَا قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَاِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ وَ رَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ وَ يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ وَ سَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ وَ يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ اَلطَّيِّبَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمَ

عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

১১৭৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সায়ীদ আবু কুদামা সারখাসী (র)- --- হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে ওয়াজ করলেন, আমাদের সুন্নত শিখালেন। আমাদের সালাত সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক করবে। তারপর তোমাদের একজন ইমাম হবে। যখন সে তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর যখন সে ولاالضالين বলবে, তখন তোমরা امين বলবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালবাসবেন। আর যখন ইমাম তাকবীর বলবে এবং রুকূ করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ করবে। কারণ ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকূ করবে আর তোমাদের পূর্বে মাথা ওঠাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটা তার পরিবর্তে হয়ে যাবে। আর যখন ইমাম سمع الله لمن حمده বলবে, তখন তোমরা বলবে ربنا ولك الحمد আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা, আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভাষায় বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কথা শ্রবণ করেন, যে তার প্রশংসা করে। তারপর যখন ইমাম তাকবীর বলে সিজদা করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদা করবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবে আর তোমাদের পূর্বে মাথা ওঠাবে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটা তার পরিবর্তে। আর যখন বৈঠকে পৌঁছবে, তখন তোমরা সর্বপ্রথম বলবে ঃ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

তাশাহহুদের অন্য প্রকার

١١٧٦. اَخْبَرَنَا اَبُو الاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ اَبِي مُوْسٰى فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اَلطَّيِّبَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ

اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

১১৭৬. আবুল আশআছ আহমদ ইব্ন মিকদাম আজলী বাসরী (র) ---- হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা (কিছু সংখ্যক লোক) আবু মূসা (রা)-এর সাথে সালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন শেষ বৈঠকের নিকট হবে তখন তোমাদের প্রথম কথাই হবে- اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

তাশাহহুদের অন্য প্রকার

١١٧٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

১১৭৭. কুতায়বা (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঐরূপেই তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেভাবে আমাদের কুরআন শিখাতেন, তিনি বলতেন اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

তাশাহহুদের অন্য প্রকার

١١٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ

أَيْمَنَ وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَسْئَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ *

১১৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (তিনি বলতেন)

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَن لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه اَسْئَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ *

بَابُ تَخْفِيْفُ فِي التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা

١١٧٩. اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ اَيُّوْبَ الطَّالِقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ حَتّٰى يَقُوْمَ قَالَ ذٰلِكَ يُرِيْدُ *

১১৭৯. হায়ছাম ইব্‌ন আয়্যূব তালিকানী (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের দুই রাক'আতের পর এমন অবস্থায় হতেন, যেন তিনি গরম পাথরের উপর রয়েছেন। (রাবী বলেন) আমি (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে) এমন জিজ্ঞাসা করলাম বৈঠক থেকে ওঠা পর্যন্ত ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এটা তিনি ইচ্ছা করে করতেন।

بَابُ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ

(ভুলবশত) প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করা

١١٨٠. اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فَقَامَ فِى الشَّفْعِ الَّذِىْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ فَمَضٰى فِىْ صَلٰوتِهٖ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِىْ اٰخِرِ صَلٰوتِهٖ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ *

১১৮০. ইয়াহয়া ইব্‌ন হাবীব আরাবী বসরী ---- ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন, তিনি যে দুই রাকা'আতের পর বসতে ইচ্ছা করছিলেন, তাতে তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি সালাত চালু রাখলেন। যখন তিনি সালাতের শেষ দিকে পৌঁছলেন তখন সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

١١٨١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوْا فَمَضٰى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১১৮১. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ (র) ---- ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাতে দু'রাক'আতের পরে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম সুবহানাল্লাহ্ বলে উঠলেন। কিন্তু তিনি সালাত চালিয়ে গেলেন। তারপর যখন তিনি সালাতের শেষ অবস্থায় পৌঁছলেন, তখন দু'টি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

بَابُ التَّكْبِيْرِ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াতে তাকবীর বলা

١١٨٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ يُكَبِّرُ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ السُّجُوْدِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ حُطَيْمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هٰذَا قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ لَهٗ حُطَيْمٌ وَعُثْمَانَ قَالَ وَعُثْمَانَ *

১১৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আবদুর রহমান ইব্‌ন আমাম (র) থেকে বর্ণিত, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সালাতে তাকবীর বলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, (মুসল্লী) তাকবীর বলবে, যখন সে রুকূতে যাবে, সিজদায় যাবে, সিজদা থেকে তাঁর মাথা ওঠাবে এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াবে।

হুতায়ম (র)[১] [আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে] প্রশ্ন করলেন, কার কাছ থেকে আপনি এগুলো শুনে মনে রেখেছেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) থেকে। তখন হুতায়ম (র) তাঁকে বললেন, আর উসমান (রা) ? তিনি বললেন, উসমান (রা) থেকেও (শুনে মনে রেখেছি)।

١١٨٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لَقَدْ ذَكَّرَنِى هٰذَا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১১৮৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- মুতার্‌রাফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) একদা সালাত আদায় করছিলেন, তিনি প্রত্যেক নীচু স্থানে অবতরণ এবং উঁচুতে ওঠার সময় পূর্ণাঙ্গভাবে তাকবীর বলছিলেন। তখন ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (র) বললেন, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ اِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ শেষ রাক'আতের জন্য দাঁড়াবার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন

١١٨٤. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى حُمَيْدِ نِ السَّاعِدِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ *

১১৮৪. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবু হুমায়দ সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন দু' সিজদার পর দাঁড়াতেন, তাকবীর বলতেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, যেমন সালাত শুরু করার সময় তিনি করতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ اِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দু'রাক'আতের জন্য দাঁড়াবার সময় উভয় কাঁধ পর্যন্ত হস্তদ্বয় উত্তোলন

১. এক বুযুর্গ ব্যক্তি যিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সাথে ওঠা-বসা করতেন।

١١٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ حِذَاءَ الْمَنْكَبَيْنِ *

১১৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা সান'আনী (র) ---- (আব্দুল্লাহ) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাঁর হস্তদয় উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, যখন রুকূ থেকে মাথা ওঠাতেন, এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপভাবে উভয় কাঁধ বরাবর তাঁর হস্তদ্বয় ওঠাতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَحَمْدِاللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে হস্তদ্বয় ওঠানো এবং হামদ (আলহামদুলিল্লাহ) ও ছানা (সুবহানা-কাল্লাহ্) পাঠ করা

١١٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلٰى اَبِى بَكْرٍ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوْفَ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِاَبِى بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوْهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُو بَكْرٍ لَايَلْتَفِتُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلِمَ اَنَّهُ قَدْنَابَهُمْ شَىْءٌ فِى صَلٰوتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ كَمَا اَنْتَ فَرَفَعَ اَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِاَبِى بَكْرٍ مَّا مَنَعَكَ اِذْ اَوْمَاْتُ اِلَيْكَ اَنْ تُصَلِّىَ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِى لِابْنِ اَبِى قُحَافَةَ اَنْ يَّؤُمَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ مَابَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ اِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِى صَلٰوتِكُم فَسَبِّحُوا *

১১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন বাযী' (র) ---- সহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আমর ইব্ন আউফে (কোন সংকট) মীমাংসার জন্য গেলেন। এরপর সালাতের সময় হলে মুয়ায্যিন আবু বক্র (রা)-এর কাছে এসে সাহাবীগণকে একত্র করে তাঁদের ইমামতি করতে অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে কাতার ফাঁক করে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবীগণ আবু বক্র (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য হাতে তালি দিলেন। আবু বক্র (রা) সালাতে (একাগ্রচিত্ততার কারণে) অন্য দিকে লক্ষ্য করতেন না। যখন হাত তালির মাত্রা বেড়ে গেল তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের সালাতে কোন কিছু ঘটেছে। তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগমন সম্বন্ধে অবহিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দিকে ইশারা করলেন যে, তুমি নিজ অবস্থায় থাক। তখন আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ কথার জন্য তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন এবং পিছু হটে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি আবু বক্র (রা)-কে বললেন, আমি যখন তোমার প্রতি ইশারা করেছিলাম তখন তোমাকে সালাত আদায় করতে কিসে বারণ করেছিল ? তিনি বললেন, ইব্ন আবু কোহাফার (আবু বকর) জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে ইমামতি করা সমীচীন ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, তোমাদের কি হয়েছিল ? তোমরা হাতে তালি দিয়েছিলে কেন ? হাতে তালি দেওয়া তো নারীদের জন্য। এরপর বললেন, যদি তোমাদের সালাতে কিছু ঘটে যায় তবে তোমরা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে।

بَابُ السَّلاَمُ بِالْاَيْدِى فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের শেষে হাত উত্তোলন করে সালাম ফিরানো

١١٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ رَافِعُوْا اَيْدِيْنَا فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَا بَالُهُمْ رَافِعِيْنَ اَيْدِيَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اَسْكِنُوْا فِى الصَّلٰوةِ *

১১৮৭. কুতায়বা ইব্ন সায়ীদ (র) ---- জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা অর্থাৎ সালাত শেষে সালাম ফিরাবার সময় স্বীয় হস্ত উঠিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি বললেন; এদের কি হল যে, এরা সালাত শেষে স্বীয় হস্ত উঠিয়ে রেখেছে ? যেন সালাত অবাধ্য ঘোড়ার লেজ। তোমরা সালাতে ধীর-স্থির থাকবে।

١١٨٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنُسَلِّمُ بِاَيْدِيْنَا فَقَالَ مَا بَالُ هٰؤُلَاءِ يُسَلِّمُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اَمَا يَكْفِى اَحَدَهُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ *

১১৮৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। তারপর আমরা (সালাত শেষে) হস্ত দ্বারা (ইশারা করে) সালাম ফিরাচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, এদের কি হল যে, এরা স্বীয় হস্ত দ্বারা সালাম ফিরাচ্ছে ? যেন সালাত অবাধ্য অস্থির ঘোড়ার লেজ। এদের প্রত্যেকের জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রেখে বলে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম, আস্‌সালামু আলাইকুম।'[১]

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ بِالْاِشَارَةِ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়কালীন ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া

١١٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ اِشَارَةً وَّ لَا اَعْلَمُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ بِاِصْبَعِهٖ *

১১৮৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশ দিয়ে (একদা) যাচ্ছিলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি ইশারায় আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি এর বেশি কিছুই জানি না যে, তিনি [সুহায়ব (রা)] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন।[২]

١١٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّىَ فِيْهِ فَدَخَلَ رِجَالٌ يُّسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ فَسَاَلْتُ صُهَيْبًا وَّ كَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ اِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدَيْهِ *

---

১. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সালামে হাত উত্তোলন করা নিষেধ।
২. সালাতরত অবস্থায় ইশারা দ্বারা সালামের জবাব প্রদান করা মাকরূহ। ইসলামের প্রথম দিকে এরূপ করা হত। পরে এটা রহিত হয়ে যায়।

১১৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর মক্কী (র) ---- যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবদুল্লাহ) ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ সালাত আদায় করার জন্য একদা মসজিদে কুবায় প্রবেশ করলেন। এরপর কয়েকজন সাহাবী তাঁকে সালাম করার জন্য তাঁর কাছে আসলেন। সুহায়ব (রা)-ও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যখন নবী ﷺ-কে সালাম করা হল, তখন তিনি কি করলেন? তিনি বললেন, তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন।

١١٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ . عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فَرَدَّ عَلَيْهِ *

১১৯১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) ---- আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সালাত আদায়কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাম করলেন, তিনি তাঁর সালামের জবাব দিলেন।

١١٩٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ. عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ اِلَىَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِى فَقَالَ اِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَىَّ اٰنِفًا وَ اَنَا اُصَلِّى وَ اِنَّمَا هُوَ مُوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ اِلَى الْمَشْرِقِ *

১১৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (কোথাও) কোন প্রয়োজনে পাঠালেন, এরপর আমি (এসে) তাঁকে সালাত আদায়রত পেলাম। তখন আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, আমাকে ডেকে বললেন যে, তুমি কি এখন আমাকে সালাত আদায় রত অবস্থায় সালাম করেছিলে? [জাবির (রা) বলেন] তখন তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে ছিলেন। (কারণ তখন তিনি বাহনের উপর ছিলেন।)

١١٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَعْلَبَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيْرُ مُشَرِّقًا اَوْ مُغَرِّبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِى يَا جَابِرُ فَنَادَانِى النَّاسُ يَا جَابِرُ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ فَقَالَ اِنِّى كُنْتُ اُصَلِّى *

১১৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশিম বালাবাক্কী (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে (কোন প্রয়োজনে কোথাও) পাঠালেন। তারপর আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি তখন পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে সফর করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে সালাম করলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আমি চলে যেতে থাকলে তিনি আমাকে ডাকলেন, হে জাবির! এরপর সাহাবীগণও ডাকলেন, হে জাবির! আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনাকে সালাম করলে আপনি তাঁর উত্তর দেন নি (শব্দের মাধ্যমে)। তখন তিনি বললেন, আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম।

اَلنَّهِىُ عَنْ مَسْحِ الْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে কংকর স্পর্শ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

١١٩٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ . عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ.

১১৯৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) ---- আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন সে যেন কংকর স্পর্শ না করে। কেননা, তখন তাঁর প্রতি (আল্লাহর) রহমত মুতাওয়াজ্জাহ থাকে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْهِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে একবার কংকর স্পর্শ করার অনুমতি

١١٩٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَيْقِيْبُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً *

১১৯৫. সুওয়াইদ ইব্‌ন নসর (র) ---- মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি তোমার তা (কংকর স্পর্শ) করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে একবার (করতে পার)।

اَلنَّهِىُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে আকাশের দিকে দেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

١١٩٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَّ شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلٰوةِ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِى ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْلَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ *

১১৯৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ, শু'আয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মানুষের কি হল যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে? এ ব্যাপারে তাঁর কথা এতো কঠোর হলো যে, তিনি বললেন, হয় তারা এ থেকে বিরত থাকবে, না হয় অতি দ্রুত তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

١١٩٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلاَ يَرْفَعْ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ اَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ *

১১৯৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নস্‌র (র) ---- উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ সালাতে থাকবে তখন সে যেন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। যাতে (অতি দ্রুত) তার দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে না নেওয়া হয়।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে (কোন দিকে) দেখার ব্যাপারে কঠোরতা

١١٩٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الاَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِى مَجْلِسِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ قَائِمًا فِى الصَّلٰوةِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ *

১১৯৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নস্‌র (র) ---- আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি তার সালাতে দণ্ডায়মান থাকাকালীন পর্যন্ত রহমতের দৃষ্টিপাত করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করে। যখন সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

١١٩٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ مَّسْرُوْقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلٰوةِ *

১১৯৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তা হল ছোঁ মারা। যা দ্বারা শয়তান সালাতের একাগ্রতা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

١٢٠٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ

১২০০. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রেওয়ায়ত করেছেন।

١٢٠١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِى عَطِيَّةَ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ *

১২০১. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

١٢٠٢. اَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ بْنُ مَعْنٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى عَطِيَّةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلٰوةِ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلٰوةِ *

১২০২. হেলাল ইব্‌ন আলা (র) ---- আবু আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, সালাতে এদিক ওদিক দেখা ছোঁ মারা যা দ্বারা শয়তান সালাতের একাগ্রতা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ডানে-বামে তাকানোর অনুমতি

١٢٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ

اشْتَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَّ اَبُوْ بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَرَاٰنَا قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلٰوتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنْ كُنْتُمْ اٰنِفًا تَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَ الرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوا اَئْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَّاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا *

১২০৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) অসুস্থ হলেন। আমরা তখন তাঁর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি তখন বসা অবস্থায় ছিলেন আর আবু বক্‌র (রা) তাকবীর বলে মুসল্লীদেরকে তাঁর তাকবীর শুনাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলে আমরা বসে গেলাম এবং তাঁর সাথে বসে বসে সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বললেন, এখন তোমরা ইরান এবং রোমানদের ন্যায় কাজ করলে। তাঁরা তাঁদের বাদশাহ্দের সামনে দণ্ডায়মান থাকতো আর বাদশাহ্রা থাকতো বসা। অতএব, তোমরা সে রকম করবে না, তোমরা স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন, তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, আর যদি ইমাম বসে সালাত আদায় করেন তবে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

١٢٠٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِى صَلٰوتِهِ يَمِيْنًا وَّلاَ يَلْوِى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ *

১২০৪. আবু আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - (আব্দুল্লাহ) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাতে ডানে এবং বামে তাকাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঘাড় তাঁর পিঠের পেছনে ফিরাতেন না।[১]

بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সাপ এবং বিচ্ছু মারা

١٢٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ

১. সালাতে এদিক-সেদিক তাকানো অপছন্দনীয় কাজ। এতে সালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়। তবে বিশেষ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) ডানে ও বামে তাকিয়েছিলেন।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ *

১২০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই কালো প্রাণী (সাপ এবং বিচ্ছু)-কে সালাতে হত্যা করার আদেশ করেছেন।

١٢٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ *

১২০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই কালো প্রাণীকে সালাতে হত্যা করার আদেশ করেছেন।

حَمْلُ الصِّبْيَانِ فِى الصَّلٰوةِ وَوَضْعِهِنَّ فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে শিশু সন্তানকে কোলে তুলে নেওয়া এবং (নিচে) রাখা

١٢٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَ اِذَا قَامَ رَفَعَهَا *

১২০৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায়কালীন সময়ে (তাঁর দৌহিত্রী) উমামা (রা)-কে কাঁধে তুলে নিতেন এবং যখন সিজদায় যেতেন তাকে (নিচে) রেখে দিতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন কোলে তুলে নিতেন।

١٢٠٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهِ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَاِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُوْدِهِ اَعَادَهَا *

১২০৮. কুতায়বা (ইব্‌ন সাঈদ) (র) ---- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখলাম যে, তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে ইমামতি করছেন এবং উমামা বিনত আবুল আস (রা)-কে তাঁর কাঁধে তুলে রেখেছেন, যখন তিনি রুকূতে যেতেন তাঁকে (নিচে) রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা সমাপন করতেন তাঁকে পুনরায় কাঁধে তুলে নিতেন।

بَابُ الْمَشْىِ اَمَامَ الْقِبْلَةِ خُطًى يَسِيْرَةً

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়কালীন কিবলার দিকে কয়েক কদম হাঁটা

١٢٠٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ اَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشٰى عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ *

১২০৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমি দরজা খুলতে চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নফল সালাত আদায় করছিলেন আর দরজা ছিল কিবলার দিকে। তখন তিনি বাম দিকে অথবা কয়েক কদম হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন এবং পুনরায় সালাতের স্থানে ফিরে আসলেন।

بَابُ التَّصْفِيْقِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে হাতে তালি দেওয়া

١٢١٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ زَادَا بْنُ الْمُثَنّٰى فِى الصَّلٰوةِ *

১২১০. কুতায়বা (ইব্‌ন সাঈদ) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (সালাতে) তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য, (মুহাম্মদ) ইব্‌ন মুছান্না (র) 'সালাতে' এ শব্দটি বেশি বলেছেন।

١٢١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنَّهُمَا سَمِعَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ *

১২১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য।

بَابُ التَّسْبِيْحِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে তাসবীহ্ পড়া

١٢١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَاَنْبَانَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ *

১২১২. কুতায়বা এবং সুওয়াইদ ইব্ন নসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তাসবীহ পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য।

١٢١٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ *

১২১৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাসবীহ পুরুষদের জন্য আর হাতে তালি দেওয়া নারীদের জন্য।

اَلتَّنَحْنُحُ فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে গলা খাঁকার দেওয়া

١٢١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُجَىٍّ . عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ لِى مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاعَةٌ اٰتِيْهِ فِيْهَا فَاِذَا اَتَيْتُهُ اسْتَاْذَنْتُ اِنْ وَّجَدْتُّهُ يُصَلِّى فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ وَاِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا اَذِنَ لِىْ *

১২১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসার একটা নির্দিষ্টি সময় ছিল, তখন আমি তাঁর কাছে আসতাম, আমি যখন তাঁর কাছে আসতাম অনুমতি চাইতাম। যদি তাঁকে সালাতরত পেতাম তবে তিনি গলা খাঁকার দিলে আমি প্রবেশ করতাম, আর অবসর থাকলে আমাকে অনুমতি দিতেন।

١٢١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ . عَنِ ابْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَ لِي مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَدْخَلاَنِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ اِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي *

১২১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে আমার জন্য প্রবেশের দুটি নির্দিষ্ট সময় ছিল। একটি রাতে অপরটি দিনে। যখন রাতে প্রবেশ করতাম তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ করে গলা খাঁকার দিতেন।

١٢١٦. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُرَحْبِيْلُ يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُجَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِي عَنْ عَلِيٍّ كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْخَلاَئِقِ فَكُنْتُ اٰتِيْهِ كُلَّ سَحَرٍ فَاَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَاِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ اِلٰى اَهْلِي وَ اِلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ *

১২১৬. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - নুজাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আমার একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল যা সৃষ্টি জগতের মধ্যে অন্য কারো জন্য ছিল না, আমি তাঁর কাছে প্রতি রাতের শেষাংশে আসতাম এবং আসসালামু আলাইকুম ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ ! বলতাম। তখন যদি তিনি গলা খাঁকার দিতেন তা হলে আমি ঘরে ফিরে যেতাম আর তা না হলে তাঁর কাছে যেতাম।

بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কাঁদা

١٢١٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَ لِجَوْفِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِيْ *

১২১৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন, আর তাঁর ভিতরে ডেকচির শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।

بَابُ لَعْنِ اِبْلِيْسَ وَالتَّعَوُّذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ইবলীসকে লানত দেওয়া এবং তার থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া

١٢١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ . عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَّبَسَطَ يَدَهُ كَاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئًا لَّمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَ رَاَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِى وَجْهِى فَقُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ فَلَمْ يَتَاَخَّرْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَرَدْتُّ اَنْ اٰخُذَهُ وَاللّٰهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ اَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لَاَصْبَحَ مُوْثَقًا بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ *

১২১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবুদ্‌দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) সালাতে দাঁড়ালে আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম, আমি তোর (ইবলীস) থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর লানত দ্বারা তোকে লানত দিচ্ছি। (এ বাক্যটি তিনি) তিনবার (বললেন) এবং হাত প্রসারিত করলেন যেন কোন কিছু ধরতে চাচ্ছেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! (আজ) আমরা সালাতে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো বলতে শুনিনি, আর (আজ) আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলীস অগ্নিস্ফুলিংগ নিয়ে এসেছিল আমার চেহারায় নিক্ষেপ করার জন্য, তখন আমি তিনবার বললাম, আমি তোর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরপর আমি তিনবার বললাম – আল্লাহর লানত দ্বারা আমি তোকে লানত দিচ্ছি। এতেও সে যখন পেছনে সরে গেল না, তখন আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর দোয়া না থাকতো তা হলে সে ভোর পর্যন্ত খুঁটির সাথে বাঁধা থাকতো; তার সাথে মদীনার শিশু-কিশোররা খেলা করত।

اَلْكَلاَمُ فِى الصَّلٰوةِ

সালাতে কথা বলা

١٢١٩. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ وَ هُوَ فِي الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْاَعْرَابِي لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

১২১৯. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) সালাতে দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম, তখন এক বেদুঈন সালাতরত অবস্থায় বলে উঠলো, "ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর রহম কর, আর আমাদের সাথে আর কারোর উপর রহম করো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরালে ঐ বেদুঈনকে বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত বস্তুকে সংকুচিত করে দিলে। এর দ্বারা তিনি আল্লাহ্‌র রহমতকে বুঝিয়েছেন।[১]

١٢٢٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَحْفَظُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ . عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَ مُحَمَّدًا وَ لاَ تَرْحَمْ مَّعَنَا اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا *

১২২০. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন (একদা) মসজিদে প্রবেশ করল এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করে বললো, "ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমার ও মুহাম্মদ ﷺ -এর ওপর রহম কর এবং আমাদের সাথে আর কারো উপর রহম করো না।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত বস্তুকে সংকুচিত করে দিলে।

١٢٢١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِي مَيْمُوْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلاَمِ وَ اِنَّ رِجَالاً مِّنَّا يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلاَيَصُدَّنَّهُمْ وَ رِجَالٌ مِنَّا يَاتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ تَاْتُوْهُمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّوْنَ

১. এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সালাতের মধ্যে কথা বলা বৈধ নয়। তা না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের মধ্যেই বেদুঈনকে উপরোক্ত কথা বলতেন।

قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ قَالَ وَ بَيْنَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَحَدَّثَنِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكلَ اُمِّيَاهُ مَالَكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُسَكِّتُوْنَنِى لٰكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعَانِى بِاَبِى وَ اُمِّى هُوَ مَاضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِى وَلَا سَبَّنِى مَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبلَه وَلَا بَعدَه اَحسَنَ تَعلِيمًا مِنهُ قَالَ اِنَّ صَلٰوتَنَا هٰذِهِ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ قَالَ ثُمَّ اطَّلَعْتَ اِلَىَّ غُنَيْمَةٍ لِىْ تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِى فِى قِبَلِ اُحُدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ وَ اِنِّى اَطَّلَعتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَّاَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِى اٰدَمَ اَسَفُ كَمَا يَاْسِفُوْنَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً ثُمَّ انْصَرَفْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَعَظُمَ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اَعْتِقُهَا قَالَ ادْعُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَاعْتِقْهَا *

১২২১. ইসহাক ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা নিকট অতীতে জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত ছিলাম, তারপর আল্লাহ তা'আলা ইসলাম পাঠালেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক শুভ অশুভ লক্ষণ মানে। তিনি বললেন, তা এক প্রকার কুসংস্কার, যা তাদের মনে উদ্রেক হয়ে থাকে এটা যেন তাদের কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। আমি আরো বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকদের কাছে যাতায়াত করে । তিনি বললেন, তোমরা গণকদের কাছে যেয়ো না। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমাদের মধ্যে কিছু লোক রেখা টেনে থাকে, তিনি বললেন নবীদের মধ্যে একজন নবী রেখা টানতেন । [ইদ্রীস (আ) অথবা দানিয়াল (আ)] অতএব, যার রেখা তাঁর রেখার সাথে মিলে যায় তা সঠিক বলে প্রতিপন্ন হবে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাতে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি يَرحَمُكَ اللّٰه বললাম, তখন উপস্থিত লোকজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলে আমি বললাম, তোমাদের মাতারা তোমাদের হারিয়ে ফেলুক ! তোমাদের কি হল তোমরা আমার দিকে এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন ? তখন লোকজন (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) তাদের উরুদেশে তাদের হাত মারতে আরম্ভ করলো, আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে আমি (রাগান্বিত না হয়ে) চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন আমাকে ডাকলেন, তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান

হোক । তিনি (সালাতে আমার অবাঞ্ছিত কথাবার্তার জন্য) আমাকে তিরস্কারও করলেন না এবং কটু কথাও বললেন না। আমি তার পূর্বে বা পরে তাঁর থেকে উত্তম কোন শিক্ষক দেখিনি। তিনি বললেন, আমাদের এ সালাতে কারো কথা বলা সমীচীন নয়। এতো হল তাসবীহ, তাকবীর এবং তিলাওয়াতে কুরআনের সমষ্টি। রাবী বলেন, এরপর আমার একটি বকরীর পাল আমার দিকে এগিয়ে আসল যা আমার দাসী উহুদ এবং জাওয়ানীয়ায় চরাচ্ছিল। আমি দেখলাম যে, বাঘে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমিও তো এক আদম সন্তান তাই আমি (দাসীর উপর) রাগান্বিত হয়ে গেলাম, যেমন অন্যরাও রাগান্বিত হয়ে থাকে। অতএব, আমি দাসীকে একটা চড় মারলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর সংবাদ দিলাম। তিনি চড় মারাকে খুবই অন্যায় কাজ মনে করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি তাঁকে (এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) আযাদ করে দেব ? তিনি বললেন, আযাদ করে দাও, সে দাসীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ কোথায় ? সে বললো, আসমানে। তিনি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে ? সে বললো, আপনি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ । এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "সে মু'মিন, অতএব তাকে আযাদ করে দাও।"

١٢٢٢. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحٰرِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ . عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهٗ فِى الصَّلٰوةِ بِالْحَاجَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ *

১২২২. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় সালাতে তাঁর সঙ্গীর সাথে কোন প্রয়োজনে কথা বলছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

অর্থ ঃ তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্র উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে (২ ঃ ২৩৮)। তখন আমাদের (সালাতে) চুপ থাকতে আদেশ করা হল।

١٢٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى غُنَيَّةَ وَاسْمُهٗ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيْدَ الْجَرْمِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ كُلْثُوْمٍ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ اٰتِى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَىَّ فَاَتَيْتُهٗ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَلَمَّا سَلَّمَ اَشَارَ اِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِى ثُمَّ ذَكَرَ

كَلِمَةً مَعْنَاهَا اَحْدَثَ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ لاَّ تُكَلِّمُوْا اِلاَّ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا يَنْبَغِى لَكُمْ وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ *

১২২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে তাঁর সালাতরত অবস্থায় আসতাম, আমি তাঁকে সালাম করতাম, তিনি উত্তর দিতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। যখন তিনি সালাম ফিরালেন মুসল্লীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সালাতের ব্যাপারে একটি নতুন হুকুম নাযিল করেছেন যে, তোমরা (এতে) আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কোন কথা বলবে না। আর তা তোমাদের জন্য সমীচীনও নয় আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

١٢٢٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَيُرَدُّ عَلَيْنَا السَّلاَمُ حَتّٰى قَدِمْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّهُ عَلَىَّ وَاَخَذَنِى مَاقَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَايَشَاءُ وَ اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ مِنْ اَمْرِهِ اَنْ لاَّ يُتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ *

১২২৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -কে সালাম করলে তিনি উত্তর দিতেন (কিন্তু) আমরা হাবশা (ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি উত্তর দিলেন না। তখন আমি নিকট-অতীত এবং দূর-অতীতের স্বীয় ঘটিত কোন অপরাধের কথা চিন্তা করতে লাগলাম ও বসে গেলাম। এরপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখনই ইচ্ছা করেন নতুন নতুন হুকুম নাযিল করেন। তিনি একটি (নতুন) হুকুম নাযিল করেছেন যে, সালাতে কথা বলা যাবে না।

مَايَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহ্‌হুদ না পড়ে যে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় সে কি করবে ?

١٢٢٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ فَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১২২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন না। মুসল্লীরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি তাঁর সালাত শেষ করলেন এবং আমরা সবাই তাঁর সালাম ফিরাবার অপেক্ষায় ছিলাম, তিনি তাকবীর বললেন এবং বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন। তারপর (শেষ) সালাম ফিরালেন।

١٢٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلٰوةِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ *

১২২৬. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুহায়না (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সালাতে (এমন সময়) দাঁড়িয়ে গেলেন যখন তাঁর উপর বসা প্রয়োজন ছিল, তারপর বসা অবস্থায় সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন।

مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ

যে দু'রাক'আতের পর ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলল এবং কথা বলে ফেলল সে কি করবে ?

١٢٢٧. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ اِحْدٰى صَلٰوتِي الْعَشِيِّ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ وَلٰكِنِّي نَسِيْتُ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِي الْقَوْمِ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُوْلٌ قَالَ كَانَ يُسَمّٰى ذَالْيَدَيْنِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ وَقَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُوالْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِيْ كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ

مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ * .

১২২৭. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে অপরাহ্নের (জোহর ও আসর) দু'সালাতের এক সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, তবে কোন্ সালাত তা আমি ভুলে গেছি। তারপর তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরসহ দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। এরপর মসজিদে প্রস্থে রাখা একটি কাঠ খণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়ে তাতে ঠেস দিলেন যেন তিনি রাগান্বিত, আর সব কাজে অগ্রে থাকা সাহাবীগণ মসজিদের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তাঁদের মধ্যে আবূ বকর এবং উমর (রা)-ও ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরো একজন সাহাবী ছিলেন যার হাত কিছুটা লম্বা ছিল। (রাবী বলেন) তাঁকে যুল ইয়াদাইন[১] (দু'হাত বিশিষ্ট) বলা হত। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি ভুলে গেছেন না সালাত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ?" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি ভুলেও যাইনি এবং সালাত সংক্ষিপ্তও হয়নি। রাবী বলেন, তারপর নবী ﷺ সমবেত সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি ঠিক ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি মসজিদে ফিরে আসলেন এবং যা ছুটে গিয়েছিল তা আদায় করে নিয়ে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ একটা সিজদা করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন আবার তাকবীর বলে পূর্বের মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ আরো একটা সিজদা করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন।

١٢٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَم فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ *

১২২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত সালাতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন তাঁকে যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে ? সাহাবীগণ বললেন। হ্যাঁ ; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ একটা

১. যুল ইয়াদাইন সাহাবীর নাম হল খিরবাক ইব্‌ন আমর।

সিজদা করলেন। পরে মাথা ওঠালেন এবং পূর্বের সিজদার মত বা তার চেয়েও দীর্ঘ আরো একটা সিজদা করে মাথা ওঠালেন।

١٢٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِى اَحْمَدَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْكَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ فَاَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَقِىَ مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ *

১২২৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেললে যুল ইয়াদায়ন (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এর কোনটাই নয়। যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, নিশ্চয় এতদুভয়ের কোন একটা হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যুল ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশিষ্ট সালাত পুরা করলেন এবং সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন।

١٢٣٠. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى صَلٰوةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوْا اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ *

১২৩০. সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহরের দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ? তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করলেন।

١٢٣١. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِى اَنَسٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَدْرَكَهُ ذُوالشِّمَالَيْنِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ أَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ لَمْ تُنْقَصِ الصَّلٰوةُ وَلَمْ أَنْسَ قَالَ بَلٰى وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ *

১২৩১. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা সালাত আদায়কালে দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। সালাত শেষ করে ফেরার সময় যুল ইয়াদায়ন (রা) তাঁকে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন ? তিনি বললেন, সালাত সংক্ষিপ্তও করা হয়নি আর আমিও ভুলিনি। যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! (নিশ্চয় এতদুভয়ের কোন একটা হয়েছে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন (রা) কি সত্য বলছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে (আর) দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

١٢٣٢. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مُوْسَى الْفَرَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُوْ ضُمْرَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَسِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ فِى سَجْدَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ أَمْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَمَّ الصَّلٰوةَ *

১২৩২. হারূন ইব্‌ন মূসা ফারবী (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুল করে (একদা) দু'রাকআতের পরই সালাম ফিরিয়ে ফেললেন, তখন তাঁকে যুল ইয়াদায়ন (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পূর্ণ করে নিলেন।

١٢٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُوالشِّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو أَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ أَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَايَقُوْلُ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ *

১২৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহর অথবা আসরের সালাত আদায়কালে দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন। তখন তাঁকে যুল ইয়াদায়ন ইব্‌ন আমর (রা) বললেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? নবী ﷺ বললেন, যুল ইয়াদায়ন কি বলছে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ ﷺ সে সত্যই বলছে, তখন তিনি তাঁদের নিয়ে যে দু'রাকআত কম হয়েছিল তা আদায় করে নিলেন।

١٢٣٤. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ *

১২৩৪. আবূ দাউদ (র)- - - - আবূ বকর ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবূ হাসমা (র) বলেন, তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাকআত সালাত আদায় করলে যুল ইয়াদায়ন (রা) তাঁকে অনুরূপ বলেছিলেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى اَبِى هُرَيْرَةَ فِى السَّجْدَتَيْنِ

দু'সিজদা সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়তের মধ্যে পার্থক্য

١٢٣٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِى سَعِيْدٍ وَاَبِى سَلَمَةَ وَاَبِى بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنِ اَبِى حَثْمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْجُدْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلاَمِ وَلاَ بَعْدَهُ *

১২৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে দিন সালামের পূর্বে বা পরে সিজদা করেন নি।

١٢٣٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

১২৩৬. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

١٢٣٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ يَوْمَ ذِى الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ *

১২৩৭. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল ইয়াদায়ন (রা)-এর দিন সালামের পর দু' সিজদা করেছিলেন ।

١٢٣٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِى ابْنُ عَوْنٍ وَخَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ وَهْمِهِ بَعْدَ السَّلَامِ *

১২৩৮. আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দীনার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ স্বীয় ভুলের কারণে সালামের পর সিজদা করেছিলেন।

١٢٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَعَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১২৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ নিশাপুরী (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁদের নিয়ে সালাত আদায়কালে ভুল করে ফেললেন এবং দু'সিজদা করে সালাম ফিরালেন।

١٢٤٠. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ فَقَالَ يَعْنِى نُقِصَتِ الصَّلٰوةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّرِدَاءَ فَقَالَ اَصَدَقَ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১২৪০. আবুল আশআস (র) ---- ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাতের তিন রাকাআত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন খিরবাক (রা) নাম্নী এক সাহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়েছে ? তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে চাদর সামলাতে সামলাতে বের হয়ে বললেন, এ কি সত্য বল্ছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে সে রাকআত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে সে রাকআতের জন্য দু'সিজদা করলেন ও সালাম ফিরালেন।

بَابُ اِتْمَامِ الْمُصَلِّى عَلٰى مَاذَكَرَ اِذَا شَكَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সন্দেহ হলে যা স্মরণ আছে তার উপর সালাত শেষ করা

١٢٤١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَالَهُ صَلاَتَهُ وَاِنْ اَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ *

১২৪১. ইয়াহয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) ---- আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে সন্দেহ করে তখন সে যেন সন্দেহ ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যখন সমাপ্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় তখন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে। যদি সে পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু'সিজদা তাঁর (ঐ পাঁচ রাকআত) সালাতকে জোড় (দু'রাকআত) বানিয়ে দেবে। আর যদি সে চার রাকআত আদায় করে থাকে, তা হলে এ দু'সিজদা শয়তানের জন্য অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

١٢٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلٰثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذٰلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْتَا لَهُ صَلٰوتَهُ وَ اِنْ صَلّٰى اَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ *

১২৪২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন (তোমাদের) কেউ বুঝতে না পারে যে, সে তিন রাকআত আদায় করেছে না চার রাকআত ?

তখন সে যেন আরো এক রাকআত আদায় করে নেয়, এবং বসা অবস্থায় তার পরে দু'টি সিজদা করে নেয়। যদি সে পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু'সিজদা তাঁর সালাতকে জোড় (দু'রাকআত) বানিয়ে দেবে, আর যদি সে চার রাকআত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু'সিজদা শয়তানের জন্য অপমানের কারণ হবে।

بَابُ التَّحَرِّى

অনুচ্ছেদ ঃ (সালাত আদায়কালে সন্দেহ হলে) ভেবে দেখা

١٢٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَابْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِى يَرٰى اَنَّهُ الصَّوَابُ فِيْهِ فَيُتِمُّهُ ثُمَّ يَعْنِى يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَلَمْ اَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوْفِهِ كَمَا اَرَدْتُ *

১২৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ---- আব্দুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে। যা সে সঠিক মনে করে তা পূর্ণ করবে, তারপর দু'টি সিজদা করে নেবে। রাবী বলেন, আমি হাদীসের কিছু শব্দ যেরকম ভাবে ইচ্ছা করেছিলাম সে রকমভাবে বুঝে উঠতে পারিনি।

١٢٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ *

১২৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক মুখাররামি (র) ---- আব্দুল্লাহ (রা)[১] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তখন সে যেন ভেবে দেখে এবং সালাত শেষে দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٤٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَادَ

১. আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)

وَنَقَصَ فَقِيلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلٰوةِ شَيْءٌ قَالَ لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ فِي الصَّلٰوةِ اَنْبَاْتُكُمُوْهُ وَلٰكِنِّي اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلٰوتِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰي ذٰلِكَ اِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ *

১২৪৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) সালাত আদায়কালে কিছু বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে ফেল্‌লেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাতে কি কোন কিছু ঘটেছে ? তিনি বললেন, যদি সালাতে কোন কিছু ঘটে থাকত তা হলে আমি তা তোমাদের জানিয়ে দিতাম, কিন্তু আমি তো একজন মানুষ, আমিও ভুলে যেতে পারি যেমনিভাবে তোমরা ভুলে যেতে পার। অতএব, তোমাদের কারো যদি তার সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে যে, কোন্‌টা সঠিকের কাছাকাছি। যা সঠিক বলে মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে সালাত শেষ করবে। তারপর সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করে নেবে।

١٢٤٦. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً فَزَادَ فِيْهَا اَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَقُلْنَا يَانَبِيَّ اللّٰهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلٰوةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِيْ فَعَلَ فَثَنٰى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلٰوةِ شَيْءٌ لَاَنْبَاْتُكُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلٰوتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرٰى اَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ *

১২৪৬. হাসান ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সুলায়মান মুজালিদী (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) সালাত আদায়কালে কিছু বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে ফেল্‌লেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, আমরা বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ ! সালাাতে কি কিছু ঘটেছে ? তিনি বললেন, তা কি ? তখন তিনি যা করেছেন আমরা তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি পা গুটিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে সহুর (ভুলের) জন্য দু'টি সিজদা করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, যদি সালাতে কিছু ঘটে থাকত তাহলে তা আমি তোমাদের অবহিত করে দিতাম। তারপর বললেন, আমিও তো একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যেতে পার আমিও তেমনিভাবে ভুলে যেতে পারি। অতএব, যদি তোমাদের

কারো সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে কোন্‌টা সঠিক, তারপর সালাম ফিরিয়ে সহুর (ভুলের) জন্য দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ مَنْصُوْرٌ وَقَرَاْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلاً عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى صَلٰوةَ الظُّهْرِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوْا اَحَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ حَدَثٌ قَالَ مَا ذَاكَ فَاَخْبَرُوْهُ بِصَنِيْعِهِ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِى وَقَالَ لَوْكَانَ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ حَدَثٌ اَنْبَاْتُكُمْ وَقَالَ اِذَا اَوْهَمَ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اَقْرَبَ ذٰلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ *

১২৪৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) জোহরের সালাত আদায় করে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরালেন তখন তারা বলল, সালাতে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, তা কি? তখন মুসুল্লীগণ তাঁর কৃত কাজ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন তিনি তাঁর পা গুটিয়ে নিলেন, এবং কিবলার দিকে মুখ করে দু'টি সিজদা করলেন ও সালাম ফিরালেন। তারপর তাদের দিকে ফিরে বললেন, আমিও তো একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যেতে পার আমিও তেমনিভাবে ভুলে যেতে পারি। যদি আমি ভুলে যাই তা হলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তিনি আরো বললেন, যদি সালাতে কিছু ঘটে থাকত তা হলে আমি তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। তিনি আরো বললেন,তোমাদের কারো যদি সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় তবে সে যেন ভেবে দেখে যা সঠিকের কাছাকাছি বলে মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে সালাত শেষ করে নেয় ও দু'টি সিজদা করে।

١٢٤٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ اَوْهَمَ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৪৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হলে সে যেন কোন্‌টা সঠিক তা ভেবে দেখে, তারপর সালাত শেষ করে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٤٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ شَكَّ اَوْ اَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ *

১২৪৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নস্র (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মুসল্লী সালাতে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন কোনটা সঠিক তা ভেবে দেখে তারপর দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٥٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِذَا اَوْهَمَ يَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ *

১২৫০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (রা) - - - - ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বলতেন, কেউ যদি সালাতে সন্দেহে পতিত হয় তা হলে সে যেন কোন্টা সঠিক তা ভেবে দেখে তারপর দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٥١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَكَّ فِى صَلٰوتِهٖ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ *

১২৫১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, সে যেন সালাম ফিরাবার পর দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ اَنْبَانَا الْوَلِيْدُ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِى صَلٰوتِهٖ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ *

১২৫২. মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় সে যেন সালাম ফিরাবার পর দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ اَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ *

১২৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় সে যেন সালাম ফিরাবার পর দু'টি সিজদা করে নেয়।

١٢٥٤. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ اَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ حَجَّاجٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَقَالَ رَوْحٌ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৫৪. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মুসল্লীর সালাতে সন্দেহের উদ্রেক হয, সে যেন দু'টি সিজদা করে নেয়। রাবী হাজ্জাজ (র) বলেন, সালামের পর; রাবী রাওহ্ (র) বলেন, বসা অবস্থায়।

١٢٥٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ حَتّٰى لاَ يَدْرِىَ كَمْ صَلّٰى اِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৫৫. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ায় তখন শয়তান এসে তাঁর সালাতে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাকআত সালাত আদায় করেছে। অতএব, যখন তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে নেয়।[১]

١٢٥٦. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ فَاِذَا قُضِىَ

১. অধিকাংশ ইমামগণের মতে এ সিজদা করা ওয়াজিব আর ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মুস্তাহাব।

التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا رَأٰى اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ *

১২৫৬. বিশ্‌র ইব্‌ন হেলাল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পালাতে থাকে। আর তার থেকে আওয়ায সহকারে বায়ু বের হতে থাকে। আর যখন ইকামাত শেষ হয় তখন সে পুনঃ আগমন পূর্বক মুসল্লীদের মনে নানা খটকা সৃষ্টি করতে থাকে, ফলে মুসল্লী বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকআত আদায় করল। অতএব, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তা অনুভব করে তবে সে যেন দু'টি সিজদা করে নেয়।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ صَلّٰى خَمْسًا

অনুচ্ছেদ ঃ যে পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করলো সে কি করবে ?

١٢٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنٰى رِجْلَهُ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ *

১২৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন জোহরের সালাত পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেললেন। তখন তাঁকে বলা হল, সালাত কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ? তিনি বললেন, তা কিভাবে ? সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি তাঁর পা গুটিয়ে দু'টি সিজদা করে নিলেন।

١٢٥٨. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَ مُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوْا اِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ *

১২৫৮. আবদাহ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন সাহাবীগণকে নিয়ে জোহরের সালাত পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেললেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে নিলেন।

١٢٥٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى عَلْقَمَةُ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا فَعَلْتُ قُلْتُ بِرَأْسِي بَلَى قَالَ وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا فَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ فَأَخْبَرُوهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ *

১২৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) ---- ইবরাহীম ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) একদিন পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করে ফেললেন। তখন তাঁকে বলা হলে তিনি বললেন, আমি (অনুরূপ) করিনি। [ইবরাহীম (র) বলেন] আমি আমার মাথার দ্বারা ইশারা করলাম নিশ্চয়ই (আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন)। তিনি বললেন, হে অন্ধ! তুমিও (এরূপ) সাক্ষ্য দিচ্ছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ; তখন তিনি দু'টি সিজদা করলেন তারপর আমাদের হাদীস বর্ণনা করলেন।

١٢٦٠. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَهَا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي صَلٰوتِهِ فَذَكَرُوا لَهُ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ فَقَالَ أَكَذٰلِكَ يَا أَعْوَرُ قَالَ نَعَمْ فَحَلَّ حُبْوَتَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ وَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ كَانَ عَلْقَمَةُ صَلَّى خَمْسًا *

১২৬০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) ---- শাবী থেকে বর্ণিত যে, (একদা) আলকামা ইব্‌ন কায়স (র) সালাতে ভুল করে ফেললে (সালাত শেষে) কথা বলার পর লোকেরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেন, হে আওয়ার ! ঘটনা কি এরূপই ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বাহু বন্ধন খুলে ফেলে সহুর (ভুলের) জন্য দু'টি সিজদা করলেন, এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করেছিলেন। রাবী বলেন, আমি হাকাম (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আলকামা (র) সে দিন পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছিলেন।

١٢٦١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ صَلَّى خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

بْنُ سُوَيْدٍ يَا اَبَا شِبْلٍ صَلَّيْتُ خَمْسًا فَقَالَ اَكَذٰلِكَ يَا اَعْوَرُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

১২৬১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আলকামা (র) (একাদা) পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করে ফেললেন। সালাম ফিরালে ইবরাহীম ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) বললেন, হে আবূ শিবল (আলকামা) (র)! আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, হে আওয়ার ! ঘটনা কি এরূপই ? পরে সহুর জন্য দু'টি সিজদা করলেন, তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করেছিলেন।

١٢٦٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى اِحْدٰى صَلٰوتَيِ الْعَشِيِّ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ وَ اَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُوْنَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْفَتَلَ *

১২৬২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপরাহ্নের দু'সালাতের এক সালাতে পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেললে তাঁকে বলা হল, সালাত কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ? তিনি বললেন, তা কিভাবে ? সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, আমিও তো একজন মানুষ ! তোমরা যেরূপ ভুলে যেতে পার আমিও তদ্রূপ ভুলে যেতে পারি। তোমাদের যেরূপ স্মরণ থাকে আমারও তদ্রূপ স্মরণ থাকে। তারপর দু'টি সিজদা করে সালাত শেষ করে নিলেন।

بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِّنْ صَلٰوتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সালাতের কিছু ভুলে যায় সে কি করবে ?

١٢٦٣. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلٰى عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ اَبِيْهِ يُوْسُفَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلّٰى اَمَامَهُمْ فَقَامَ فِى الصَّلٰوةِ وَ عَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلٰى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ اَنْ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَسِىَ شَيْئًا مِّنْ صَلوٰتِهِ فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ *

১২৬৩. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ-এর পিতা (ইউসুফ) (র) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) (একদিন) তাদের সামনে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে এমন সময় দাঁড়িয়ে গেলেন, যখন তাঁর উপর বসা প্রয়োজন ছিল। মুসল্লীরা সুবহানাল্লাহ্ বললে তিনি দাঁড়ানো অবস্থায়ই থাকলেন। সালাত শেষ করার পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন, তারপর মিম্বারের উপর বসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে মুসল্লী তার সালাতে কোন কিছু ভুলে যায় সে যেন এ দু'টি সিজদার ন্যায় (দু'টি) সিজদা করে নেয়।

بَابُ التَّكْبِيْرِ فِى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ সহুর দু'সিজদায় তাকবীর বলা

١٢٦٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو وَيُوْنُسُ وَ اللَّيْثُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِى الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضٰى صَلوٰتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِى كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ وَ سَجَدَ هُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ *

১২৬৪. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) ---- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা জোহরের দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন না। যখন সালাত শেষ করলেন তখন বসা অবস্থায় সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন, প্রত্যেক সিজদায় তাকবীর বললেন, অন্য মুসল্লীরাও ভুলে না বসার জন্য তাঁর সঙ্গে ঐ দু'সিজদা করে নিলেন।

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوْسِ فِى الرَّكْعَةِ الَّتِى يُقْضٰى فِيْهَا الصَّلوٰةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে রাকআতে সালাত শেষ হবে তাতে কিভাবে বসতে হবে ?

١٢٦٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ دَارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ . عَنْ اَبِى حُمَيْدِنِ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ

النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الَّتَيْنِ تُقْضٰى فِيْهِمَا الصَّلٰوةُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ قَعَدَ عَلٰى شَقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ *

১২৬৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ঐ দু'রাকআতে পৌঁছতেন, যে দু'রাকআতের পর সালাত শেষ হবে তখন তাঁর বাম পা নিতম্বের নিচ দিয়ে ডান পাশে বের করে দিতেন এবং নিতম্বের নিচ দিয়ে পা বের করা অবস্থায় নিতম্বের উপর বসতেন।

١٢٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا رَكَعَ وَ اِذَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا جَلَسَ اَضْجَعَ الْيُسْرٰى وَ نَصَبَ الْيُمْنٰى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْاَيْسَرَ وَ يَدَهُ الْيُمْنٰى وَ عَقَدَ ثِنْتَيْنِ الْوُسْطٰى وَالْاِبْهَامَ وَاَشَارَ *

১২৬৬. কুতায়বা (র) - - - ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, আর যখন রুকূ করতেন ও রুকূ থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও। আর তিনি যখন বসতেন তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করে রাখতেন, আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে ইশারা করতেন।

بَابُ مَوْضَعِ الذِّرَاعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ (সালাতে) হস্তদ্বয় রাখার স্থান

١٢٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ وَّائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ فَفَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُوْ بِهَا *

১২৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - -ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী

ﷺ -কে দেখলেন যে, তিনি সালাতে বসে তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন আর তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন এবং তর্জনি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে তদ্দ্বারা দোয়া করলেন।

مَوْضِعُ الْمِرْفَقَيْنِ

(সালাতে) কনুইদ্বয় রাখার স্থান

١٢٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا بِاُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهٗ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَاْسَهٗ بِذٰلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَرَاَيْتُهٗ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنٰى وَحَلَّقَ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى *

১২৬৮. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) ----ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখব যে, তিনি কীভাবে সালাত আদায় করেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিবলার দিকে মুখ করে তাঁর হস্তদ্বয় ওঠালেন এমনভাবে যে, তা তাঁর কর্ণদ্বয়ের বরাবর হয়ে গেল, তারপর তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন, যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখন হস্তদ্বয় পূর্বের ন্যায় ওঠালেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর হাঁটুর উপর রাখলেন, যখন তিনি তাঁর মাথা রুকূ হতে ওঠালেন হস্তদ্বয়কে পূর্বের ন্যায় ওঠালেন। তারপর যখন তিনি সিজদা করলেন, তাঁর মাথা হস্তদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলেন। পরে বসে তাঁর বাম পা বিছালেন ও বাম হাত বাম উরুর ওপর রাখলেন। আর তাঁর ডান কনুই ডান উরুর ওপর রাখলেন এবং দু'আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন। তাঁকে এরূপই করতে দেখেছি। রাবী বিশর (র) তর্জনি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْكَفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ (সালাতে) পাঞ্জাদ্বয় রাখার স্থান

١٢٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ لَقِيْتُ الشَّيْخَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصٰى فَقَالَ لِابْنَ عُمَرَ لَاتُقَلِّبِ الْحَصٰى فَاِنَّ تَقْلِيْبَ الْحَصٰى مِنَ الشَّيْطَانِ وَافْعَلْ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ قُلْتُ وَكَيْفَ رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰكَذَا وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاَضْجَعَ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ *

১২৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আলী ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর পার্শ্বে সালাত আদায় করছিলাম, তখন আমি কংকর (সিজদার স্থান থেকে) সরালে তিনি আমাকে বললেন, তুমি (সিজদার স্থান থেকে) কংকর সরাবে না, কেননা তা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেই হয়ে থাকে এবং তুমি করবে যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি করতে দেখেছি। (আলী (রা) বলেন) আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কিরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, এরূপ। আর ডান পা খাড়া করলেন ও বাম পা বিছালেন এবং তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরু ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন।

بَابُ قَبْضِ الْاَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنٰى دُوْنَ السَّبَّابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তর্জনি ব্যতীত ডান হাতের অন্যান্য আঙ্গুল বন্ধ করা

١٢٧٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَاٰنِى ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِىْ وَقَالَ اَصْنَعَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ وَقَبَضَ يَعْنِى اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاَصْبُعِهِ الَّتِى تَلِى الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى *

১২৭০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আলী ইব্ন আব্দুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আব্দুল্লাহ) ইব্ন উমর (রা) আমাকে দেখলেন যে, আমি সালাতে পাথর নিয়ে খেলা করছি। যখন তিনি

সালাম ফিরালেন আমাকে (তা থেকে) নিষেধ করলেন ও বললেন, তুমি সেরূপই করবে যেরূপ তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন। আমি বললাম, তিনি কিরূপ করতেন ? তিনি বললেন, যখন তিনি সালাতে বসতেন তাঁর ডান হাত তাঁর উরুর উপর রাখতেন ও বন্ধ করে দিতেন অর্থাৎ তাঁর সমস্ত অঙ্গুলি, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন।

بَابُ قَبْضِ الثِّنْتَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الْيُمْنٰى وَالْاَبْهَامِ وَعَقْدِ الْوُسْطٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতের দু'অঙ্গুলি বন্ধ রাখা এবং এর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানানো

١٢٧١ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى اَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلَى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْاَيْمَنِ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ اَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اِصْبَعَهُ فَرَاَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْبِهَامُخْتَصَرٌ *

১২৭১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) ---- ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখব যে, তিনি কিভাবে সালাত আদায় করেন। অতএব, আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। পরে তিনি বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে) বসলেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন ও তাঁর বাম হাত তাঁর উরু ও বাম হাঁটুর উপর রাখলেন আর তাঁর ডান উরুর উপর ডান কনুই খাড়া রাখলেন এবং তাঁর দু'টি অঙ্গুলি বন্ধ রাখলেন ও (অন্য দু'টি দ্বারা) গোলাকার বৃত্ত বানালেন তারপর একটি অঙ্গুলি ওঠালেন। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি সেই অঙ্গুলিটা নাড়াচ্ছেন আর তদ্বারা ইশারা করছেন। (সংক্ষেপিত)

بَابُ بَسْطِ الْيُسْرٰى عَلَى الرُّكْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাম হাত হাঁটুর উপর খুলে রাখা

١٢٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ رَفَعَ اُصْبُعَهُ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ فَدَعَابِهَا وَ يَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتَيْهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا *

১২৭২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) - - - - (আব্দুল্লাহ্) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে বসতেন তাঁর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলি (তর্জনি) উপরে ওঠাতেন ও তদ্দ্বারা ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাত হাঁটুর উপর রাখতেন।

١٢٧٣. اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى زِيَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ . عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُشِيْرُ بِاُصْبُعِهِ اِذَا دَعَا وَ لَا يُحَرِّكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ اَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يَدْعُوْا ذَالِكَ وَ يَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى *

১২৭৩. আইয়ূব ইব্ন মুহাম্মাদ ওয়াযযান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন দোয়া করতেন, অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন কিন্তু তা নাড়তেন না। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, হাদীসের অন্যতম রাবী আমর (র) এতটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, আমির তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে অনুরূপভাবে দোয়া করতে এবং তাঁর বাম হাত দ্বারা তাঁর বাম পায়ের উপর ঠেস দিতে দেখেছেন।

بَابُ الْاِشَارَةِ بِالْاِصْبَعِ فِى التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ (সালাতে) তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) আদায়কালে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা

١٢٧٤. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُوْصِلِىُّ عَنِ الْمُعَافٰى عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ . عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ نُمَيْرِنِ الْخُزَاعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى فِى الصَّلٰوةِ وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ *

১২৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্মার (র) - - - - মাওসিলী নুমায়র খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমি (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম যে, তিনি সালাতে তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রেখেছেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِشَارَةِ بِاِصْبَعَيْنِ وَبِاَىِّ اِصْبَعٍ يُشِيْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার নিষেধাজ্ঞা এবং কোন্ অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতে হবে তার বর্ণনা

١٢٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُوْ بِاَصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحِّدْ اَحِّدْ *

১২৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী (সা'দ রা) দু'অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে, এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে।

١٢٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ . عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ مَرَّ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَدْعُوْا بِاَصَابِعِىَّ فَقَالَ اَحِّدْ اَحِّدْ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ *

১২৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক মুখাররামি (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) আমার কাছ দিয়ে গেলেন। তখন আমি আমার সমুদয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে, এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এবং তিনি তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন।

بَابُ اِحْنَاءِ السَّبَّابَةِ فِى الْاِشَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইশারা করার সময় তর্জনি অঙ্গুলি ঝুঁকানো

١٢٧٧. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى . مَالِكُ بْنُ نُمَيْرِ الْخُزَاعِىُّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا فِى الصَّلٰوةِ وَاضِعًا

ذِرَاعَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى رَافِعًا اُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ اَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُوْ *

১২৭৭. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহয়া সূফী (র) - - - - বসরার অধিবাসী নুমায়র খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতে বসা অবস্থায় ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে তর্জনি উঁচু করে কিছুটা ঝুঁকিয়ে রেখে ইশারা করতে দেখেছেন।

مَوْضِعِ الْبَصَرِ عِنْدَ الْاِشَارَةِ

(সালাতে) তর্জনি দ্বারা ইশারা করার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান

١٢٧٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَ اَشَارَ بِأَلسَّبَّابَةِ لاَيُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ *

১২৭৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাশাহহুদ আদায় করতে বসতেন তখন তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনি দ্বারা ইশারা করতেন। আর দৃষ্টি তাঁর ইশারা অতিক্রম করত না ।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে দোয়া করার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা

١٢٧٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اللّٰهُ اَبْصَارَهُمْ *

১২৭৯. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসল্লীগণ সালাতে দোয়া করার সময় আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকবে। নতুবা তাদের দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তা'আলা কেড়ে নেবেন।

بَابُ اِيْجَابِ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে তাশাহহুদ ওয়াজিব হওয়া

١٢٨. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو عُبَيْدُ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَ مَنْصُوْرٌ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ . عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلٰى جِبْرَئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ *

১২৮০. সাঈদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আবূ উবায়দুল্লাহ মাখযূমী (র) - - - -ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাশাহহুদ-এর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাতে বলতাম ঃ আল্লাহর উপর সালাম, জিবরাঈল ও মীকাঈলের উপর সালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা এরূপ বলবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলাই স্বয়ং সালাম বরং তোমরা বলবে ঃ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ .

تَعْلِيْمُ التَّشَهُّدِ كَتَعْلِيْمِ السُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ

কুরআন শরীফের সূরা শিক্ষা দানের ন্যায় তাশাহহুদ শিক্ষা দান

١٢٨١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ *

১২৮১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - (আব্দুল্লাহ) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেরূপভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

بَابُ كَيْفَ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদ কিরূপ ? (তাশাহহুদের বর্ণনা)

١٢٨٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ *

১২৮২. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাই স্বয়ং সালাম। অতএব, তোমাদের কেউ যখন (সালাত আদায়কালে) বসে তখন সে যেন বলে ঃ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ এরপর দোয়া মাছুরা (কুরআন-হাদীসে বর্ণিত) দোয়া থেকে যা ইচ্ছা হয় পড়বে।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

অন্য আর এক প্রকার তাশাহহুদ

١٢٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُوْسٰى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُحِبْكُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ

فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَانَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ اِذَا كَبَّرَ وَ سَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَ يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

১২৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - (আবূ মূসা) আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে (একদিন) খুতবায় আমাদের সুন্নাত শিক্ষা দিলেন, আমাদের সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করে নেবে। তারপর তোমাদের একজন তোমাদের ইমামতি করবে। যখন সে তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে আর যখন সে ওয়ালাদদ্বাল্লীন বলবে, তোমরা তখন 'আমীন' বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। তারপর যখন সে তাকবীর বলে রুকূতে যাবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূতে যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকূতে যাবে এবং তোমাদের পূর্বে রুকূ থেকে উঠবে। নবী ﷺ বললেন, এ (তোমাদের রুকূতে পরে যাওয়া এবং রুকূ থেকে পরে ওঠা) তার (ইমামের রুকূতে তোমাদের আগে যাওয়া ও তোমাদের আগে ওঠার) সমান হয়ে যাবে। আর যখন ইমাম 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -এর মুখ দ্বারা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা'আলা তা শুনেন। তারপর যখন ইমাম তাকবীর বলে সিজদা করবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদা করবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবে এবং তোমাদের পূর্বে সিজদা থেকে ওঠবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ (তোমাদের সিজদায় ইমামের পরে যাওয়া ও পরে ওঠা) তাঁর (ইমামের সিজদায় তোমাদের আগে যাওয়া ও আগে ওঠারও সমান হয়ে যাবে। আর যখন তোমরা বসবে তখন তোমাদের প্রত্যেকে বলবে ঃ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ *

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

আর এক প্রকার তাশাহহুদ

١٢٨٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ اَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةِ وَ اَيْمَنُ عِنْدَنَا لاَ بَاْسَ بِهِ وَالْحَدِيْثُ خَطَأٌ وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ *

১২৮৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেরূপভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তা এইরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ *

بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উপর সালাম পাঠানো

١٢٨٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ ح وَ اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِى مِنْ اُمَّتِى السَّلاَمَ *

১২৮৫. আব্দুল ওয়াহহাব ইব্‌ন আব্দুল হাকাম ওয়াররাক ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কতক ফেরেশতা এমনো রয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, তাঁরা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌছিয়ে থাকেন।

فَضْلُ التَّسْلِيْمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

নবী ﷺ -এর উপর সালাম পাঠানোর ফযীলত

١٢٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرِ الْكَوْسَجُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرٰى فِى وَجْهِهِ فَقُلْنَا اِنَّا لَنَرَى الْبُشْرٰى فِى وَجْهِكَ فَقَالَ اِنَّهُ اَتَانِى الْمَلَكُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ اَنَّهُ لاَيُصَلِّى عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَّلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

১২৮৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর কাউসাজ (র) - - - - আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সানন্দে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, (আজ) আমরা আপনার চেহারায় প্রফুল্লতা দেখছি ! তিনি বললেন, আমার কাছে (একজন) ফেরেশতা এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার প্রভু বলছেন যে, আপনাকে কি একথা খুশি করবে না, যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পড়বে আমি তাঁর উপর দশটি রহমত নাযিল করব। আর যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাম পাঠাবে আমি তাঁর উপর দশটি শান্তি বর্ষণ করব (সালাম পাঠাব)।

بَابُ التَّمْجِيْدِ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা

١٢٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنَ وَهْبٍ عَنْ اَبِى هَانِىءٍ اَنَّ اَبَا عَلِىٍّ الْجَنْبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِى صَلٰوتِهِ لَمْ يُمَجِّدَ اللّٰهُ وَلَمْ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّى ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى فَمَجَّدَ اللّٰهُ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ *

১২৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - ফাজালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতে দোয়া করতে শুনলেন সে (দোয়া) আল্লাহর প্রশংসাও করল না এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর দরূদও পড়ল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, হে মুসল্লী ! তুমি দোয়া খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলেছ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসল্লীদের দোয়া শিক্ষা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে সালাত আদায় করল এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল, তাঁর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁকে) বললেন, তুমি দোয়া কর, তা (নিশ্চয়) কবূল করা হবে এবং আল্লাহর কাছে চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।

بَابُ الْاَمْرُ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ

١٢٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِىْ اُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْلُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ *

১২৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে আমাদের কাছে (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন, তাঁকে বশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ তা'আলা আমাদের

আপনার উপর দরূদ পড়তে আদেশ করেছেন, আমরা কীভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ রইলেন। আমরা অনুতাপ করলাম যে, যদি তাঁকে জিজ্ঞাসাই না করতাম! তারপর তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ আর সালামও করবে যেরূপ তোমরা শিখলে।

بَابُ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উপর দরূদ শরীফ কিভাবে পড়তে হবে ?

١٢٨٩. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُمِرْنَا بَاَنْ نُّصَلِّى عَلَيْكَ وَنُسَلِّمُ اَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ *

১২৮৯. যিয়াদ ইব্‌ন য়াহ্‌য়া (র) - - - - আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে বলা হল, আপনার উপর দরূদ পড়তে ও সালাম পাঠাতে আমাদের আদেশ করা হয়েছে, সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করবো ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ *

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার দরূদ শরীফ

١٢٩٠. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ مِنْ كِتَابِهٖ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ

عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ قَالَ قُوْلُوْا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ ابْنُ اَبِى لَيْلٰى وَنَحْنُ نَقُوْلُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَهٰذَا خَطَاءٌ *

১২৯০. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনাকে সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি, কিন্তু (আপনার উপর) দরূদ কিভাবে পড়ব ? তিনি বললেন, তোমরা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (আবদুর রহমান) ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) বলেন, আমরা বলে থাকি তাঁদের সাথে আমাদের উপরেও (রহমত এবং বরকত বর্ষণ কর)। আবূ আব্দুর রহমান (নাসাঈ) (র) বলেন, আমার উস্তাদ কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া উল্লেখিত হাদীস অত্র সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু অত্র সনদ ভুল।

١٢٩١. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمِ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِى قَبْلَهُ وَلَا نَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ فِيْهِ عَمْرُوبْنُ مُرَّةَ غَيْرَ هٰذَا وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ " *

১২৯১. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনাকে সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়বো ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

আব্দুর রহমান (র) বলেন, আমরা বলে থাকি তাদের সঙ্গে আমাদের উপরেও (রহম ও বরকত বর্ষণ কর)। আবূ আব্দুর রহমান (নাসাঈ) (র) বলেন, পূর্ববর্তী সনদের তুলনায় অত্র সনদ অধিকতর সঠিক। কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) ব্যতীত অন্য কেউ পূর্ববর্তী সনদে আমর ইব্ন মুররা (র)-এর নাম উল্লেখ করেন নি।

١٢٩٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى قَالَ قَالَ لِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ اَلاَاُهْدِى لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْعَرَفْنَا كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

১২৯২. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (র) ---- ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব ইব্ন উজরা (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কিছু হাদিয়া দেব না ? (পরে বললেন,) আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনাকে সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করবো ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার (দরূদ শরীফ)

١٢٩٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

১২৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করতে হবে ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

١٢٩٤ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ طَلْحَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ قُوْلُوْا- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

১২৯৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া নবীআল্লাহ ﷺ ! আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

١٢٩٥. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ فِى حَدِيْثِهٖ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُّوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَاَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ قَالَ اَنَا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوْا عَلَىَّ وَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ وَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ *

১২৯৫. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর এবং বেশি বেশি দোয়া কর আর তোমরা বল ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ।

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার (দরূদ শরীফ)

١٢٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَّ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا التَّسْلِيْمُ عَلَيْكَ قَدْعَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةَ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ *

১২৯৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উপর সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ।*

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার (দরূদ শরীফ)

١٢٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ نِ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ فِى حَدِيْثِ الْحَارِثِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ قَالاَ جَمِيْعًا كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنْبَاَنَا بِهٖ قُتَيْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مَرَّتَيْنِ وَلَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ سَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَطْرٌ *

১২৯৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন ---- আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ হারিছের হাদীসে রয়েছে ঃ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ তারপর উভয় রাবী একত্রে বলেন ঃ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ আবূ আব্দুর রহমান (নাসাঈ) (র) বলেন, কুতায়বা (র) অত্র হাদীস আমাদের কাছে দু'বার বর্ণনা করেছিলেন, হয়তো তাঁর বর্ণিত হাদীসের কিয়দংশ [যা হারিছ (র) উল্লেখ করেছে] বাদ পড়ে গেছে ।

بَابُ الْفَضْلِ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উপর দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত

١٢٩٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَتْ ذَاتَ يَوْمٍ وَّ الْبُشْرٰى يُرٰى فِى وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنَّهٗ جَاءَنِى جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ اَمَا يُرْضِيْكَ يَامُحَمَّدُ اَلاَّ يُصَلِّى عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

১২৯৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) ---- আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন (আমাদের কাছে) আগমন করলেন। তখন তাঁর চেহারায় প্রফুল্লতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলল, "ইয়া মুহাম্মদ ﷺ! আপনাকে কি এই সংবাদ খুশি করে না যে, আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আমি তাঁর দশবার মাগফিরাত চাইব, আর কেউ যদি আপনাকে একবার সালাম পাঠায় আমি তার প্রতি দশবার সালাম পাঠাব।"

١٢٩٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

১২৯৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন।

١٣٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ *

১৩০০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, তাঁর দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁর জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে।

بَابُ تَخْيِيْرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার পর দোয়া নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনতা

١٣٠١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَعَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيْقٌ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلٰى فُلاَنٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدُ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ يَدْعُوْ بِهِ *

১৩০১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায়কালে বসলাম, তখন বললাম, আল্লাহর উপর সালাম আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে আর অমুক অমুকের উপর সালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর সালাম বলো না, কেননা, আল্লাহই স্বয়ং সালাম, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়কালে বসে তখন সে যেন বলে ঃ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ কেননা তোমরা যখন এ তাশাহহুদ পড়বে তা আসমান এবং যমীনের সকল নেক বান্দার কাছে পৌঁছবে। اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ তারপর যে দোয়া ইচ্ছা হয় সে দোয়া করবে।

اَلذِّكْرُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

তাশাহহুদের পর যিকির করা

১৩০২. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ اَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى كَلِمَاتٍ اَدْعُوْبِهِنَّ فِى صَلٰوتِى قَالَ سَبِّحِى اللّٰهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيْهِ حَاجَتَكِ يَقُلْ نَعَمْ نَعَمْ *

১৩০২. উবায়দ ইব্ন ওয়াকী ইব্ন জার্‌রাহ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিন যা আমি আমার সালাতে পাঠ করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি সুবহানাল্লাহ দশবার, আলহামদু লিল্লাহ দশবার এবং আল্লাহু আকবর দশবার বলে আল্লাহর কাছে তোমার যা প্রয়োজন হয় তা চাইবে। তিনি বলবেন -হ্যাঁ, হ্যাঁ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তোমার দোয়া কবূল করবেন।

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিকিরের পর দোয়া করা

১৩০৩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَخِى اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَّرَجُلٌ قَائِمٌ يُّصَلِّى فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِى دُعَائِهِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَالُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ اِنِّى اَسْئَالُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصْحَابِهِ اَتَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ

الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى *

১৩০৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বসা ছিলাম, অর্থাৎ তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, যখন সে রুকূ-সিজদা এবং তাশাহহুদ পড়ে দোয়া করতে আরম্ভ করল তখন সে তাঁর দোয়া বলল ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ اِنِّى اَسْئَالُكَ তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি জান সে কিসের দ্বারা দোয়া করল ? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! সে আল্লাহর ঐ ইসমে আজম দ্বারা দোয়া করেছে যা দ্বারা দোয়া করা হলে তিনি তা কবূল করেন, আর যদ্দারা কোন কিছু চাওয়া হলে তা তিনি দান করেন।

١٣٠٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ يَزِيْدَ اَبُو بُرَيْدٍ الْبَصَرِىُّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْاَدْرَعِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ اِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضٰى صَلٰوتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَالُكَ يَااَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِى ذُنُوْبِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ غُفِرَلَهُ ثَلٰثًا *

১৩০৪. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ আবূ বুরায়দ বসরী (র) - - - - মিহজান ইব্‌ন আদরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তাশাহহুদ পড়ে সালাত শেষ করার সময় বললো اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَالُكَ يَااَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِى ذُنُوْبِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

আর এক প্রকার দোয়া

١٣٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ

عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو . عَنْ اَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِى دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِى صَلٰوتِى قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

১৩০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, আমাকে এমন একটা দোয়া শিক্ষা দিন যদ্দ্বারা আমি সালাতে দোয়া করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

আর এক প্রকার দোয়া

١٣٠٦. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى لَاُحِبُّكَ يَامُعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِى كُلِّ صَلٰوةٍ رَبِّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ *

১৩০৬. ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয ! আমি তোমাকে ভালবাসি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি প্রত্যেক সালাতে বলতে বাদ দেবে না . رَبِّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

আর এক প্রকার দোয়া

١٣٠٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْدَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ نِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ . عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى صَلٰوتِهِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ التَّثَبُّتَ فِى الْاَمْرِ وَ الْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَّلِسَانًا صَادِقًا وَّاَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ *

১৩০৭. আবূ দাউদ (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাতে বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ التَّثَبُّتَ فِى الْاَمْرِ وَ الْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَ اَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَّ لِسَانًا صَادِقًا وَّ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ .

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার দোয়া

١٣٠٨. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلٰوةً فَاَوْجَزَ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ اَوْ اَوْجَزْتَ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَمَّا عَلٰى ذَالِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ اَبِى غَيْرَ اَنَّهُ كَنٰى عَنْ نَّفْسِهٖ فَسَاَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَاَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًالِّىْ وَتَوَفَّنِى اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًالِّى اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّتَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ

وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَاءِكَ فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّ لاَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ *

১৩০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ---- আতা ইব্ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) একবার আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন এবং সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন। তখন কেউ কেউ তাঁকে বললেন, আপনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তো আমি ঐ সমস্ত দোয়া পাঠ করে ফেলেছি যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। তারপর যখন তিনি (চলে যাওয়ার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, লোকদের মধ্য হতে একজন তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন [আতা (রা) বলেন] তিনি ছিলেন আমার পিতা কিন্তু তিনি তাঁর নাম বলেননি। তিনি তাঁকে ঐ দোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং এসে সবাইকে ঐ দোয়ার সংবাদ দিলেন। সেই দোয়াটি ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّى وَتَوَفَّنِى اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّى اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَاءِكَ فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّ لاَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ .

١٣٠٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى هَاشِمٍ الْوَاسِطِىِّ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ . عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلٰوةً اَخَفَّهَا فَكَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْهَا فَقَالَ اَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَمَّا اِنِّى دَعَوْتُ فِيْهَا بِدُعَاءِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ بِهِ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّى وَّ تَوَفَّنِى اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّى وَ اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْاِخْلاَصِ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَّ يَنْفَدُ وَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّتَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا

بِالْقَضَاءِ وَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَاءِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ *

১৩০৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) একদল লোক নিয়ে সালাত আদায় করলেন, যাতে তিনি সংক্ষেপ করে ফেললেন আর মুসল্লীরা যেন ঐ সংক্ষিপ্ত করণকে খারাপ মনে করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি রুকূ এবং সিজদা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করিনি ? তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই ! তখন তিনি বললেন, আমি তাতে এমন দোয়াও পড়েছি যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পড়তেন। সেই দোয়াটি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًالِّى وَتَوَفَّنِى اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًالِّى اَللّٰهُمَّ وَاَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَاءِكَ فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّ لاَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ *

بَابُ التَّعَوُّذِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে তা'আউউয পড়া (বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া)

١٣١٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ . عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ حَدِّثِيْنِى بِشَىْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْبِهِ فِى صَلٰوتِهِ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ .

১৩১০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ফারওয়াহ ইব্ন নওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমাকে এমন কিছু বলুন যদ্দারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাতের দোয়া

করতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, (বলব) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁর সালাতে) বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ ‏.

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার (তা'আউউয)

١٣١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى صَلٰوةً بَعْدُ اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১৩১১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কবরের আযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ ! কবরের আযাব সত্য, আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এমন কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে পানাহ না চেয়েছেন।

١٣١٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِاَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَااَكْثَرَمَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ *

১৩১২. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে এই দোয়া পড়তেন اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ তখন তাঁকে কেউ বলল, আপনি প্রায়ই ঋণগ্রস্ততা থেকে পানাহ চেয়ে থাকেন কেন ? তিনি বললেন, কোন লোক যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে কথা বলতে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে খেলাফ করে।

١٣١٣. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُوْصِلِىُّ عَنِ الْمُعَافَى عَنِ الْمُعَافَى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ح وَاَنْبَانَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهِ مَا بَدَالَهُ *

১৩১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্মার ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়কালে তাশাহহুদ পড়বে, তখন চার বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইবে ঃ ১. দোযখের আযাব থেকে । ২. কবরের আযাব থেকে । ৩. জীবন ও মরণের ফিৎনা থেকে । ৪. এবং মসীহে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। অতঃপর তার জন্য যা (প্রয়োজনীয়) মনে আসে তার দোয়া করবে ।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بعدَ التَّشَهُّدِ

তাশাহহুদের পর আর এক প্রকার যিকির

١٣١٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى صَلٰوتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

১৩১৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে তাশাহ্‌হুদের পর বলতেন ঃ اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ।

بَابُ تَطْفِيْفِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত সংক্ষেপ করা

١٣١٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ

اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يُّصَلِّى فَطَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُنْذُ كَمْ تُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلٰوةَ قَالَ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ مَاصَلَّيْتَ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَوْمُتَّ وَاَنْتَ تُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلٰوةِ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ *

১৩১৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে সালাত সংক্ষেপে আদায় করছে। হুযায়ফা (রা) তাঁকে বললেন, তুমি কতদিন থেকে এভাবে সালাত আদায় করছ ? সে বলল, চল্লিশ বছর যাবত। তিনি বললেন, তুমি চল্লিশ বছর যাবত সালাত আদায় করছ না (পরিপূর্ণরূপে)। যদি তুমি এভাবে সালাত আদায় করতে করতে মৃত্যুবরণ কর তা হলে তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর সালাতের তরীকা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে । তারপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি সালাতে কিরাআত সংক্ষিপ্ত করতে পারে এভাবে যে, সে সালাতের ফরয ওয়াজিবসমূহ ঠিকমত আদায় করবে এবং সালাত সুন্দরভাবে আদায় করবে। (সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলগুলো পালনের মাধ্যমে)।

بَابُ اَقَلِّ مَاتُجْزِئُ بِهِ الصَّلٰوةُ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বনিম্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত করণ যদ্দারা সালাত শুদ্ধ হয়ে যায়

١٣١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ اَقْبَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاَثًا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِى فَقَالَ اِذَا قُمْتَ تُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَتَوَضَّاْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَاْ ثُمَّ اُرْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ ثُمَّ افْعَلْ كَذَالِكَ حَتّٰى تَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِكَ

১৩১৬. কুতায়বা (র) - - - - ইয়াহ্য়ার চাচা (রিফা'আ ইব্‌ন রাফি (রা) যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একদা মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগাল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন অথচ আমরা তা জানতামও না। সে ব্যক্তি সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাম করলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। সে ব্যক্তি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ তিনবার কি চার বার করলে ঐ ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আমি তো খুব চেষ্টা করে দেখলাম, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা কর, তখন উত্তমরূপে ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন পাঠ করে তাকবীর বলে রুকূতে যাবে এবং খুব স্থিরতার সাথে রুকূ করবে। তারপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদা করবে এবং স্থিরতার সাথে সিজদা করে মাথা ওঠাবে। পরে মাথা উঠিয়ে স্থিরতার সাথে বসবে। পুনরায় সিজদা করবে এবং স্থিরতার সাথে সিজদা করে মাথা ওঠাবে। তারপর তুমি এরূপ করে স্বীয় সালাত সমাপ্ত করবে।

١٣١٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَمٍّ لَّهُ بَدْرِىٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْمُقُهُ فِى صَلٰوتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اُرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اُرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتّٰى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ وَالَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ وَحَرَصْتُ فَاَرِنِى وَعَلِّمْنِى قَالَ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تُصَلِّىَ فَتَوَضَّاْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَاْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ فَاِذَا اَتْمَمْتَ صَلٰوتَكَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا فَاِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلٰوتِكَ *

১৩১৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) ---- ইয়াহ্য়া ইব্ন খাল্লাদ-এর চাচা (রিফাআ ইব্ন রাফি) (যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দু'রাকআত সালাত আদায় করল। তারপর এসে নবী ﷺ -কে সালাম করল। নবী ﷺ তাঁর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় সালাত আদায় কর, যেহেতু তুমি সালাত আদায় করনি। তারপর সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করলো। পরে এসে নবী ﷺ -কে সালাম করলো ঃ তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তুমি সালাত আদায় করনি। এমনিভাবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে সে বলল, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, আমি তো খুব চেষ্টা করে দেখলাম এবং আমি সালাত আদায় করতে চাইও, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন সালাত আদায় করতে ইচ্ছা কর তখন উত্তম রূপে ওযূ করবে, তারপর কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বলবে, তারপর কুরআন পড়ে (তাকবীর বলে) রুকূতে যাবে। রুকূতে স্থির হবে। তারপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদা করবে তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসবে। আবার সিজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর মাথা ওঠাবে। যদি তুমি এই নিয়মে তোমার সালাত শেষ কর, তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে। আর যদি এই নিয়মে কোন ত্রুটি হয় তবে তোমার সালাতও ততটুকু ত্রুটি যুক্ত হবে।

١٣١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِى عَنْ وَتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ لِمَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لاَيَجْلِسُ فِيْهِنَّ اِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا *

১৩১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ---- সা'দ ইব্ন হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিত্র-এর সালাত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক প্রস্তুত রাখতাম এবং ওযূর পানি রাখতাম। তারপর যখন রাতে আল্লাহর ইচ্ছা হত তাঁকে তুলে দিতেন, তখন তিনি মিসওয়াক করে ওযূ করতেন এবং আট রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাতে তিনি অষ্টম রাকআতের শেষে বসতেন, এবং আল্লাহর যিকির ও দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম।

بَابُ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সালাম ফিরানো

١٣١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى

ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمِسْوَرِ الْمُخَرَّمِيُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ *

১৩১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাতে) তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন।

١٣٢٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرَّمِيُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ *

" قَالَ اَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ هٰذَا لَيْسَ بِهٖ بَاسٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيْحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِي مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ " *

১৩২০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতাম যে, তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন তখন তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত।

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সময় হস্তদ্বয় রাখার স্থান

١٣٢١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَاَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهٖ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ فَقَالَ مَا بَالُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اَمَا يَكْفِي اَنْ يَّضَعَ يَدَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ *

১৩২১. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করতাম তখন বলমাত 'আস্‌সালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম' হাদীসের অন্যতম রাবী মিসআর (রা) তাঁর হাত দ্বারা ডান দিকে এবং বাম দিকে ইশারা করছিলেন। নবী ﷺ বললেন তাঁদের কি হল ? তাঁরা এমনভাবে হাত দ্বারা ইশারা করে যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রাখবে এবং ডানে ও বামে আপন ভাই-এর প্রতি সালাম করবে।"

كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الْيَمِيْنِ

ডান দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ?

١٣٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَّقُعُوْدٍ وَّيُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ وَرَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ *

১৩২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং উপরে উঠার সময় তাকবীর বলতেন, আর দাঁড়াবার সময় এবং বসার সময়েও তাকবীর বলতেন। আর তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ," বলে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর গণ্ড দেশের শুভ্রতা দেখা যেত। আর আমি আবূ বক্‌র এবং উমর (রা)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।[১]

١٣٢٣. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهٖ . عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ اَنَّهٗ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ

১. আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) ঃ হাদীসের অন্যতম রাবী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর-এর হাদীস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুজায়হ-এর হাদীস বর্জনীয়।

كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اللّٰهُ اَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَسَارِهِ *

১৩২৩. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ জাফরানী (র) - - - - ওয়াসি ইব্ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তিনি প্রত্যেক বার যখন মাথা নিচু করতেন তখন এবং যখন মাথা উঠাতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন তারপর তাঁর ডান দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' এবং তাঁর বাম দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতেন ।

بَابُ كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الشِّمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাম দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে ?

١٣٢٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ . عَنْ وَّاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ اَخْبِرْنِى عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيْرَ يَعْنِىْ وَ ذَكَرَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ *

১৩২৪. কুতায়বা (র) - - - - ওয়াসি ইব্ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন যে, তা কিরূপ ছিল ? রাবী বলেন, তিনি তাকবীরের কথা উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, তিনি অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এমন কিছু বাক্য উল্লেখ করলেন, যার অর্থ হল– নবী ﷺ তাকবীর এবং 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে ডান দিকে এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন।

١٣٢٥. اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ عَنِ ابْنِ دَاوُدَ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِىَّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ خَدِّهِ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ *

১৩২৫. যায়দ ইব্ন আখযাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারার শুভ্রতা দেখছি। তিনি ডান দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্-মাতুল্লাহ' এবং বাম দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরাতেন।

١٣٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ *

১৩২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) ---- আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন বাম দিকে সালাম ফিরাতেন তখনও তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখা যেত।

١٣٢٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ . حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هٰهُنَا وَ بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هٰهُنَا *

১৩২৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে তখন তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখা যেত, এদিক থেকে এবং ওদিক থেকে।

١٣٢٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ وَ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَ عَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ عَنْ يَسَارِهِ *

১৩২৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্" বলে তখন তাঁর চেহারার ডান দিকের শুভ্রতা দেখা যেত। অনুরূপভাবে বাম দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরালে তাঁর চেহারার বাম দিকের শুভ্রতা দেখা যেত।

بَابُ اَلسَّلاَمُ بِالْيَدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় হাত দ্বারা সালাম ফিরানো

١٣٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا اِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِاَيْدِيْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اِذَا سَلَّمَ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ اِلٰى صَاحِبِهِ وَلاَ يُوْمِي بِيَدِهِ *

১৩২৯. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম, আমরা যখন সালাম ফিরালাম তখন হাত দ্বারা ইশারা করে বললাম, 'আস্‌সালামু আলাইকুম, আস্‌সালামু আলাইকুম' তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কি হল যে, তোমরা হাত দ্বারা ইশারা করছ ? যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ ! যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরাবে তখন সে তাঁর সাথীর প্রতি তাকাবে এবং স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করবে না।

سَلاَمُ الْمَأْمُوْمِ حِيْنَ يُسَلِّمُ الْاِمَامُ

ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীর সালাম ফিরানো

١٣٣٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِي مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اُصَلِّي بِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّي قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِي وَ اِنَّ السُّيُوْلَ تَحُوْلُ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ اَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَأَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ

حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ اَحْبَبْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ *

১৩৩০. সুওয়াইদ ইব্ন নাস্র (র) ---- ইতবান ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গোত্রে বনূ সালিমের সাথে সালাত আদায় করতাম। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আমি এসে বললাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !) আমার দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেয়েছে, আর (কখনো কখনো) আমার এবং আমার গোত্রের মসজিদের মাঝখানে বন্যা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তাই আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি এসে আমার ঘরের কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন যাকে আমি আমার সালাতের স্থান রূপে নির্দিষ্ট করে নিতে পারি। নবী ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ ! অতি শীঘ্রই আমি তা করব। পরের দিন সূর্য প্রখর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসলেন, আর আবূ বক্র (রা)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নবী ﷺ এসে আমার কাছে অনুমতি চাইলেন, আমি তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি না বসেই বললেন, তুমি তোমার ঘরের কোন্ স্থানে আমার সালাত আদায় করা পছন্দ করো ? তখন আমি তাঁকে ঐ স্থান দেখিয়ে দিলাম যে স্থানে তাঁর সালাত আদায় করা আমি পছন্দ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর তিনি (সালাতের শেষে) সালাম ফিরালে আমরাও তাঁর সঙ্গে সালাম ফিরালাম।

بَابُ السُّجُوْدُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের পর সিজদা করা

١٣٣١. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ وَ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ وَ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَ رَكْعَةً وَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَمَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيْثِ مُخْتَصَرٌ *

১৩৩১. সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত শেষ করার পর ফজর পর্যন্ত এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং সেই এগার রাকাআত সালাতকে একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন এবং প্রতিটি সিজদা এত দীর্ঘ করতেন যে, তাতে তোমাদের কেউ তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারতো। এই হাদীসের কোন কোন রাবী একে অন্যের থেকে কিছু অংশ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

بَابُ سَجْدَتِي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সালাম দেওয়ার এবং কথা বলার পর সাহুর (ভুল সংশোধনের জন্য) দু'টি সিজদা করা

١٣٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ حَفْصٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ *

১৩৩২. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) ---- আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একদা সালাতে) সালাম ফিরালেন। পরে কথা বলে ফেললেন। তারপর সাহুর (ভুলের) দু'টি সিজদা করলেন।

بَابُ اَلسَّلَامُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাহুর দু'টি সিজদার পর সালাম (ফিরানো)

١٣٣٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ . عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৩৩৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা সালাতে) সালাম ফিরিয়ে ফেললেন এবং সেই বসা অবস্থায় থেকেই দু'টি সাহুর সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

١٣٣٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلٰثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ اِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلٰثًا فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৩৩৪. ইয়াহ্য়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) ---- ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) নবী ﷺ তিন রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন তাঁকে খিরবাক (রা) বললেন, আপনি সালাত তিন রাকআত আদায় করেছেন। তখন তিনি মুসল্লীদের নিয়ে অবশিষ্ট এক রাকআত আদায় করে নিলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে সাহুর দু'টি সিজদা করে নিলেন এবং আবারো সালাম ফিরালেন।

جَلْسَةُ الْإِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ

সালাম ফিরানো এবং ইমামের কিবলার দিক থেকে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসার মধ্যবর্তী সময়ে ইমামের বসা

١٣٣٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلٰوتِهِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ *

১৩৩৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র)- - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে তাঁর সালাত আদায়কালে লক্ষ্য রাখছিলাম, আমি তাঁর কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকূ এবং রুকূর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো দেখছিলাম। তাঁর সিজদা, সিজদার মাঝখানের বসা, তাঁর সিজদা, তাঁর সালাম ফিরানো এবং মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা প্রায়ই সমান হতো।

١٣٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَتْنِى هِنْدُ بِنْتُ الْحٰرِثِ الْفَرَّاسِيَّةُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النِّسَاءَ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلٰوةِ قُمْنَ وَ ثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ مَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ *

১৩৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যখন সালাতের শেষে সালাম ফিরাত, দাঁড়িয়ে যেত[১] এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের স্থানে বসে থাকতেন। আর পুরুষদের মধ্যে যারা যারা সালাত শেষ করে ফেলত (তারাও বসে থাকত) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়াতেন তখন পুরুষরাও দাঁড়িয়ে যেত।

بَابُ الْاِنْحِرَافِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর (ইমামের মুসল্লীদের দিকে) ফিরে বসা

١٣٣٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ

১. এরা মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ নিজ ঘরে পৌঁছে যেত।

حَدَّثَنِيْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ . عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى انْحَرَفَ *

১৩৩৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- ইয়াযীদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করলেন তখন তিনি মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসলেন।

اَلتَّكْبِيْرُ بَعْدَ تَسْلِيْمِ الْاِمَامِ

ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা

١٣٣٨. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا كُنْتُ اَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ *

১৩৩৮. বিশর ইব্‌ন খালিদ আসকরী (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত শেষ হওয়া জানতে পারতাম তাকবীরের দ্বারা ।

بَابُ الْاَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَاتِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ مِنَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের সালাম ফিরাবার পর মু'আওয়াযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ার নির্দেশ

١٣٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

১৩৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) ---- উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন।

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর ইস্তিগফার করা (মাগফিরাত চাওয়া)

١٣٤٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيِّ

قَالَ حَدَّثَنِى شَدَّادُ اَبُوْ عَمَّارٍ اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحْبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ . عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلٰثًا وَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَالْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ *

১৩৪০. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (আযাদকৃত) গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর সালাতে সালাম ফিরাতেন, তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَالْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ

اَلذِّكْرُ بَعْدَ الْاِسْتِغْفَارِ

ইস্তিগফার করার পর যিকির করা

١٣٤١ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

১৩৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুদরান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (সালাতে) সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ

٢٧٨ . بَابُ اَلتَّهْلِيْلُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর তাহলীল পড়া (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া)

١٣٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ

اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَ الْفَضْلِ وَ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ *

১৩৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন শুজা মারওয়াযী (র) - - - - আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে এই মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَ الْفَضْلِ وَ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

عَدَدُ التَّهْلِيْلُ وَالذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

সালামের পর যিকর এবং তাহলীলের সংখ্যা

١٣٤٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِى دُبُرِ الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ فِى دُبُرِ الصَّلٰوةِ *

১৩৪৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রত্যেক সালাতের পর তাহলীল করতেন। তিনি বলতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةِ وَ الْفَضْلِ وَ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

তারপর ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সমস্ত বাক্য দ্বারা (প্রত্যেক) সালাতের পর তাহলীল পড়তেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلٰوةِ

সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া

١٣٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِى لُبَابَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ كِلاَهُمَا سَمِعَهُ مِنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَخْبِرْنِى بِشَئٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

১৩৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর কাছে লিখলেন যে, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে শুনা কিছু দোয়া সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন তখন বলতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

١٣٤٥ . اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ اَبِى الْعَلاَءِ . عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ اِلَى مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ دُبُرَ الصَّلٰوةِ اِذَا سَلَّمَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

১৩৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ্ (র) - - - - ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) মুআবিয়া (রা)-এর কাছে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রত্যেক) সালাতের পর যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

كَمْ مَرَّةً يَقُوْلُ ذٰلِكَ

এই দোয়া কতবার পড়বে ?

١٣٤٦. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمُجَالِدِىُّ قَالَ اَنْبَانَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا الْمُغِيْرَةُ وَذَكَرَ اٰخَرَ وَاَنْبَانَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْمُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اَنِ اكْتُبْ اِلَىَّ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ اِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ *

১৩৪৬. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল মুজালিদী ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর কাছে লিখলেন যে, আপনি আমাকে এমন কিছু হাদীস লিখে পাঠান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে শুনেছেন। তখন মুগীরা (রা) তাঁর কাছে লিখলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাত আদায় শেষে সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতে শুনেছি ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

সালাম ফিরানোর পর অন্য প্রকার যিকির

١٣٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ الصَّاغَانِىُّ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِىُّ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ وَكَانَ مِنَ الْخَائِفِيْنَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا اَوْصَلّٰى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَتْ اِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ *

১৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সাগানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন মজলিসে বসতেন অথবা সালাত আদায় করতেন তখন কিছু বাক্য উচ্চারণ করতেন। আয়েশা (রা) তাঁকে উক্ত বাক্যসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, কেউ যদি ভাল বাক্য বলে তা হলে সেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য মোহরস্বরূপ হবে। আর সে যদি অন্য ধরনের বাক্য বলে তা হলে সেগুলো তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ হবে। (সে বাক্যগুলো হলো) ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

সালাম ফিরানোর পর আর এক প্রকার দোয়া ও যিকির

١٣٤٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَاَةٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَتْ اِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَقُلْتُ كَذَبْتِ فَقَالَتْ بَلٰى وَاِنَّا لَنَقْرِضُ مِنْهُ الْجِلْدَ وَالثَّوْبَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَقَالَ مَاهٰذَا فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَتْ فَمَا صَلّٰى بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلٰوةً اِلاَّ قَالَ فِي دُبُرِ الصَّلٰوةِ رَبِّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

১৩৪৮. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক জন ইহুদী মহিলা এসে বলল, কবরের আযাব পেশাব থেকে (সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণে) হবে। [আয়েশা (রা) বলেন] তখন আমি তাঁকে বললাম, তুমি মিথ্যা কথা বলছ । সে বলল– না, সত্য। আমরা পেশাব লাগলে চামড়া এবং কাপড় অবশ্যই কেটে ফেলতাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য বের হয়ে এলেন। ইত্যবসরে আমাদের আওয়াজ বড় হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বললেন, কি ব্যাপার ? আমি তাঁকে ঐ ইহুদী মহিলা যা যা বলেছিল সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, সে সত্যই বলেছে। তারপর তিনি এমন কোন সালাত আদায় করেননি, যে সালাতের পর رَبِّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ বলেননি।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلٰوةِ

সালাত শেষে আর এক প্রকার দোয়া

١٣٤٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي مَرْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ اَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوْسٰى اِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرٰتِهِ اَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِي اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبٌ اَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ اِنْصِرَافِهِ مِنْ صَلٰوتِهِ *

১৩৪৯. আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন আসওয়াদ (র) - - - - আবূ মারওয়ান (র) থেকে (রা) থেকে বর্ণিত যে, কা'ব (রা) তাঁর কাছে ঐ আল্লাহর শপথ করে বলেছেন, যিনি মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্রকে বিদীর্ণ করেছিলেন, নিশ্চয়ই আমরা তাওরাতে দেখতে পাই যে, দাউদ নবীয়্যুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর সালাত থেকে সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِي دِيْنِيَ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَاَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِي اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ يَعْنِي بِعَفْوِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ মারওয়ান (র) বলেন, কা'ব (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সুহায়ব (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ঐ সমস্ত দোয়া তাঁর সালাত শেষে সালাম ফিরানোর পর বলতেন।

بَابُ التَّعَوُّذِ فِي دُبُرِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের পর (বিতাড়িত শয়তান থেকে) পানাহ চাওয়া

١٣٥٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ كَانَ اَبِيْ يَقُوْلُ فِي دُبُرِكُلِّ صَلٰوةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ اَقُوْلُهُنَّ فَقَالَ اَبِي اَيْ بُنَيَّ عَمَّنْ اَخَذْتَ هٰذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلٰوةِ.

১৩৫০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - মুসলিম ইব্ন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক সালাতের পর বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ। তারপর আমিও তা বলতে থাকলে আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস ! তুমি এ দোয়াগুলো কার কাছ থেকে শিখেছ ? আমি বললাম, আপনার কাছ থেকে। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রত্যেক) সালাতের পর এ দোয়াগুলো বলতেন।

عَدَدُ التَّسْبِيْحِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

সালাম ফিরানোর পর তাসবীহের সংখ্যা

١٣٥١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ هُمَا يَسِيْرٌ وَّ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ اللّٰهَ اَحَدُكُمْ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّ يَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِىَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَّخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ وَاِذَا اَوَى اَحَدُكُمْ اِلَى فِرَاشِهِ اَوْمَضْجَعِهِ يُسَبِّحُ ثَلٰثًا وَّ ثَلاَثِيْنَ وَيَحْمَدُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَهِىَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ اَلْفَيْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ سَيِّئَةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ لاَ يُحْصِيْهَا فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى اَحَدَكُمْ وَ هُوَ فِى صَلٰوتِهِ فَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا اَوْ يَاتِيْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَيِّمُهُ *

১৩৫১. ইয়াহ্‌য়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'টি অভ্যাস এমন রয়েছে যে, কোন মুসলমান ঐ দু'টি অভ্যাসে অভ্যস্থ হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐ দু'টি অভ্যাস সহজ অথচ তার আমলকারী হবে খুবই কম । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তোমাদের কেউ যদি প্রত্যেক সালাতের পর দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়ে, দশবার আলহামদু লিল্লাহ পড়ে, আর দশবার আল্লাহু আকবার বলে, তাহলে একশত পঞ্চাশ বার মুখে বলা হয় আর তা পাল্লায় হবে এক হাজার পাঁচশত বার আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-কে দেখলাম যে, তিনি তা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করছেন। আর যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় অথবা শয়নের স্থানে আসবে, তখন সে যেন সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার আর আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলে। এ তো মুখে বলা হবে এক শতবার, আর পাল্লায় হবে এক হাজার বার। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে প্রত্যেক দিন রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহ্ করে? কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কেন তার অভ্যাস গড়ে তুলব না? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, শয়তান তোমাদের আরো কাছে এসে তার সালাতরত অবস্থায় বলতে থাকে, অমুক কাজ স্মরণ কর, অমুক কাজ স্মরণ কর আর তার নিদ্রার সময় তার কাছে এসে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيْحِ

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

١٣٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَسْبَاطٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَ يَحْمَدُهُ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَ يُكَبِّرُهُ اَرْبَعًا وَّ ثَلٰثِيْنَ *

১৩৫২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সামুরা (র) - - - - কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এমন কতগুলো তাসবীহ রয়েছে যার পাঠকারী তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর সে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার বলবে।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيْحِ

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

١٣٥٣. اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ . عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اُمِرُوْا اَنْ يُسَبِّحُوْا دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَ يَحْمَدُوْا ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَ يُكَبِّرُوْا اَرْبَعًا وَّ ثَلٰثِيْنَ فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِى مَنَامِهِ فَقِيْلَ لَهٗ اَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُسَبِّحُوْا دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَ ثَلٰثِيْنَ وَ تَحْمَدُوْا ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَ تُكَبِّرُوْا اَرْبَعًا وَّ ثَلٰثِيْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ

فَاجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا فِيْهَا التَّهْلِيْلَ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اجْعَلُوْهَا كَذٰلِكَ *

১৩৫৩. মূসা ইব্ন হিযাম তিরমিযী (র) - - - - যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করা হলো– তারা যেন প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে। তারপর যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর স্বপ্নে এক আনসারী সাহাবী নীত হলে যায়দ (রা)-কে উদ্দেশ করে বলা হল, তোমাদের কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ঐ আনসারী বললেন, তোমরা ঐ তাসবীহগুলোকে ২৫ বার করে পড়বে এবং তাতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। যখন সকাল হল তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করাকে তিনি বললেন, তোমরা তাসবীহগুলোকে অনুরূপভাবেই পড়বে।

١٣٥٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبُوْ زُرْعَةَ الرَّازِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً رَاَى فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ قِيْلَ لَهُ بِاَىِّ شَىْءٍ اَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ قَالَ اَمَرَنَا اَنْ نُسَبِّحَ ثَلاَثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَ نَحْمَدُ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَ نُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَّ ثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ قَالَ سَبِّحُوْا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ وَ كَبِّرُوْا خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ وَ هَلِّلُوْا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْعَلُوْا كَمَا قَالَ الْاَنْصَارِىُّ *

১৩৫৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল কারীম আবূ যুরআ রাযী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তোমাদের নবী ﷺ কিসের আদেশ করেছেন ? সে বলল, আমাদের নবী ﷺ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলতে আদেশ করেছেন। এ হল একশত বার । সে বলল, তোমরা ২৫ বার সুবহানাল্লাহ, ২৫ বার আলহামদু লিল্লাহ, ২৫ বার আল্লাহু আকবার এবং ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তাও একশত বার হবে। যখন সকাল হল ঐ ব্যক্তি স্বপ্ন বৃত্তান্ত নবী ﷺ-কে জানাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তাসবীহ অনুরূপই বলবে, যেরূপ আনসারী ব্যক্তি বলেছে।

نَوْعٌ اُخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيْحِ

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

١٣٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى اٰلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُوْ ثُمَّ مَرَّبِهَا قَرِيْبًا مِّنْ نِّصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا مَازِلْتِ عَلٰى حَالِكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لاَ اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ *

১৩৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র) - - - - জুওয়ায়রিয়া বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) নবী ﷺ তাঁর কাছ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি মসজিদে দোয়া করছিলেন। পুনরায় প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর কাছ দিয়ে গেলেন, তখন তাঁকে বললেন, তুমি তোমার পূর্বাবস্থায় এখনো রয়ে গেছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাকে শিক্ষা দেব না অর্থাৎ এমন কিছু দোয়া যেগুলো তুমি বলবে ?

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ -

نَوْعٌ اُخَرُ

আর এক প্রকার তাসবীহর সংখ্যা

١٣٥٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ هُوَابْنُ بَشِيْرٍ عَنْ خُصَيْفٍ

عَنْ عِكْرِمَةَ وَ مُجَاهِدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الاَغْنِيَاءَ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى وَ يَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَ لَهُمْ اَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا وَ يُنْفِقُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُوْلُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَّ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَشَرًا فَاِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنَ بِذٰلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَ تَسْبِقُوْنَ مَنْ بَعْدَكُمْ *

১৩৫৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু দরিদ্র লোক (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ধনীরাও সালাত আদায় করে থাকে যেমনিভাবে আমরা আদায় করে থাকি আর তারাও সিয়াম পালন করে থাকে যেমনিভাবে আমরা পালন করে থাকি, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে সম্পদ, যা থেকে তারা দান-সদকা করে থাকে এবং গোলাম (কিনে) আযাদ করে থাকে। তখন নবী ﷺ বললেন, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন বলবে, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১০ বার। কেননা, এর দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের সমপর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তী থেকে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারবে।

نَوْعٌ اٰخَرُ

আর এক প্রকার তাসবীহের সংখ্যা

١٣٥٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى عَلْقَمَةَ . عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ فِى دُبُرِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ وَ هَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ *

১৩৫৭. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন আবদুল্লাহ নিশাপুরী - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালের সালাতের পর একশত বার সুবহানাল্লাহ এবং একশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

بَابُ عَقْدِ التَّسْبِيْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাসবীহ্ গণনা করা

١٣٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ وَ اللَّفْظُ لَهٗ قَالَ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ *

১৩৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা সান'আনী ও হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ যারি (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তাসবীহ্ গণনা করতেন।

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর কপাল না মোছা

١٣٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الَّذِىْ فِى وَسْطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ مِنْ حِيْنِ يَمْضِى عِشْرُوْنَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ يَرْجِعُ اِلَى مَسْكَنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ اِنَّهٗ اَقَامَ فِى شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِى كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اِنِّى كُنْتُ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَالِى اَنْ اُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِى فَلْيَثْبُتْ فِى مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَاَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَاُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَاَيْتُنِى اَسْجُدُ فِى مَاءٍ وَطِيْنٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ مُطِرْنَا لَيْلَةَ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِى مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهٗ مُبْتَلٌّ مِنْ مَاءٍ وَطِيْنٍ *

১৩৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রতি) মাসের মধ্যবর্তী দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যখন বিংশতিতম রাত অতিবাহিত হওয়ার এবং একবিংশতিতম রাতের আগমনের সময় হত তিনি তাঁর ঘরে ফিরে আসতেন এবং তাঁর সঙ্গে যারা ই'তিকাফ করতেন তারাও ফিরে আসতেন। তারপর তিনি অন্য এক সাথে, যে মাসে ই'তিকাফ করেছিলেন ঐ রাতেও রয়ে গেলেন যে রাতে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন এবং লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। তাঁদেরকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করলেন। তারপর বললেন, আমি এই মধ্যবর্তী দশদিন ই'তিকাফ করতাম, পরে আমার কাছে প্রকাশ পেল যে, আমি এই শেষ দশ দিনও ই'তিকাফ করি, অতএব যারা আমার সাথে গত মধ্যবর্তী দশদিন ই'তিকাফ করেছ তাঁরা স্বীয় ই'তিকাফের স্থানে স্থির থাকবে। আমি এই শবে কদরকে স্বপ্নে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতএব তোমরা তা এই শেষ দশ রাতে প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ করো। স্বপ্নে আমাকে দেখলাম যে, আমি পানি এবং কাদার মধ্যে সিজদা করছি। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমাদের উপর একবিংশতিতম রাতে বৃষ্টি হল, বৃষ্টির পানি মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত আদায় করার জায়গার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ফজরের সালাত থেকে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছেন, আর তাঁর চেহারা পানি ও কাদা দ্বারা আপ্লুত ছিল।

بَابُ قُعُوْدِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমামের তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকা

١٣٦٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

১৩৬০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের পর তাঁর সালাতের স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন।

١٣٦١ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ اَصْحَابُهُ يَذْكُرُوْنَ حَدِيْثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيَنْشُدُوْنَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ *

১৩৬১. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - সিমাক ইব্ন হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমি জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উঠা-বসা করে থাকতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ; যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন, তাঁর সালাতের স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। তখন তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তাঁরা জাহিলী যুগের ঘটনাসমূহের আলোচনা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং হাসা-হাসিও করতেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসতেন।

بَابُ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায় শেষে ফিরে বসা

١٣٦٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ اَنْصَرِفُ اِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِيْنِي اَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَكْثَرُ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ *

১৩৬২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ---- সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যখন সালাত শেষ করি তখন কিভাবে ফিরে বসব ? আমার ডান দিক থেকে না আমার বাম দিক থেকে ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যা অধিকাংশ সময় দেখেছি তা হলো তিনি তাঁর ডান দিক থেকে ফিরে বসতেন।

١٣٦٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَجْعَلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى اَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَّسَارِهِ *

১৩৬৩. আবূ হাফ্স আমর ইব্ন আলী (র) ---- আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য তার মনে কোন অংশ না রাখে এরূপ মনে করে যে, তার জন্য (সালাত শেষে) ডান দিক থেকে ফেরাই জরুরী। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তাঁর অধিকাংশ ফিরে বসা তাঁর বাম দিক থেকেই হত।

١٣٦٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ اَنَّ مَكْحُوْلاً حَدَّثَهُ اَنَّ مَسْرُوْقَ بْنَ الْاَجْدَعِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَّقَاعِدًا وَّيُصَلِّي حَافِيًا وَّمُنْتَعِلاً وَّيَنْصَرِفُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ *

১৩৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে, খালি পায়ে ও জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে এবং সালাত শেষে তাঁর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে ফিরে বসতে দেখেছি।

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِىْ يَنْصَرِفُ فِيْهِ النِّسَاءُ مِنَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলারা সালাত শেষে কখন ফিরে যাবে ?

١٣٦٥ . اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ فَكَانَ اِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ فَلاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ *

১৩৬৫. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করত। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরাতেন তখন তারা চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থায় ফিরে যেত। তাদেরকে অন্ধকারের দরুন চেনা যেত না।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْاِمَامِ بِالْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ইমামের অগ্রে গমনের নিষেধাজ্ঞা

١٣٦٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِبْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنِّى اِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُوْنِى بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْاِنْصِرَافِ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِّنْ اَمَامِى وَمِنْ خَلْفِى ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْرَاَيْتُمْ مَّارَاَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قُلْنَا مَا رَاَيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ *

১৩৬৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, তারপর তিনি আমাদের দিকে তাঁর চেহারা ফিরিয়ে বললেন, আমি হলাম তোমাদের ইমাম। অতএব, তোমরা রুকূতে আমার আগে যাবে না। সিজদাতেও না, দাঁড়ানোতেও না এবং ফিরে যাবার সময়েও না। কেননা, আমি তোমাদের আমার সামনের দিক থেকেও

দেখি এবং পেছনের দিক থেকেও। তারপর তিনি বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ ! যদি তোমরা ঐ জিনিস দেখতে যা আমি দেখেছি, তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। আমরা বললাম, আপনি কি দেখেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত সালাত আদায় করে তাঁর সওয়াব

١٣٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْنَفَلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا بَقِىَ ثُلُثٌ مِّنَ الشَّهْرِ اَرْسَلَ اِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَ حَشَدَ النَّاسُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ قَالَ دَاوُدُ قُلْتُ مَالْفَلَاحُ قَالَ السَّحُوْرُ

১৩৬৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রমযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সিয়াম পালন করলাম, সেবার তিনি আমাদের সাথে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করলেন না, যত দিন পর্যন্ত না মাসের সাত দিন অবশিষ্ট রইল; তখন তিনি আমাদের সাথে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করলেন তাতে রাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর যখন ছয়দিন অবশিষ্ট রইলো, তখনও তিনি আমাদের সাথে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করলেন না। পরে যখন পাঁচ দিন অবশিষ্ট রইলো আবার তিনি আমাদের সাথে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করলেন এবং তাতে রাত্রের প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি আমাদের নিয়ে পুরো রাত তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করতেন! তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে সালাত থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তার সালাত আদায় করে তার জন্য এক পূর্ণ রাত সালাত আদায় করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর যখন চারদিন অবশিষ্ট রইল তিনি তখনও আমাদের নিয়ে তারাবীহ্‌র সালাত আদায়

করলেন না। তারপর যখন মাসের তিনদিন অবশিষ্ট রইল, তিনি তাঁর কন্যা এবং স্ত্রীগণের কাছে লোক পাঠালেন এবং সাহাবীগণকে একত্র করলেন এবং আমাদের নিয়ে তারাবীহ্‌র সালাত এমনিভাবে আদায় করলেন যে, আমরা ভয় পেয়ে গেলাম– আমরা ফালাহ্-এর সময় না হারিয়ে ফেলি। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে ঐ মাসের আর কোনদিন তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করেন নি। রাবী দাঊদ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফালাহ্'-এর অর্থ কি ? তিনি বললেন, সাহ্‌রী খাওয়া।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْاِمَامِ فِى تَخَطِّى رِقَابَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জন্য মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি

١٣٦٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى حُسَيْنِ النَّوْفَلِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيْعًا حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعَهُ بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اِنِّى ذَكَرْتُ وَاَنَا فِى الْعَصْرِ شَيْئًا مِّنْ تِبْرٍكَانَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَّبِيْتَ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ *

১৩৬৮. আহমদ ইব্‌ন বাক্‌কার হাররানী (র) ---- উকবা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনাতে একবার আসরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি সালাম ফিরিয়ে দ্রুত মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন। মুসল্লীরা তাঁর দ্রুততায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলে, তাঁর কিছু সাহাবী তাঁকে অনুসরণ করলেন। পরে তিনি তাঁর কোন এক বিবির কাছে গিয়ে বের হয়ে এলেন এবং বললেন, আসরের সালাত আদায়রত অবস্থায় আমার কাছে থাকা কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়লো। আমি সমীচীন মনে করলাম না যে, সেগুলো আমার কাছে রাতে থাকুক। অতএব, আমি সেগুলো বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ দিয়ে এসেছি।

بَابُ اِذَا قِيْلَ لِلرَّجُلِ هَلْ صَلَّيْتَ هَلْ يَقُوْلُ لاَ

অনুচ্ছেদ ঃ যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি সালাত আদায় করেছ ? তখন সে কি 'না' বলবে?

١٣٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَابْنُ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكِدْتُ اَنْ اُصَلِّيَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ *

১৩৬৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা সানআনী (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর কাফির কুরাইশদের গালমন্দ করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আসরের সালাত আদায় না করতেই সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমিও তো উক্ত সালাত আদায় করিনি। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বুতহান[১] নামক স্থানে অবতরণ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য ওযূ করলেন, আমরাও সালাতের জন্য ওযূ করলাম। তারপর তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

---

১. মদীনার এক উপত্যকার নাম।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় ঃ জুমু‘আ

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় ঃ জুমু'আ

اِيْجَابُ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সালাত ফরয হওয়া

١٣٧٠. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَعْنِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ وَكَذَالِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ اَلْيَهُوْدُ غَداً وَّالنَّصَارٰى بَعْدَغَدٍ *

১৩৭০. সাঈদ ইব্ন আব্দুর রহমান মাখযূমী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমরা হলাম দুনিয়াতে (কালের পরিপ্রেক্ষিতে) পশ্চাৎবর্তী এবং আখিরাতে হব (মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে) অগ্রবর্তী। তবে এতটুকু ব্যতিক্রম যে আমাদের পূর্বে তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের তা তাদের পরে দেওয়া হয়েছে এবং এই জুমু'আর দিন, যে দিনের সম্মান করা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ফরয করেছিলেন, তারা তাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের সে দিন অর্থাৎ জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। অতএব, সে দিনের ব্যাপারে অন্যান্য মানুষ হবে আমাদের অনুসারী। ইহুদীরা আগামীকাল (শনিবার) এবং নাসারারা তার পরবর্তী দিন (রবিবারে) সম্মান করবে।

١٣٧١. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ

قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَضَلَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارٰى يَوْمُ الْاَحَدِ فَجَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَكَذَالِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَنَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ *

১৩৭১. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- আবূ হুরায়রা ও হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তীদের ভ্রষ্টতায় রেখেছিলেন, সুতরাং তা ইহুদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রবিবার। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করলেন এবং জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য জুমু'আর দিন শুক্রবার, ইহুদীদের জন্য শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রবিবার নির্ধারণ করলেন। অনুরূপভাবে তারা কিয়ামতের দিনেও আমাদের অনুসারী হবে। আমরা দুনিয়ায় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে হব তাদের পশ্চাৎবর্তী এবং কিয়ামতের পরিপ্রেক্ষিতে হব তাদের অগ্রবর্তী ; যা সৃষ্টির পূর্বেই তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আয় উপস্থিত না হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী

١٣٧٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ *

১৩৭২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবুল জা'দ যামরী (রা) সূত্রে, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আ তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন পূর্বক ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

١٣٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لاَحِقٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ اَبِى سَلاَّمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبِى مِيْنَاءَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَلَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ *

১৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস এবং ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের ধাপের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলেছেন, হয় মানুষ জুমু'আ ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন এবং তারা গাফিলদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে।

١٣٧٤. اَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ *

১৩৭৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর জন্য মধ্যাহ্নের পর যাত্রা করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা কারণে জুমু'আ ত্যাগ করার কাফ্‌ফারা

١٣٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ *

১৩৭৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুমু'আ ছেড়ে দেয় সে যেন একটি দীনার সদকা করে দেয়, আর যদি তা না পায় তাহলে যেন অর্ধ দীনার সদকা করে দেয়।

بَابُ ذِكْرِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের ফযীলতের বর্ণনা

١٣٧٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا *

১৩৭৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে দিনসমূহে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুমু'আর দিন। সে দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সে দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং সে দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

اِكْثَارُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

শুক্রবার নবী ﷺ -এর উপর অধিক দরূদ পড়া

١٣٧٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ اَىْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ *

১৩৭৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আওস ইব্ন আওস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের সকল দিনের মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট দিন হল জুমু'আর দিন, সে দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে দিনই তাঁর ওফাত হয়, সে দিনই দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। অতএব, তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিভাবে আমাদের দরূদ আপনার কাছে পেশ করা হবে। যেহেতু আপনি (এক সময়) ওফাত পেয়ে যাবেন অর্থাৎ তাঁরা বললেন, আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যমীনের জন্য নবীগণের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন।

بَابُ الْاَمْرِ بِالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুক্রবার মিসওয়াক করার আদেশ

١٣٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِى هِلاَلٍ وَّبُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَنْ اَبِيْهِ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَاقَدَرَ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ فِى الطِّيْبِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْاَءَةِ *

১৩৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ---- আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর শুক্রবার গোসল করা জরুরী এবং মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো তার জন্য যা সম্ভব হয়। কিন্তু (রাবী) বুকায়র (র) আব্দুর রহমান (র)-এর কথা উল্লেখ করেননি এবং সুগন্ধির ব্যাপারে বলেছেন, যদিও তা মেয়ে লোকের ব্যবহার্য সুগন্ধি থেকে হয়।

بَابَ الْاَمْرِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুক্রবার গোসল করার আদেশ

١٣٧٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ *

১৩৭৯. কুতায়বা (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর দিন পায় তখন সে যেন গোসল করে নেয়।[১]

بَابُ اِيْجَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে গোসল জরুরী হওয়া

١٣٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ *

---

১. বর্তমানে এ গোসল করা মুস্তাহাব। কিন্তু প্রথমদিকে এ গোসল করা ওয়াজিব ছিল।

১৩৮০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনের গোসল প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর জরুরী ।

١٣٨١. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِى كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ *

১৩৮১. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির উপর প্রত্যেক সাত দিনে একদিন গোসল করা জরুরী এবং সেই দিনটি হল জুমু'আর দিন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন গোসল না করার অনুমতি

١٣٨٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهُمْ ذَكَرُوْا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُوْنَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُوْنَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ فَاِذَا اَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ اَرْوَاحُهُمْ فَيَتَاَذَّى بِهَا النَّاسُ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوَلَا تَغْتَسِلُوْنَ *

১৩৮২. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আ'লা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) থেকে শুনেছেন যে, তাঁরা জুমু'আর দিনের গোসল সম্পর্কে আয়েশা (রা) -এর কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন, তখন লোকজন গ্রামে বাস করত, অতএব তারা জুমু'আয় এমন অবস্থায় উপস্থিত হত যে, জীবিকা অর্জনের পেশায় ব্যস্ততার কারণে তাঁদের শরীরে ময়লা লেগে থাকত, যখন তাদের শরীরে হাওয়া লাগত, তাদের হাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত, যাতে লোকজনের কষ্ট হত, ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবহিত করলে তিনি বললেন, তোমরা গোসল কর না কেন ?

١٣٨٣. اَخْبَرَنَا اَبُو الاَشْعَثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ اِلاَّ حَدِيْثُ الْعَقِيْقَةِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

১৩৮৩. আবুল আশআস (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ওযূ করে তা তার জন্য যথেষ্ট এবং তা উত্তম কাজ আর যে ব্যক্তি গোসল করে তবে তা পরমোত্তম কাজ।

فَضْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর দিনে গোসল করার ফযীলত

١٣٨٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا *

১৩৮৪. আমর ইব্ন মানসূর ও হারূন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বাক্কার (র) - - - - আওস ইব্ন আওস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাথা এবং শরীর ধুয়ে উত্তম রূপে গোসল করে এবং জুমু'আর সময়ের প্রথম সময়েই মসজিদে যায় এবং খুতবা শুরু থেকেই শুনতে পায় ও ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে এবং কোন অনর্থক কাজ না করে (কথা না বলে), তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর আমল করার সওয়াব হবে অর্থাৎ এক বছর সিয়াম পালন করা এবং সালাত আদায় করার।

بَابُ الْهَيْأَةِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর পরিচ্ছদ

١٣٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلُهَا فَاَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ

عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخَالَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ *

১৩৮৫. কুতায়বা (ইব্‌ন সাঈদ) (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এক জোড়া কাপড় দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আপনি এই জোড়াটা কিনে নিতেন এবং তা জুমু'আর দিনে পরিধান করতেন ! এবং যখন কোন প্রতিনিধি দল আপনার কাছে আসে তখনও ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই জোড়া কাপড় তারাই পরিধান করবে যাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। তারপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুরূপ কাপড় হাদিয়া আসলে তিনি উমর (রা)-কে সেখান থেকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দিলেন, তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এই কাপড় তো আমাকে দান করলেন অথচ আপনি উতারিদের[১] কাপড় জোড়া সম্পর্কে যা যা বলার বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে তা পরিধান করার জন্য দেইনি। তখন উমর (রা) উক্ত কাপড় জোড়া তাঁর মক্কার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।

١٣٨٦. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَاَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ مَايَقْدِرُ عَلَيْهِ *

১৩৮৬. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে গোসল প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর জরুরী আর মিসওয়াক করা এবং যতটুকু সুগন্ধি ব্যবহার করা তার সামর্থ্যে কুলায়।

فَضْلُ الْمَشْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ

জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত

١٣٨٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْاَشْعَثِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَوْسَ بْنَ اَوْسٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ *

১. উতারিদ ইব্‌ন হাজিব তামীমী একজন সাহাবী, বনূ তামীমের প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি মদীনায় আগমণ করে নবী (স)-এর কাছে মুসলমান হয়েছিলেন।

১৩৮৭. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আওস ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে মাথা ও শরীর ধুয়ে উত্তম রূপে গোসল করে জুমু'আর সময়ের প্রথম সময়েই মসজিদে যায়, কোন বাহনে আরোহণ না করে পায়ে হেঁটেই মসজিদে যায় এবং ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে, নিশ্চুপ হয়ে খুতবা শুনে ও কোন অনর্থক কাজ না করে, তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর আমল করার সওয়াব হবে।

بَابُ التَّبْكِيْرُ اِلَى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আয় সকাল সকাল গমন করা

١٣٨٨. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوْا مَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَتِ الْمَلاَئِكَةُ الصُّحُفَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُهَجِّرُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهْدِى بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِى دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِى بَيْضَةً *

১৩৮৮. নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন জুমু'আর দিন হয় ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজাসমূহে বসে যান। এবং যারা জুমু'আর জন্য আসতে থাকেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এরপর যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন ফেরেশতাগণ খাতা বন্ধ করে দেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর জুমু'আর প্রথম আগমনকারী একটি উট সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি গরু সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি বকরী সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি হাঁস সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি মুরগী সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি ডিম সদকাকারীর ন্যায় সওয়াব পাবে।

١٣٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَنَازِلِهِمُ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ اِلَى

الصَّلٰوةِ كَالْمُهْدِىْ بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِى يَلِيْهِ كَالْمُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِى يَلِيْهِ كَالْمُهْدِىْ كَبْشًا حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ *

১৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র হাদীসকে সনদ সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। নবী ﷺ বলেন যে, যখন জুমু'আর দিন হয় মসজিদের দরজাসমূহের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশতাগণ বসে থাকেন। তাঁরা মর্যাদা অনুযায়ী আগমনকারীদের নাম লিখে নেন। প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে, যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন তখন তাঁদের খাতা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাঁরা খুতবা শুনতে থাকেন। অতএব, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর জুম'আয় প্রথম আগমনকারী একটি উট সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি গরু সদকাকারীর ন্যায়, তারপর আগমনকারী একটি ভেড়া সদকাকারীর ন্যায় সওয়াব পাবে। এমনকি তিনি মুরগী এবং ডিমের কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

١٣٩٠. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَنَازِلِهِمْ فَالنَّاسُ فِيْهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُوْرًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً *

১৩৯০. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ জুমু'আর দিনে মসজিদের দরজাসমূহে বসে থাকেন, তাঁরা মর্যাদা অনুসারে মানুষের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। ফলে কতক মানুষ সেই লিস্টে উট সদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ গরু সদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ বকরী সদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ মুরগী সদকাকারীর ন্যায়, কতক মানুষ চড়ুই সদকাকারীর ন্যায় এবং কতক মানুষ ডিম সদকাকারীর ন্যায় (সওয়াবের দিক থেকে)।

وَقْتُ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সময়

١٣٩١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا

قَرَّبَ بَدَنَةً وَّمَنْ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَّمَنْ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ *

১৩৯১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সহবাসের পর দেহ পবিত্র করার জন্য গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর প্রথম মুহূর্তে মসজিদে গমন করে, সে যেন একটি উট সদকা করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মুহূর্তে মসজিদে গমন করে, সে যেন একটি গরু সদকা করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় মুহূর্তে মসজিদে গমন করে, সে যেন একটি ভেড়া সদকা করল আর যে ব্যক্তি চতুর্থ মুহূর্তে মসজিদে গমন করে সে যেন একটি মুরগী সদকা করল এবং যে ব্যক্তি পঞ্চম মুহূর্তে মসজিদে গমন করে সে যেন একটি ডিম সদকা করল। যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়ে খুতবা শুনতে থাকেন।

١٣٩٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْجُلاَحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً لاَيُوْجَدُ عَبْدٌ مُّسْلِمٌ يَّسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اٰتَاهُ اِيَّاهُ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ *

১৩৯২. আমর ইব্ন সাওয়াদ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে এমন বারটি মুহূর্ত রয়েছে, এমন কোন মুসলিম বান্দা পাওয়া যাবে না, যে ঐ মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাইবে, কিন্তু তাকে তা দেওয়া হবে না। অতএব, তোমরা ঐ মুহূর্তগুলোকে আসরের পর শেষ সময়ে অনুসন্ধান কর।

١٣٩٣. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا قُلْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ زَوَالُ الشَّمْسِ *

১৩৯৩. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। তারপর আমরা আমাদের আবাসে ফিরে এসে উটগুলোকে আরাম দিতাম। ইমাম মুহাম্মদ বাকের (র) বলেন, আমি (জাবির রা-কে) জিজ্ঞাসা করলাম- কখন (ফিরে আসতেন)? তিনি বললেন, শীতকালে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর।

١٣٩٤. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحٰرِث قَالَ سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَىْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهٖ *

১৩৯৪. শু'আয়ব ইব্ন ইয়ূসুফ (র) - - - - সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম, তারপর ঘরে ফিরে আসতাম, তখনও দেয়ালের এমন কোন ছায়ার সৃষ্টি হত না, যেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করা যেতে পারে।

بَابُ الْاَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর জন্য আযান দেওয়া

١٣٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ الْاَذَانَ كَانَ اَوَّلُ حِيْنٍ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاُذِّنَ بِهٖ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ *

১৩৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা)-এর যুগে জুমু'আর দিনে প্রথম আযান ছিল যখন ইমাম জুমু'আর দিনে মিম্বরের উপর বসতেন। উসমান (রা)-এর খিলাফতের যুগে মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন উসমান (রা) জুমু'আর দিনে তৃতীয় আযানের নির্দেশ দিলেন, এবং সর্বপ্রথম সে আযান যাওরা নামক স্থানে দেওয়া হয়েছিল। তারপর (অত্র) আযানের উপর এই আদেশ বলবৎ রয়ে গেল।

١٣٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ قَالَ اِنَّمَا

اَمَرَ بِالتَّاذِيْنِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَيْرَ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ *

১৩৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাইব ইব্ন য়াযীদ (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মদীনায় মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল তখন উসমান (রা) তৃতীয় আযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একটি মাত্র ব্যতীত অন্য আযান ছিল না, আর জুমু'আর দিনে যখন ইমাম (মিম্বরের উপর) বসতেন তখন উক্ত আযান দেওয়া হতো।

١٣٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ اِذَا جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِذَا نَزَلَ اَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذٰلِكَ فِىْ زَمَنِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا *

১৩৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিনে মিম্বরের উপর বসতেন, তখন বিলাল (রা) আযান দিতেন এবং যখন তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করতেন তখন ইকামাত দিতেন। তারপর এরূপ আবূ বকর এবং উমর (রা)-এর যুগেও (প্রচলিত) ছিল।

بَابُ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ শুক্রবার দিন ইমামের (খুতবা দেওয়ার জন্য) বের হওয়ার পর আগত ব্যক্তির সালাত আদায় করা

١٣٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ *

১৩৯৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন সময় আসে যখন ইমাম (খুতবা দেওয়ার জন্য) বের হয়ে আসে, তবে সে যেন দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। রাবী শু'বা (রা) বলেন, জুমু'আর দিনে।

مَقَامُ الْإِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ

খুতবা দেওয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানোর স্থান

١٣٩٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ اِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوٰى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِيْنِ النَّاقَةِ حَتّٰى سَمِعَهَا اَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتّٰى نَزَلَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ *

১৩৯৯. আমর ইব্ন সাওয়্যাদ ইব্ন আসওয়াদ (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুতবা দিতেন, মসজিদের খর্জুর বৃক্ষের স্তম্ভের সাথে ঠেস দিতেন। তারপর যখন মিম্বর প্রস্তুত হয়ে গেল, এবং তিনি তাতে বসলেন, তখন উক্ত খর্জুর বৃক্ষের স্তম্ভটি উটনীর ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগল, এমনকি তা মসজিদের মুসল্লীরাও শুনছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত স্তম্ভের দিকে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন উক্ত স্তম্ভটি চুপ হয়ে গেল।

قِيَامُ الْإِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ

খুতবা দেওয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানো

١٤٠٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوْا اِلَى هٰذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَاِذَا رَاَوْ تِجَارَةً اَوْلَهْوَانِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا *

১৪০০. আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র) - - - - কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি একদা মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন আব্দুর রহমান ইব্ন উম্মি হাকাম (রা) বসে খুতবা দিচ্ছিলেন, তিনি (উপস্থিত মুসুল্লীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা এর দিকে তাকান, ইনি বসে খুতবা দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَاِذَا رَاَوْ تِجَارَةً اَوْلَهْوَانِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا অর্থ ঃ যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১১)

بَابُ الْفَضْلِ فِى الدُّنُوِّ مِنَ الاِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত

١٤٠١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْحٰرِثِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَابْتَكَرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَاَجْرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا *

১৪০১. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আওস ইব্ন আওস সাকাফী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শরীর ও মাথা ধৌত করতঃ উত্তমরূপে গোসল করে ও জুমু'আর সময়ের প্রথম সময়েই মসজিদে গিয়ে খুতবা প্রথম থেকে শুনতে পায় আর নিশ্চুপ হয়ে ইমামের নিকটে বসে এবং কোন অনর্থক কাজ না করে, তার জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বছর আমল করার, এক বছর সালাত আদায় করার এবং সিয়াম পালন করার ন্যায় সওয়াব হবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ تَخَطِّى رِقَابَ النَّاسِ وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

শুক্রবার ইমামের মিম্বরে থাকা অবস্থায় মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা

١٤٠٢. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىِ اجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ *

১৪০২. ওয়াহব ইব্ন বায়ান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুক্রবারে তাঁর পাশে বসা ছিলাম, তারপর তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে আসছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, বসে পড়, তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ।

بَابُ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ শুক্রবারে ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় আগত ব্যক্তির সালাত আদায় করা

١٤٠٣. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَارْكَعْ *

১৪০৩. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান ও ইউসুফ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আসল, তখন নবী ﷺ শুক্রবারে মিম্বরের উপর ছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন,তুমি কি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না ; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি সালাত আদায় করে নাও।[১]

بَابُ الْاِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে খুতবার জন্য চুপ থাকা

١٤٠٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا *

১৪০৪. কুতায়বা (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় তার সাথীকে বলল 'চুপ থাক' সে একটি অনর্থক কাজ করল।

١٤٠٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنَّ

---

১. ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর মতে ইমামের খুতবা প্রদানরত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য দু'রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়া মুস্তাহাব এবং এ দু'রাক'আত পড়ার পূর্বে বসা মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে এ অবস্থায় এ দু'রাক'আত সালাত পড়বে না। হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে আলোচ্য হাদীসের বেশ কয়েকটি জবাব প্রদান করা হয়েছে।

اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ *

১৪০৫. আব্দুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তুমি যদি জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দেওয়া অবস্থায় তোমার সাথীকে বল 'চুপ কর' তা হলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে।

بَابُ فَضْلِ الْاِنْصَاتِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে চুপ থাকা এবং অনর্থক কাজ পরিহার করার ফযীলত

١٤٠٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّىِّ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الْاَوَّلِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا اُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهٖ حَتّٰى يَاْتِىَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتّٰى يَقْضِىَ صَلٰوتَهُ اِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ *

১৪০৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যেকোন ব্যক্তি জুমু'আর দিনে পবিত্রতা গ্রহণ করে যেভাবে তাকে আদেশ করা হয়েছে, তারপর তার ঘর থেকে বের হয়ে জুম'আয় পৌঁছে যায় এবং সালাত সমাপন না করা পর্যন্ত চুপ থাকে তার জন্য এ আমল জুমু'আর পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহর কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার প্রকার

١٤٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ شَيْئًا وَلاَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَلاَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ *

১৪০৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে খুতবায়ে হাজাত শিক্ষা দিলেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

এরপর তিনটি আয়াত পাঠ করলেন : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا .

অর্থ : হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মর না। (৩ : ১০২)

"হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তাঁর সংগিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাঁদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (৪ : ১) হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (৩৩ : ৭০)।

بَابُ حَضِّ الْإِمَامِ فِى خُطْبَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুতবায় জুমু'আর দিনে গোসল করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

١٤٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ *

১৪০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করার জন্য যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

١٤٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُنَّةٌ وَقَدْ حَدَّثَنِى بِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ *

১৪০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - ইবরাহীম ইব্‌ন নাশীত (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন শিহাব (র)-কে জুমু'আর দিনের গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তা হলো সুন্নাত'। তিনি আরও বলেন, আমার কাছে এ সম্পর্কে সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতা (আব্দুল্লাহ) (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সম্পর্কে মিম্বরের উপর বর্ণনা করেছেন।

١٤١٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ *

১৪১০. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে জুমু'আর দিন পায় সে যেন গোসল করে নেয়।

بَابُ حَثِّ الْإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى خُطْبَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জুমু'আর দিনে খুতবায় সদকাহ্‌র প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

١٤١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ جَاءَ

رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابَهُمْ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ هٰذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ *

১৪১১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে ছিন্ন বস্ত্রে আসল, তখন নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সালাত আদায় করেছ ? সে বলল, না; তিনি বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও এবং লোকদের সদকাহ্র প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তারা কাপড় দান করল, তিনি সেখান থেকে তাকে দু'টি কাপড় দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় জুমু'আয় ঐ ব্যক্তি আসল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন– তিনি লোকদের সদকাহ্র প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। রাবী বলেন, ঐ ব্যক্তি ও তার দু' কাপড়ের একটা সাদকাহ্ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই ব্যক্তি গত জুমু'আয় ছিন্ন বস্ত্রে এসেছিল, তখন আমি লোকদের সদকাহ্ করার আদেশ দিয়েছিলাম, তারা কাপড় দান করেছিল, তখন আমি একে সেখান থেকে দু'টো কাপড় দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম। তারপর এই ব্যক্তি এখন আসল, এবং আমি লোকদের সদকাহ্র আদেশ দিলাম, তো লোকটি তার দু'টো কাপড় থেকে একটা দান করে দিল। নবী ﷺ তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, তুমি তোমার কাপড় নিয়ে নাও।[১]

مُخَاطَبَةِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

ইমাম মিম্বরে থাকাবস্থায় মুসল্লীদের সম্বোধন করা

١٤١٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ *

১৪১২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী ﷺ

১. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অভাবী মানুষ প্রথমে নিজের অভাব দূর করবে, এরপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা সদকা করতে পারে।

-এর জুমু'আর দিনে খুতবা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি আসল। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না; তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং সালাত আদায় কর।

١٤١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى اِسْرَائِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُوْلُ اَنَّ ابْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَظِيْمَتَيْنِ *

১৪১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের উপর দেখেছি, এবং ইমাম হাসান (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর একবার হাসান (রা)-এর দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, নিশ্চয়ই আমার এ দৌহিত্র সর্দার হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তার দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা

١٤١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ حَفِظْتُ ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ مِنْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ *

১৪১৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - হারিছা ইব্ন নু'মান (রা)-এর কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজিদ,' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখ থেকে মুখস্থ করেছিলাম, যখন তিনি জুমু'আর দিনে মিম্বরের উপর ছিলেন।

بَابُ الْاِشَارَةِ فِى الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুতবায় ইশারা করা

١٤١٥. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

حُصَيْنٍ اَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ وَقَالَ مَازَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى هٰذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ *

১৪১৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত যে, বিশর ইব্ন মারওয়ান (রা) জুমু'আর দিন মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় উভয় হাত উঠালেন, তখন তাঁকে উমারা ইব্ন রুওয়ায়বা ছাকাফী (রা) তিরস্কার করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর থেকে বেশি কিছু করেন নি, আর তাঁর তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন।

بَابُ نَزُوْلِ الْاِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَقَطْعِهِ كَلَامَهُ وَرُجُوْعِهِ اِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা শেষ করার পূর্বে মিম্বর থেকে নেমে যাওয়া এবং তাঁর খুতবা বন্ধ করে দেওয়া, তারপর পুনরায় তা শুরু করা

١٤١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ فِيْهِمَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَ كَلَامَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِى قَمِيْصَيْهِمَا فَلَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قَطَعْتُ كَلَامِىْ فَحَمَلْتُهُمَا *

১৪১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আযীয (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়ন (রা) আগমন করলেন; তাঁদের পরিধানে দু'টি লাল কুর্তা ছিল। তাঁরা দুর্বলতা হেতু এদিক-ওদিক পড়ে যাচ্ছিলেন, তাই নবী ﷺ নেমে আসলেন এবং তাঁর খুতবা বন্ধ করে দিলেন, তিনি তাঁদের উভয়কে উঠিয়ে নিলেন ও মিম্বরের উপর ফিরে আসলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন ঃ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থ ঃ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা (৬৪ ঃ ১৫)। আমি এদের দুই জনকেই দেখলাম যে, তাদের কুর্তা নিয়ে তারা এদিক-ওদিক পড়ে যাচ্ছিল, কাজেই আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না, আমি আমার খুতবা বন্ধ করে দিলাম এবং তাদের উঠিয়ে নিয়ে আসলাম।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَقْصِيْرِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সংক্ষেপকরণ মুস্তাহাব হওয়া

١٤١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيْلُ الصَّلٰوةَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ وَلاَيَأْنَفُ اَنْ يَّمْشِىَ مَعَ الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِىَ لَهُ الْحَاجَةَ *

১৪১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিকির অত্যধিক পরিমাণে করতেন এবং অনর্থক কাজ একেবারেই করতেন না আর সালাত দীর্ঘ করতেন, ও খুতবা সংক্ষেপ করতেন, তিনি বিধবা ও গরীবদের সাথে চলা-ফেরায় সংকোচ বোধ করতেন না ; যাতে তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

بَابُ كَمْ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ খুতবা কতবার পাঠ করবে ?

١٤١٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَا رَاَيْتُهُ يَخْطُبُ اِلاَّ قَائِمًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الْاٰخِرَةَ *

১৪১৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে উঠাবসা করেছি। আমি তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছাড়া কখনো খুতবা দিতে দেখিনি। তিনি বসতেন, পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন ও দ্বিতীয় খুতবা পাঠ করতেন।

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই খুতবার মাঝে বসার দ্বারা বিরতি করা

١٤١٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ

الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ *

১৪১৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইটি খুতবা দিতেন দাঁড়ানো অবস্থায় এবং উভয়ের মাঝে বসার দ্বারা বিরতি করতেন।

بَابُ السُّكُوْتِ فِى الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই খুতবার মাঝখানের বসা অবস্থায় চুপ থাকা

١٤٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرٰى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ *

১৪২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বাযী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর দিনে দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিতেন তারপর বসতেন, যে বসাতে কথা বলতেন না। পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দ্বিতীয় খুতবা দিতেন। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসাবস্থায় খুতবা দিতেন তা হলে সে মিথ্যা বলল।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় খুতবায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা এবং যিকির করা

١٤٢١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلٰوتُهُ قَصْدًا .

১৪২১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন, পুনরায় দাঁড়াতেন ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করতেন। আর তাঁর খুতবা হত পরিমিত আকারের, এবং তাঁর সালাত হত মধ্যম প্রকারের।

بَابُ الْكَلاَمُ وَالْقِيَامُ بَعْدَ النُّزُوْلِ عَنِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর কথা বলা এবং দাঁড়ানো

١٤٢٢. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فَيَقُوْمُ مَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ اِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّى *

১৪২২. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বর থেকে অবতরণ করার পর কেউ তাঁর সামনে আসলে তিনি তার সাথে কথা বলতেন এবং নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন, তারপর তাঁর সালাতের স্থানে এসে সালাত আদায় করে নিতেন।

عَدَدُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সালাতের (রাকাআত) সংখ্যা

١٤٢٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى قَالَ قَالَ عُمَرُ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى لَيْلٰى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ *

১৪২৩. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, জুমু'আর সালাত দু'রাকআত, ঈদুল ফিত্‌রের সালাত দু'রাকআত, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকআত এবং সফরের অবস্থার সালাতও দু'রাকআত। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ভাষ্য মতে সে দু'রাকআতই পূর্ণ সালাত, সংক্ষেপ নয়। আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা উমর (রা) থেকে শুনেন নি।

اَلْقِرَاءَةُ فِى صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ

জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ এবং মুনাফিকুন পড়া

١٤٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُخَوَّلٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِيْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ وَفِى صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ *

১৪২৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা সান'আনী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিনে ফজরের সালাতে الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ পাঠ করতেন, আর জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করতেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

৪০. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করা

١٤٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ *

১৪২৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পড়তেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فِى الْقِرَاءَةِ فِى صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর সালাতের কিরাআতে নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার পার্থক্য

١٤٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهِ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ *

১৪২৬. কুতায়বা (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র) নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, জুমু'আর দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা জুমু'আর পরে কোন্ সূরা পাঠ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করতেন।

١٤٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَ الْجُمُعَةُ فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِيْهِمَا جَمِيْعًا *

১৪২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করতেন। আর কখনো কখনো ঈদ এবং জুমু'আ একত্রিত হয়ে যেত তখন ঈদ এবং জুমু'আর উভয় সালাতে ঐ দুই সূরা পড়তেন।

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল

١٤٢٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ *

১৪২৮. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের এক রাক'আত পেল সে ব্যক্তি জুমু'আ পেল।

عَدَدُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِى الْمَسْجِدِ

জুমু'আর পরে মসজিদে সালাতের সংখ্যা

١٤٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا *

১৪২৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করে তখন সে যেন তার পরে চার রাক'আত সালাত আদায় করে।

صَلٰوةُ الْاِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর পরে ইমামের সালাত আদায় করা

١٤٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَايُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ *

১৪৩০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর পরে কোন সালাত আদায় করতেন না, যতক্ষণ না ঘরে ফিরে আসতেন, তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٤٣١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ *

১৪৩১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিমের পিতা (ইব্‌ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর পরে তাঁর ঘরে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

بَابُ اِطَالَةِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর পরের দু'রাক'আত সালাত দীর্ঘ করা

١٤٣٢. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَاَنَا

شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يُطِيْلُ فِيْهِمَا وَيَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ *

১৪৩২. আবদা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুমু'আর পরে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং তা দীর্ঘ করতেন। তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাই করতেন।

ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِى يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ঐ মুহূর্তের উল্লেখ যে মুহূর্তে জুমু'আর দিনে দোয়া কবূল করা হয়

١٤٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ الطُّوْرَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَثْتُ اَنَا وَهُوَ يَوْمًا اُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِى عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِىَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيْخَةً حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ اِلاَّ ابْنَ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَيُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ يَوْمٌ فِى كُلِّ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَلْ هِىَ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَاَ كَعْبٌ التَّوْرٰةَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ بَصْرَةَ بْنَ اَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِىَّ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ قُلْتُ مِنَ الطُّوْرِ قَالَ لَوْ لَقِيْتُكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَهُ لَمْ تَاْتِهِ قُلْتُ لَهُ وَلِمَ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُعْمَلُ الْمَطِىُّ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِىْ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقُلْتُ لَوْرَاَيْتَنِى خَرَجْتُ اِلَى الطُّوْرِ فَلَقِيْتُ كَعْبًا فَمَكَثْتُ اَنَا وَهُوَ يَوْمًا اُحَدِّثُهُ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِى عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ
تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِىَ
تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيْخَةً حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ اِلاَّ ابْنَ
اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ وَّهُوَ فِى الصَّلٰوةِ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ
اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ يَوْمٌ فِى كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ
كَعْبٌ قُلْتُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ
فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَدَقَ كَعْبٌ اِنِّى لَاَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَقُلْتُ يَا اَخِى حَدِّثْنِى بِهَا
قَالَ هِىَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ اَلَيْسَ قَدْ
سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَّهُوَ فِى الصَّلٰوةِ وَلَيْسَتْ
تِلْكَ السَّاعَةَ صَلٰوةٌ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى
وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ لَمْ يَزَلْ فِى صَلٰوتِهِ حَتّٰى تَاْتِيَهُ الصَّلٰوةُ الَّتِى
تُلاَقِيْهَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ كَذٰلِكَ *

১৪৩৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা তূর নামক স্থানে আসলাম। তথায় আমি কা'ব (রা)-কে পেলাম, সেখানে আমি এবং তিনি একদিন অবস্থান করলাম। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতাম, আর তিনি আমাকে 'তাওরাত' থেকে বর্ণনা করতেন। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, জুমু'আর দিন। সেই দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে অবতরণ করানো হয়েছে, সে দিনই তাঁর তওবা কবূল করা হয়েছে, সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠে বনী আদম ছাড়া এমন কোন জীব-জন্তু নেই যা জুমু'আর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে না থাকে। সেই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে কোন মু'মিন সালাতে রত থাকা অবস্থায় তা পেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে যদি সেই সময় কোন কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে নিশ্চয় তা দেবেন। তারপর কা'ব জিজ্ঞাসা করলেন, সেই মুহূর্তটি প্রতি বছর কি একদিনই হয় ? আমি বললাম, বরং তা প্রতি জুমু'আর দিনেই হয়। তখন কা'ব তাওরাত থেকে পাঠ করলেন, তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্যিই বলেছেন, তা প্রত্যেক জুমু'আর দিনেই হয়। তখন আমি বের হলে বসরা ইব্‌ন আবূ বসরা গিফারী (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, তুমি কোথা থেকে আসছ ? আমি বললাম, 'তূর' থেকে। তিনি

বললেন, যদি তোমার সেখানে যাওয়ার পূর্বে তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো, তা হলে তুমি সেখানে যেতে না। আমি তাঁকে বললাম, তুমি এমন কথা কেন বলছ ? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাস। তারপর আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি আমাকে দেখতেন যে, আমি 'তূর' নামক স্থানে গিয়েছি ও কা'ব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আর আমি এবং তিনি একদিন সেখানে অবস্থান করেছি। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাতাম আর তিনি আমাকে তাওরাত থেকে বর্ননা করে শুনাতেন। তখন আমি তাঁকে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দিন যাতে সূর্য উদিত হয় জুমু'আর দিন। সেই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনই তাঁকে জান্নাত থেকে অবতরণ করানো হয়েছে, সে দিনই তাঁর তওবা কবূল করা হয়েছে, সে দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং সে দিনই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। ভূ-পৃষ্ঠে বনী আদম ছাড়া এমন কোন জীব-জন্তু নেই, জুমু'আর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে উৎকর্ণ হয়ে না থাকে। সেই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে কোন মু'মিন সালাতে রত থাকা অবস্থায় তা পেয়ে আল্লাহর কাছে যদি সেই সময় কোন কিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ তাঁকে তা নিশ্চয় দেবেন। কা'ব (রা) বলেছেন, সেই দিনটি প্রতি বছর একদিনই হয়, তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, কা'ব (রা) সত্য বলেনি। আমি (আবূ হুরায়রা) বললাম, তারপর কা'ব (রা) পুনরায় (তওরাত) পড়লেন। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্যই বলেছেন, সেই মুহূর্তটি প্রত্যেক জুমু'আর দিনেই হয়। তখন আব্দুল্লাহ (রা) বললেন, কা'ব (রা) সত্যই বলেছেন, আমি সেই মুহূর্তটি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছি। আমি বললাম, হে আমার ভাই! আপনি আমাকে সেই মুহূর্তটি সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তা হল জুমু'আর দিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে শেষ সময়। তখন আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেননি যে, কোন মু'মিন ব্যক্তি সালাতে রত থাকা অবস্থায় তা পায় (এবং সে সময় কোন্ দোয়া করলে আল্লাহ্ কবুল করেন) অথচ সে সময় তো কোন সালাত নেই। তিনি বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুননি যে, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে এবং বসে বসে পরবর্তী সালাতের অপেক্ষায় থাকে, সে ব্যক্তি সালাতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কাছে পরবর্তী সালাত উপস্থিত হয়। আমি বললাম, কেন নয় ? নিশ্চয়! তিনি বললেন, এটাও সেই রকমই।

١٤٣٤. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَّيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ *

১৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে কোন মুসলিম বান্দা উক্ত মুহূর্তটি পেয়ে আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে তা নিশ্চয় দেবেন।

١٤٣٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَّيُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُّصَلِّى يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا. قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَنَعْلَمُ اَحَدًا حَدَّثَ بِهٰذَ الْحَدِيْثِ غَيْرَ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اِلاَّ اَيُّوْبَ بْنَ سُوَيْدٍ فَاِنَّهُ حَدَّثَ بِهٖ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَّ اَبِىْ سَلَمَةَ وَاَيُّوْبُ ابْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ *

১৪৩৫. আমর ইব্‌ন যুরারাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, নিশ্চয় জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, কোন মুসলিম বান্দা সেই সময়টি পেয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তা দেবেন। (আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছিলেন যে, এ মুহূর্তটি সংকীর্ণ।

كِتَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ

অধ্যায় ঃ সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা

كِتَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ

অধ্যায় ঃ সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা

١٤٣٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى ابْنِ اُمَّيَةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ *

১৪৩৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বললাম ঃ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থঃ যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিৎনা সৃষ্টি করবে তবে, সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। (১৯ ঃ ৪) এখন তো মানুষ (কাফিরদের ফিৎনা থেকে) নিরাপদ আছে ! তখন উমর (রা) বললেন, আমিও সে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছি, তুমি যে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছ। তাই আমি সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এ হল একটি দান বিশেষ ঃ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রদান করেছেন। অতএব, তাঁর দানকে কবূল করে নাও।

١٤٣٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِنَّا نَجِدُ صَلٰوةَ الْحَضَرِ وَصَلٰوةَ الْخَوْفِ فِى الْقُرْاٰنِ وَلاَ نَجِدُ صَلٰوةَ السَّفَرِ فِى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ اَخِىْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ

وَجَلَّ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا وَ اِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَاَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ *

১৪৩৭. কুতায়বা (র) - - - - উমাইয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বললেন, আমরা তো বাড়ীতে অবস্থানকালীন এবং সংকটকালীন সময়ের সালাতের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই, কিন্তু সফরকালীন সালাতের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই না। তখন ইব্ন উমর (রা) তাঁকে বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ -কে পাঠিয়েছেন এমতাবস্থায় যে, আমরা তখন কিছুই জানতাম না। আমরা তদ্রূপই করি যেরূপ মুহাম্মদ ﷺ -কে করতে দেখতাম।

١٤٣٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لاَيَخَافُ اِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ *

১৪৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে বের হলেন, তিনি রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতেন না। (এতদসত্ত্বেও) তিনি সালাত দু' রাকআতই আদায় করতেন।

١٤٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ لاَنَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ نُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ *

১৪৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মক্কা এবং মদীনার মধ্যে সফর করতাম, তখন আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতাম না। এতদসত্ত্বেও আমরা সালাত দু' রাকআতই আদায় করতাম।

١٤٤٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَنَا اَفْعَلُ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ *

১৪৪০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ------ ইব্‌নুস সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে যুলহুলায়ফাতে সালাত দু'রাকআত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন. আমি তদ্রুপই করছি যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে করতে দেখেছি।

١٤٤١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوا عَوَانَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتّٰى رَجَعَ فَاَقَامَ بِهَا عَشْرًا *

১৪৪১. কুতায়বা (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে বের হলাম। তিনি প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সর্বদাই সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন। তিনি মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলেন।

١٤٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَبِى اَنْبَاَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ وَهُوَ السُّكَّرِىُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا *

১৪৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা) ---- আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে এক সফরে সালাত দু'রাকআত আদায় করলাম, আর আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সাথেও (সফরে) দু'রাকআত আদায় করেছি।

١٤٤٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ ﷺ *

১৪৪৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) ---- উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর সালাত দু'রাকআত, ঈদুল ফিত্‌রের সালাত দু'রাকআত, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকআত আর সফরের সালাত দূ'রাকআতই পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ নয়। নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে।

١٤٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ

اَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَهُوَ ابْنُ عَائِذٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ اَبِى الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فُرِضَتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ اَرْبَعًا وَّصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً *

১৪৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াহ্ব (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে বাড়ীতে অবস্থানকালীন সালাত্ চার রাকআত, আর সফরকালীন সালাত দু'রাকআত, এবং সংকটকালীন সময়ের সালাত এক রাকআত ফরয করা হয়েছে।

١٤٤٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلٰوةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَّفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً *

১৪৪৫. ইয়া'কূব ইব্ন মাহান (র) ---- ইব্ন অব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে আল্লাহ্ তা'আলা বাড়ীতে অবস্থানকালীন সময়ে চার রাকআত, সফরকালীন দু'রাকআত এবং সংকটকালীন এক রাকআত সালাত ফরয করেছেন।

بَابُ الصَّلٰوةِ بِمَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় সালাত আদায় করা

١٤٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ اُصَلِّىَ بِمَكَّةَ اِذَا لَمْ اُصَلِّ فِىْ جَمَاعَةٍ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ *

১৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) ---- মূসা ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি মক্কায় কিভাবে সালাত আদায় করব যখন আমি জামাআতে সালাত আদায় না করি? তিনি বললেন, দু'রাকআত আদায় করবে, এটাই আবুল কাসেম ﷺ -এর সুন্নাত।

١٤٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا

سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُوْسَى بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَفُوْتُنِى الصَّلٰوةُ فِىْ جَمَاعَةٍ وَّاَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَاتَرٰى اَنْ اُصَلِّىَ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১৪৪৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (রা) - - - - মূসা ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এরপর আমি জামাআতে সালাত পেলাম না, তখন আমি "বাথহা" নামক স্থানে ছিলাম। তা কিরূপে আদায় করা সমীচীন মনে করেন? তিনি বললেন, দু'রাকআত আদায় করবে, এটাই আবুল কাসেম ﷺ -এর সুন্নাত।

بَابُ الصَّلٰوةِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় সালাত আদায় করা

١٤٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى اٰمَنَ مَاكَانَ النَّاسُ وَاَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৮. কুতায়বা (র) - - - - হারিছা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ -এর সাথে মিনায় দু'রাকআত সালাত আদায় করলাম অথচ মানুষ তখন অধিক নিরাপদ ছিল।

١٤٤٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ ح وَاَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى اَكْثَرَ مَاكَانَ النَّاسُ وَاٰمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - হারিছা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে মিনায় দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, অথচ তখন মানুষ অধিক নিরাপদ ছিল।

١٤٥٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ بِمِنًى وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهِ .

১৪৫০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিনায় দু'রাকআত সালাত আদায় করেছি এবং আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সাথেও আর উসমান (রা)-এর সাথেও দু' রাকআত আদায় করেছি তাঁর খিলাফতের প্রথম যামানায়।

١٤٥١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ ح وَاَنْبَانَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ بِمِنًى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫১. কুতায়বা এবং মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি।

١٤٥٢. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلّٰى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا حَتّٰى بَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫২. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনায় চার রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং এ সংবাদ আব্দুল্লাহ (রা)-এর কাছে পৌছল। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাত দু'রাকআত আদায় করেছি।

١٤٥٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে মিনায় সালাত দু' রাকআত আদায় করেছি, আবূ বকর (রা)-এর সাথে এবং উমর (রা)-এর সাথেও সালাত দু' রাকআত আদায় করেছি।

١٤٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا اَبُوْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ .

১৪৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনায় সালাত দু' রাকআত আদায় করেছেন, আবূ বকর (রা) তা দু' রাকআত আদায় করেছেন, উমর (রা) তা দু' রাকআত আদায় করেছেন, আর উসমান (রা)-ও তা তাঁর খিলাফতের প্রথম যামানায় দু' রাকআত আদায় করেছেন।

بَابُ الْمَقَامُ الَّذِىْ يُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلٰوةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যতটুকু দূরত্বে সালাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করা যায়

١٤٥٥. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى بِنَارَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا قُلْتُ هَلْ اَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

১৪৫৫. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে বের হলাম। তখন তিনি আমাদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সালাত দু' রাকআত আদায় করতেন। আমি বললাম, তিনি কি মক্কায় অবস্থান করেছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা তথায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম।

١٤٥٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الاَسْوَدِ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫৬. আব্দুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ বসরী (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় পনের দিন অবস্থান করেছিলেন, তথায় তিনি সালাত দু' রাকআত দু' রাকআত আদায়

করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় ১৫ (পনের) দিন এবং বিদায় হজ্জের সময় ১০ (দশ) দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন।

١٤٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلٰثًا .

১৪৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক (র) - - - - আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুহাজির তার হজ্জ কর্ম সম্পাদনের পর তিন দিন অবস্থান করবে।

١٤٥٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلٰثًا .

১৪৫৮. আবু আব্দুর রহমান (র) - - - - আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মুহাজির মক্কায় হজ্জ কর্ম সম্পাদনের পর তিন দিন অবস্থান করবে।

١٤٥٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ الاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ قَصَرْتَ وَاَتْمَمْتُ وَاَفْطَرْتَ وَصُمْتُ قَالَ اَحْسَنْتِ يَاعَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَىَّ .

১৪৫৯. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহয়া সূফী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছে বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি সালাত সংক্ষিপ্ত আদায় করেছেন, আর আমি পরিপূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোযা রাখেন নি, কিন্তু আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন, তুমি ভালই করেছ হে আয়েশা (রা)। তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না।

تَرْكُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

সফরের সময় নফল সালাত ছেড়ে দেওয়া

١٤٦٠. اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لَايُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَقِيْلَ لَهُ مَا هٰذَا قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ *

১৪৬০. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) - - - - ওয়াবারা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) সফরে সালাত দু' রাকআত থেকে বেশী আদায় করতেন না, দু' রাকআতের আগেও কোন সালাত আদায় করতেন না এবং তার পরেও না। তখন তাঁকে বলা হল, এ কি রকম সালাত ? তিনি বললেন, এ রকমই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে করতে দেখেছি।

١٤٦١. اَخْبَرَنِيْ نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَاى قَوْمًا يُسَبِّحُوْنَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا اَوْ بَعْدَهَا لَا تْمَمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كَذٰلِكَ .

১৪৬১. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - ঈসা ইব্‌ন হাফ্‌স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি এক সফরে ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি জোহর এবং আসরে দু' রাকআত করে আদায় করলেন। তারপর তিনি তার বিছানায় ফিরে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, মুসল্লীরা তাসবীহ পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তাঁরা তাসবীহ পড়ছে। তিনি বললেন, যদি আমি এই দু'রাকআত ফরযের পূর্বে বা পরে নফল সালাত আদায় করতাম তাহলে এই দু' রাকআত ফরযকে পূর্ণ চার রাকআত আদায় করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে অবস্থান করেছি, তিনি সফরে দু'রাকআতের বেশী আদায় করতেন না। আমি আবূ বকর (রা) উমর (রা) ও উসমান (রা)-এরও সাহচর্য লাভ করেছি। তাঁরাও মৃত্যুও অবধি অনুরূপ করতেন।

كِتَابُ الْكُسُوْفِ كُسُوْفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

অধ্যায় ঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ

كِتَابُ الْكُسُوْفِ كُسُوْفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

অধ্যায় ঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ

١٤٦٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ *

১৪৬২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র হল আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন, কারো মৃত্যু এবং কারো জন্মের জন্য তাদের গ্রহণ হয় না, এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন।

التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْسِ

সূর্য গ্রহণের সময় তাসবীহ, তাকবীর এবং দোয়া করা

١٤٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ هُوَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مَسْعُوْدٍ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَتَرَامَى بِاَسْهُمٍ لِّى بِالْمَدِيْنَةِ اِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَجَمَعْتُ اَسْهُمِى وَقُلْتُ لاَنْظُرَنَّ مَا اَحْدَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ فَاَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِىْ ظَهْرَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَ يُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ *

১৪৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আমার তীর মারছিলাম, ইতিমধ্যে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন

আমি আমার তীরসমূহ একত্রিত করলাম এবং বললাম, আজ আমি অবশ্যই লক্ষ্য করব যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে কি নতুন বক্তব্য রাখেন। অতএব, আমি তাঁর পিঠের কাছাকাছি আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি তাসবীহ, তাকবীর এবং দোয়া করতে লাগলেন, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ কেটে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি দাঁড়ালেন এব[illegible] রাকআত সালাত আদায় করলেন, চারটি সিজদা করলেন।

اَلْاَمْرُ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْسِ

সূর্য গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ

١٤٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِّنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا .

১৪৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তারা হল আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে।

بَابُ الْاَمْرِ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্র গ্রহণের সময় সালাত আদায় করার নির্দেশ

١٤٦٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّ لٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا *

১৪৬৫. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে হয় না, বরং তারা হল আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে।

بَابُ الْاَمْرِ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ الْكُسُوْفِ حَتّٰى تَنْجَلِىَ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণের সময় সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ

١٤٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلِ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَلِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ *

১৪৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন কামিল মারওয়াযী (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। তাদের গ্রহণ কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে হয় না, অতএব, যখন তোমরা তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য আলোকিত না হয়।

١٤٦٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى انْجَلَتْ .

১৪৬৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ লেগে গেলে তিনি কাপড় সামলাতে সামলাতে দ্রুত চলে গেলেন ও দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। ইতিমধ্যে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল।

بَابُ الْاَمْرِ بِالنِّدَاءِ لِصَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন সময়ের সালাতের জন্য ডাক দেওয়ার নির্দেশ

١٤٦٨. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِىْ فَنَادٰى اَنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوْا وَاصْطَفُّوْا فَصَلّٰى بِهِمْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৪৬৮. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন আহবানকারীকে নির্দেশ দিলেন।

সে যেন আওয়াজ দেয় ; সালাত অনুষ্ঠিত হবে। তখন তাঁরা সবাই উপস্থিত হয়ে গেল এবং কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন চার রুকু ও চারটা সিজদাসহ।

بَابُ الصُّفُوْفِ فِى صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন সালাতে কাতারবন্দী হওয়া

١٤٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَآءَهُ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَّاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ .

১৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ অভিমুখে বের হয়ে গেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন ও তাকবীর বললেন। আর মানুষেরা তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি চার রুকুপূর্ণ করলেন এবং চার সিজদাও। আর তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল।

بَابُ كَيْفَ صَلٰوةُ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন সালাত কিরূপ ?

١٤٧٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عِنْدَ لِكُسُوْفِ الشَّمْسِ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَّعَنْ عَطَاءٍ مِّثْلُ ذٰلِكَ *

১৪৭০. ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য গ্রহণের জন্য (দু'রাকআত সালাতে) রুকু ও চারটি সিজদা করলেন।

١٤٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ

بْنُ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى فِى كُسُوْفٍ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْاُخْرٰى مِثْلُهَا *

১৪৭১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি গ্রহণের সময় সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তখন কিরাআত পড়লেন ও রুকু করলেন, তারপর পুনরায় কিরাআত পড়লেন ও রুকু করলেন। পুনরায় কিরাআত পড়লেন ও রুকু করলেন। তারপর কিরাআত পড়লেন, রুকু করলেন, তারপর সিজদা করলেন পুনরায় তার মত আর এক রাকআত আদায় করলেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আর এক প্রকার গ্রহণকালীন সালাত

١٤٧٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ نَمِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبَّاسٍ ح وَاَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ *

১৪৭২. আমর ইব্ন উসমান (র) ---- আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য গ্রহণের দিন সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি দু'রাকআতে চার রুকু এবং চার সিজদা করেছিলেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অন্য আর এক প্রকার সূর্য গ্রহণকালীন সালাত

١٤٧٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنُ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ اُصَدِّقُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُرِيْدُ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيْدًا يَقُوْمُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ

ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلْثَ رَكَعَاتٍ رَكَعَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى اَنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ يُغْشَى عَلَيْهِمْ حَتَّى اَنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهٖ وَلٰكِنْ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا فَاِذَا كَسَفَا فَافْزَعُوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَا *

১৪৭৩. ইয়া'কুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্যের গ্রহণ লাগলো। তখন তিনি মানুষদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি তাদের নিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর রুকু করলেন, আবার দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ করলেন, আবার দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ করলেন, এভাবে তিনি প্রতি রাকআতে তিন রুকূসহ দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তৃতীয় বার রুকূ পরে তিনি সিজদা করলেন। এমনকি কিছু লোক সেদিন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল। যে কারণে তাদের ওপর প্রচুর পানি ঢালা হয়েছিল। তিনি যখন রুকূ করতেন তখন বলতেন, "আল্লাহু আকবার" আর যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" তিনি সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত শেষ করলেন না। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা ও প্রশংসা করলেন এবং বললেন কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের দু'টো নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'আলা তদ্বারা তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। সুতরাং যখন তাদের গ্রহণ লাগে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও, তা আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত।

١٤٧٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ فِىْ صَلٰوةِ الْاٰيَاتِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِى اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قُلْتُ لِمُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَشَكَّ وَلاَمِرْيَةَ *

১৪৭৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ছয় রুকূ ও চার সিজদা দ্বারা দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমি মু'আয (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করছ? তিনি বললেন? নিঃসন্দেহে এবং নিঃসংশয়ে।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْهُ عَنْ عَائِشَةَ

আয়েশা (রা) থেকে আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِىَ اَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا هُوَ اَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا حَتّٰى يُفْرَجَ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُمْ لَقَدْ رَاَيْتُمُوْنِى اَرَدْتُ اَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِى جَعَلْتُ تَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَاَيْتُمُوْنِى تَاَخَّرْتُ وَرَاَيْتُ فِيْهَا ابْنَ لُحَىٍّ وَّهُوَ الَّذِىْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ *

১৪৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকবীর বললেন, মুসল্লীরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ করলেন। এরপর মাথা উঠালেন ও বললেন, "সামি আল্লাহু লিমান হামিদা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" তারপর দাঁড়ালেন ও দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন, যা পূর্ববর্তী কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ করলেন, যা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, পরে বললেন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ" তারপর সিজদা করলেন। পরে দ্বিতীয়

রাকআতেও অনুরূপই করলেন। এভাবে তিনি চার রুকূ এবং চার সিজদা পূর্ণ করলেন, আর তাঁর সালাত সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। পরে তিনি দাঁড়ালেন ও লোকদের সামনে খুতবা দিলেন ও আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টো নিদর্শন। তাদের গ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না। অতএব, তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন তোমরা সালাত আদায় করতে থাকবে যাতে যতক্ষণ না তোমরা ভীতি মুক্ত হও। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি আমার এই দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে তোমাদের জন্য ওয়াদা কৃত সমুদয় বস্তু দেখতে পেয়েছি। তোমরা আমাকে দেখেছ যে, যখন আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন আমি জান্নাতের একটি মাথা ধরার ইচ্ছা করেছিলাম, যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে দেখলে, তখন আমি জাহান্নামকে দেখলাম যে, তার কিয়দংশ কিয়দংশকে খেয়ে ফেলছে। আর আমি তাতে ইব্ন লুহাইকেও দেখেছি, যে চতুষ্পদ জন্তুকে (পিঠে সওয়ার হওয়া, বোঝা বহন করানো ইত্যাদি কাজ থেকে অব্যাহিত দিয়ে) ছেড়ে দেওয়ার প্রথা চালু করেছিল।

١٤٧٦. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُوْدِيَ الصَّلٰوةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ *

১৪৭৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আওয়াজ দেওয়া হল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। লোকজন একত্রিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়ে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন চার রুকূর এবং চার সিজদা সহকারে।

١٤٧٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيٰوتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ

اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَزْنِىْ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِىْ اَمَتُهُ يَاأُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَّاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَاأَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا *

১৪৭৭. কুতায়বা (র) - - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূ দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর দাঁড়ালেন যার দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন এবং তা ছিল পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূ দীর্ঘায়িত করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন, এরপর দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করলেন। এভাবে সালাত শেষ করলেন। ইতিমধ্যে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তখন তিনি মানুষদের সামনে খুতবা দিলেন। তাতে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা এবং মহিমা প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবে এবং তাকবীর বলবে ও সাদকা করবে। পরে তিনি বললেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা কিংবা কোন মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হোক এ কাজ থেকে আল্লাহর চেয়ে কঠোর নিষেধকারী আর কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ্র শপথ! যদি তোমরা ঐ সকল বিষয়ে অবহিত হতে, যে বিষয়ে আমি অবহিত রয়েছি, তাহলে নিশ্চয় তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।

١٤٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتْهَا فَقَالَتْ اَجَارَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ لَيُعَذَّبُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا اِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ اِلَيْنَا نِسَاءٌ وَاَقْبَلَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنَّ رُكُوْعَهُ وَقِيَامَهُ دُوْنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيْمَا يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنَّا نَسْمَعُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

১৪৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মানুষদের কি কবরে আযাব দেওয়া হবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে কায়মনোবাক্যে পানাহ চাচ্ছি। আয়েশা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ কিছুক্ষণের জন্য বের হলেন, ইতিমধ্যে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আমরা হুজরা থেকে বের হয়ে গেলাম, এসময় আমাদের পাশে অনেক মহিলা একত্রিত হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছ ফিরে আসলেন তখন ছিল সূর্যোদয়ের এবং দ্বিপ্রহেরর মধ্যবর্তী সময়। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘ রুকূ করলেন, এরপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়িয়ে গেলেন, পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্তভাবে। তারপর রুকূ করলেন পূর্ববর্তী রুকূর থেকে সংক্ষিপ্ত। পরে সিজদা করলেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনুরূপই করলেন কিন্তু দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ এবং দাঁড়ানো প্রথম রাকআতের রুকূ এবং দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন এবং সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। যখন সালাত শেষ করলেন মিম্বরের উপর বসলেন এবং তাঁর খুতবার মধ্যে বললেন যে, নিশ্চয় মানুষ তাদের কবরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বললেন, আমরা তাঁকে এরপরে শুনতাম যে, তিনি কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٧٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ هُوَا الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ جَاءَتْنِى يَهُوْدِيَّةٌ تَسْاَلُنِى فَقَالَتْ اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِى الْقُبُوْرِ قَالَ عَائِذًا بِاللّٰهِ فَرَكِبَ مَرْكَبًا يَعْنِى فَانْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَكُنْتُ بَيْنَ الْحُجَرِ مَعَ نِسْوَةٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَّرْكَبِهِ فَاَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا اَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ اَيْسَرَ مِنْ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ اَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ اَيْسَرَ مِنْ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَامَ اَيْسَرَ مِنْ

قِيَامِهِ الْأَوَّلِ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

১৪৭৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি– আমার কাছে একজন ইয়াহুদী মহিলা এসে কিছু চাচ্ছিল। সে বলল, আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দান করুন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলেন, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষদের কি কবর আযাব দেওয়া হবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে (তা থেকে) পানাহ্ চাচ্ছি। তারপর তিনি বাহনে আরোহণ করলেন, ইতিমধ্যে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আমি অন্যান্য মহিলাদের সাথে হুজরা সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সওয়ারীর স্থান থেকে ফিরে এসে তাঁর সালাতের স্থানে আসলেন এবং মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর রুকূ করলেন আর রুকূকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও (পরবর্তী) দাঁড়ানোকেও দীর্ঘ করলেন। পুনরায় রুকূ করলেন এবং রুকূ দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে সিজদা করলেন এবং সিজদাকেও দীর্ঘ করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং এ দাঁড়ানো ছিল প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। তারপর রুকূ করলেন পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত। পরে তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন যা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। পরে রুকূ করলেন যা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন এবং তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতএব মোট চার রুকূ এবং চার সিজদা হল। আর (ইত্যবসরে) সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের কবরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এর পরে কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাইতে শুনেছি।

١٤٨٠. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِيْ كُسُوْفٍ فِيْ صُفَّةِ زَمْزَمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ *

১৪৮০. আব্দাহ্ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য গ্রহণের সময় যমযমের নিকটস্থ ময়দানে চার রুকূ এবং চার সিজদাসহ সালাত আদায় করেছিলেন।

١٤٨١. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذٰلِكَ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كَانُوا يَقُوْلُوْنَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِّنْ عُظَمَائِهِمْ وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ يُرِيْكُمُوْهُمَا فَإِذَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوْا حَتَّى تَنْجَلِيَ .

১৪৮১. আবু দাউদ (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে ভীষণ গরমের দিনে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং দাঁড়ানোকে এত দীর্ঘয়িত করলেন যে, সাহাবীরা পড়ে যেতে লাগলেন। তারপর রুকূ করলেন এবং তাও দীর্ঘায়িত করলেন এরপর মাথা উঠালেন এবং তাও দীর্ঘায়িত করলেন। পরে রুকূ করলেন এবং তাও দীর্ঘায়িত করলেন, পরে মাথা উঠালেন, আর তাও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর দু'টো সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং অনুরূপ করলেন। আর কখনো সম্মুখে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং কখনো পেছনে সরে যেতে লাগলেন এভাবে মোট চার রুকূ এবং চার সিজদা হল। তাঁরা বলতেন যে, তাঁদের কোন বড় ব্যক্তির মৃত্যু ছাড়া চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না। অথচ সূর্য এবং চন্দ্র হল আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন যা আল্লাহ্ তোমাদের দেখান। অতএব যখন সূর্য গ্রহণ লাগে তখন তোমরা সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে।

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٨٢. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَ فَنُوْدِيَ الصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً قَالَتْ عَائِشَةُ مَارَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ .

১৪৮২. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি আদেশ দিলে আওয়ায দেওয়া হল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, দু'রুকূ এবং সিজদা দ্বারা। পরে দাঁড়ালেন ও সালাত আদায় করলেন দু' রুকূ এবং সিজদা দ্বারা। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনো এর চেয়ে দীর্ঘ কোন রুকূ এবং সিজদা করিনি।

١٤٨٣. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى طُعْمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ مَا سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُجُوْدًا وَّلاَ رَكَعَ رُكُوْعًا اَطْوَلَ مِنْهُ.

১৪৮৩. ইয়াহ্য়া ইব্ন উসমান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টো রুকূ এবং দু'টো সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং দু'টো রুকূ ও দু'টো সিজদা করলেন, পরে সূর্যের গ্রহণ ছেড়ে গেল। আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর থেকে দীর্ঘ কোন রুকূ এবং সিজদা করেন নি।

١٤٨٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَفْصَةَ مَوْلَى عَائِشَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَاَمَرَ فَنُوْدِىَ اَنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ فِىْ صَلٰوتِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَاقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجَدَ ثُمَّ جَلَسَ وَجُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ.

১৪৮৪. আবূ বক্র ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ হাফসা (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল, তখন তিনি উযূ করলেন এবং নির্দেশ দিলে আওয়ায দেওয়া হল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সালাতে দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি

অনুমান করলাম যে, তিনি সূরা বাকারা পড়েছিলেন, তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূকে দীর্ঘায়িত করলেন। এরপরে বললেন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" তারপর দাঁড়ালেন পূর্বের দাঁড়ানোর সমপরিমাণ কিন্তু সিজদা করলেন না। পরে রুকূ করলেন এবং সিজদা করলেন, এরপরে দাঁড়ালেন এবং পূর্বের মতই দু' রুকূ এবং সিজদা করলেন। তারপর বসলেন এবং সূর্যের গ্রহণও ছেড়ে গেল।

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٨٥. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى السَّائِبُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَامَ الَّذِيْنَ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَاَطَالَ الْجُلُوْسَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ فَصَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْجُلُوْسِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِىْ اٰخِرِ سُجُوْدِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْكِى وَيَقُوْلُ لَمْ تَعِدْنِىْ هٰذَا وَاَنَا فِيْهِمْ لَمْ تَعِدْنِىْ هٰذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا رَاَيْتُمْ كُسُوْفَ اَحَدِهِمَا فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ اُدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّى حَتّٰى لَوْ بَسَطْتُ يَدِى لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوْفِهَا وَلَقَدْ اُدْنِيَتِ النَّارُ مِنِّى لَقَدْ جَعَلْتُ اَتَّقِيْهَا خَشْيَةَ اَنْ تَغْشَاكُمْ حَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا امْرَاَةً مِّنْ حِمْيَرَ تُعَذَّبُ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ فَلاَهِىَ اَطْعَمَتْهَا وَ لاَهِىَ سَقَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَلَقَدْ رَاَيْتُهَا تَنْهَشُهَا اِذَا

اَقْبَلَتْ وَاِذَا وَلَّتْ تَنْهَشُ اَلْيَتَهَا وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَخَا بَنِى الدَّعْدَاعِ يُدْفَعُ بِعَصًا ذَاتَ شُعْبَتَيْنِ فِى النَّارِ وَحَتّٰى رَاَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ الَّذِىْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهٖ مُتَّكِأً عَلٰى مِحْجَنِهٖ فِى النَّارِ يَقُوْلُ اَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ *

১৪৮৫. হিলাল ইব্ন বিশ্র (র) - - - - আবূ সাইব (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরাও দাঁড়িয়ে গেল। তিনি দাঁড়ালেন আর দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর রুকূ করলেন আর রুকূকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন এবং সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও বসলেন, আর বসাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর সিজদা করলেন এবং এ সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি প্রথম রাকআতে যা যা করেছিলেন অর্থাৎ দাঁড়ানো, রুকূ, সিজদা, এবং বসা। তদ্রুপ দ্বিতীয় রাকআতেও করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতের শেষ সিজদায় ফুঁক মারতে লাগলেন এবং কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, (হে আল্লাহ!) আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকাকালীন তুমি তাদের এমনতরো আযাব দেওয়ার আমার কাছে ওয়াদা করনি, তোমার কাছে মাগফিরাত চাওয়াকালীন তুমি তো আমার কাছে তাদের আযাব দেওয়ার ওয়াদা করনি। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং মানুষদের লক্ষ্য করে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণগান করলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। অতএব, যখন তোমরা তাদের কোনটার গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহ্ তাআলার যিক্র অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হও। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় জান্নাত আমার নিকটবর্তী করে দেওয়া হয়েছিল যে, আমি যদি হস্ত প্রসারিত করতাম তাহলে আমি তার ফলরাশি ধরতে পারতাম, আর জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী করে দেওয়া হলো। আমি তাঁর থেকে বেঁচে থাকতে লাগলাম এই ভয়ে যে, তা তোমাদের বেহুঁশ করে ফেলে! আমি তাতে হিময়ার গোত্রের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে, যাকে সে বেঁধে রেখেছিল। তাকে যমীনের কীট-পতঙ্গ খাওয়ার জন্য ছেড়েও দিতনা আর তাকে সে খাদ্য ও পানিও দিত না, এমনকি বিড়ালটা মারা গিয়েছিল। আমি তাকে দেখতে পেলাম যে, বিড়ালটি ঐ মহিলাকে খামচাচ্ছে। যখনই সে তার দিকে মুখ করছে, আর যখন সে পিছনে ফিরছে, তখন তাঁর নিতম্বে খামচাচ্ছে। এমনকি আমি তাতে দা'দাগোত্রের জুতা চোর ভাইকেও দেখেছি, তাকে দু' শাখা বিশিষ্ট একটি লাঠি দ্বারা ঠেলে দু'মখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি আরও তাতে মাথা বাঁকা লাঠি ওয়ালা মানুষটিকে দেখেছি, যে বক্র মাথা লাঠি দ্বারা হাজীদের মাল চুরি করত। দেখতে পেলাম, সে জাহান্নামে বক্র মাথা লাঠিতে ঠেস দিয়ে বলছে, আমি বক্র মাথা লাঠি দ্বারা চুরি করতাম।

١٤٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ

سَبْلاَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُوْدَ وَهُوَ دُوْنَ السُّجُوْدِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَفَعَلَ فِيْهِمَا مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيْهِمَا مِثْلَ ذٰلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلَى الصَّلٰوةِ *

১৪৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন তারপর রুকূ করলেন আর রুকূও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানোকেও দীর্ঘায়িত করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূকেও দীর্ঘায়িত করলেন, কিন্তু পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন আর সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করলেন। পরে তাঁর মাথা উঠালেন এবং সিজদা করলেন। আর সিজদাও দীর্ঘায়িত করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী সিজদা থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর দাঁড়ালেন ও দু' রুকূ করলেন এবং তাতেও পূর্বের ন্যায় করলেন। তারপর দু'টা সিজদা করলেন এবং তাতেও পূর্বের ন্যায় করলেন। এভাবে তিনি তাঁর সালাত থেকে অবসর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। নিশ্চয় কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন দ্রুত আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং সালাতের প্রতি ধাবিত হবে।

نَوْعٌ اٰخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٨٧. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَعْلَبَتُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِىُّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ

فِىْ خُطْبَتِه حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ بَيْنَا اَنَا يَوْمًا وَّغُلَامٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِىْ غَرَضَيْنِ لَنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحَيْنِ اَوْثَلَاثَةٍ فِىْ عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْاُفُقِ اَسْوَدَّتْ فَقَالَ اَحَدُنَا لِصَاحِبِه انْطَلِقْ بِنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللّٰهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هٰذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اُمَّتِه حَدَثًا قَالَ فَدَفَعْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَوَافَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ قَالَ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلّٰى فَقَامَ كَاَطْوَلِ قِيَامٍ مَّاقَامَ بِنَا فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهٗ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَاَطْوَلِ رُكُوْعٍ مَارَكَعَ بِنَا فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَاَطْوَلِ سَجُوْدٍ مَا سَجَدَ بِنَا فِىْ صَلَاةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَّةِ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمْسِ جُلُوْسَهُ فِى الرَّكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَشَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَشَهِدَ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ مُخْتَصَرٌ *

১৪৮৭. হিলাল ইব্ন আলা (র) - - - - আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসরার অধিবাসী ছা'লাবা ইব্ন আব্বাদ আবদী (র) একদিন সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা)-এর খুতবায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর খুতবায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। সামুরা (রা) বললেন, আমি এবং এক আনসারী গোলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একদিন আমাদের লক্ষ্যস্থলে তীর নিক্ষেপ করছিলাম। ইতিমধ্যে যখন সূর্য দিগন্তে দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে দুই কি তিন বর্শার পরিমাণ মাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল, তা কাল হয়ে গেল। তখন আমাদের একজন তাঁর সাথীকে বলল, তুমি আমাদের সাথে মসজিদে চল। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্যের এ অবস্থা তাঁর উম্মাতের জন্য কোন নতুন ঘটনার ইঙ্গিতবহ। তিনি বলেন, তখন আমরা মসজিদে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পেলাম যে, তিনি লোকদের নিকট বের হয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অগ্রসর হয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। তিনি সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাদের নিয়ে সালাতে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন নি। তাঁর কোন আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তিনি আমাদের সহ এত দীর্ঘ রুকূ করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন সালাতে আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘায়িত রুকূ করেন নি। আমরা তাঁর কোন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন সালাতে এরূপ দীর্ঘ সিজদা করেন নি। তাঁর কোন আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তিনি অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকআতেও করলেন। তিনি বলেন, তাঁর দ্বিতীয় রাকআতে বসা অবস্থায় সূর্যের আলো

বিকশিত হয়ে গেল। পরে তিনি সালাম ফিরালেন এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন এবং এ কথার সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নেই এবং এ কথারও সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (সংক্ষিপ্ত)

نَوْعٌ اُخَرُ

অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা

١٤٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا حَتَّى اَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى اُنْجَلَتْ فَلَمَّا اَنْجَلَتْ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَنْكَسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِّنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلَكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا بَدَا لِشَىْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ .

১৪৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাপড় সামলাতে সামলাতে বের হয়ে মসজিদে পৌছে গেলেন এবং আমাদের নিয়ে এভাবে সালাত আদায় করতে থাকলেন যে, সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, মানুষেরা ধারণা করে যে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণেই হয়ে থাকে, কিন্তু ব্যাপারে তা নয়। কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তারা হল আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। যখন আল্লাহ্র তাআলা তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি তাঁর নূরে বহিঃপ্রকাশ ঘটান, তখন ঐ সৃষ্টি তাঁর অনুগত হয়ে যায় (অর্থাৎ তার আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়)। অতএব, তোমরা যখন তা দেখ, তখন সালাত আদায় কর, তোমাদের আদায়কৃত ফরয সালাতের মধ্যে সম্প্রতি আদায়কৃত সালাতের (ফজরের সালাতের) মত।

١٤٨٩. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ اَنَّ جَدَّهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ الْوَازِعِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِىُّ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلاَلِىِّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ اِذْ ذَاكَ مَعَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَهُمَا فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلاَءَ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِّنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا .

১৪৮৯. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কুব (র) - - - - কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মদীনায় ছিলাম। তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাপড় সামলাতে সামলাতে বের হলেন। তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তা এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, তাঁর সালাতের সমাপ্তির সাথে সাথে সূর্যের আলো বিকশিত হয়ে গেল। তারপর তিনি আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন। তারপর বললেন যে, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। নিশ্চয় কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখন তার কোন কিছু দেখতে পাও, তখন সালাত আদায় কর তোমাদের সম্প্রতি আদায়কৃত (ফজরের সালাত) ফরয সালাতের ন্যায়।

١٤٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ اَنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلّٰى نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلٰكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِىْ خَلْقِهِ مَاشَاءَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا تَجَلّٰى لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ فَاَيُّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِىَ اَوْ يُحْدِثَ اللّٰهُ اَمْرًا.

১৪৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - কাবীসা হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন নবী ﷺ দু'রাকআত, দু'রাকআত করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না বরং তারা হল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বস্তু সমূহের মধ্যে দু'টি বস্তু, আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা নব নব সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুতে তাঁর নূরের বহিঃপ্রকাশ ঘটান তখন তা তাঁর অনুগত হয়ে যায় (অর্থাৎ সেই বস্তুর আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়)। অতএব সূর্য এবং চন্দ্রে যদি নতুন কিছু ঘটে, তবে তোমরা সালাত আদায় করতে থাকবে, তা আলোকিত হওয়া অথবা আল্লাহ্ তাআলার নতুন কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

١٤٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلوٰةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا .

১৪৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সূর্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ লেগে যায়, তখন তোমরা সম্প্রতি আদায়কৃত সালাতের ন্যায় সালাত আদায় কর।

١٤٩٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ الاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلوٰتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

১৪৯২. আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) ---- নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সূর্য গ্রহণ লেগে গেল, তখন আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করলেন। তিনি রুকূ ও সিজদাও করলেন।

١٤٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلاً اِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ اَهْلِ الاَرْضِ وَاِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا خَلِيْقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللّٰهُ فِىْ خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَاَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتّٰى يَنْجَلِىَ اَوْيُحْدِثَ اللّٰهُ اَمْرًا *

১৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন অতি দ্রুত মসজিদ অভিমুখে বের হয়ে গেলেন, তখন সূর্য গ্রহণ লেগে গিয়েছিল। তারপর এমনিভাবে সালাত আদায় করলেন যে, সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তারপর বললেন, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা বলত যে, পৃথিবীর কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না। অথচ কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না, বরং তারা আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুসমূহের দু'টি বস্তু। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর

সৃষ্টিতে যা যা ইচ্ছা নব নব সৃষ্টি করেন। অতএব সূর্য এবং চন্দ্রের কারো যদি গ্রহণ লেগে যায়, তবে তোমরা সালাত আদায় করতে থাকবে, তা আলোকিত হওয়া অথবা আল্লাহ্ তাআলার নতুন কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

١٤٩٤. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى اِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْكَشَفَتْ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا عِبَادَهُ وَاِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَابِكُمْ وَ ذٰلِكَ اَنَّ ابْنًا لَهُ مَاتَ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ نَاسٌ فِىْ ذٰلِكَ *

১৪৯৪. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) ---- আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম, ইতিমধ্যে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাদর সামলাতে সামলাতে বের হয়ে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অন্যান্য লোকেরাও মসজিদে একত্রিত হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের নিয়ে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন, যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল তিনি বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন, আল্লাহ তাআলা তদ্বারা বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। আর কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে। তোমাদের মধ্যে যে ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে যায়। তা হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক ছেলে ইবরাহীম (রা) মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, সূর্যের গ্রহণ তাঁর মৃত্যুর কারণেই হয়েছে।

١٤٩٥. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلٰوتِكُمْ هٰذِهِ وَذَكَرَ كُسُوْفَ الشَّمْسِ .

১৪৯৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) ---- আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের সদ্য সমাপ্ত সালাতের ন্যায় দু'রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন আর তখন সূর্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করলেন।

قَدْرُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

সূর্য গ্রহণকালীন সালাতে কিরাআতের পরিমাণ

١٤٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرَاَ نَحْوًا مِّنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَ هُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَ هُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَّهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلَى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ *

১৪৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ লেগে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। অন্যান্য মানুষও তাঁর সাথে ছিল, তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাতে সূরা বাকারার পরিমাণ কিরাআত আদায় করলেন। তিনি বলেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন আর তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, তারপর সিজদা করলেন, পরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর দীর্ঘক্ষণ

রুকূ করলেন, আর তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, এরপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন আর তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। পুনরায় দীর্ঘ রুকূ করলেন, আর তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন, আর এভাবে সালাত শেষ করলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন, কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন আল্লাহ্র স্মরণ করবে। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা দেখলাম যে, আপনি আপনার এ স্থানে কোন কিছু ধরতে চাইলেন। তারপর আপনাকে দেখলাম যে, আপনি পিছু হটে গেলেন। তিনি বললেন, আমি জান্নাত দেখলাম অথবা আমাকে তা দেখানো হলো। আমি তা থেকে একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে চাইলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে অবশ্যই তোমরা তা থেকে পৃথিবী বিদ্যমান থাকা অবধি খেতে পারতে, আর আমি জাহান্নামও দেখলাম। আমি আজ যে দৃশ্য দেখেছি তা আর কখনো দেখিনি। আর আমি তার অধিকাংশ অধিবাসী নারীদেরকে দেখেছি, তাঁরা বলল, (এরূপ) কেন ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, তাদের নাশোকরীর কারণে। বলা হল, তারা কি আল্লাহ্র না শোকরী করে ? তিনি বললেন, তারা স্বামীর না শোকরী করে, তারা অনুগ্রহের না শোকরী করে। যদি তুমি তাদের কারো প্রতি সুদীর্ঘকাল অনুগ্রহ করে থাক, তারপর যদি তোমার কাছে অমনোপূত সামান্য কোন কিছুও দেখতে পায়, তাহলে বলবে, আমি তোমার কাছে মনোপূত কোন কিছু কখনো দেখিনি।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া

١٤٩٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ كُلَّمَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *

১৪৯৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন চার সিজদা দ্বারা এবং তাতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়েছিলেন। যখন মাথা তুলতেন বলতেন, "সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ।"

تَرْكُ الْجَهْرِ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ

গ্রহণকালীন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাআত না পড়া

١٤٩٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ لاَنَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا *

১৪৯৮. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে সূর্য-গ্রহণকালীন সালাত আদায় করলেন, আমরা (তাতে) তাঁর আওয়াজ শুনিনি।

بَابُ الْقَوْلِ فِى السُّجُوْدِ فِىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন সালাতে সিজদায় কথা বলা

١٤٩٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَاَسِبُهُ قَالَ فِى السُّجُوْدِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَجَعَلَ يَبْكِىْ فِىْ سُجُوْدِهٖ وَيَنْفُخُ وَيَقُوْلُ رَبِّ لَمْ تَعِدْنِى هٰذَا وَاَنَا اَسْتَغْفِرُكَ لَمْ تَعِدْنِى هٰذَا اَنَا فِيْهِمْ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتّٰى لَوْمَدَدْتُ يَدِىْ تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوْفِهَا وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ اَنْفُخُ خَشْيَةَ اَنْ يَّغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَرَأَيْتُ فِيْهَا سَارِقَ بَدَنَتَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتُ فِيْهَا اَخَا بَنِىْ دُعْدُعٍ سَارِقُ الْحَجِيْجِ فَاِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ هٰذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ وَرَاَيْتِ فِيْهَا امْرَاَةً طَوِيْلاً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ وَاَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهٖ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا انْكَسَفَتْ اِحْدَاهُمَا اَوْ قَالَ فَعَلَ اَحَدُهُمَا شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

১৪৯৯. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন, আর

দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর রুকূ করলেন আর রুকূকেও দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং তাও (দাঁড়ানো) দীর্ঘায়িত করলেন। রাবী শু'বা (র) বলেন, আমি মনে করি যে, তিনি সিজদার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন এবং তিনি সিজদায় ফুঁফিয়ে ফঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 'হে রব! আমি তোমার কাছে মাগফিরাত চাওয়াকালীন তুমি তো এরূপ আযাবের ওয়াদা করনি? আমি তাদের মাঝে অবস্থানকালীন তুমি তো আমার কাছে এরূপ আযাবের প্রতিশ্রুতি করনি।' যখন তিনি সালাত আদায় করে নিলেন তখন বললেন, আমার সামনে জান্নাত উপস্থাপন করা হলো, এমনকি যদি আমি হস্ত প্রসারিত করতাম তাহলে তার ফল স্পর্শ করতে পারতাম। আমার সামনে জাহান্নামও উপস্থাপন করা হলো, আমি তাতে এই ভয়ে ফুঁক দিতে লাগলাম যে, তার তাপ তোমাদের গ্রাস করে ফেলে। আমি তাতে আমার (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর) দুই উটনীর চোরকেও দেখলাম, আর আমি তাতে দা'দা' গোত্রের এক ব্যক্তিকেও দেখলাম, যে হাজীদের মাল চুরি করত। যখন তার শাস্তি অনুভব হলো তখন সে বললো, এতো হল বক্র লাঠির কাজ। আমি তাতে এক দীর্ঘাকৃতির কৃষ্ণবর্ণের মহিলাকেও দেখলাম, তাকে এক বিড়ালের ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে সে খাদ্যও খাওয়াত না এবং পানিও পান করাত না এবং ছেড়েও দিত না সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারতো। এমনিভাবে বিড়ালটি মারা গিয়েছিল। আর চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে হয় না বরং তারা হল আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। অতএব, যখন তাদের কারো গ্রহণ লেগে যায় অথবা বলেছেন যে, তাদের কারো এমন ধরনের কিছু ঘটে যায় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও।

بَابُ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন সালাতে তাশাহ্হুদ পড়া ও সালাম ফিরানো

١٥٠٠. اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَمِرٍ اَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً فَنَادَى اِنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً مِثْلَ قِيَامِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً مِثْلَ رُكُوْعِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ

فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنَى مِنَ الْاُوْلَى ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَا اَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِيَ اَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلَى فِى الْقِيَامِ الثَّانِيْ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ اَدْنَى مِنْ سُجُوْدِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ فِيْهِمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَيَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ حَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاَيُّهُمَا خُسِفَ بِهِ اَوْ اَحَدُهِمَا فَافْزَعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذِكْرِ الصَّلٰوةِ *

১৫০০. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে আওয়াজ দিল যে, সালাত অনুষ্ঠিত হবে। অতএব লোকেরা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ করলেন। তাঁর কিয়ামের ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে "সামি আল্লাহু লিমান হামিদা" বললেন। পরে দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" বললেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ সিজদা করলেন তাঁর রুকূর ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ। তারপর তাকবীর বললেন ও তাঁর মাথা উঠালেন পরে তাকবীর বললেন ও সিজদায় গেলেন। তারপর তাকবীর বলে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে বললেন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" তারপর দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন কিন্তু তা দ্বিতীয় কিয়ামের প্রথম কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা"। পরে তাকবীর বললেন ও সিজদা করলেন আর তা তাঁর পূর্ববর্তী সিজদা থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাশাহুদ পড়লেন ও সালাম ফিরালেন। পরে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন। পরে বললেন, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না, বরং তারা হল আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। অতএব, তাদের যে কোন একটিতে যদি গ্রহণ লেগে যায়, তা হলে তোমরা সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও।

١٥٠١. اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا

نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكُسُوْفِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَفَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৫০১. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - আসমা বিন্ত আবূ বক্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার গ্রহণ কালে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। তারপর রুকূ করলেন আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। তারপর রুকূ করলেন আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং সিজদা করলেন আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। তারপর রুকূ করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং কিয়ামকেও দীর্ঘ করলেন। অতঃপর রুকূ করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। এরপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন। আর তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও সিজদা করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন ও সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন।

بَابُ الْقُعُوْدِ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন সালাত আদায় করার পর মিম্বরে বসা

١٥٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخُسِفَ بِالشَّمْسِ فَخَرَجْنَا اِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ اِلَيْنَا نِسَاءٌ وَاَقْبَلَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنَّ قِيَامَهُ وَرُكُوْعَهُ دُوْنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ

فِيمَا يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ مُخْتَصَرٌ *

১৫০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার কিছুক্ষণের জন্য বের হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন আমরা হুজরা অভিমুখে বের হয়ে গেলাম। আমাদের কাছে অন্যান্য মহিলারাও একত্রিত হয়ে গেল,আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও আমাদের কাছে আসলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়। তিনি কিয়াম করলেন এবং তা দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকূ করলেন এবং তাও দীর্ঘ করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ করলেন তাঁর (পূর্ববর্তী) রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত। এরপর সিজদা করলেন ও দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাতে অনুরূপই করলেন। কিন্তু তাঁর কিয়াম এবং রুকূ প্রথম রাকাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সিজদা করলেন আর সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। পরে যখন সালাম ফিরালেন, তখন মিম্বরের উপর বসলেন এবং তাঁর বক্তব্যে বললেন, মানুষ তাদের কবরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

بَابُ كَيْفَ الْخُطْبَةُ فِى الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহণকালীন (সালাতের পর) খুৎবার প্রকার

١٥٠٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلّٰى فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ. فَفَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ وَقَدْ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّزْنِىَ عَبْدُهُ اَوْ اَمَتُهُ يَااُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا *

১৫০৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি দাঁড়ালেন ও সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি কিয়ামকে খুব দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূকেও খুব দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন আর কিয়ামকেও খুব দীর্ঘ করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূকেও দীর্ঘ করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর সিজদা করলেন। পরে তাঁর মাথা উঠালেন আর কিয়ামকে দীর্ঘ করলেন। কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূকেও দীর্ঘ করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর মাথা উঠালেন এবং কিয়ামকে দীর্ঘ করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূকে দীর্ঘ করলেন আর তা পূর্ববর্তী রুকূ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর সিজদা করলেন। তারপর সালাত থেকে অবসর হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। এরপর তিনি মানুষদের লক্ষ্য করে খুতবা দিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলার তা'রীফ ও প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং সদকা করবে ও আল্লাহ্র স্মরণ করবে। তিনি আরও বললেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! কেউ আল্লাহ্ তাআলা থেকে বেশী আত্মমর্যাদাশীল নয় যে, তাঁর কোন বান্দা অথবা বাঁদী ব্যভিচার করবে। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।

١٥٠٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ الْحُفْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ .

১৫০৪. আহমদ ইব্‌ন সুলাইমান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খুৎবা দিলেন যখন সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। খুৎবাতে তিনি হাম্‌দ ও ছানার পর বললেন ঃ اَمَّا بَعْدُ ।

اَلْاَمْرُ بِالدُّعَاءِ فِى الْكُسُوْفِ

গ্রহণকালীন সময়ে দোয়ার নির্দেশ

١٥٠٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّوْنَ فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

أيَتَانِ مِنْ أيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَاِنَّهُمَا لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ فَاِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوْفَ اَحَدِهِمَا فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ مَابِكُمْ *

১৫০৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চাদর সামলাতে সামলাতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন, অন্যান্য মানুষজন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, যেমন অন্যরা আদায় করে থাকে। যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল তিনি আমাদের খুৎবা দিলেন এবং বললেন, চন্দ্র সূর্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন, তাদের দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। আর তাদের গ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে হয় না। অতএব, তোমরা যখন তাদের কারো গ্রহণ দেখবে, তখন তোমাদের ভীতি দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকবে এবং দোয়া করতে থাকবে।

اَلْاَمْرُ بِالْاِسْتِغْفَارِ فِى الْكُسُوْفِ

গ্রহণকালীন সময়ে ইস্তিগফারের নির্দেশ

١٥٠٦. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِىُّ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَقَامَ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّىْ بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَّرُكُوْعٍ وَّسُجُوْدٍ مَّارَاَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لاَتَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ *

১৫০৬. মূসা ইব্ন আব্দুর রহমান মাসরুকী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এই ভয়ে যে, কি জানি কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। তিনি দাঁড়ালেন এবং মসজিদে এসে গেলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে গেলেন। অতি দীর্ঘ কিয়াম, রুকূ এবং সিজদাসহ আমি তাঁকে কোন সালাতে কখনো অনুরূপ করতে দেখিনি। তারপর তিনি বললেন, এই সমস্ত নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন তা কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তা এই কারণে পাঠান, তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। অতএব তোমরা যখন তার কিছু দেখবে তখন যিকির, দোয়া এবং ইস্তিগফারে দ্রুত রত হবে।

كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় ঃ ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য দোয়া করা)

كِتَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় ঃ ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য দোয়া করা)

مَتٰى يَسْتَسْقِى الْاِمَامُ

ইমাম কখন ইস্তিস্কা করবেন?

١٥٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاۤءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاۤءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَى رُءُوْسِ الْجِبَالِ وَالْاَكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اِنْجِيَابَ الثَّوْبِ *

১৫০৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গবাদি পশুগুলো তো (ঘাস বিচালির সংকটজনিত কারণে) অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং এ কারণে রাস্তা ঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করলেন। ফলে আমাদের উপর এক জুমুআর দিন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় জুমুআর দিন অবধি (অনবরত) বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাড়ী-ঘর তো ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। আর (পানির আধিক্যের কারণে) রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদি পশুগুলোও (ঠাণ্ডার আধিক্যে হেতু) অর্কমণ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ, (তুমি এই বৃষ্টি) পাহাড় ও টিলার চূড়ায় চূড়ায় উপত্যকার মাঝে মাঝে এবং গাছ-পালার গোড়ায় গোড়ায় (বর্ষণ কর)। তখন মদীনার আকাশ থেকে মেঘ এমনভাবে সরে গেল যেমনভাবে পরিধানকারীর দেহ থেকে বস্ত্র খুলে যায়।

خُرُوْجُ الْاِمَامِ اِلَى الْمُصَلّٰى لِلْاِسْتِسْقَاءِ

ইমামের বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সালাতের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হওয়া

١٥٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِى عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِىْ اُرِىَ النِّدَاءَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا غَلَطٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ الَّذِىْ اُرِىَ النِّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ وَهٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ *

১৫০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মনসূর (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) যাকে আযান স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সালাতের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি কিবলা অভিমুখী হলেন ও তাঁর (পরিধেয়) চাদর উল্টিয়ে দিলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

بَابُ الْحَالِ الَّتِىْ يَسْتَحِبُّ لِلْاِمَامِ اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهَا اِذَا خَرَجَ

অনুচ্ছেদ ঃ বের হওয়াকালীন সময়ে ইমামের যে অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব

١٥٠٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كِنَانَةَ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ اَرْسَلَنِىْ فُلَانٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هٰذِهٖ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ *

১৫০৯. ইসহাক ইব্ন মনসূর ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালীদ ইব্ন আকাবা (রা) আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পাঠালেন, যেন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইস্তিস্কা সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বিনয় ও মিনতির সাথে ছিন্ন বস্ত্রে বের হয়েছিলেন এবং তোমাদের এই খুৎবার ন্যায় খুত্‌বা না দিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন।

١٥١٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ *

১৫১০. কুতায়বা (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন, তখন তাঁর পরিধানে কালো রংয়ের চাদর ছিল।

بَابُ جُلُوْسِ الْاِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিস্কার জন্য ইমামের মিম্বরে বসা

١٥١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَّمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ *

১৫১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ (র) ---- ইসহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইস্তিস্কা সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিন্ন বস্ত্রে বিনয় ও মিনতি সহকারে বের হয়েছিলেন। তিনি মিম্বরের উপর বসেছিলেন কিন্তু তোমাদের এই খুতবার ন্যায় কোন খুৎবা দেননি। বরং তিনি সর্বক্ষণ দোয়া করেছিলেন, মিনতি জানিয়েছিলেন, তাকবীর বলেছিলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন যেরূপ দুই ঈদে সালাত আদায় করতেন।

تَحْوِيْلُ الْاِمَامِ ظَهْرَهُ اِلَى النَّاسِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার দোয়া করার সময় ইমামের পিঠ মানুষের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া

١٥١٢. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ لِلنَّاسِ ظَهْرَهُ وَدَعَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَجَهَرَ *

১৫১২. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর চাচা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বৃষ্টির দোয়া করার জন্য বের হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন এবং মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন, তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, আর তাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়লেন।

تَقْلِيْبُ الْاِمَامِ الرِّدَاءَ عِنْدَ الْاِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে দেওয়া

١٥١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ *

১৫১৩. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন তামীম-এর চাচা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একবার) বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন ও দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন আর তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন।

مَتَى يُحَوِّلُ الْاِمَامُ رِدَاءَهُ

ইমাম কখন তাঁর চাদর উল্টিয়ে দেবেন ?

١٥١٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ *

১৫১৪. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন এবং কিবলামুখী হওয়ার সময় তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন।

رَفْعُ الْإِمَامِ يَدَهُ

ইমামের হাত উঠানো

١٥١٥. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبُوْ تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ الرِّدَاءَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ *

১৫১৫. হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালিক আবূ তকী হিমসী (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন তামীমের চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইস্তিস্কার সময় দেখলেন যে, তিনি কিবলামুখী হয়ে চাদর উল্টিয়ে দিলেন ও হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।

كَيْفَ يَرْفَعُ

(হস্তদ্বয়) কিভাবে উঠাবেন ?

١٥١٦. اَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ اِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ *

১৫১৬. শুআয়ব ইব্‌ন ইয়ূসুফ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইস্তিস্কার সময় ছাড়া অন্য কোন দোয়ায় হস্তদ্বয় উঠাতেন না। তিনি তখন হস্তদ্বয় এতটুকু পর্যন্ত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

١٥١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي هِلَالٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى اَبِي اللَّحْمِ عَنْ اَبِي اللَّحْمِ اَنَّهُ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُوْ *

১৫১৭. কুতায়বা (র) - - - - আবিল লাহ্‌ম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে "আহজারুয্‌যায়ত" নামক স্থানে ইস্তিস্কা করতে দেখেছিলেন। তখন তিনি হস্তদ্বয় উঠিয়ে দোয়া করছিলেন।

١٥١٨. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ الْمَقْبُرِيُّ

عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَاَجْدَبَ الْبِلَادُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّسْقِيَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا فَوَاللّٰهِ مَانَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتّٰى اُوْسِعْنَا مَطَرًا وَاُمْطِرْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَقَالَ رَجُلٌ لَا اَدْرِىْ هُوَ الَّذِىْ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْقِ لَنَا اَمْ لَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ انْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْاَمْوَالُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلٰكِنْ عَلَى الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ وَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلَّا اَنْ تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ حَتّٰى مَانَرَى مِنْهُ شَيْئًا *

১৫১৮. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - শরীক ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনাস মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছনে যে, একদা আমরা জুম'আর দিনে মসজিদে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন, একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গরমের আধিক্য হেতু রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং শহরে দ্রব্য মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উভয় হাত মুখমণ্ডল বরাবর উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আল্লাহ্র শপথ! তিনি মিম্বর থেকে তখনও অবতরণ করেছিলেন না। ইত্যবসরে আমাদের বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত করে দেওয়া হলো এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল, আমি জানি না যে, সে ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেছিল "আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করুন" না অন্য ব্যক্তি সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! পানির আধিক্যের কারণে রাস্তাঘাট তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদি পশুগুলোও অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহ্র সমীপে দোয়া করুন যেন আমাদের উপর লোক বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! (তুমি বৃষ্টি) আমাদের আশে পাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয় বরং পাহাড়ের উপর এবং গাছের গোড়ায়। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দোয়া করতেই মেঘমালা এমনভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যে, আমরা তার কিছুই দেখতে পেলাম না।

ذِكْرُ الدُّعَاءِ

দোয়ার উল্লেখ

١٥١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ هِشَامٍ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا *

১৫১৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।

١٥٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ الْعُمَرِىُّ عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوْا فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَحَطَتِ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّسقِيَنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا وَاَيْمُ اللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً مِّنْ سَحَابٍ قَالَ فَاَنْشَاَتْ سَحَابَةً فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ اِنَّهَا اُمْطِرَتْ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى وَانْصَرَفَ النَّاسُ فَلَمْ تَزَلْ تَمْطُرُ اِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمْطُرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنَّهَا لَفِىْ مِثْلِ الْاِكْلِيْلِ *

১৫২০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জুম'আর দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় কতক মানুষ দাঁড়িয়ে গেল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে, অতএব আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা আকাশে মেঘের কোন চিহ্নও দেখছিলাম না। তিনি বলেন,

ইত্যবসরে মেঘ সৃষ্টি হলো, তারপর তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, পরে তা (আমাদের উপর) বর্ষিত হল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীচে নেমে আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন। আর মানুষেরা সালাত শেষ করে ফিরে গেল। তারপর পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, মানুষ চিৎকার করে বলতে লাগল, ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ! (পানির আধিক্য হেতু) বাড়ী ঘরতো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকী হেসে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর; আমাদের উপরে নয়। তখন মদীনা থেকে মেঘমালা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, আর মদীনার আশে পাশে বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু মদীনায় এক ফোঁটাও বৃষ্টি হচ্ছিল না। তখন আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, মদীনা মেঘমালার চক্র বুহ্যের মাঝখানে অবস্থিত।

١٥٢١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُغِيْثَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا قَالَ اَنَسٌ وَلاَ وَاللّٰهِ مَانَرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ وَّلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَّلاَ دَارٍ فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ وَاَمْطَرَتْ قَالَ اَنَسٌ وَلاَ وَاللّٰهِ مَارَاَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَاَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكٌ سَاَلْتُ اَنَسًا اَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ قَالَ لاَ *

১৫২১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (ঘাস বিচালির সংকট হেতু) চতুষ্পদ জন্তুগুলো অকর্মণ্য হয়ে

যাচ্ছে, (গরমের আধিক্য হেতু) রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার সমীপে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা) বলেন, আমরা তখন আকাশে কোন মেঘ বা মেঘের টুকরা দেখেছিলাম না, আর আমাদের "সালআ" পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ঘর-বাড়ীও ছিল না। হঠাৎ থালের ন্যায় একখণ্ড মেঘ প্রকাশ পেল, যখন তা মধ্যাকাশে পৌছল, বিস্তৃত হয়ে গেল এবং তা বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হতে লাগল। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা এক সপ্তাহ অবধি সূর্য দেখেছিলাম না। তিনি বলেন, তারপর পরবর্তী জুমু'আয় ঐ দরজা দিয়ে অন্য এক ব্যক্তি প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির আধিক্য হেতু চতুষ্পদ জন্তুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অতএব আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। ইয়া আল্লাহ! পাহাড় এবং টিলার চূড়ায় চূড়ায় উপত্যকার মাঝে মাঝে এবং গাছপালার গোড়ায় গোড়ায় (বর্ষণ কর)। আনাস (রা) বলেন, তারপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, আর আমরা সূর্যের আলোতে হেঁটে হেঁটে বের হলাম। রাবী শরীফ (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে প্রশ্ন করলাম সে ব্যক্তি কি পূর্বের ব্যক্তি ছিল ? তিনি বললেন, না।

بَابُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দোয়ার পরে সালাত আদায় করা

١٥٢٢. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِىْ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللّٰهَ وَيَسْتَقْبِلُ اِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَائَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فِى الْحَدِيْثِ وَقَرَأَ فِيْهِمَا *

১৫২২. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর চাচাকে যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা ইস্তিস্কার জন্য বের হলেন। তিনি মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে আল্লাহ্র সমীপে দোয়া করতে লাগলেন আর তিনি কিবলামুখী হয়ে চাদর উল্টিয়ে দিলেন, তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। ইব্‌ন আবূ যি'ব (র) হাদীস সম্পর্কে বলেন, আর ঐ দু'রাকআতে কিরাআত পড়েছিলেন।

كَمْ صَلٰوةُ الْاِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার সালাত কত রাকআত ?

١٥٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ *

১৫২৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইস্তিস্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

كَيْفَ صَلٰوةُ الْاِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার সালাত কিরূপ ?

١٥٢٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَمِيْرٌ مِنَ الْاُمَرَاءِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ عَنِ الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَامَنَعَهُ اَنْ يَّسْاَلَنِىْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ *

১৫২৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইসহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরদের মধ্যে কেউ আমাকে (একবার) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পাঠালেন, আমি যেন তাঁকে ইস্তিস্কা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে ঐ আমীরকে কে বারণ করেছে ? (তারপর বললেন) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিনীতভাবে ছিন্ন বস্ত্রে মিনতি সহকারে বের হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন যেমনভাবে তিনি উভয় ঈদে আদায় করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের ঈদের খুতবার ন্যায় খুতবা দেননি।

بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিস্কার সালাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা

١٥٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ *

১৫২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - -আব্বাদ ইব্‌ন তামীমের চাচা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) বের হলেন এবং ইস্তিস্কার দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন তাতে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করলেন।

اَلْقَوْلُ عِنْدَ الْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির সময় কথা বলা

١٥٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اُمْطِرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا *

১৫২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বৃষ্টি হত তখন বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি এ বৃষ্টিকে প্রবাহমান এবং উপকারী করে দাও।

كَرَاهِيَةُ الْاِسْتِمْطَارِ بِالْكَوْكَبِ

তারকার সাহায্যে বৃষ্টি কামনার অপছন্দনীয়তা

١٥٢٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَااَنْعَمْتُ عَلٰى عِبَادِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اِلاَّ اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْكَوْكَبُ وَبِالْكَوْكَبِ *

১৫২৭. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের যে কোন নেয়ামত দান করি না কেন তাদের একদল ঐ নেয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, নক্ষত্র আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

١٥٢٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا اَنْعَمْتُ عَلٰى عِبَادِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اِلاَّ اَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ بِىْ وَحَمِدَنِى عَلٰى سُقْيَاىَ فَذَاكَ الَّذِىْ اٰمَنَ بِىْ وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِىْ كَفَرَبِىْ وَاٰمَنَ بِالْكَوْكَبِ *

১৫২৮. কুতায়বা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে মানুষদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি শুনতে পাওনি, তোমাদের রব গত রাত্রে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি আমার বান্দাদের কোন নেয়ামত দান করি না। কিন্তু তাদের একদল ঐ নেয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। অতএব, যারা আমার উপর ঈমান আনল এবং আমার বৃষ্টি বর্ষণ করার কারণে আমার প্রশংসা করল, তারাই আমার উপর ঈমান আনল। আর নক্ষত্রের মূল প্রভাবকে অস্বীকার করল। আর যারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। তারাই আমাকে অস্বীকার করল এবং নক্ষত্রের মূল প্রভাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল।

١٥٢٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَمْسَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ ثُمَّ اَرْسَلَهُ لاَ صْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ *

১৫২৯. আব্দুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি পাঁচ বছর তাঁর বান্দাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ রাখেন তারপর তা পাঠান তাহলে মানুষের একদল কাফির হয়ে যাবে। তারা বলবে, মিজদাহ্ নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

مَسْأَلَةُ الْاِمَامِ رَفْعِ الْمَطَرِ اِذَا خَافَ ضَرَرَهُ

বৃষ্টির ক্ষতির আশংকা হলে তা বন্ধ করার জন্য ইমামের দোয়া করা

١٥٣٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ

اَنَس قَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاَجْدَبَتِ الْاَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ سَحَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتّٰى اَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيْبَ الدَّارِ الرُّجُوْعُ اِلَى اَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِىْ تَلِيْهَا قَالُوْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ اٰدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ *

১৫৩০. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একবার) এক বৎসর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, তখন কোন কোন মুসলমান জুম'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং যমীন শুষ্ক হয়ে গেছে আর গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তিনি তখন তাঁর উভয় হাত উঠালেন। তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখছিলাম না। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় এমনিভাবে প্রসারিত করলেন যে, আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা জুম'আর সালাত আদায় করে উঠতে পারিনি ইত্যবসরে (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) নিকটবর্তী ঘরের যুবকেরা তাদের ঘরে ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে গেল। বৃষ্টি এক সপ্তাহ স্থায়ী হল। যখন পরবর্তী জুম'আর দিন আসল, লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) ঘর-বাড়ী তো ধীরে ধীরে ধ্বসে যাচ্ছে, আরোহীরা আটকা পড়েছে। তিনি বলেন, তখন তিনি ইব্ন আদমের দ্রুত বিষণ্নতার কারণে মুচকী হাসলেন এবং তাঁর হস্তদ্বারা ইশারা করে বললেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি বৃষ্টি আমাদের আশে পাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। তখন মেঘ মদীনা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

بَابُ رَفْعِ الْاِمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْاَلَةِ اِمْسَاكِ الْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি বন্ধের দোয়ার সময় ইমামের হস্তদ্বয় উঠানো

١٥٣١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ

الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ
قَزَعَةً وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ سَحَابٌ اَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ
يَنْزِلْ عَنْ مِّنْبَرِهٖ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا
ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ حَتّٰى الْجُمُعَةَ الْاُخْرٰى فَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِىُّ اَوْ قَالَ
غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهٖ اِلٰى
نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ اِلَّا انْفَرَجَتْ حَتّٰى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ
الْوَادِىْ وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِّنْ نَاحِيَةٍ اِلَّا اَخْبَرَ بِالْجَوْدِ *

১৫৩১. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুম'আর দিন মিম্বারের উপর খুতবা দিচ্ছিলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! (ঘাস বিচালির সংকট হেতু) গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে, আর পরিবারবর্গ ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র সমীপে দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন। ঐ সময় আমরা আকাশে মেঘের কোন টুকরাও দেখেছিলাম না। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, তিনি হস্তদ্বয় নামাতেও পারলেন না, ইত্যবসরে মেঘমালা পাহাড়ের ন্যায় বিস্তৃত হয়ে গেল। তার তিনি মিম্বর থেকে নামতেও পারছিলেন না, আমি দেখলাম, ইতিমধ্যে বৃষ্টি তাঁর দাঁড়ি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে। সে দিন, পরবর্তী দিন এবং তার পরের দিন থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। রাবী বলেন, তখন উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) ঘর-বাড়ী তো ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদী পশুগুলো ডুবে যাচ্ছে। অতএব, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র সমীপে দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ ! তুমি আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। তিনি তাঁর হাত দ্বারা মেঘমালার কোন খণ্ডের দিকে ইশারা করতেই তা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল যাতে মদীনার (আকাশ) একটি বড় গর্তের মত দেখাচ্ছিল (অর্থাৎ মদীনার আকাশের চতুষ্পার্শ্বে মেঘমালা এমনভাবে বিস্তৃত হলো যে, মদীনা বরাবর আকাশ একটি গোলাকার গর্তের ন্যায় মেঘমুক্ত হলো এবং মাঠে ময়দানে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হচ্ছিল আর মদীনার আশ-পাশ থেকে যারাই আসছিল তারাই বৃষ্টির আধিক্যের সংবাদ দিচ্ছিল।

كِتَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

অধ্যায় ঃ ভয়কালীন সালাত

كِتَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

অধ্যায় ঃ ভয়কালীন সালাত

١٥٣٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِى بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ اَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا فَوَصَفَ فَقَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً صَفٌّ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الَّتِىْ تَلِيْهِ رَكْعَةً ثُمَّ نَكَصَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ اُولٰئِكَ وَجَاءَ اُوْلٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً *

১৫৩২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ছা'লাবা ইব্‌ন যাহ্‌দাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাবারিস্থানে সাঈদ ইব্‌ন আসী (রা)-এর সাথে ছিলাম। আর আমাদের সাথে হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা)-ও ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছে? তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি। আর তিনি সেই সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক গ্রুপের সাথে ভয়কালীন এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। ঐ গ্রুপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর দ্বিতীয় গ্রুপ তাঁর এবং শত্রুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আর যে গ্রুপ তাঁর পিছনে ছিল তাদের সাথে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এরা তাদের (যারা রাসূল ﷺ ও শত্রুর মাঝে দাঁড়িয়েছিল) কাতারবন্দী হওয়ার স্থানে ফিরে গেল। এবং তারা (যারা সালাত আদায় করেনি) আসল। তখন তিনি তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন।

١٥٣٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ اَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ

صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِىَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِىْ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هٰؤُلَاۤءِ اِلَى مَكَانِ هٰؤُلَاۤءِ وَجَاۤءَ اُولٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَّلَمْ يَقْضُوْا *

১৫৩৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ছা'লাবা ইব্‌ন যাহ্‌দাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইব্‌ন আসী (রা)-এর সাথে তাবারিস্তানে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, তোমাদের কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছ ? হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি। তারপর তিনি দাঁড়ালেন ও মানুষ তাঁর পেছনে দু' কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এক কাতার তাঁর পেছনে ও অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখি। তখন তিনি যারা তাঁর পেছনে ছিল তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এরা (শত্রুর মুখোমুখি) জায়গায় চলে গেল এবং ওরা আসল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তারা (ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআত) আদায় করেনি।

١٥٣٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ صَلٰوةِ حُذَيْفَةَ *

১৫৩৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হুযায়ফা (রা)-এর সালাতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَّفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً *

১৫৩৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে আল্লাহ্ তা'আলা সালাত আবাসে অবস্থানকালে চার রাকআত এবং সফরে দু'রাকআত আর ভয়কালীন সময়ে (ইমামের সাথে) এক রাকআত ফরয করেছেন।

١٥٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِذِىْ قَرَدٍ وَّصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِىَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هٰؤُلَاۤءِ اِلَى مَكَانِ هٰؤُلَاۤءِ وَجَاۤءَ اُولٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَّلَمْ يَقْضُوْا *

১৫৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যি করদ্ নামক স্থানে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্য লোকেরাও তাঁর পেছনে দু'কাতারে দাঁড়িয়ে গেল, এক কাতার তাঁর পেছনে ও অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখী, তখন তিনি যে কাতার তাঁর পেছনে তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এরা ওদের স্থানে ফিরে গেল এবং ওরা এসে গেল। তখন তিনি তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তারা (ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআত) আদায় করেনি।

١٥٣٧. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوْا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ اُنَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوْا ثُمَّ قَامَ اِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَاَخَّرَ الَّذِيْنَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوْا اِخْوَانَهُمْ وَاَتَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَرَكَعُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِى صَلٰوةٍ يُكَبِّرُوْنَ وَلٰكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا *

১৫৩৭. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্য মানুষেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল, তিনি তাকবীর বললেন আর তারাও তাকবীর বলল, তারপর তিনি রুকূ করলে তাঁদের কিছু লোকও রুকূ করল, তারপর তিনি সিজদা করলে তারাও সিজদা করলো, এরপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়ালেন। যারা তাঁর সাথে সিজদা করেছিল তারা সরে গেল এবং তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় গ্রুপ এসে গেল ও নবী ﷺ-এর সাথে রুকূ করল এবং সিজদা করল। আর সমস্ত মানুষ সালাতে তাকবীর বলছিল কিন্তু তারা কতক কতককে পাহারা দিচ্ছিল।

١٥٣٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاكَانَتْ صَلٰوةُ الْخَوْفِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ كَصَلٰوةِ اَخْرَاسِكُمْ هٰؤُلاَءِ الْيَوْمَ خَلَفَ اَئِمَّتِكُمْ هٰؤُلاَءِ اِلاَّ اَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ جَمِيْعًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا قِيَامًا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَمَّا جَلَسَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ سَجَدُوْا مَعَهُ فِى اُخِرِ صَلٰوتِهِمْ سَجَدَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قِيَامًا لاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ جَلَسُوْا فَجَمَعَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالتَّسْلِيْمِ *

১৫৩৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভয়কালীন সালাত দু'টি সিজদা ভিন্ন কিছুই ছিল না। তোমাদের এই ইমামদের পেছনে তোমাদের এই পাহারাদারদের আজকের সালাতের ন্যায়। হ্যাঁ; তা এক দলের পর আর এক দল পালাক্রমে আদায় করত। তাদের এক দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াত এবং এরা সকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে থাকত। তাঁদের একদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সিজদা করত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালে তারাও সকলে তাঁর সাথে দাঁড়াত। তারপর তিনি রুকু করলে তারাও সকলে তাঁর সাথে রুকূ করত। তারপর তিনি সিজদা করলে যারা প্রথমে তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁরা তাঁর সাথে সিজদা করত। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসতেন এবং যারা তাঁর সাথে তাঁদের সালাতের শেষে সিজদা করেছিল, তাঁরা সিজদা করত যারা (সালাতের শেষে) তাঁদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, অতঃপর তাঁরা বসে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সালাম দ্বারা একত্রিত করে ফেলতেন।

١٥٣٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ. عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُصَافُّو الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلاَءِ وَجَاءَ اُوْلٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوْا فَقَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً *

১৫৩৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সহ্ল ইব্ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) তাঁদের নিয়ে ভয়কালীন সালাত আদায় করছিলেন। তাঁর পেছনে একদল কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্যদল শত্রুর মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এরা চলে গেল এবং (যারা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল) তারা আসল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর এক দলের পর আর এক দল দাঁড়িয়ে গেল এবং এক রাকআত এক রাকআত সালাত আদায় করে নিল।

١٥٤٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ. عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَّاَتَمُّوْا لاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الاُخْرٰى

فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِى بَقِيَتْ مِنْ صَلٰوتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَّأَتَمُّوْا لاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ *

১৫৪০. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - ঐ সাহাবী যিনি যাতুর রিকার জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছিলেন, তার থেকে বর্ণিত যে, একদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর একদল শত্রুর মুখোমুখী (দাঁড়িয়ে গেল) যারা তাঁর সাথে ছিল তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁরা নিজেদের সালাত পূর্ণ করে নিল। তারপর তারা ফিরে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর দ্বিতীয় দল এসে গেলে তিনি তাঁদের নিয়ে ঐ রাকআত আদায় করে নিলেন, যে রাকআত তাঁর সালাত থেকে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি ঠায় বসে রইলেন এবং তাঁরা নিজেদের অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করে নিল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।

١٥٤١. أَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَّالطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْطَلَقُوْا فَقَامُوْا فِى مَقَامِ أُولٰئِكَ وَجَاءَ أُوْلٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضُوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلاَءِ فَقَضُوْا رَكْعَتَهُمْ *

১৫৪১. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই দলের একটির সাথে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, আর একদল শত্রুর মুখোমুখী। তারপর এরা চলে গেল এবং ওদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল, এবং ওরা এসে গেল, তখন তিনি তাঁদের নিয়ে দ্বিতীয় এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, তারপর তাদের নিয়ে সালাম ফিরালেন, তারপর এরা দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের রাকআত পূর্ণ করে নিল, তারপর (যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল) তারা এসে নিজেদের রাকআত পূর্ণ করে নিল।

١٥٤٢. اَخْبَرَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنَّا مَعَهُ وَاَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَكَانُوْا مَكَانَ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ

يُصَلُّوْا وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِى لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ *

১৫৪২. কাছীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নজ্দের দিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে এক জিহাদে গিয়েছিলাম। যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখী হলাম এবং তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথে আমাদের একদলও দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্য দল শত্রুর সামনে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরা একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা করল। তারপর এরা চলে গেল, তাদের স্থানে যারা সালাত আদায় করেনি। আর ঐ গ্রুপ আসল যারা সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরালেন। তখন প্রত্যেক মুসলমান দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা আদায় করে নিল।

١٥٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَنْبَانَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّهُ صَلَّى صَلٰوةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَفَّ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِّنَّا وَاَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلُّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ *

১৫৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করতেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাকবীর বললেন এবং তাঁর পেছনে আমাদের একটি দল কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর একদল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা করলেন। তারপর এরা ফিরে গেল এবং শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দল এসে গেল এবং নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করল ও তিনি অনুরূপ করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর উভয় গ্রুপের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা আদায় করে নিল।

١٥٤٤. اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَانَا

الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْعَلاَءِ وَاَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَامَ فَكَبَّرَ فَصَلّٰى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِّنَّا وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَى الْعَدُوِّ فَصَفُّوْا مَكَانَهُمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَفُّوْا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلّٰى كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ السُّنِّىِّ الزُّهْرِىُّ سَمِعَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثَيْنِ وَلَمْ يَسْمَعْ هٰذَا مِنْهُ *

১৫৪৪. ইমরান ইব্ন বাক্কার (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন, তিনি দাঁড়ালেন ও তাকবীর বললেন তখন তাঁর পেছনে আমাদের একদল সালাত আদায় করল। আর অন্যদল শত্রুর মুখোমুখী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা করলেন। তারপর এরা ফিরে গেল এবং সালাম ফিরাল না ও শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। আর তাঁদের স্থানে কাতারবন্দী হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দল এসে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরালেন ইত্যবসরে তিনি দু'টি রুকূ এবং চারটি সিজদা পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। তারপর উভয় দল দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁদের প্রত্যেকে নিজেদের একটি একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা আদায় করে নিল।

١٥٤٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَّعَهُ وَطَائِفَةٌ بِاِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوْا وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً *

১৫৪৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াসিল (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন একদিন ভয়কালীন সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সাথে একদল দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্য আর একদল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি যারা তাঁর সাথে ছিল তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁরা চলে গেল এবং অন্য দল এসে গেল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, তারপর উভয় দল এক এক রাকআত সালাত পূর্ণ করে নিল।

١٥٤٦. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَوٰةَ الْخَوْفِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ قَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَلَوٰةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي وَالآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلاَمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ *

১৫৪৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ফাদালাহ্ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করেছিলেন? তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ; তিনি প্রশ্ন করলেন, কখন? তিনি বললেন, নজ্‌দের জিহাদের বৎসর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে একটি দল দাঁড়িয়ে গেল। আর অন্য দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। আর তাদের পিঠ কিবলামুখে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকবীর বললেন। যারা তাঁর সাথে ছিল তারাও সকলে তাকবীর বলল। আর যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল তারাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রুকূ আদায় করলেন এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারাও তাঁর সাথে একটি রুকূ আদায় করল। তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং যে দল তাঁর সাথে ছিল তাঁরাও সিজদা করল। আর দ্বিতীয় দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে

গেলেন এবং যে দল তাঁর সাথে ছিল তারাও দাঁড়িয়ে গেল এবং শত্রুর অভিমুখে চলে গেল এবং তাদের মুখোমুখী হলো। আর যে দল শত্রুর মুখোমুখী ছিল তাঁরা এসে গেল এবং রুকূ ও সিজদা করল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ ছিলেন সেরূপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তারাও দাঁড়িয়ে গেল তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় আরও একটি রুকূ আদায় করলেন, আর তারাও তাঁর সাথে একটি রুকূ আদায় করলেন এবং তিনি সিজদা করলেন তো তারাও তাঁর সাথে সিজদা করল। তারপর ঐ গ্রুপ আসল যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল। তারা রুকূ করল ও সিজদা করল, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারা বসে রইল। তারপর সালাম ফিরানো বাকী থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং সকলে সালাম ফিরালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'রাকআত আদায় হয়েছিল আর উভয় দলের প্রত্যেকেরও দু'দু'রাকআত আদায় হয়েছিল।

١٥٤٧. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّ لِهٰؤُلَاءِ صَلٰوةً هِىَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَبْنَائِهِمْ وَاَبْكَارِهِمْ اَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً فَجَاءَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّقْسِمَ اَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ فَيُصَلِّى بِطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُوْنَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ اَخَذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَتَاَخَّرُ هٰؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمُ اُوْلٰئِكَ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً تَكُوْنُ لَهُمْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَانِ *

১৫৪৭. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আজীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুশরিকদের অবরোধ করে দাজনান পর্বত এবং উসফান নামক স্থানের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন মুশরিকরা বলল যে, এদের জন্য এমন একটি সালাত (আসর) রয়েছে, যা তাঁদের কাছে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং কুমারী স্ত্রী হতেও বেশী প্রিয়। তোমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও। তারপর তাঁদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়। তখন জিব্‌রাঈল (আ) এসে তাঁকে বললেন যেন তিনি তাঁর সাহাবাদের দু'দলে বিভক্ত করে দেন এবং তাঁদের একদলকে নিয়ে সালাত আদায় করেন ও আর একদল যেন তাঁদের শত্রুর মুখোমুখী থাকে। তাঁরা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকবে আর তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করবেন। তারপর এরা পিছে সরে যাবে এবং তাঁরা (অন্য দল) সামনে আসবে এবং তাদের নিয়ে তিনি এক রাকআত সালাত আদায় করবেন। তাঁদের জন্য হবে এক এক রাকআত করে আর নবী ﷺ -এর হবে দু'রাকআত।

١٥٤٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هٰؤُلَاۤءِ حَتّٰى قَامُوْا فِىْ مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَجَاۤءَ اُوْلٰئِكَ فَقَامُوْا مَقَامَ هٰؤُلَاۤءِ وَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ *

১৫৪৮. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) তাঁদের সাথে ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে এক কাতার এবং তাঁর পেছনে অন্য আর এক কাতার দাঁড়িয়ে গেল। তিনি যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা আদায় করলেন। তারপর এরা সামনে এসে গেল এবং তাঁদের সাথীদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আর তারা এসে গেল এবং এদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়েও একটি রুকূ এবং দু'টো সিজদা আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হল দু' রাকআত এবং তাঁদের হল এক এক রাকআত।

١٥٤٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِىُّ قَالَ اَنْبَاَنِى يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اِنَّهُمُ انْطَلَقُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَانُوْا فِىْ وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّسَجَدَبِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ الَّذِيْنَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ اُولٰئِكَ *

১৫৪৯. আহমদ ইব্‌ন মিকদাম (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন সালাতের ইকামত দেওয়া হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর পেছনে একটি দল দাঁড়িয়ে গেল। আর একটি দল শত্রুর মুখোমুখী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ এবং দু'টা সিজদা করলেন। তারপর এরা

চলে গেল এবং যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল, তাঁদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আর ঐ দল যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল, তারা এসে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ এবং দু'টি সিজদা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরিয়ে ফেললেন, যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁরাও সালাম ফিরিয়ে ফেলল এবং অন্য দলও সালাম ফিরিয়ে ফেলল।

١٥٥٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِيُّ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَرَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُوْدِ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِىْ حِيْنَ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِىْ حِيْنَ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَمْكِنَتِهِمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَلُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاٰخَرُ فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِهِمْ وَقَامَ هٰؤُلاَءِ فِىْ مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ وَرَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُوْدِ وَسَجَدَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৫৫০. আলী ইব্ন হাসান দিরহামী ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন সালাতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা তাঁর পেছনে কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর শত্রু বাহিনী আমাদের এবং কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকবীর বললেন আর আমরাও তাকবীর বললাম। তিনি রুকূ করলেন আর আমরাও রুকূ করলাম। তিনি মাথা উঠালেন আর আমরাও মাথা উঠালাম। যখন তিনি সিজদায় যাওয়ার জন্য মাথা নত করলেন তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) -ও সিজদা করলেন এবং তাঁর কাছে যারা ছিল তাঁরাও। যখন তিনি এবং ঐ কাতার যা তাঁর কাছে ছিল মাথা উঠালেন। তখন দ্বিতীয় কাতার দাঁড়িয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয় কাতার সিজদা করল নিজেদের স্থানেই যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথা উঠালেন। তারপর ঐ কাতার পেছনে সরে গেল, যা নবী ﷺ-এর কাছে ছিল। আর অন্য কাতার আগে বেড়ে গেল এবং তাঁরা তাঁদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। এরা অন্য গ্রুপের স্থানে যথাযথভাবে দাঁড়িয়ে গেল। আর নবী ﷺ রুকূ করলেন তো আমরাও রুকূ করলাম। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন তো আমরাও মাথা উঠালাম। আর যখন তিনি সিজদার জন্য আনত মস্তক হলেন, যারা তাঁর কাছে ছিল তাঁরাও সিজদা করল এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। আর যখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথা উঠালেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরাও মাথা উঠালেন, অন্য গ্রুপ সিজদা করল। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

١٥٥١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ مَكَانَهُمُ الَّذِىْ كَانُوْا فِيْهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هٰؤُلَاءِ اِلَى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَرَكَعَ فَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوْا وَجَلَسُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكُمْ *

১৫৫১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ -এর সাথে 'নাখ্‌ল' নামক স্থানে ছিলাম। আর শত্রু বাহিনী আমাদের এবং কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকবীর বললেন আর সকলে তাকবীর বলল। তারপর তিনি রুকূ করলেন এবং সকলে রুকূ করল। তারপর নবী ﷺ সিজদা করলেন এবং তাঁর কাছে যারা ছিল তাঁরাও, আর অন্যদল দাঁড়িয়ে তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। যখন তাঁরা দাঁড়িয়ে গেল অন্য দল তাঁদের ঐ স্থানেই সিজদা করল যেখানে তাঁরা ছিল। তারপর এরা তাঁদের কাতার বন্দী স্থানে সম্মুখে অগ্রসর হলো। আর তিনি রুকূ করলেন এবং সবাই রুকূ করল। তিনি মাথা উঠালেন তো সবাই মাথা উঠাল। তারপর নবী ﷺ সিজদা করলেন এবং ঐ কাতারও যারা তাঁর কাছে ছিল। আর অন্য দল তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। যখন এরা সিজদা করলও বসে গেল তখন অন্য দল তাঁদের স্থানেই সিজদা করে নিল। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। জাবির বলেন, যেরূপ তোমাদের আমীরগণ করে থাকে।

١٥٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ اِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ وَلٰكِنِّى حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِى حَدِيْثِهِ حِفْظِىْ مِنَ الْكِتَابِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّ لَهُمْ صَلٰوةً بَعْدَ هٰذِهِ هِىَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَمْوَالِهِمْ

وَاَبْنَائِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا فَلَمَّا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ فَلَمَّا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ مِنَ السُّجُوْدِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوْعِهِمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِىْ مَقَامِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا فَلَمَّا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ مِنَ الرُّكُوْعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ فَلَمَّا فَرَغُوْا مِنْ سَجُوْدِهِمْ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِمْ *

১৫৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) তাঁর হাদীসে বলেন, আমার কিতাব থেকে মুখস্থ রয়েছে যে, নবী ﷺ শত্রুর মুখোমুখী উসফান নামক স্থানে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিলেন। আর মুশরিকদের মধ্যে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদও ছিল, তখন নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন। মুশরিকরা বলল, নিশ্চয় তাদের জন্য অত্র সালাতের পরে এমন একটি সালাত (আসর) রয়েছে, যা তাদের কাছে তাদের সহায়-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। আর তাঁর পেছনে তাদের দু'টি কাতার করলেন এবং তাদের সবাইকে নিয়ে রুকূ করলেন, যখন তাঁরা তাদের মাথা উঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ কাতার নিয়ে সিজদা করলেন যা তাঁর কাছে ছিল এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। আর যখন তারা তাদের সিজদা থেকে অবসর হয়ে গেল, তখন পেছনে সারির লোকেরা তাঁর সাথে সিজদা করল। তারপর নবী ﷺ সালাম ফিরিয়ে ফেললেন।

١٥٥٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَقَدْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ غِرَّةً وَلَقَدْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً فَنَزَلَتْ يَعْنِىْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَفَرَّقَنَا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً تُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَفِرْقَةً يَحْرُسُوْنَهُ فَكَبَّرَ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَالَّذِيْنَ

يَحْرُسُوْنَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هٰؤُلَاءِ وَاُولٰئِكَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ تَاَخَّرَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَتَقَدَّمَ الْاٰخَرُوْنَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيْعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَبِالَّذِيْنَ يَحْرُسُوْنَهُ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا فَقَامُوْا فِى مَصَافِّ اَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الْاٰخَرُوْنَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ اَمَامِهِمْ وَصَلَّى مَرَّةً بِاَرْضِ بَنِى سُلَيْمٍ *

১৫৫৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ আয়্যাশ যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে 'উসফান' নামক স্থানে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন, আর সে দিন মুশরিকদের মধ্যে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদও ছিল। তখন মুশরিকরা বলল, আমরা (জোহরের সালাতের সময়) তাদের ব্যাপারে অন্য মনস্কতা প্রদর্শন করে ফেলেছি, আমরা তাদের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে ফেলেছি, তখনই জোহর এবং আসরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ভয়কালীন সালাতের বিধান অবতীর্ণ হল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায়কালে আমাদের দু'দলে ভাগ করে দিলেন, এক দল নবী ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করছিল এবং অন্য দল তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল, আর তিনি যারা তাঁর কাছে ছিল এবং যারা তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল উভয় দলকে নিয়ে তাকবীর বললেন, তারপর রুকূ করলেন। এবং সকলে তাঁর সাথে রুকূ করলেন। তারপর যারা তাঁর কাছে ছিল তাঁরা সিজদা করল। এরা যারা তাঁরা কাছে ছিল পিছু হটে গেল। অন্যরা আগে বেড়ে গেল এবং তাঁরা সিজদা করল, তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন ও যারা তাঁর কাছে ছিল এবং যারা তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল তাঁদের সবাইকে নিয়ে দ্বিতীয় রুকূ করলেন। তারপর তিনি সিজদা করলেন তাদের নিয়ে যারা তাঁর কাছে ছিল। তারপর তারা পিছু হটে গেল এবং সাথীদের কাতারের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল ও অন্যরা আগে বেড়ে গেল ও সিজদা করল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। অতএব তাঁদের প্রত্যেকের জন্য সালাত হল দু' দু' রাকআত ইমামের সাথে। আর তিনি একবার বনী সুলাইমের ভূমিতেও সালাত আদায় করেছিলেন।

١٥٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ فِى الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الْاٰخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعًا *

১৫৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা এবং ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি দল নিয়ে ভয়কালীন দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি

সালাম ফিরালেন। অন্য আর একটি দল নিয়েও দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। অতএব, নবী ﷺ চার রাকআত সালাত আদায় করলেন।

١٥٥٥. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِاٰخَرِيْنَ اَيْضًا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৫৫৫. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন তারপর অন্যদের নিয়েও দু' রাকআত সালাত আদায় করেন ও সালাম ফিরাল।

١٥٥٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ فِىْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ وَوُجُوْهُهُمْ اِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَّيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ فِىْ مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُوْنَ اِلَى مَقَامِ اُولٰئِكَ وَيَجِئُ اُوْلٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُبِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِىَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ رَكْعَةً رَكْعَةً وَّيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ *

১৫৫৬. আবূ হাফ্‌স আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে ভয়কালীন সালাত সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের এক দল ইমামের সাথে দাঁড়াবে, আর এক দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াবে এবং তাদের চেহারা থাকবে শত্রুর দিকে। ইমাম তাদের নিয়ে একটি রুকূ করবেন এবং তাঁরা তাদের জন্য একটি রুকূ করবে ও তারা দু'টা সিজদা করবে তাদের স্থানে। তারপর এরা তাদের স্থানে চলে যাবে ও ওরা এসে যাবে। ইমাম তাদের নিয়ে রুকূ করবে ও দু'টা সিজদা করবে। অতএব সালাত ইমামের জন্য হবে দু'রাকআত তার তাদের জন্য হবে এক রাকআত। অতঃপর তারা একটি রুকূ আদায় করবে ও দু'টা সিজদা করবে।

١٥٥٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِاَصْحَابِهٖ

صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَّعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوْهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوْا مَقَامَ الْاٰخَرِيْنَ وَجَآءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ *

১৫৫৭. আমর ইবন্ আলী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথীদের নিয়ে ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন। একটি দল তাঁর সাথে সালাত আদায় করল এবং অন্য আর এক দল, তাঁদের চেহারা ছিল শত্রুর অভিমুখে। তিনি তাঁদের নিয়ে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁরা অন্যদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্যরা এসে গেল। তিনি তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

١٥٥٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلٰوةَ الْخَوْفِ بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَالَّذِيْنَ جَاؤُا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِهٰؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ *

১৫৫৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁদের নিয়ে এবং যারা পরে এসেছিল তাঁদের নিয়ে দু'রাকআত ভয়কালীন সালাত আদায় করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য হয়েছিল চার রাকআত এবং এদের জন্য হয়েছিল দু'রাকআত।

كِتَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَايْنِ

অধ্যায় ঃ উভয় ঈদের সালাত

كِتَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَايْنِ

অধ্যায় ঃ উভয় ঈদের সালাত

١٥٥٩. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِاَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا وَقَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى *

১৫৫৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াত যুগের অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক বৎসরে দু'টি দিন ছিল, যাতে তারা খেল-তামাশা করত। যখন নবী ﷺ মদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্য দু'টি দিন ছিল, যাতে তোমরা খেল-তামাশা করতে। এখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উক্ত দু' দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও অধিকতর উত্তম দু'টি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঈদুল ফিত্‌রের দিন এবং কুরবানীর দিন।

بَابُ الْخُرُوْجُ اِلَى الْعِيْدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখার পরবর্তী দিন ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়া

١٥٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ. عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَّهُ اَنَّ قَوْمًا رَاَوُ الْهِلَالَ فَاَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّفْطِرُوْا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَاَنْ يَّخْرُجُوْا اِلَى الْعِيْدِ مِنَ الْغَدِ *

১৫৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ উমায়র ইব্‌ন আনাসের চাচাদের থেকে বর্ণিত যে, একদল লোক রমযানের ত্রিংশতম দিনে চাঁদ দেখে নবী ﷺ-এর কাছে আসল। তিনি তাদেরকে পরবর্তী দিনে, দিন উজ্জ্বল হওয়ার পর ইফতার করার এবং ঈগগাহে গমনের নির্দেশ দিলেন।

خُرُوْجُ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

কিশোরী এবং যুবতী নারীদের উভয় ঈদের সালাতে বের হওয়া

١٥٦١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبَا فَقُلْتُ اَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ بِاَبَا قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ وَيَشْهَدْ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلْتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى *

১৫৬১. আমর ইব্ন যুরারাহ (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে 'আতিয়্যা (রা) আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, বলা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে স্মরণ করতেন না। একবার আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছ ? সে বলল হ্যাঁ; তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, কিশোরী, যুবতী এবং ঋতুমতিগণ যেন বের হয়। এবং তারা যেন ঈদগাহ এবং মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত থাকে আর ঋতুমতিগণ যেন সালাতের স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান করে।

اِعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ

মানুষের সালাতের স্থান থেকে ঋতুমতিদের দূরত্বে অবস্থান করা

١٥٦٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَقِيْتُ اُمَّ عَطِيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ اِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ بِاَبَا قَالَ اَخْرِجُو الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ *

১৫৬২. কুতায়বা (র) - - - - মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে আতিয়্যা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্মরণ করতেন, বলতেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কিশোরী এবং যুবতীদেরকে রওয়ানা করে দেবে যাতে তারা ঈদের সালাতে এবং মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত থাকতে পারে। আর ঋতুমতিগণ যেন মানুষের সালাতের স্থান থেকে দূরত্বে অবস্থান করে।

بَابُ الزِّيْنَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সাজ-সজ্জা

١٥٦٣. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حُلَّةً مِّنَ اسْتَبْرَقٍ بِالسُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْتَعْ هٰذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوَفْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّخَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَّنْ لاَّخَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعْهَا وَاتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ *

১৫৬৩. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একবার বাজারে একজোড়া মোটা রেশমী পোষাক পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমীপে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এটা ক্রয় করে নিন, যাতে ঈদে এবং কোন প্রতিনিধি দল আসলে আপনি তা পরিধান করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, রেশমী পোষাক তাদেরই পোষাক যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই অথবা (তিনি বলেছেন) রেশমী পোষাক তারাই পরিধান করবে, যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই। উমর (রা) আল্লাহ্ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা ছিল অপেক্ষা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন উমর (রা)-এর কাছে একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বলেছিলেন, রেশমী পোষাক তাদেরই পোষাক যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই। তা-ই আবার আমার কাছে পাঠালেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন মিটাও।

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিন ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা

١٥٦٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

اَلْاَشْعَثِ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ اَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ اَبَا مَسْعُوْدٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْاِمَامِ *

১৫৬৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - ছা'লাবা ইব্ন যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) আবূ মাসউদ (রা)-কে জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ঈদের দিন বের হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! ইমামের পূর্বে সালাত আদায় করা সুন্নাতে নববীতে আওতাভুক্ত নয়।

تَرْكُ الْاَذَانِ لِلْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করা

١٥٦٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عِيْدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّ لاَ إِقَامَةٍ *

১৫৬৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে ঈদের দিনে সালাত আদায় করলেন খুৎবার পূর্বে আযান এবং ইকামাত ব্যতীত।

اَلْخُطْبَةُ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিনে খুৎবা পাঠ করা

١٥٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِىْ الْمَسْجِدِ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُّقَدِّمُهُ لاَهْلِهِ فَذَبَحَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ دِيْنَارٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اَذْبَحْهَا وَلَنْ تُوْفِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ *

১৫৬৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) মসজিদের কোন এক খুঁটির নিকট দাঁড়িয়ে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, আজকের এ দিন আমরা যে কাজ দ্বারা প্রথমে শুরু করব তা হল আমরা সালাত আদায় করব তারপর কুরবানী করব। অতএব যারা অনুরূপ করবে তারা আমাদের সুন্নাত অনুযায়ী করবে। আর যারা সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তা শুধু গোস্তই হবে, যা তাদের পবিবারবের্গর জন্য পূর্বেই যবেহ করে ফেলল (কুরবানী হবে না)। আবু বুরদাহ ইব্‌ন দীনার (রা) সালাতের পূর্বেই যবেহ ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে একটি এক বছর বয়সের ছাগলের বাচ্চা আছে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দু'বছর বয়সের বাচ্চা অপেক্ষাও বেশী হৃষ্টপুষ্ট। তিনি বললেন, তুমি তাই কুরবানী করে দাও। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের খুৎবার পূর্বে সালাত আদায় করা

١٥٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ *

১৫৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা) উভয় ঈদের সালাত খুৎবার পূর্বে আদায় করতেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ اِلَى الْعَنَزَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ লাঠি সম্মুখে রেখে উভয় ঈদের সালাত আদায় করা

١٥٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا *

১৫৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার দিনে একটি লাঠি বের করতেন। তা মাটিতে পুঁতে দিতেন এবং তা সম্মুখে রেখে সালাত আদায় করতেন।

عَدَدُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতে রাকআতের সংখ্যা

١٥٦٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ الْاَيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ صَلٰوةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ ﷺ *

১৫৬৯. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল আযহার সালাত দু'রাকআত, ঈদুল ফিত্‌রের সালাত দু'রাকআত, মুসাফিরের সালাত দু'রাকআত এবং জুমুআর সালাত দু'রাকআতই পরিপূর্ণ; অসম্পূর্ণ নয়, নবী ﷺ -এর ভাষ্য মতে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بِقٓافْ وَاقْتَرَبَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সালাতে সূরা "ক্বাফ" এবং "ইকতারাবাত" পাঠ করা

١٥٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ عِيْدٍ فَسَاَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ فَقَالَ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ *

১৫৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন মনসূর (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর (রা) ঈদের দিনে বের হলেন এবং আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আজকের দিনে কি কোন সূরা সালাতে তিলাওয়াত করতেন ? তিনি বললেন, সূরা "ক্বাফ" এবং "ইকতারাবাত"।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের সালাতে সূরা "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى" এবং "هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ" তিলাওয়াত করা

١٥٧١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَمَا اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا *

১৫৭১. কুতায়বা (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় ঈদ এবং জুমুআর সালাতে "সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া" পাঠ করতেন। কখনো কখনো ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে হয়ে যেত। তখনও তিনি উপরোক্ত সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদে সালাতের পর খুৎবা দেওয়া

١٥٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوْبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اِنِّىْ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ *

১৫৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এক ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুৎবার পূর্বেই সালাত শুরু করে দিলেন, অতঃপর খুৎবা দিলেন।"

١٥٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ *

১৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সালাত আদায়ের পরে আমাদের খুৎবা দিয়েছিলেন।

اَلتَّخْيِيْرُ بَيْنَ الْجُلُوْسِ فِى الْخُطْبَةِ لِلْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের সালাতের খুৎবা শুনার জন্য বসা ও না বসার ইখতিয়ার

١٥٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى

قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الْعِيْدَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّقِيْمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَقُمْ *

১৫৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ---- আব্দুল্লাহ ইব্ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের সালাত আদায় শেষে বললেন, যে চলে যাওয়া ভাল মনে করে সে যেন চলে যায়, আর যে খুৎবা শ্রবণের জন্য অপেক্ষা করা ভাল মনে করে সে যেন অপেক্ষা করে।

اَلزِّيْنَةُ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيْدَيْنِ

উভয় ঈদের খুৎবা দেওয়ার জন্য সাজ-সজ্জা করা

١٥٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ رِمْثَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ *

১৫৭৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ---- আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একবার দেখলাম যে, তিনি খুৎবা দিচ্ছেন সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায়।

اَلْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيْرِ

উটের পৃষ্ঠে বসা থাকা অবস্থায় খুৎবা দেওয়া

١٥٧٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِىْ كَاهِلٍ الْاَحْمَسِىِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِىٌّ اٰخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ *

১৫৭৬. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ কাহেল আহমাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উষ্ট্রির পিঠে বসা অবস্থায় খুৎবা দিতে দেখেছি আর এক হাবশী [বিলাল (রা)] উষ্ট্রীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন।

قِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ

ইমামের দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া

١٥٧٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سِمَاكٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُوْمُ *

১৫৭৭. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - সিমাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর ক্ষণিকের তরে বসতেন, পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন।

قِيَامُ الْاِمَامِ فِى الْخُطْبَةِ مُتَوَكِّأً عَلٰى اِنْسَانٍ

ইমামের খুৎবা দেওয়াকালীন কোন মানুষের উপর ভর করে দাঁড়ানো

١٥٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَوَكِّأً عَلٰى بِلاَلٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلٰى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضٰى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلٰى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ بِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلاَئِدَ هُنَّ وَاَقْرُطَهُنَّ وَخَوَاتِيْمَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ *

১৫৭৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ঈদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ইকামাত ব্যতীতই খুৎবা দেওয়ার পূর্বে সালাত শুরু করে দিলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, বিলাল (রা)-এর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন, লোকদের ওয়াজ করলেন, তাদের নসীহত করলেন এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং নারীদের দিকে গেলেন। তাঁর সাথে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন আল্লাহকে ভয় করতে, ওয়াজ করলেন, নসীহত করলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন এবং বললেন, তোমরা দান-খয়রাত করবে, যেহেতু তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের ইন্ধন। তখন নিম্ন

শ্রেণীর একজন মহিলা বলে উঠল যার গণ্ডদ্বয়ে হালকা কাল দাগ ছিল, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ? তিনি বললেন, তোমরা অত্যধিক গীবত কর এবং স্বামীর নাফরমানী কর। তখন তারা নিজেদের হার, কানের বালী এবং আংটি টেনে টেনে খুলে ফেলতে শুরু করল, যা বিলালের (রা) কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল সদকা স্বরূপ।

اِسْتِقْبَالُ الْاِمَامِ بِالنَّاسِ بِوَجْهِهِ فِى الْخُطْبَةِ

খুৎবা পাঠকালীন ইমামের মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো

١٥٧٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحَى اِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَاِذَا جَلَسَ فِى الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَاِلاَّ اَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ تَصَدَّقُوْا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ اَكْثَرِ مَنْ يَّتَصَدَّقُ النِّسَاءُ *

১৫৭৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন দ্বিতীয় রাকআতে বসতেন এবং সালাম ফিরাতেন। তখন দাঁড়িয়ে যেতেন ও মানুষের দিকে মুখ করে নিতেন আর লোকজন বসা থাকত। যদি তাঁর কোথাও কোন সৈন্য বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিত, তিনি তা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন। অন্যথায় তাদেরকে দান খয়রাতের আদেশ দিতেন। তিনি তিনবার বলতেন, তোমরা দান খয়রাত কর। অধিকাংশ দান খয়রাতকারিণী হত মহিলাগণ।

اَلْاِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ

খুৎবা দেয়ার সময় নীরব থাকা

١٥٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ *

১৫৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তুমি যদি ইমামের খুৎবা দেয়াকালীন তোমারা সাথীকে বল, "নীরব থাক" তা হলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করবে।

كَيْفَ الْخُطْبَةُ

খুৎবা কিরূপ ?

١٥٨١. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللّٰهُ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الاُمُوْرِ مُحَدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ثُمَّ يَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ اِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَاَنَّهُ نَذِيْرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَالَىَّ اَوْ عَلَىَّ وَاَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ *

১৫৮১. উতবা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খুৎবায় বলতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الاُمُوْرِ مُحَدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ (অতঃপর বলতেন ঃ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টি আঙ্গুল তর্জনী ও মধ্যমার মত।) অর্থাৎ আমার পরে প্রেরিত রূপে আর কোন নবী আসবে না। এইভাবে আমি কিয়ামতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আর যখন তিনি কিয়ামতের উল্লেখ করতেন, তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগ লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেন, শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে। তারপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবের্গের জন্য আর যে

ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে, আর আমিই মুমিনদের জন্য উত্তম অভিভাবক।

حَثُّ الْاِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِى الْخُطْبَةِ

ইমামের খুৎবায় সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

١٥٨٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عِيَاضٌ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَامُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَكُوْنُ اَكْثَرَمَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اَوْ اَرَادَ اَنْ يُبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ وَاِلاَّ رَجَعَ *

১৫৮২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদের দিনে বের হতেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর খুৎবা দিতেন আর সাদকার আদেশ করতেন, অধিকাংশ সাদকাকারিণী হত মহিলা। যদি তাঁর কোন প্রয়োজন হত অথবা কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিত, তাহলে তিনি কথা বলতেন, অন্যথায় ফিরে যেতেন।

١٥٨٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ اَدُّوْا زَكٰوةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلَى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ *

১৫৮৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) একবার বসরায় খুৎবা দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা স্বীয় সাওমের যাকাত আদায় কর। তখন লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তিনি বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে কে আছ? তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে যাও এবং তাদের দীনী ইলম শিক্ষা দাও। যেহেতু তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছোট, বড়, আযাদ, গোলাম, পুরুষ এবং মহিলা সবার উপর অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর এবং যব ফরয করেছেন।

١٥٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ عَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِىْ وَجِيْرَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِىْ جَذَعَةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِىْ عَنِّىْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ *

১৫৮৪. কুতায়বা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে সালাতের পরে খুৎবা দিলেন। তারপর বললেন, যে আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর ন্যায় কুরবানী দেবে সেই সঠিকভাবে কুরবানী দেবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে সেটা বকরীর গোশত হবে। আবূ বুরদাহ ইব্‌ন নিয়ার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি সালাতের জন্য বের হওয়ার পূবেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি জানতাম যে, আজ পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি যবেহ করে ফেলেছি এবং আমি নিজে খেয়ে নিলাম এবং আমার পরিবারবর্গ এবং প্রতিবেশীকেও খাওয়ায়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সেটাতো বকরীর গোশত। আবূ বুরদাহ (রা) বললেন, আমার কাছে একটি এক বছর বয়সের ভেড়া আছে যাতে দু'টি বকরীর গোশত অপেক্ষাও বেশী গোশত হবে। তা কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু তোমার পরে আর কারো পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না।

اَلْقَصْدُ فِى الْخُطْبَةِ

পরিমিতরূপে খুৎবা পাঠ করা

١٥٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا *

১৫৮৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করতাম, তাঁর সালাত ছিল পরিমিত, তাঁর খুৎবা ছিল পরিমিত।

اَلْجُلُوْسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالسُّكُوْتُ فِيْهِ

খুৎবার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরব থাকা

١٥٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَيَتَكَلَّمُ فِيْهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً اُخْرٰى فَمَنْ خَبَّرَكَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ قَاعِدًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ *

১৫৮৬. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছেন। অতঃপর ক্ষণিকের তরে নীরব হয়ে বসলেন। পুনরায় দাঁড়ালেন ও দ্বিতীয় খুৎবা দিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাকে সংবাদ দেয় যে, নবী ﷺ বসে খুৎবা দিয়েছেন তুমি তাকে সত্যবাদী মনে করবে না।

اَلْقِرَاءَةُ فِى الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيْهَا

দ্বিতীয় খুৎবায় আয়াত পাঠ করা এবং তাতে যিক্র করা

١٥٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَيَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلٰوتُهُ قَصْدًا *

১৫৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, আবার দাঁড়াতেন এবং কিছু আয়াত পাঠ করতেন এবং আল্লাহ্র যিক্র করতেন। আর তাঁর খুৎবা ছিল পরিমিত এবং তাঁর সালাতও ছিল পরিমিত।

نُزُوْلُ الْاِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ

ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে মিম্বার থেকে অবতরণ করা

١٥٨٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

يَخْطُبُ اِذْ اَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِىْ قَمِيْصِهِمَا فَلَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا *

১৫৮৮. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - বুরাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হুসায়ন (রা) আসলেন, তাঁদের পরিধানে দুটি লাল জামা ছিল। তাঁরা চলছিলেন এবং জামায় আটকে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নীচে নেমে আসলেন এবং উভয়কে উঠিয়ে নিলেন আর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্যই বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ; আমি এদের দেখলাম যে, এরা চলছিল এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল জামায় আটকে আটকে। তখন আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। অবশেষে নীচে নেমে আসলাম এবং তাদের উঠিয়ে নিলাম।

مَوْعِظَةُ الْاِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَحَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ

ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়ার পর মহিলাদের নসীহত করা এবং তাদের সদকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা

١٥٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِىْ مِنْهُ مَاشَهِدْتُهُ يَعْنِىْ مِنْ صِغَرِهِ اَتَى الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُهْوِىْ بِيَدِهَا اِلَى حَلْقِهَا تُلْقِىْ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ *

১৫৮৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি যে, তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হওয়ার সময় তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ; যদি তাঁর কাছে আমার কোন মর্যাদা না থাকত, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। অর্থাৎ তাঁর অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন। তিনি কাছীর ইব্‌ন সাল্‌ত-এর বাড়ীর নিকটস্থ চিহ্নিত স্থানে আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন ও খুৎবা দিলেন। অতঃপর

মহিলাদের কাছে এসে তাদের ওয়াজ নসীহত করলেন এবং সাদকার আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের হস্তসমূহ স্বীয় অলংকারাদির দিকে নিয়ে গেল তারা তা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْعِيْدَيْنِ وَبَعْدَهَا

উভয় ঈদের সালাতের পূর্বে এবং পরে সালাত আদায় করা

١٥٩٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا *

১৫৯০. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ আশাজ্জ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের দিনে বের হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তার পূর্বে কোন সালাত আদায় করেন নি এবং তার পরেও (ঈদগাহে) কোন সালাত আদায় করেন নি।

ذَبْحُ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَعَدَدُ مَا يُذْبَحُ

ঈদের দিন ইমামের যবেহ করা এবং যবেহ করা পশুর সংখ্যা

١٥٩١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اَضْحَى وَانْكَفَاَ اِلَى كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا *

১৫৯১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন এবং দু'টি সুন্দর (সাদা) ভেড়ার কাছে গিয়ে সেগুলোকে যবেহ করলেন।

١٥٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ اَوْيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى *

১৫৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - নাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহে যবেহ অথবা নহর করতেন।

اِجْتِمَاعُ الْعِيْدَيْنِ وَشُهُوْدُهُمَا

দুই ঈদ একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং দুই ঈদ পাওয়া

١٥٩٣. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قُلْتُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيْدُ فِىْ يَوْمٍ قَرَأَبِهِمَا ،

১৫৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামাহ (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমুআ এবং ঈদের সালাতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" পড়তেন আর যখন জুমুআ এবং ঈদ একই দিনে হয়ে যেত তখন জুমুআ এবং ঈদের সালাত উক্ত সূরা দু'টি দ্বারা আদায় করতেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيْدَ

যে ব্যক্তি ঈদের সালাতে উপস্থিত থেকেছে তার জন্য জুমুআর সালাতে উপস্থিত না থাকার অনুমতি

١٥٩٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِىْ رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِيْدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيْدَ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ *

১৫৯৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইয়াস ইব্‌ন আবূ রমলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, "আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ঈদ এবং জুমুআর সালাতে শরীক ছিলেন ?" তিনি বললেন, হ্যাঁ; তিনি ঈদের সালাত দিনের শুরুতে আদায় করে ফেলেছিলেন। অতঃপর (গ্রামের অধিবাসীদেরকে) জুমুআর সালাতে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

١٥٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ

১. হানাফী আইন শাস্ত্রবিদদের মতে জুমুআর দিনে ঈদে হলে জুমুআর সালাতও পড়তে হবে।

بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَاَخَّرَ الْخُرُوْجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَاَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَصَابَ السُّنَّةَ *

১৫৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ওয়াহাব ইব্‌ন কায়সান (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর যুগে একবার ঈদ এবং জুমুআ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করার জন্য বের হতে বিলম্ব করলেন। অতঃপর বের হলেন এবং খুৎবা দিলেন এবং খুৎবাকে দীর্ঘ করলেন, তারপর নীচে অবতরণ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। আর সেদিন লোকদের নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করলেন না। এ ঘটনা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সমীপে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তিনি সুন্নাত মতই করেছেন।

ضَرْبُ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিনে দফ্ বাজানো

١٥٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدَفَّيْنِ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُنَّ فَاِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا *

১৫৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁর সামনে দুইটি বালিকা দফ্ বাজাচ্ছিল। আবূ বকর (রা) তাদের নিষেধ করলেন। নবী ﷺ বললেন, তাদের নিষেধ করো না। কেননা প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি আনন্দ স্ফূর্তির দিন থাকে।

اَللَّعِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিনে ইমামের সম্মুখে খেলাধূলা করা

١٥٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ السُّوْدَانُ يَلْعَبُوْنَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَدَعَانِيْ فَكُنْتُ

أَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ *

১৫৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন হাবশী এসে ঈদের দিনে নবী ﷺ-এর সম্মুখে খেলাধূলা করতে লাগল। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি নবী ﷺ -এর কাঁধের দিয়ে তাদের দিকে দেখতে লাগলাম। আমি তাদের দিকে নিজে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত দেখতেই ছিলাম।

اَللَّعِبُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَنَظْرُ النِّسَاءِ إِلَى ذٰلِكَ

ঈদের দিনে মসজিদে খেলাধূলা করা এবং মহিলাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া

١٥٩٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا أَسْأَمُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ *

১৫৯৮. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা ঢেকে রাখতেন যখন আমি হাবশীদের (নিগ্রো) দিকে নিজে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকতাম। তারা মসজিদে খেলাধূলা করত। এখন তোমরা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে খেলাধূলায় আগ্রহী অল্প বয়স্কা বালিকাদের কতটুকু মর্যাদা ছিল তা আন্দাজ করতে পারো।

١٥٩٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُمَرَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُمْ يَاعُمَرَ فَإِنَّمَاهُمْ يَعْنِي بَنُوْ أَرْفِدَةَ *

১৫৯৯. ইসহাক ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন হাবশীরা (নিগ্রো) মসজিদে খেলাধূলা করছিল। তিনি তাদের ধমকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর (রা)! তাদের ছেড়ে দাও, কেননা তারা আরফিদার বংশধর (হাবশী)। (আরফিদা তাদের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম)।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْإِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিন কবিতা শ্রবণ এবং দফ্ বাজানোর অনুমতি

١٦٠٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اَبَابَكْرِ الصِّدِّيْقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَااَبَا بَكْرٍ اِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَهُنَّ اَيَّامُ مِنًى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ *

১৬০০. আহমাদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একবার তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দফ্ বাজাচ্ছিল এবং উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাপড় মুড়ি দিয়ে ছিলেন। আর একবার বর্ণনা করেছেন, কাপড় আবৃত ছিলেন। তিনি আপন চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবূ বকর (রা)! তাদের ছেড়ে দাও. আর তা ছিল ঈদুল আযহার দিন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সে দিন মদীনায়।

كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ

অধ্যায় ঃ বিতর, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত

كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ

অধ্যায় ঃ বিতর, তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল সালাত

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ وَالْفَضْلِ فِى ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তার ফযীলত বর্ণনা

١٦٠١. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا *

১৬০১. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আজীম (র) - - - - নাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা নফল সালাত আপন আপন ঘরেই আদায় করবে। ঘরে নফল সালাত আদায় না করে ঘরকে কবরের ন্যায় বানিয়ে নিও না।

١٦٠٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِىَ حَتّٰى اجْتَمَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوْا اَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْكُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهٖ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ *

১৬০২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়ইমান (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মসজিদে একটি চাটাইকে হুজরার ন্যায় বানিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে কয়েক রাত্রি সালাত আদায় করলে কিছু লোকও তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে গেল। পরে এক রাত্রিতে তারা তাঁর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অনুমান করল যে, তিনি হয়ত ঘুমিয়ে আছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাঁকারি দিতে লাগল, যাতে তিনি তাঁদের সামনে বেরিয়ে আসেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের আমার সাথে রাত্রে জামাতে নফল সালাত আদায় করতে বরাবর দেখেই আসছি। তাতে আমার ভয় হল যে, তা তোমাদের উপর ফরযই না করে দেওয়া হয়। যদি তা তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হত তবে তোমরা তা যথাযথ রূপে আদায় করতে সক্ষম হতে না। অতএব, হে লোক সকল! তোমরা আপন আপন ঘরেই নফল সালাত আদায় করবে, কেননা ফরয সালাত ছাড়া মানুষের অধিক উত্তম সালাত হল তার ঘরেই আদায়কৃত সালাত।

١٦٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْفِطْرِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ *

১৬০৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন ইসহাক এর দাদা (কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাত আদায় করে নিলেন, কিছু লোক নফল সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের এ নফল সালাত ঘরেই আদায় করা উচিত।

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিতর এবং তাহাজ্জুদের সালাত

١٦٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ لَقِىَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَاَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكَ بِاَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَائِشَةُ ائْتِهَا فَسَلْهَا ثُمَّ ارْجِعْ اِلَىَّ فَاَخْبِرْنِىْ بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَاَتَيْتُ عَلَى حَكِيْمِ بْنِ اَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ اِلَيْهَا فَقَالَ مَا اَنَا بِقَارِبِهَا اِنِّىْ نَهَيْتُهَا اَنْ تَقُوْلَ فِىْ هَاتَيْنِ الشِّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَاَبَتْ فِيْهَا اِلَّا مُضِيًّا فَاَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِىَ

فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لِحَكِيْمٍ مَنْ هٰذَا مَعَكَ قُلْتُ سَعْدُبْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ
هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا قَالَ يَا
اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ
قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَاِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنُ فَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْمَ
فَبَدَأَلِىْ قِيَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ قِيَامِ
نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلَيْسَ تَقْرَأُ هٰذِهِ السُّوْرَةَ يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى
قَالَتْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِىْ اَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ
نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ حَوْلاً حَتَّى انْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
خَاتِمَتَهَا اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيْفَ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ
السُّوْرَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ اَنْ كَانَ فَرِيْضَةً فَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْمَ
فَبَدَا اِلَى وِتْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
لِمَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ لاَّ
يَجْلِسُ فِيْهِنَّ اِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ يَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ
تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّىْ
رَكْعَةً فَتِلْكَ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَابُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ
اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَّصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَتِلْكَ تِسْعُ
رَكَعَاتٍ يَابُنَىَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يَّدُوْمَ عَلَيْهَا
وَكَانَ اِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ اَوْمَرَضٌ اَوْوَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَىْ
عَشْرَةَ رَكْعَةً وَّلاَ اَعْلَمُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَّلاَ قَامَ
لَيْلَةً كَامِلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ وَلاَصَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ فَاَتَيْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثِهَا فَقَالَ صَدَقَتْ اَمَا اِنِّىْ لَوْكُنْتُ اَدْخُلُ عَلَيْهَا لاَتَيْتُهَا

حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَذَا وَقَعَ فِيْ كِتَابِيْ وَلَا اَدْرِيْ مِمَّنِ الْخَطَاءُ فِيْ مَوْضِعِ وَتْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

১৬০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিত্র সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বিশ্ববাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্র সালাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তির সংবাদ দিব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি হলেন আয়েশা (রা)। তুমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ এবং পরে আমার কাছে এসে তোমাকে দেয়া তাঁর উত্তর সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করে যাবে। আমি হাকীম ইব্ন আফলাহের কাছে এসে আয়েশা (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য তাঁকে সাথী বানাতে চাইলে তিনি বললেন, আমি তার ঘনিষ্ঠজন নই, আমি তাঁকে উষ্ট্র যুদ্ধ ও সিফ্ফীন ইত্যকার যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলতে নিষেধ করলেও তিনি তা মানেন নি বরং তাতে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি হাকীম ইব্ন আফলাহ্কে আয়েশা (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য শপথ দিলে তিনি আমার সাথে আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। আয়েশা (রা) হাকীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে এ কে ? আমি বললাম, "সা'দ ইব্ন হিশাম" (রা)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হিশাম কে ? আমি বললাম আমেরের ছেলে। তিনি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন, আমের বড় ভাল মানুষ ছিল। সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কুরআন পাঠ কর না? সা'দ (র) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠ করি। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্র নবী ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল কুরআন। আমি যখন দাঁড়াতে মনস্থ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ানোর (রাত্রে নফল সালাত আদায়ের) আমার মনে এসে গেল। তিনি বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে নবীয়্যুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি "ইয়া আয়্যুহাল মুয্যাম্মিল" এই সূরাটি পাঠ কর না? আমি বললাম হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠ করি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদকে এই সূরার প্রথমাংশে ফরয করেছিলেন, তখন নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বৎসর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলেন, যাতে তাঁদের পা ফুলে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সূরার শেষাংশের নাযিল করা বার মাস পর্যন্ত স্থগিত রেখেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরার শেষাংশে সহজীকৃত বিধান অবতীর্ণ করলেন। অতএব তাহাজ্জুদের সালাত ফরয হিসাবে অবতীর্ণ হওয়ার পর নফল হিসাবে অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি পুনরায় যখন দাঁড়াতে মনস্থ করলাম তখন আমার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্রের কথা স্মরণে এসে গেল। আমি আয়েশা (রা)-কে বললা, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক এবং উযুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। রাত্রে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জাগানোর ইচ্ছা হত তাঁকে জাগ্রত করে দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক এবং উযু করতেন এবং আট রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাতে সালাম ফিরানোর জন্য শুধু অষ্টম রাকআতেই বসতেন। বসে আল্লাহ তা'আলার যিক্র এবং দোয়া করতেন। অতঃপর আমরা শুনতে পারি এমনভাবে তিনি সালাম ফিরাতেন। এরপর দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়ে বসে থাকতেন। আবার এক রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাহলে হে প্রিয় বৎস!

সর্বমোট এগার রাকআত সালাত আদায় করা হত। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বয়স বেড়ে গেল এবং শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে গেল তিনি সাত রাকআত বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। আর সালামের পর বসে থেকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাহলে হে প্রিয় বৎস! সর্বমোট ন'রাকআত সালাত আদায় করা হত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন, তা নিয়মিত আদায় করতে ভালবাসতেন। আর যদি তাঁকে নিদ্রা অথবা কোন অসুখ বা ব্যথা-বেদনা তাহাজ্জুদ থেকে বিরত রাখত তাহলে তিনি দিনে বার রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন। আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত নই যে, নবী ﷺ এক রাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ পাঠ করেছেন। আর তিনি সকাল পর্যন্ত পুরা রাত্র তাহাজ্জুদের সালাতও আদায় করতেন না এবং রমযান ব্যতীত পুরা মাস রোযাও রাখতেন না। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে আয়েশা (রা)-এর হাদীস তাঁকে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) সত্যই বলেছেন। আমি যদি তাঁর কাছে কখনো যেতাম তাহলে এ হাদীসটা তাঁর মুখ থেকে সরাসরি শুনতে পেতাম। আবূ আব্দুর রহমান (নাসাঈ) বলেন, আমার কাছে এরকমই রয়েছে কিন্তু আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিত্‌রের ব্যাপারে ভুল বর্ণনা কার থেকে হয়েছে।

بَابُ ثَوَابُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا

অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদাত জ্ঞানে সওয়াব লাভের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায়কারীর সওয়াব

١٦٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১৬০৫. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইবাদত জ্ঞানে সওয়াব লাভের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

١٦٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১৬০৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আবূ বকর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইবাদত জ্ঞানে সওয়াব লাভের নিয়তে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করা

١٦٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلّٰى بِصَلٰوتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ *

১৬০৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাত্র মসজিদে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করলেন, তাঁর সংগে শরীক হয়ে কিছু সংখ্যক লোক সালাত আদায় করল। তারপর তিনি পরবর্তী রাত্রেও তারাবীহর সালাত আদায় করলে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল। তারপর তারা তৃতীয় রাত্রেও অথবা চতুর্থ রাত্রেও তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করার জন্য জড়ো হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আর তাদের সামনে বের হলেন না। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা যা করেছিলে আমি তা দেখছিলাম। তোমাদের উপর তারাবীহ্‌র সালাত ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই তোমাদের সামনে বের হওয়া থেকে আমাকে বিরত রাখেনি। এ ঘটনা রমযান মাসে ঘটেছিল।

١٦٠٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِى السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِى الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ قَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتّٰى بَقِىَ ثَلٰثٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَافِى الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَائَهُ حَتّٰى تَخَوَّفْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلاَحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُوْرُ *

১৬০৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সিয়াম পালন করেছিলাম। রমযান মাসে তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহ্র সালাত আদায় করলেন না। যখন মাসের মাত্র সাত রাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল, তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহ্র সালাত আদায় করতে লাগলেন রাত্রের তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। যখন মাসের ছয় রাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহ্র সালাত আদায় করলেন না। যখন পাঁচ রাত্র অবশিষ্ট রয়ে গলে তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহ্র সালাত আদায় করলেন অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি আমাদের নিয়ে অত্র রাত্রের অবশিষ্ট অংশেও নফল সালাত আদায় করতেন! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ্র সালাত আদায় করে ঘরে ফিরে যায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করার সওয়াব লিখে রাখেন। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়েও তারাবীহ্র সালাত আদায় করলেন না এবং নিজেও আদায় করলেন না। যখন মাসের তিন রাত্রি অবশিষ্ট রয়ে গেল, তিনি আমাদের নিয়ে ঐ রাত্রে তারাবীহ্র সালাত আদায় করলেন (এবং ঐ সালাতে) তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারবর্গও জড়ো হয়ে গেল। আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, "ফালাহ্" না হারিয়ে ফেলি। আমি বললাম, "ফালাহ"-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, সাহ্রী খাওয়ার সময়।

١٦٠٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُوْلُ قُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَعِشْرِيْنَ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ حَتَّى ظَنَنَّا اَنْ لاَّنُدْرِكَ الْفَلاَحَ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ السُّحُوْرَ *

১৬০৯. আহমদ ইব্ন সুলাইমান (র) - - - - নুআয়ম ইব্ন যিয়াদ আবূ তাল্হা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইব্ন বশীর (রা)-কে হিম্স নামক স্থানের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রমযান মাসের তেইশতম রাত্রের প্রথম এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাবীহ্র সালাত আদায় করলাম। অতঃপর পঁচিশতম রাত্রে তাঁর সাথে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত তারাবীহ্র সালাত আদায় করলাম। আবার তাঁর সাথে সাতাইশতম রাত্রেও তারাবীহ্র সালাত আদায় করতে লাগলাম। এমনকি আমরা আশংকা করলাম যে, "ফালাহ" পাব না। সাহাবীগণ সাহরীকে ফালাহ্ বলতেন।

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

١٦١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى

الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلٰثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلاً طَوِيْلاً اَىِ ارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ اُخْرَى فَاِنْ صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيْطًا وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

১৬১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় শয়তান তার মাথায় তিনটা গিঁট লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিঁট লাগানোর সময় সে বলে, "এখনো অনেক রাত্র বাকী আছে" অর্থাৎ তুমি শুয়ে থাক। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি উযু করে তাহলে আরো একটি গিঁট খুলে যায়, যদি সালাত আদায় করে তাহলে সমুদয় গিঁট খুলে যায় এবং তার সকাল হয় আনন্দ ও উদ্দীপনায়। অন্যথায় তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদময়।

١٦١١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ *

১৬১১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত্রি সকাল পর্যন্ত নিদ্রা গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে ব্যক্তির কর্ণদ্বয়ে শয়তান প্রশ্রাব করে দিয়েছে।

١٦١٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فُلاَنًا نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ بِالْبَارِحَةِ حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِىْ اُذُنَيْهِ *

১৬১২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! অমুক ব্যক্তি গত রাত্রের সালাত আদায় না করেই সকাল অবধি নিদ্রা গিয়েছে। তিনি বললেন, সে ব্যক্তির কর্ণদ্বয়ে শয়তান প্রশ্রাব করে দিয়েছে।

١٦١٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ

حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ اَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ اَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَاِنْ اَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ *

১৬১৩. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাত্রের কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, অতঃপর তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। যদি তার স্ত্রী জাগ্রত হতে না চায় তবে তার মুখমণ্ডলে পানির ছিঁটা দেয়। ঐ মহিলার উপরও আল্লাহ তা'আলা রহম করুন, যে রাত্রের কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। অতঃপর তার স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। সে যদি জাগ্রত হতে না চায় তবে তার মুখমণ্ডলে পানির ছিঁটা দেয়।

١٦١٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ اَلاَ تُصَلُّوْنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً *

১৬১৪. কুতায়বা (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এবং ফাতিমা (রা)-এর কাছে একবার রাতের বেলা আসলেন। তিনি বললেন, তোমরা সালাত আদায় করছ না? আমি (লজ্জিত হয়ে) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর কুদরতী হস্তে। যখন তিনি তা আমাদের কাছে পাঠাতে মনস্থ করেন পাঠিয়ে দেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। অতঃপর আমি তাঁকে ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের উপর রাগান্বিত হয়ে উরুতে হাত মেরে বলতে শুনেছি, "মানুষ অত্যধিক বিতর্ককারী।"

١٦١٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَكِيْمُ بْنُ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَايْقَظَنَا لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلّٰى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا فَرَجَعَ اِلَيْنَا فَايْقَظَنَا فَقَالَ قُوْمَا فَصَلِّيَا قَالَ فَجَلَسْتُ وَاَنَا اَعْرُكُ عَيْنِىْ وَاَقُوْلُ اِنَّا وَاللّٰهِ لاَنُصَلِّى اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِنْ شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَنَا بَعَثَنَا قَالَ فَوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلٰى فَخِذِهِ مَانُصَلِّى اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً *

১৬১৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র) - - - - আলী ইব্ন হুসায়ন এর দাদা আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাত্রে আমার এবং ফাতিমা (রা)-এর কাছে এসে আমাদের তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার জন্য জাগিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের ঘরে গিয়ে দীর্ঘ রাত্র তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন এবং আমাদের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে পুনরায় এসে আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে যাও এবং (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় কর। আলী (রা) বলেন, আমি উভয়ে চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে বসে পড়ে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো আল্লাহ্ তাআলা যা আমাদের উপর ফরয করেছেন তাছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করি না। আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্ তাআলার কুদরতী হাতে, যখন তিনি তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে চান পাঠিয়ে দেন। আলী (রা) বলেন, তিনি উরুতে হাত মেরে মেরে এই বলতে বলতে চলে গেলেন যে, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর যা ফরয করেছেন, তাছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করি না" আর "মানুষ অত্যধিক তর্কপ্রবণ।"

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রের সালাতের ফযীলত

١٦١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْقِيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ *

১৬১৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের পর সর্বোত্তম সাওম হল মুহররম মাসের সাওম (আশুরার সাওম) এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাত্রের সালাত।

١٦١٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ وَحْشِيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَاَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ اَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ *

১৬১৭. সুওয়াইদ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবূ বিশ্র জা'ফর ইব্ন আবূ ওয়াহ্শিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুমায়দ ইব্ন আব্দুর রহমান (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল তাহাজ্জুদের সালাত। আর রমযানের সাওমের পর সর্বোত্তম সাওম হল মুহাররম মাসের সাওম (আশুরার সাওম)। শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ (র) উক্ত হাদীস শরীফকে সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন।

فَضْلُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فِى السَّفَرِ

সফরকালীন সময়ে রাত্রে সালাত আদায় করার ফযীলত

١٦١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَاَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْاَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِاَعْقَابِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَيَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ اِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِىْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْ اٰيَاتِىْ وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَقُوْا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يُفْتَحَ اللّٰهُ لَهُ *

১৬১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবূ যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। এক, ঐ দানকারী ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি কোন গোত্রের কাছে এসে আল্লাহ্র ওয়াস্তে সাহায্য চায়; তার এবং উক্ত গোত্রের মধ্যকার কোন আত্মীয়তার সম্বন্ধের দোহাই দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে না। গোত্রের লোকেরা তাকে সাহায্যদানে অস্বীকৃতি জানায় কিন্তু (তাদের মধ্য থেকে) এক ব্যক্তি তাদের পেছনে থেকে গিয়ে তাকে গোপনে কিছু দান করবে। তার দান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এবং গ্রহিতা ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ অবগত হয় না। দুই, ঐ ব্যক্তি যখন তার সহযাত্রীগণ রাত্রে সফর

করে, নিদ্রা যখন তাদের কাছে অত্যধিক প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা সফর ক্ষান্ত দিয়ে নিদ্রা যায়, তখন সে জাগ্রত হয়ে আমার (আল্লাহ্ তা'আলা) দরবারে কায়মনোবাক্যে কান্নাকাটি করে দোয়া করে এবং আমার কুরআনে করীমের আয়াত তিলাওয়াত করে। তিন, ঐ ব্যক্তি যে কোন যুদ্ধে গমনপূর্বক শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করে তাদের পরাজিত করে দেয় এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শহীদ অথবা গাযী হয়।

بَابُ وَقْتُ الْقِيَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার সময়

١٦١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَصْرِىُّ عَنْ بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ فَاَىُّ اللَّيْلِ كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ *

১৬১৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বসরী (র) - - - - মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কোন্ কাজটি অত্যধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাত্রের কোন্ সময়ে জাগ্রত হতেন ? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাকের আওয়াজ শুনতে পেতেন।

بَابُ ذِكْرِمَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الْقِيَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যিক্র

١٦٢٠. اَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَّا سَأَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَّيُهَلِّلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَّيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

১৬২০. ইসমাত ইব্ন ফযল (র) - - - - আসিম ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কি যিক্র করতেন?

তিনি বললেন, তুমি আজ আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছ, যে বিষয়ে তোমার পূর্বে অন্য কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দশবার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) দশবার তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এবং দশবার ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়তেন, আর বলতেন- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

١٦٢١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَّعْمَرٍ وَالْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْهَوِىَّ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِىَّ

১৬২১. সুওয়াইদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) ---- রবী'আ ইব্‌ন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর হুজরার পাশেই রাত্রিযাপন করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন তিনি রাত্রে জাগ্রত হতেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বলতে শুনতাম ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অতঃপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

١٦٢٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَحْوَلِ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ حَقٌّ وَّوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ ثُمَّ ذَكَرَ قُتَيْبَةُ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ *

১৬২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। (আর) তিনি বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ

وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ অতঃপর কুতায়বা (র) আরো কিছু বাক্যের উল্লেখ করেছে, যে গুলোর অর্থ হল : وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

١٦٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعَ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ قَلِيْلاً اَوْ بَعْدَهُ قَلِيْلاً اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَّجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِيْمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِيْ وَاَخَذَ بِاُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

১৬২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি একবার উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর সাথে রাত্রি যাপন করেন। (তিনি সম্পর্কে তাঁর খালা ছিলেন) তিনি শুইলেন বালিশের প্রস্থে আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর পরিবার শুইলেন বালিশের দৈর্ঘে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুয়ে পড়লেন। যখন অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে বা পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং হাত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে নিদ্রার লক্ষণ দূরীভূত করতে লাগলেন। তারপর সূরা আলে ইমরান' এর শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর একটি লটকানো মশকের কাছে গেলেন এবং তার (পানি) দ্বারা উত্তমরূপে উযু করলেন এবং দাঁড়িয়ে

(তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করলেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমিও দাঁড়িয়ে তাঁর মত করলাম এবং গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং (ঠিকমত না দাঁড়ানোর জন্য) আমার ডান কান ধরে মলতে লাগলেন। তারপর তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। পুনরায় দু'রাকআত, আবার দু'রাকআত, তারপরও দু'রাকআত, আবারও দু'রাকআত, পুনরায় দু'রাকআত সালাত আদায় করে বিতরের সালাত আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। পরে মুয়ায্যিন তাঁর কাছে আসলে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করলেন।

بَابُ مَايَفْعَلُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কিরূপে মিসওয়াক করতেন

١٦١٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

১৬২৪. আমর ইব্ন আলী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন তাঁর দাঁত মিস্ওয়াক দ্বারা মলতেন।

١٦٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

১৬২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার জন্য জাগ্রত হতেন তাঁর দাঁত মিসওয়াক দ্বারা মলতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى اَبِىْ حَصِيْنٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثَ

হাদীস শরীফে আবূ হাসীন উসমান ইব্ন আসিম এর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ

١٦٢٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ اِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ *

১৬২৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতাম তখন মিসওয়াক করার জন্য আমরা আদিষ্ট হতাম।

١٦٢٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ اِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ اَنْ نَشُوْصَ اَفْوَاهَنَا بِالسِّوَاكِ *

১৬২৭. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - শকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতাম তখন আমাদের দাঁত মিসওয়াক দ্বারা মলার আদেশ দেওয়া হত।

بَابٌ بِاَىِّ شَىْءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের সালাত কোন্ দোয়া দ্বারা শুরু করা হবে ?

١٦٢٨. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلٰوتَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

১৬২৮. আব্বাস ইব্ন আব্দুল আজীম (র) - - - - আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কোন দোয়া দ্বারা তাহাজ্জুদের সালাত শুরু করতেন। তিনি বললেন, যখন তিনি রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন তাঁর সালাত এই দোয়া পড়ে শুরু করতেন ঃ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

١٦٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ وَاَنَا فِىْ سَفَرٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لاَرْقُبَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةٍ حَتّٰى اَرٰى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَهِىَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوِيًا مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِى الاُفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً حَتّٰى بَلَغَ اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ اَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ اَفْرَغَ فِىْ قَدَحٍ مِّنْ اِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى حَتّٰى قُلْتُ قَدْ صَلّٰى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَمَا صَلّٰى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَاقَالَ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৬২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - হুমায়দ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফরে থাকাকালীন মনে মনে বললাম যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সময়ের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারের লক্ষ্য রাখবো, যাতে তাঁর আমল দেখতে পারি। যখন তিনি ইশার সালাত আদায় করে নিলেন যাকে আতামাহ্ও বলা হয়; দীর্ঘ রাত্র পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে আসমানের দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً থেকে اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ পর্যন্ত পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিছানার দিকে হাত বাড়িয়ে তার নীচ থেকে একটি মিসওয়াক বের করলেন এবং তাঁর কাছে রাখা একটি পানির পাত্র থেকে লোটায় পানি ঢাললেন, মিসওয়াক করলেন এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন, সে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করলেন। পুনরায় ঘুমিয়ে গেলেন, আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে রইলেন। আবার জাগ্রত হয়ে প্রথমবার যেরূপ করেছিলেন তদ্রূপ করলেন এবং যা যা বলেছিলেন তা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পূর্বে অনুরূপ তিনবার করেছিলেন।

بَابُ ذِكْرِ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাত্রের সালাতের উল্লেখ

١٦٣٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَاَنَا حُمَيْدُ عَنْ

اَنَسٍ قَالَ مَاكُنَّا نَشَاءُ اَنْ نَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْنَاهُ وَلاَنَشَاءُ اَنْ نَرَاهُ قَائِمًا الاَّرَاَيْنَاهُ *

১৬৩০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাত্রে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাঁকে সে অবস্থাতেই দেখতে পেতাম। আর যদি আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাঁকে সে অবস্থাতেই দেখতে পেতাম।

١٦٣١. اَخْبَرَنَا هُرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ يَعْلَى بْنَ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى الْعَتَمَةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّىْ بَعْدَهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَاصَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ ذٰلِكَ فَيُصَلِّى مِثْلَ مَانَامَ وَصَلٰوتُهُ تِلْكَ الْاٰخِرَةُ تَكُوْنُ اِلَى الصُّبْحِ *

১৬৩১. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ালা ইব্‌ন মামলাক তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করে তাসবীহ পড়তেন। তারপর রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। আবার ফিরে এসে যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। আবার সেই নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন সে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করতেন। তাঁর সেই শেষবারের সালাত সকাল অবধি প্রলম্বিত হত।

١٦٣٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ صَلٰوتِهِ فَقَالَتْ مَالَكُمْ وَصَلٰوتَهُ كَانَ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّىْ قَدْرَمَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا *

১৬৩২. কুতায়বা (র) - - - - ইয়া'লা ইব্‌ন মামলাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরআন তিলাওয়াত এবং তাঁর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা তাঁর সালাত সম্পর্কে জেনে কি করবে? (তোমরা তাঁর মত সালাত আদায় করতে পারবে না।) তিনি সালাত আদায় করতেন এবং যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ

সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। আবার যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন সে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করতেন। তারপর যে পরিমাণ সময় সালাত আদায় করেছিলেন সে পরিমাণ ঘুমিয়ে থাকতেন সকাল অবধি। অতঃপর তিনি ইয়া'লা (র) কাছে তাঁর কিরাআত সম্পর্কে বললেন। তিনি কিরাআতকে উত্তমরূপে থেমে থেমে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন।

ذِكْرُ صَلٰوةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِاللَّيْلِ

আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সালাত আদায় করার উল্লেখ

١٦٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ *

১৬৩৩. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বোত্তম সাওম হল দাউদ (আ)-এর সাওম। তিনি সাওম পালন করতেন একদিন এবং সাওম ভঙ্গ করতেন একদিন। আর আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বোত্তম সালাত হল দাউদ (আ)-এর সালাত; তিনি অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত নিদ্রা যেতেন, রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সময় সালাত আদায় করতেন। পুনরায় রাত্রের এক ষষ্টমাংশ সময় নিদ্রা যেতেন।

ذِكْرِ صَلٰوةِ نَبِيِّ اللّٰهِ مُوْسٰى كَلِيْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

আল্লাহ্‌র নবী মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর সালাত আদায় করার এবং অত্র হাদীস শরীফে সুলায়মান তায়মী (র)-এর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ

١٦٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِىْ قَبْرِهِ *

১৬৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হারব (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে মি'রাজের রাত্রে একটি লাল টিলার নিকট মূসা (আ)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তখন তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

١٦٣٥. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ هٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ خَالِدٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

১৬৩৫. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি একটি লাল টিলার সন্নিকটে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আবূ আব্দুর রহমান নাসায়ী বলেন, অত্র সনদসহ এই হাদীসটি মু'আয ইব্‌ন খালিদ-এর হাদীস হতে আমার নিকট অধিক সঠিক।

١٦٣٦. اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا ثَابِتٌ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ *

১৬৩৬. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমি মূসা (আ)-এর কবরের পার্শ্বে গিয়েছিলাম, তিনি তখন নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

١٦٣٧. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ *

১৬৩৭. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি মি'রাজের রাত্রে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

١٦٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ *

১৬৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মি'রাজের রাতে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

١٦٣٩. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ *

১৬৩৯. ইয়াইয়া ইব্‌ন হাবীব ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - মু'তামিরের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমাকে নবী ﷺ-এর কোন কোন সাহাবী সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী ﷺ মি'রাজের রাত্রে মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলেন। তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

١٦٤٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ *

১৬৪০. কুতায়বা (র) - - - - নবী ﷺ-এর কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি মূসা (আ)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি নিজ কবরে সালাত আদায় করছিলেন।

بَابُ اِحْيَاءِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণরাত্রি জাগরণ

١٦٤١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَبَقِيَّةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ رَاقَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ صَلٰوتِهِ جَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلٰوةً مَارَاَيْتُكَ

صَلَّيْتَ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ اِنَّهَا صَلٰوةُ رَغْبٍ وَّرَهْبٍ سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا ثَلٰثَ خِصَالٍ فَاَعْطَانِى اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لاَّ يُهْلِكَنَا بِمَا اَهْلَكَ بِهِ الْاُمَمَ قَبْلَنَا فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لاَّ يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِنَا فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُ رَبِّى اَنْ لاَّ يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيْهَا *

১৬৪১. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - খাব্বাব ইব্ন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে শরীক ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সারা রাত ব্যাপী সালাত আদায় করলে তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে ফজর অবধি তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেললেন, খাব্বাব (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি অত্র রাত্র এত দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী সালাত আদায়ে ব্যাপৃত রইলেন যে, আপনাকে আমি ইতিপূর্বে এত দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী সালাত আদায়ে ব্যাপৃত থাকতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ; তা ছিল আশা-নিরাশার সালাত। আমি আমার রবের সমীপে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি দু'টি বিষয়ের প্রার্থনা কবুল করেছেন আর একটি বিষয়ের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমি আমার রবের সমীপে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের ন্যায় আমাদের আযাব দ্বারা ধ্বংস করে না দেন। তিনি আমার এ প্রার্থনা কবুল করেছেন। আমি আমার রবের সমীপে প্রার্থনা করেছিলাম তিনি যেন আমাদের উপরে আমাদের বিপক্ষ (বিধর্মী) শক্তিসমূহকে বিজয়ী না করেন। তিনি আমার এ প্রার্থনাও কবুল করেছেন। আমি আমার রবের সমীপে এও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে না দেন। কিন্তু তিনি আমার এ প্রার্থনা কবুল করেন নি।

اَلْاِخْتِلاَفُ عَلٰى عَائِشَةَ فِى اِحْيَاءِ اللَّيْلِ

পূর্ণ রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর মতপার্থক্য

١٦٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى يَعْفُوْرٍ عَنْ مُّسْلِمٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اَحْيَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ *

১৬৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যখন রমযানের শেষ দশ দিন আসত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে ইবাদাতের জন্য জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন আর লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে নিতেন। (স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন।)

١٦٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ اَتَيْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ وَكَانَ لِىْ اَخًا صَدِيْقًا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَمْرٍو حَدِّثْنِىْ مَا حَدَّثَتْكَ بِهِ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِى اٰخِرَهُ *

১৬৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-এর কাছে আসলাম। তিনি সম্পর্কে আমার ভ্রাতা এবং বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ আমর (র)! উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে যা যা বর্ণনা করেছেন তা আপনি আমার কাছে বর্ণনা করুন। আবূ আমর (র) বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের প্রথম দিকে নিদ্রা যেতেন এবং শেষের দিকে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করতেন।

١٦٤٤. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى الصَّبَاحَ وَلاَصَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ *

১৬৪৪. হারূন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন কিংবা তিনি সারা রাত্র সকাল অবধি সালাত আদায় করেছেন এবং রমযান ব্যতীত কখনো সম্পূর্ণ মাস সাওম পালন করেছেন।

١٦٤٥. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَاَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ لاَتَنَامُ فَذَكَرَتْ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَيَمَلُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَلٰكِنْ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ *

১৬৪৫. শু'আয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার তাঁর কাছে আসলেন, তখন তাঁর কাছে একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ মহিলা কে? আয়েশা (রা) বললেন, সে অমুক (হাওলা)। সে রাত্রে নিদ্রা যায় না এবং তার সালাতের কথাও উল্লেখ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা (তার সালাতের আদায়ের আধিক্যহেতু আমার কাছে তার প্রশংসা বর্ণনা থেকে) বিরত থাক। যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায় ততটুকুই তোমরা কর্তব্য জ্ঞান করে নাও। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তাআলা কখনো তোমাদের সওয়াব দেয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করবেন না বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে তাঁর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ইবাদাত হল ঐটা যা আমলকারী সর্বদা করে থাকে।

١٦٤٦. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى حَبْلاً مَمْدُوْدًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَاهٰذَا الْحَبْلُ فَقَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّىْ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ *

১৬৪৬. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মসজিদে প্রবেশ করে দু'খুঁটির মাঝখানে লম্বমান অবস্থায় একটা রশি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের রশি? সাহাবীরা বললেন, এটা যয়নব (রা)-এর রশি। যখন তিনি সালাত আদায় করতে দাঁড়াতে অসমর্থ হয়ে যান, তখন এ রশির সাথে লটকে থেকে সালাত আদায় করে থাকেন। নবী ﷺ বললেন, ও রশি খুলে ফেল, তোমরা প্রফুল্লচিত্ততা অবশিষ্ট থাকা অবধি সালাত আদায়ে রত থাকবে। আর যখনি ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন বসে পড়বে।

١٦٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا *

১৬৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - যিয়াদ ইব্ন আলাকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইব্ন শু'বাকে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ এত দীর্ঘক্ষণ সালাতে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, তাঁর কদমদ্বয় ফুলে গেল। তখন তাঁকে বলা হল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে দিয়েছেন। (এতদসত্ত্বেও আপনি ইবাদাতে এত ক্লেশ কেন করছেন?) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি কি তাহলে কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

١٦٤٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى حَتّٰى تَزَلَّعَ يَعْنِى تَشَقَّقُ قَدَمَاهُ *

১৬৪৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এত দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী সালাত আদায়ে রত থাকতেন যে, তাঁর কদমদ্বয় (অত্যধিক ফুলে যাওয়ার কারণে) ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত।

كَيْفَ يَفْعَلُ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَائِمًا وَذِكْرُ اِخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ ذٰلِكَ

দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কালীন রুকূর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি করতেন ?

١٦٤٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَاَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا *

১৬৪৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীর্ঘ রাত্র পর্যন্ত সালাত আদায়ে রত থাকতেন, যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন দাঁড়ানো অবস্থাতেই রুকূ করতেন আর যখন বসে সালাত আদায় করতেন, বসা অবস্থাতেই রুকূ করতেন।

١٦٥٠. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا فَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا *

১৬৫০. আবদাহ্ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়েও সালাত আদায় করতেন আর বসেও সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় সালাত শুরু করতেন দাঁড়ানো অবস্থাতেই রুকূ করতেন আর যখন বসা অবস্থায় সালাত শুরু করতেন, বসা অবস্থাতেই রুকূ করতেন।

١٦٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُو النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ

ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاذَا بَقِيَ مِنْ قِرَأَتِهِ قَدْرَمَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ *

১৬৫১. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কখনো বসা অবস্থায় সালাত শুরু করতেন। সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখনও তিনি বসা অবস্থায় থাকতেন। যখন তাঁর কিরাআতের ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করে রুকূ করতেন আর সিজদা করতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করতেন।

١٦٥٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى جَالِسًا حَتّٰى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فَاذَا غَبَرَ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلَاثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ بِهَا ثُمَّ رَكَعَ *

১৬৫২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কখনো বসে সালাত আদায় করতে দেখিনি। যখন তাঁর বার্ধক্য এসে গেল, তিনি বসে বসেও সালাত আদায় করতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যখন সূরার ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অবশিষ্ট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে নিতেন, তারপর রুকূ করতেন।

١٦٥٣. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِيْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ قَدْرَمَا يَقْرَأُ اِنْسَانٌ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً *

১৬৫৩. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন লোকদের চল্লিশ আয়াত পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করার সময় থাকতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

١٦٥٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ

مَنْ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَاكَ قُلْتُ
اَخْبِرِيْنِى عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ وَكَانَ
قُلْتُ اَجَلْ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ
يَاْوِىْ اِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلَى حَاجَتِهِ وَاِلَى
طَهُوْرِهِ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلَىَّ اَنَّهُ
يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ
رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ
اَنْ يُّغْفِىَ وَرُبَّمَا يُغْفِىْ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ اَغْفَى اَوْلَمْ يُغْفِ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ
بِالصَّلٰوةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَسَنَّ وَلَحُمَ فَذَكَرَتْ مِنْ
لَحْمِهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَاْوِىْ
اِلٰى فِرَاشِهِ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلَى طَهُوْرِهِ وَاِلَى حَاجَتِهِ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ
يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّىْ سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلَىَّ اَنَّهُ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى
الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ وَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُّغْفِىَ وَرُبَّمَا اَغْفَى
وَرُبَّمَا شَكَكْتُ اَغْفَى اَمْ لاَ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَالَتْ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلٰوةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১৬৫৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনা শরীফে গেলে আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সা'দ ইব্ন হিশাম ইব্ন আমির। তিনি বললেন, তোমার পিতার উপর আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন! আমি বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ এরূপ ছিলেন না? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে ইশার সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন। যখন অর্ধ রাত্রি হয়ে যেত তিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য এবং উযূর পানি নেয়ার জন্য উঠে যেতেন এবং উযূ করে নিতেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে আট রাকআত সালাত আদায় করতেন। আমার ধারণা হত, যেন তিনি উপরোক্ত রাকআত সমূহের কিরাআত, রুকূ এবং সিজদাতে সমতা বিধান করতেন। অতঃপর একটি

রাকআত দ্বারা উপরোক্ত সালাত সমূহকে বেজোড় করে দিতেন।[১] পরে বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়তেন। কখনো কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে হালকা নিদ্রা আসার পূর্বেই সালাতের সংবাদ দিতেন আর কখনো কখনো তাঁর হালকা নিদ্রা এসে যেত, এবং কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয়ে যেত যে, তিনি হালকা নিদ্রা গেলেন কি না। ইতিমধ্যে তাঁকে সালাতের সংবাদ দেওয়া হত। এই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেল। আয়েশা (রা) আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তাঁর ভারী হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করতেন। তারপর নিদ্রা যেতেন। যখন অর্ধ রাত্রি হত তিনি উযূর পানি নেয়ার জন্য এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য নিদ্রা থেকে উঠে যেতেন এবং উযূ করতেন ও মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। আমি ধারণা করতাম যে, উক্ত দু'রাকআত সালাতে তিনি কিরাআত, রুকূ এবং সিজদায় সমতা বিধান করতেন। অতঃপর একটি রাকআত দ্বারা উক্ত সালাত সমূহকে বেজোড় করে দিতেন। তারপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। পরে নিদ্রা যেতেন। কখনো কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে হালকা নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই সালাতের সংবাদ দিতেন আর কখনো তিনি হালকা নিদ্রা যেতেন। আর কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয়ে যেত যে, তিনি হালকা নিদ্রা গেলেন কিনা। ইতিমধ্যে তাঁকে সালাতের সংবাদ দেয়া হত। আয়েশা (রা) বলেন, এই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সব সময়ের সালাত।

بَابُ صَلٰوةِ الْقَاعِدِ فِى النَّافِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাত বসে বসে আদায় করা

١٦٥٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَدِيْثِ اَبِىْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَمَامَاتَ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ وَكَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ الاِنْسَانُ وَاِنْ كَانَ يَسِيْرًا خَالَفَهُ يُوْنُسُ رَوَاهُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ *

১৬৫৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওম পালন অবস্থায় আমার মুখে চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন না। আর মৃত্যু অবধি তাঁর অধিকাংশ (নফল) সালাতই ছিল বসা অবস্থায়। এরপর তিনি আরো একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। যার অর্থ দাঁড়ায় ফরয সালাত ব্যতীত। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা মানুষ সর্বদা করতে থাকে; যদিও তা পরিমাণে অল্পই হোক না কেন।

১. হানাফী আলিমগণের মতে বিতর সালাত তিন রাকআত। এক সালামের সাথে প্রথম জোড় দু'রাকআত ও তার সাথে বেজোড় এক রাকআত মোট তিন রাকআত।

١٦٥٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَاقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ جَالِسًا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ "خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَقَالاَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ *

১৬৫৬. সুলায়মান ইব্‌ন সালাম বল্‌খী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যু অবধি অধিকাংশ সালাত ছিল বসা অবস্থায়, ফরয সালাত ব্যতীত।

١٦٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ قَاعِدًا اِلاَّ الْفَرِيْضَةَ وَكَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَيْهِ اَدْوَمَهُ وَاِنْ قَلَّ *

১৬৫৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরয সালাত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকাল অবধি অধিকাংশ সালাত ছিল বসা অবস্থায় আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা সর্বদা করা হত, তা পরিমাণে অল্পই হত না কেন।

١٦٥٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهِ قَاعِدًا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ وَكَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ *

১৬৫৮. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুস সামাদ (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সত্তার শপথ যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকাল অবধি তাঁর অধিকাংশ সালাত ছিল বসা অবস্থায়, ফরয সালাত ব্যতীত। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা সর্বদা করা হত যদিও তা পরিমাণে অল্পই হত না কেন।

١٦٥٩. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ

ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ يُصَلِّيْ كَثِيْرًا مِّنْ صَلٰوتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১৬৫৯. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ ইনতিকাল অবধি তাঁর অধিকাংশ সালাত বসা অবস্থাতেই আদায় করতেন।

١٦٦٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَشْعَثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَانَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ *

১৬৬০. আবুল আশআছ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বসা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; মানুষের দায়িত্ব ভারে দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

١٦٦١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتّٰى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ قَاعِدًا يَّقْرَاُ بِالسُّوْرَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتّٰى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَلَ مِنْهَا *

১৬৬১. কুতায়বা (র) - - - - হাফ্সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর নফল সালাত বসে বসে আদায় করতে কখনো দেখিনি তাঁর ইনতিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। এরপর তিনি বসে বসেও নফল সালাত আদায় করতেন। তিনি কোন যখন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন তখন তা তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন, তাতে দীর্ঘ সূরা আরো দীর্ঘ (মনে) হত।

فَضْلِ صَلٰوةِ الْقَائِمِ عَلٰى صَلٰوةِ الْقَاعِدِ

বসে বসে সালাত আদায় করার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার ফযীলত

١٦٦٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَقُلْتُ حُدِّثْتُ اَنَّكَ قُلْتَ اِنَّ صَلٰوةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ وَاَنْتَ تُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّيْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِنْكُمْ *

১৬৬২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বসা অবস্থায় দেখলাম। আমি বললাম, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন ঃ বসে বসে সালাত আদায়কারীর সওয়াব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক। অথচ আপনি বসে বসে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, নিশ্চয়; কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই। (আমি বসে বসে সালাত আদায় করলেও আমাকে পূর্ণ সওয়াব দেয়া হয়।)

فَضْلِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلٰى صَلاَةِ النَّائِمِ

শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করার উপর বসে বসে সালাত আদায় করার ফযীলত

١٦٦٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الَّذِىْ يُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ *

১৬৬৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে বসে বসে সালাত আদায় করে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করে তার এ সালাত সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে বসে সালাত আদায় করে তার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করে, তার জন্য বসে বসে সালাত আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সওয়াব রয়েছে।

بَابُ كَيْفَ صَلٰوةُ الْقَاعِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ বসে বসে সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে ?

١٦٦٤. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ مُتَرَبِّعًا "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرَ اَبِىْ دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلاَ اَحْسِبُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ خَطَأً وَّاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

১৬৬৪. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একবার দেখলাম যে, তিনি চার জানু হয়ে সালাত আদায় করছেন। আবূ আব্দুর রহমান (নাসাঈ)

বলেন, আমি অত্র হাদীস শরীফ আবূ দাউদ (র) ভিন্ন অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি অবশ্য নির্ভরযোগ্য কিন্তু আমি অত্র হাদীস শরীফকে ভুল ভিন্ন কিছুই মনে করি না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রে কুরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে ?

١٦٦٥. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَجْهَرُ اَمْ يُسِرُّ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اَسَرَّ *

১৬৬৫. শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে কিভাবে কুরআন পাঠ করতেন, উচ্চ স্বরে না নিম্ন স্বরে? আয়েশা (রা) বললেন, উভয়রূপেই তিনি কুরআন পাঠ করতেন। কখনো উচ্চ স্বরে পাঠ করতেন, কখনো নিম্ন স্বরে পাঠ করতেন।

فَضْلُ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ

(স্থান-কাল ভেদে) উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার উপর নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার ফযীলত

١٦٦٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِىْ ابْنَ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالَّذِىْ يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِىْ يُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالَّذِىْ يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ *

১৬৬৬. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (স্থান-কালভেদে) উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে প্রকাশ্যে দান খয়রাত করে, আর যে ব্যক্তি নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করে সে ঐ ব্যক্তি ন্যায়, যে গোপনে দান খয়রাত করে।

بَابُ تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের সালাতে কিয়াম রুকূ, রুকূর পরে দাঁড়ানো সিজদা এবং উভয় সিজদার মধ্যে বসায় সমতা বিধান করা

١٦٦٧. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِأَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّىْ بِهَا فِىْ رَكْعَةٍ فَمَضَى فَاَفْتَتَحَ النِّسَآءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيْبًا مِّنْ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلَى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِّنْ رُكُوْعِهِ *

১৬৬৭. হুসায়ন ইব্ন মান্সূর (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারা শুরু করলেন, আমি মনে মনে বললাম যে, হয়তো তিনি একশত আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করে রুকূতে যাবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন, আমি মনে মনে বললাম, হয়তো তিনি দু'শত আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করে রুকূতে যাবেন, কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম, হয়তো তিনি পূর্ণ সূরা এক রাকআতেই তিলাওয়াত করে ফেলবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন এবং সূরা "নিসা" শুরু করে তাও তিলাওয়াত করে ফেললেন। তারপর সূরা "আলে-ইমরান" ও শুরু করে তাও তিলাওয়াত করে ফেললেন। তিনি ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন। যদি তিনি এমন কোন আয়াত তিলাওয়াত করে ফেলতেন যাতে কোন তাসবীহ্ রয়েছে তবে তাসবীহ পাঠ করতেন, যদি কোন যাঞ্ছা করার আয়াত তিলাওয়াত করে ফেলতেন তবে যাঞ্ছা করতেন। যদি কোন বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত তিলাওয়াত করে ফেলতেন, তবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর রুকূ করতেন এবং বলতেন, "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম" তাঁর রুকূ প্রায় তাঁর কিয়ামের সমান হত। পরে তাঁর মাথা উঠাতেন

এবং বলতেন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা"। তাঁর দাঁড়ানো প্রায় তাঁর রুকূর সমান হত। তারপর সিজদা করতেন এবং বলতেন,"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা"। তাঁর সিজদা প্রায় তাঁর রুকূ'র সমান হত।

١٦٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ مِثْلَ مَاكَانَ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ مِثْلَ مَاكَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى مِثْلَ مَاكَانَ قَائِمًا فَمَا صَلَّى اِلاَّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ اِلَى الْغَدَاةِ "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدِيْ مُرْسَلٌ وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيْدَ لاَ اَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا وَّغَيْرُ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ *

১৬৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক রমযান সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ করলেন এবং রুকূতে বললেন "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম"; তাঁর রুকূ তাঁর দাঁড়ানো থাকার সমপরিমাণ হত। তারপর উভয় সিজদার মধ্যে বসে বললেন, رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ তাঁর বসা ও তাঁর কিয়ামের সমপরিমাণ হত। তারপর সিজদা করলেন এবং বললেন, "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" তাঁর সিজদা ও তাঁর কিয়ামের সমপরিমাণ হত। মাত্র চার রাকআত সালাত আদায় করতেই বিলাল (রা) এসে ফজরের সালাতের সংবাদ দিলেন। আবূ আব্দুর রহমান নাসায়ী বলেন, আমার নিকট এই হাদীসটি মুরসাল।

بَابُ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে?

١٦٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْاَزْدِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدِيْ خَطَاٌ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ *

১৬৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আলী আয্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, রাত্রের এবং দিনের সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করবে। আবূ আব্দুর রহমান নাসায়ী (র) বলেন। অত্র হাদীস শরীফ আমার ধারণা মতে ভুল। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

١٦٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً *

১৬৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করবে, যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাকআত আদায় করে নেবে।

١٦٧١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭১. আমর ইব্‌ন উসমান এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদাকাহ (র) - - - - সালিমের পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত। যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় করে নেবে।

١٦٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسْأَلُ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ *

১৬৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বারে দণ্ডায়মান থাকাকালীন রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে শুনেছি, "দু'রাকআত দু'রাকআত" (করে আদায় করবে) যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

١٦٧٣. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ

قَالَ حَدَّثَنَا نُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِنْ خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৩. মূসা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "দু'রাকআত, দু'রাকআত" (করে আদায় করবে)। যদি তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে যেন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেয়।

١٦٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাত্রের সালাত দু'রাকআত, দু'রাকআত (করে আদায় করবে)। "যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বে আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।"

١٦٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৫. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, "রাত্রের সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে?" তিনি বললেন ঃ "রাত্রের সালাত "দু'রাকআত, দু'রাকআত (করে আদায় করবে)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বে আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।"

١٦٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাত্রের সালাত "দু'রাকআত, দু'রাকআত" (করে আদায় করবে)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

١٦٧٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنَ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ *

১৬৭৭. আহমদ ইব্ন হায়ছাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! রাত্রের সালাত কিরূপে আদায় করতে হবে ? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, রাত্রের সালাত "দু'রাকআত, দু'রাকআত" (করে আদায় করবে)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিতর সালাতের আদেশ

١٦٧٨. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَااَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ *

১৬৭৮. হান্নাদ ইব্ন সারি (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বিত্‌রের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা বিত্‌রের সালাত আদায় কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বেজোড় এবং তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।

١٦٧٩. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

১৬৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিত্‌রের সালাত ফরয সালাতের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং তা ওয়াজিব, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াজিব করে দিয়েছেন।[১]

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিত্‌রের সালাত আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

١٦٨٠. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ شِمْرٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِى ﷺ بِثَلاَثٍ اَلنَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى *

১৬৮০. সুলায়মান ইব্ন সাল্‌ম এবং মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবী ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যত করে গেছেন। এক, (শেষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে) বিত্‌রের সালাত আদায় করে নিদ্রা যাওয়া। দুই, প্রত্যেক মাসে (আইয়্যামে বীযের) তিন দিন সাওম পালন করা। তিন, চাশতের (পূর্বাহ্নের) দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

١٦٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلاَثٍ اَلْوِتْرِ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَصَوْمِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ *

১৬৮১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যত করেছেন। এক, (রাত্রির শেষ ভাগে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে) রাত্রির প্রথম ভাগেই বিত্‌রের সালাত আদায় করে নেওয়া। দুই, ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করা। তিন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন আইয়্যামে বীযের সাওম পালন করা।

---

১. খারিজা ইব্ন হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি সালাত বর্ধিত করে দিয়েছেন, তাহল বিত্‌রের সালাত। তোমরা উক্ত সালাত ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মশহুর মতানুযায়ী বিত্‌রের সালাত হল ওয়াজিব।

بَابُ نَهْىُ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ الْوِتْرَيْنِ فِى لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ এক রাত্রে দুইবার বিত্‌রের সালাত আদায় করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা

١٦٨٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ مُلاَزِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا اَبِىْ طَلْقُ بْنُ عَلِىٍّ فِى يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَاَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ اَنْحَدَرَ اِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِاَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِىَ الْوِتْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ اَوْتِرْ بِهِمْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَوِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ *

১৬৮২. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) - - - - কায়্‌স ইব্‌ন তল্‌ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের একদিন আমার পিতা তল্‌ক ইব্‌ন আলী (রা) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাদের সাথে সন্ধ্যা করে ফেললেন, এবং ঐ রাত্রে আমাদের সাথে তারাবীহ্‌র সালাত আদায় করলেন আর আমাদের সাথে বিত্‌রের সালাতও আদায় করলেন। অতঃপর তিনি দ্রুত মসজিদে চলে গেলেন এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে সালাত আদায়ে লেগে গেলেন। যখন শুধু বিত্‌রের সালাত অবশিষ্ট রয়ে গেল, তিনি এক ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি এদের নিয়ে বিত্‌রের সালাত আদায় করে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, "এক রাত্রে দুইবার বিত্‌রের সালাত আদায় করতে নেই।

بَابُ وَقْتُ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের সালাতের সময়

١٦٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ اَوْتَرَ ثُمَّ اَتَى فِرَاشَهُ فَاِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ اَلَمَّ بِاَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَثَبَ فَاِنْ كَانَ جُنُبًا اَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَاِلاَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ *

১৬৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তিনি রাত্রের প্রথম

ভাগে নিদ্রা যেতেন। অরপর জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং যখন সাহারীর সময় হয়ে যেত, তখন তিনি বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁর বিছানায় যেতেন। যদি তাঁর বিবির কাছে কোন প্রয়োজন হত তাহলে তিনি বিবির সাথে সহবাস পর্ব সেরে নিতেন। তারপর যখন আযান শুনতে পেতেন দ্রুত দাঁড়িয়ে যেতেন। যদি তাঁর উপর গোসল ফরয হত তাহলে তা সেরে নিতেন, অন্যথায় উযু করে নিতেন এবং সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন।

١٦٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ وَاَوْسَطِهِ وَاَنْتَهٰى وَتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ *

১৬৮৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন (কখনো) রাত্রের প্রথম ভাগে, (কখনো) রাত্রের শেষ ভাগে (আবার কখনো) রাতের মধ্য ভাগে। কিন্তু শেষ বয়সে রাত্রের শেষ ভাগেই বিত্‌রের সালাত আদায় করা অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিলেন।

١٦٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اٰخِرَ صَلٰوتِهِ وَتْرًا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذٰلِكَ *

১৬৮৫. কুতায়বা (র)- - -- নাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সালাত আদায় করে সে যেন শেষে বিত্‌রের সালাত আদায় করে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভোর হওয়ার পূর্বে বিত্‌রের সালাত আদায় করার নির্দেশ

١٦٨٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامِ بْنِ اَبِىْ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ نَضْرَةَ الْعَوَقِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبْحِ *

১৬৮৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ফাদালা (র) - - - - আবূ নাদ্‌রাহ আওয়াকী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ

সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিত্‌রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা ভোর হওয়ার পূর্বেই বিত্‌রের সালাত আদায় করে নেবে।

١٦٨٧. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৬৮৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন দুরুস্‌ত্ (র) ---- আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই বিত্‌রের সালাত আদায় করে নেবে।

اَلْوِتْرُ بَعْدَ الْاَذَانِ

ফজরের আযানের পর বিত্‌রের সালাত আদায় করা

١٦٨٨. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَعَلُوْا يَنْتَظِرُوْنَهُ فَجَاءَ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اُوْتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ الْاَذَانِ وِتْرٌ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الْاِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى *

১৬৮৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাকীম (র) ---- ইবরাহীমের পিতা মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আমর ইব্‌ন শুরাহবীল (র)-এর মসজিদে ছিলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ইকামত বলা হল। মুসল্লীরা তাঁর অপেক্ষা করছিল। তিনি এসে বললেন, আমি বিত্‌রের সালাত আদায় করছিলাম। আর তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ "ফজরের আযানের পরে কি বিত্‌রের সালাত আদায় করা যায়?" তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ; ইকামতের পরেও আদায় করা যায় এবং নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি একবার ফজরের সালাত আদায় না করে নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য উদয় হয়ে গেলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করে নিয়েছিলেন।[১]

بَابٌ اَلْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যানবাহনের উপর বিত্‌রের সালাত আদায় করা

١٦٨٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ

১. অর্থাৎ নবী (সা) সূর্যোদয়ের পরে ফজরের কাযা সালাত আদায় করে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বিত্‌রের কাযা সালাতও আদায় করতে হবে।

اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ *

১৬৮৯. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো যানবাহনের উপরও বিত্‌রের সালাত আদায় করে নিতেন।

١٦٩٠. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ الْحُرِّ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى بَعِيْرِهِ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

১৬৯০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) কখনো কখনো তাঁর উটের উপর বিত্‌রের সালাত আদায় করে নিতেন এবং বলতেন যে, নবী ﷺ -ও অনুরূপ করতেন।

١٦٩١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ *

১৬৯১. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন উমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো তাঁর উটের উপরও বিত্‌রের সালাত আদায় করে নিতেন।

بَابٌ كَمِ الْوَتْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের সালাত কত রাকআত ?

١٦٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ *

১৬৯২. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্য়া (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, বিত্‌রের সালাত শেষ রাত্রে (পূর্বের আদায়কৃত রাকআতসমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

١٦٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ثُمَّ

ذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ *

১৬৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিত্‌রের সালাত শেষ রাত্রে (পূর্বের আদায়কৃত সালাত সমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

١٦٩٤. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ *

১৬৯৪. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাত্রের সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করবে এবং বিত্‌রের সালাত, শেষ রাত্রে (পূর্বের আদায়কৃত সালাত সমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

بَابٌ كَيْفَ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের সালাতের একটি রাকআত কিভাবে আদায় করতে হবে ?

١٦٩٥. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ *

১৬৯৫. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের সালাত হল দু'রাকআত, দু'রাকআত। যখন তুমি ফিরে যেতে চাও তখন একটি রাকআত আদায় করে নাও, যা তোমার পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে বেজোড় বানিয়ে নেবে।

١٦٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَّاحِدَةٌ *

১৬৯৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

রাত্রের সালাত হল দু'রাকআত, দুরাকআত। আর বিত্‌রের সালাত হল (পূর্বের আদায়কৃত সালাত সমূহের সাথে মিলিত) একটি রাকআত।

١٦٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِعٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَاقَدْ صَلّٰى *

১৬৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, রাত্রের সালাত হল দু'রাকআত, দু'রাকআত। যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত আদায় করে নেবে, যা (তার পূর্বে আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে দেবে।

١٦٩٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ صَلٰوةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَاَوْتِرُوْا بِوَاحِدَةٍ *

১৬৯৮. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ফাদালাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ রাত্রের সালাত হল দু'রাকআত, দু'রাকআত। যখন তোমরা ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন একটি রাকআত দ্বারা (পূর্বের আদায়কৃত সমুদয় সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে নেবে।

١٦٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُّوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ *

১৬৯৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাত্রে এগার রাকআত

সালাত আদায় করতেন। (পূর্ববর্তী দু'টি রাকআতকে) একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে নিতেন। তারপর তাঁর ডান পার্শ্বে শুয়ে পড়তেন।

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন রাকআত বিত্‌রের সালাত কিভাবে আদায় করতে হবে ?

١٧٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامُ وَلاَيَنَامُ قَلْبِىْ *

১৭০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (নফল) সালাত কি রকম হত? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযান অথবা অন্য সময়ে রাত্রে এগার রাকআতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। (সালাত) তাঁর একাগ্রতা এবং তাঁর সালাত দীর্ঘায়িত করা সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। তারপর আরও চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাঁর এ একাগ্রতা এবং সালাত দীর্ঘায়িতকরণ সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। তারপর (মাঝখানে সালাম না ফিরায়ে) আরো তিন রাকআত সালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি কি বিত্‌রের সালাত আদায় করার পূর্বেই নিদ্রা যান ? তিনি বললেন, হে আয়েশা ! আমার আঁখি যুগল তো নিদ্রা যায় কিন্তু আমার হৃদয় নিদ্রা যায় না।

١٧٠١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ *

১৭০১. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের সালাতে দু'রাকআতে সালাম ফিরাতেন না।

ذِكْرُ اِخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبْرِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِى الْوَتْرِ

বিত্‌রের সালাত সম্বন্ধে উবাই ইব্ন কা'ব (র) থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য

١٧٠٢. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ فِى اٰخِرِ هِنَّ *

১৭০২. আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের সালাত তিন রাকআত আদায় করতেন। প্রথম রাকআত "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বিতীয় রাকআতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন", তৃতীয় রাকআতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন এবং রুকূতে যাওয়ার পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন। যখন সালাত শেষ করতে যেতেন তখন তিনি শেষ পর্যন্ত তিনবার ঃ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়তেন।

١٧٠٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى مِنَ الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَااَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

১৭০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাই ইব্ন কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের প্রথম রাকআতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বিতীয় রাকআতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাকআতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন।

١٧٠٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسٰى قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِى اٰخِرِ هِنَّ وَيَقُوْلُ يَعْنِىْ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا *

১৭০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্রের সালাতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বিতীয় রাকআতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন," এবং তৃতীয় রাকআতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন। আর শুধুমাত্র শেষ রাকআতেই সালাম ফিরাতেন অর্থাৎ সালামের পর তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى اَبِىْ اِسْحَاقَ فِىْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْوِتْرِ

١٧٠٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَوْقَفَهُ زُهَيْرٌ *

১৭০৫. হুসায়ন ইব্ন ঈসা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন রাকআত বিত্রের সালাত আদায় করতেন। প্রথম রাকআত "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বিতীয় রাকআতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন", এবং তৃতীয় রাকআতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন।

١٧٠٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَال حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

১৭০৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তিন রাকআত বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন," এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা।

ذِكْرُ اِخْتِلاَفِ عَلٰى حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْوِتْرِ

١٧٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَّصَلَّى رَكْعَتَيْنِ *

১৭০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলীর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন, তারপর মিসওয়াক করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। পরে শুয়ে গেলেন তারপর জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করলেন। অতঃপর উযূ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। ছয় রাকআত পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাকআত বিত্‌রের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

١٧٠٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَهُوَ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاَوْتَرَ بِثَلاَثٍ *

১৭০৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলীর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একরাত্রে নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে উযূ এবং

মিসওয়াক করলেন এবং اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এবং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর জাগ্রত হয়ে উযূ ও মিসওয়াক করলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। পুনরায় শুয়ে পড়লেন। আবার জাগ্রত হয়ে উযূ ও মিসওয়াক করলেন। তারপর দু'রাকআত সালাত আদায় করে তিন রাকআত বিত্র আদায় করলেন।

١٧٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَنَّ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

১৭০৯. মুহাম্মদ ইব্ন জাবালাহ্ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একরাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন, তারপর মিসওয়াক করলেন। রাবী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

١٧١٠. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَّيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ خَالَفَهُ عَمْرُوبْنُ مُرَّةَ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১৭১০. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে আট রাকআত (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করতেন এবং তিন রাকআত বিত্রের সালাত আদায় করতেন এবং ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন।

١٧١١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ اَوْتَرَ بِتِسْعٍ خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ *

১৭১১. আহমদ ইব্ন হার্ব (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে তের রাকআত সালাত আদায় করতেন (বিত্রের সালাতসহ)। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বলতা এসে গেল তখন তিনি নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন।

١٧١٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا اَسَنَّ وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعًا *

১৭১২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি সাত রাকআত সালাত আদায় করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اَيُّوْبَ فِى الْوِتْرِ

١٧١٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ضُبَارَةُ بْنُ اَبِى السَّلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنِىْ دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ *

১৭১৩. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, বিত্‌রের সালাত ওয়াজিব। অতএব, যার ইচ্ছা হয় সে সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে, আর যে ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে। আর যে ইচ্ছা করে সে তিন রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে আর যে ইচ্ছা করে সে এক রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে।

١٧١٤. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ *

১৭১৪. আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) - - - - আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বিত্‌রের সালাত ওয়াজিব। অতএব, যে ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে আর

যে ইচ্ছা করে সে তিন রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে আর যে ইচ্ছা করে সে এক রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে।

١٧١٥. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُعِيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ *

১৭১৫. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আতা ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, বিত্‌রের সালাত ওয়াজিব। অতএব, যে ব্যক্তি পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে দেয়া ভাল মনে করে সে যেন তা-ই করে। আর যে ব্যক্তি তিন রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে দেয়া ভাল মনে করে, সে যেন তা-ই করে। আর যে ব্যক্তি এক রাকআত দ্বারা বেজোড় বানিয়ে দেয়া ভাল মনে করে, সে যেন তা-ই করে।

١٧١٦. اَخْبَرَنَا قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ مَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَّمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِثَلْثٍ وَّمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ اَوْمَأَ اِيْمَاءً *

১৭১৬. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তিন রাকআত দ্বারা বে-জোড় করে দেবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে এক রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দেবে, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে ভালভাবে ইশারা করবে।[১]

كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِىْ حَدِيْثِ الْوِتْرِ

পাঁচ রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করতে হবে ?

١٧١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ

১. ওযরের কারণে ইশারায় সালাত আদায় করার অনুমতি আছে।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَّبِسَبْعٍ لاَّ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلاَمٍ وَّلاَ بِكَلاَمٍ *

১৭১৭. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ রাকআত দ্বারাও বেজোড় করে দিতেন, সাত রাকআত দ্বারাও বেজোড় করে দিতেন। ঐ রাকআতগুলোর মধ্যে সালাম ফিরিয়ে কিংবা কথা বলে সালাতকে বিভক্ত করতেন না।

١٧١٨. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِّقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ اَوْ بِخَمْسٍ لاَّ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ *

১৭১৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাত রাকআত বা পাঁচ রাকআত দ্বারা সালাতকে বেজোড় করে দিতেন। ঐ রাকআতগুলোর মধ্যে সালাম ফিরিয়ে সালাতকে বিভক্ত করতেন না।

١٧١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلاَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لاَاَدْرِىْ قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيْتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَّيْمُوْنَةَ *

১৭১৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - মিকসাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেজোড় করণ হবে সাত রাকআত দ্বারা তবে পাঁচ রাকআতের কম দ্বারা নয়। রাবী (হাকাম) বলেন, আমি একথা ইবরাহীম (র)-কে বললে তিনি বললেন, রাবী (মিকসাম) এ হাদীস কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। তারপর আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে মিকসাম (র)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ হাদীস কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে। তিনি আয়েশা এবং মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٧٢٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَّلاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ *

১৭২০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কখনো পাঁচ রাকআত দ্বারাও (সালাতকে) বেজোড় বানিয়ে দিতেন, কেবলমাত্র শেষ রাকআতেই বসতেন।[১]

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সাত রাকআত কিভাবে বেজোড় করা হবে ?

١٧٢١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لاَيَقْعُدُ اِلاَّ فِى اٰخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَابُنَىَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يُّدَاوِمَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرٌ خَالَفَهُ هِشَامٌ *

১৭২১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বয়স বেড়ে গেল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তিনি সাত রাকআত সালাত আদায় করতেন, শুধুমাত্র শেষ রাকআতেই বসতেন আর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। হে বৎস! তাহলে মোট নয় রাকআত সালাত আদায় করা হত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন তা সর্বদা আদায় করতে ভালবাসেন। (সংক্ষিপ্ত)

١٧٢٢. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ اِلاَّ فِى السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّى السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

---

১. হানাফীদের নিকট দু'রাকআত সালাত আদায়ের পর বসা ওয়াজিব।

১৭২২. যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন কেবলমাত্র অষ্টম রাকআতেই বসতেন এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা এবং যিক্‌র করতেন (তাশাহ্‌হুদ পড়তেন) আর দোয়া করতেন (ছানা পড়তেন)। তারপর উঠে যেতেন এবং সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাকআত আদায় করতেন এবং বসে যেতেন ও আল্লাহ্ তাআলার যিক্‌র করতেন আর দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন তাঁর বয়স বেড়ে গেল এবং দুর্বলতা এসে গেল তখন সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন, শুধুমাত্র ষষ্ঠ রাকআতেই বসতেন। তারপর উঠে যেতেন এবং সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর সপ্তম রাকআত আদায় করতেন তারপর সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

كَيْفَ الْوِتْرُ بِتِسْعٍ

নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করা হবে ?

١٧٢٣. أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ تِسْعَ رَكْعَاتٍ لاَّ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ اِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُوْ بَيْنَهُنَّ وَلاَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللّٰهَ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ *

১৭২৩. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য মিসওয়াক এবং উযূর পানি তৈরী করে রাখতাম। রাত্রের যে অংশে তাঁকে জাগ্রত করার আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা হত সে অংশে তাঁকে জাগ্রত করে দিতেন। (জাগ্রত হয়ে) তিনি মিসওয়াক এবং উযূ করতেন ও নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। শুধুমাত্র অষ্টম রাকআতে বসতেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবী ﷺ-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতেন এবং দোয়া করতেন, সালাম ফিরাতেন। অতঃপর নবম রাকআত আদায় করতেন এবং বসে যেতেন অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং নবী ﷺ-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতেন ও দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসা অবস্থায় দু'আরাকআত সালাত আদায় করতেন।

١٧٢٤. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى اَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا اَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا اَخْبَرَنَا اَنَّهُ اَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وَتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ اَوْ لاَ اُنَبِّئُكَ بِاَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَاَتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْنَاهَا فَقُلْتُ اَنْبِئِيْنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاشَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّيْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَيَقْعُدُ فِيْهِنَّ اِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يَابُنَيَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعًا اَىْ بُنَيَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَحَبَّ اَنْ يُّدَاوِمَ عَلَيْهَا *

১৭২৪. যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - যুরারাহ ইব্‌ন আওফা (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন হিশাম আমাদের কাছে এসে বললেন যে, তিনি ইবন আব্বাসের নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সন্ধান দেব না? অথবা (তিনি বললেন) আমি কি তোমাকে ধরাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌রের সালাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তির সংবাদ দেব না? আমি বললাম, তিনি কে? তিনি বললেন ঃ আয়েশা (রা)। তখন আমরা তাঁর কাছে আসলাম এবং তাঁকে সালাম করে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি বললাম ঃ আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌রের সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য তাঁর মিসওয়াক এবং উযূর পানি তৈরী করে রাখতাম। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে রাত্রে যখন জাগাতে ইচ্ছা করতেন জাগিয়ে দিতেন। তিনি মিসওয়াক করে উযূ করতেন এবং নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। শুধুমাত্র অষ্টম রাকআতেই বসতেন। (বসে) আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর যিক্‌র করতেন আর দোয়া করতেন। তারপর উঠে যেতেন; সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাকআত আদায় করতেন এবং বসে যেতেন ও আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা বর্ণনা করতেন, তাঁর যিক্‌র এবং দোয়া করতেন। তারপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। হে বৎস! তাহলে মোট এগার রাকআত

সালাত আদায় করা হত। যখন তিনি বয়স্ক হয়ে গেলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন। তারপর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। হে বৎস! তাহলে মোট নয় রাকআত সালাত আদায় করা হত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন তা সর্বদা আদায় করতে ভালবাসতেন।

١٧٢٥. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১৭২৫. যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন। তারপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন তখন সাত রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন। তারপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

١٧٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ *

১৭২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন এবং বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

١٧٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ يَعْنِىْ مَوْلَى بَنِىْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ وَفَدَ عَلَى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ * مُخْتَصَرٌ

১৭২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ খালানজী (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি

বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্) রাত্রে আট রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং নবম রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন এবং বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। (সংক্ষিপ্ত)

١٧٢٨. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ أُرَاهُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ *

১৭২৮. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন।

بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِاِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ ঃ এগার রাকআত দ্বারা বেজোড় কিভাবে করা হত ?

١٧٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَّيُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شَقِّهِ الْاَيْمَنِ *

১৭২৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাত্রে এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন। তারপর তিনি ডান করটে শুয়ে পড়তেন।

بَابُ اَلْوِتْرُ بِثَلاَثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ ঃ তের রাকআত দ্বারা বেজোড় করা

١٧٣٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ اَوْتَرَ بِتِسْعٍ *

১৭৩০. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তের রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বলতা এসে গেল, নয় রাকআত দ্বারা বেজোড় করতেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের সালাতে কুরআন পাঠ করা

١٧٣١. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ اَنَّ اَبَا مُوْسٰى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً اَوْتَرَ بِهَا فَقَرَأَ فِيْهَا بِمَائَةِ اٰيَةٍ مِّنَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ مَا اَلَوْتُ اَنْ اَضَعَ قَدَمَىَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدَمَيْهِ وَاَنْ اَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

১৭৩১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ মিজলায (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মূসা (রা) একবার মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেছিলেন তিনি সেখানে দু'রাকআত ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং একটি রাকআত দ্বারা বেজোড় করে দিলেন, তাতে সূরায়ে নিসা একশ'টি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, আমি যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পদদ্বয় রাখতেন সেখানে আমার পদদ্বয় রাখতে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা যা তিলাওয়াত করতেন তা তিলাওয়াত করতে কোন ত্রুটি করিনি।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الْوِتْرِ

বিত্‌রের সালাতে অন্য আর প্রকারের কুরআন পাঠ

١٧٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَشْكَابَ النَّسَائِىُّ قَالَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ *

১৭৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন" ও "কুল হুওয়া আল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। এবং যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন।

١٧٣٣. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ وَّطَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

১৭৩৩. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র) ---- উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন।

١٧٣٤. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

১৭৩৪. হাসান ইব্‌ন কাযাআ (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের সালাতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى شُعْبَةَ فِيْهِ

١٧٣٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَكَانَ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا وَّيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ *

১৭৩৫. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", "কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা

বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। আর যখন সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়তেন এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে পড়তেন।

١٧٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى سَلَمَةُ وَزُبَيْدٌ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ وَيَرْفَعُ بِسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ "رَوَاهُ مَنْصُوْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا" *

১৭৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের সালাতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন। তারপর যখন সালাম ফিরাতেন তখন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়তেন এবং তৃতীয় বারে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ উচ্চস্বরে পড়তেন।

١٧٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَكَانَ اِذَا سَلَّمَ وَفَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا طَوَّلَ فِى الثَّالِثَةِ "وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا" *

১৭৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামাহ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন এবং যখন সালাম ফিরাতেন ও সালাম থেকে অবসর হয়ে যেতেন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়তেন এবং তৃতীয়বারে তা দীর্ঘ করতেন।

١٧٣٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى

وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا" *

১৭৩৮. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন।

١٧٣٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ *

১৭৩৯. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আব্‌যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়াআয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। আর যখন সালাত থেকে অবসর হয়ে যেতেন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়তেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فِيْهِ

١٧٤٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

১৭৪০. আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের সালাতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকার আ'লা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন।

١٧٤١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ اَبْزَى مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ *

১৭৪১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবযা (রা) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٤٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ *

১৭৪২. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

١٧٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَزْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا *

১৭৪৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। আর যখন (সালাত থেকে) অবসর হয়ে যেতেন তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পড়তেন।

١٧٤٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا وَيَمُدُّ فِى الثَّالِثَةِ *

১৭৪৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। যখন সালাত থেকে অবসর হয়ে যেতেন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়তেন এবং তৃতীয়বারে দীর্ঘ করতেন।

١٧٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى *

১৭৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন।

١٧٤٦. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَوْتَرَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَا شَبَابَةَ عَلَى الْحَدِيْثِ خَالَفَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٌ *

১৭৪৬. বিশ্‌র ইব্ন খালিদ (র) ---- ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন।

١٧٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيْهَا *

১৭৪৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ---- ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার জোহরের সালাত আদায় করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" তিলাওয়াত করল। তিনি সালাত আদায় শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" কে তিলাওয়াত করেছিল? এক ব্যক্তি বলল, আমি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তোমাদের কেউ সালাতে আমাকে বিরক্ত করেছিলে।

بَابُ الدُّعَاءِ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের সালাতে দোয়া পড়া

١٧٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُولُهُنَّ فِى الْوِتْرِ فِى الْقُنُوْتِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِى فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ *

১৭৪৮. কুতায়বা (র) - - - - আবুল জাউযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন যেগুলো আমি বিত্‌রের কুনূতে পড়ে থাকি ঃ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ -

١٧٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِىٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُوْلُ ﷺ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فِى الْوِتْرِ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اَهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَانَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ ﷺ *

১৭৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছেন বিত্‌রের সালাতে (পড়বার জন্য) তিনি বলেছেন, তুমি বল ঃ اَللّٰهُمَّ اَهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَانَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ ﷺ -

١٧٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرِو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ *

১৭৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) ---- আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর বিত্‌রের সালাতের শেষে বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ –

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ فِى الْوِتْرِ

বিত্‌রের সালাত অন্তে দোয়ার সময় হস্তদ্বয় উঠানোর ব্যাপারে আধিক্য পরিহার করা

١٧٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِثَابِتٍ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ قُلْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ *

১৭৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের প্রথম তাকবীরের মত ইস্তিস্কা ব্যতীত অন্য কোন দোয়া কাঁধ বরাবর হস্তদ্বয় উঠাতেন না। (বরং বক্ষ বরাবর উঠাতেন)।

بَابُ قَدْرِ السَّجْدَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের সালাত অন্তে সিজদার পরিমাণ

١٧٥٢. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ يُصَلِّيْ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً *

১৭৫২. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর ফজরের সালাত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত সালাত ব্যতীত রাত্রে এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং তোমাদের কারো পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত (প্রতিটি) সিজদা (দীর্ঘ) করতেন।

اَلتَّسْبِيْحُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوِتْرِ

বিত্‌রের সালাত অন্তে তাসবীহ পাঠ করা

١٧٥٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَآ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَيَقُوْلُ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

১৭৫৩. আহমদ ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - - আব্দুর রহমান (র) ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন।

١٧٥٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَقُلْ يَآ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَيَقُوْلُ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

১৭৫৪. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু

আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন।

١٧٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ *

১৭৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। যখন (সালাম ফিরানোর পর) ফিরে যাওয়ার মনস্থ করতেন, তখন তিনবার উচ্চস্বরে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন।

١٧٥٦. اَخْبَرَنَا حَرَمِىُّ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِى الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ *

১৭৫৬. হারামী ইব্‌ন ইউনুস (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন এবং যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার উচ্চস্বরে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন। তৃতীয়বার উচ্চ ও দীর্ঘায়িত করতেন।

١٧٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى

وَقُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ اَرْسَلَهُ هِشَامٌ ‏•

১৭৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। যখন অবসর হয়ে যেতেন তখন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলতেন।

١٧٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

১৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - সাঈদ ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। রাবী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ اِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত এবং বিত্‌রের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা মুবাহ হওয়া সম্পর্কে

١٧٥٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوْتِرُ فِيْهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَاِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

১৭৫৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ফাদালা (র) - - - - আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তিনি তের রাকআত সালাত আদায় করতেন। নয় রাকআত দাঁড়ানো অবস্থায়, তাতে (তিন রাকআত) বিত্‌রের সালাত

আদায় করতেন। দু'রাকআত বসা অবস্থায় আদায় করতেন, যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর রুকূ এবং সিজদা করতেন। এ দু'রাকআত বিত্‌রের সালাতের পরে আদায় করতেন। যখন ফজরের আযান শুনতে পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত সর্বদা পড়া

١٧٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَيَدَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - "خَالَفَهُ عَمَّةُ اَصْحَابِ شُعْبَةَ مِمَّنْ رَوَى هذَا الْحَدِيْثَ فَلَمْ يَذْكُرُوْا مَسْرُوْقًا" *

১৭৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জোহরের পূর্বের চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত কখনো ছাড়তেন না।

١٧٦١. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ *

১৭৬১. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহরের পূর্বের চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়তেন না।

١٧٦٢. اَخْبَرَنَا هرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا *

১৭৬২. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত দুনিয়া এবং তদস্থিত সমুদয় বস্তু (আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা) থেকেও উত্তম।

وَقْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করার সময়

١٧٦٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا نُوْدِىَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ اِلَى الصَّلٰوةِ *

১৭৬৩. কুতায়বা (র) - - - - হাফসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, যখন ফজরের আযান দেয়া হত, তখন তিনি ফজরের ফরয সালাত আদায় করার জন্য যাওয়ার পূর্বে দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ *

১৭৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, উষা যখন ফর্সা হয়ে যেত তখন নবী ﷺ দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

اَلْاِضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ عَلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করার পর ডান করটে শয়ন করা

١٧٦٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلَى مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ بَعْدَ اَنْ يَّتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ *

১৭৬৫. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুয়ায্যিন সালাতের আযান দিয়ে দিত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়ার

পর ফজরের ফরয সালাত আদায় করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করে নিতেন। অতঃপর ডান করটে শুয়ে পড়তেন।

بَابُ ذَمِّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদ সালাত পরিত্যাগকারীর নিন্দা প্রসঙ্গে

١٧٦٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ *

১৭৬৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি অমুক ব্যক্তির মত হবে না, যে রাত্রে জাগ্রত হয় কিন্তু তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে না।

١٧٦٧. اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكُنْ يَاعَبْدَ اللّٰهِ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ *

১৭৬৭. হারিস ইব্‌ন আসাদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ, তুমি অমুক ব্যক্তির মত হবে না, যে রাত্রে জাগ্রত হয় কিন্তু তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে না।

بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের সময়

١٧٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

১৭৬৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌ন ইবরাহীম বসরী (র) ---- হাফসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٦٩. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ " *

১৭৬৯. শুআয়ব ইব্‌ন শুআয়ব (র) ---- হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের ফরয সালাতের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

١٧٧٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالصَّلٰوةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

১৭৭০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ---- হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের ফরয সালাত এবং আযানের মাঝখানে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

١٧٧١. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِيْ ابْنَ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ هُوَ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ *

১৭৭১. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ---- হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

١٧٧٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ

حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ *

১৭৭২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাফসা (রা) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٣. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ *

১৭৭৩. ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْحٰقُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا نُوْدِىَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ *

১৭৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাফসা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজরের সালাতের আযান দেয়া হত তখন ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

১৭৭৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন ইসহাক (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয়ায্যিন চুপ হয়ে গেলে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ حَفْصَةَ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَاسَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ *

১৭৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয়ায্‌যিন ফজরের সালাতের আযান থেকে অবসর হয়ে গেলে এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়ে গেলে ফজরের ফরয সালাত শুরু হওয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَتْنِى اُخْتِى حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

১৭৭৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার বোন হাফসা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ *

১৭৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর দু'রাকআত ফজরের সুন্নতে আদায় করতেন।

١٧٧٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّىْ اِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

১৭৭৯. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর সংক্ষিপ্তভাবে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত (ফরয সালাতের পূর্বে) অন্য কোন সালাত আদায় করতেন না।

١٧٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا نُوْدِىَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَرَوٰى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ *

১৭৮০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - হাফসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফজরের আযান দেওয়া হলে ফজরের ফরয সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٨١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ *

১৭৮১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম (রা) থেকে বর্ণিত যে ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ হাফসা (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের (ফরয সালাতের) পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন এবং তা সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পরে আদায় করতেন।

١٧٨٢. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا أَضَاءَلَهُ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ *

১৭৮২. হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হাফসা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়ে গেলে দু'রাকআত ফজরের সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٨٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ *

১৭৮৩. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلَ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ *

১৭৮৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাত্রের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তের রাকআত সালাত আদায় করতেন। প্রথমে আট রাকআত আদায় করতেন। তারপরে বিত্‌রের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। যখন রুকূতে যাওয়ার মনস্থ করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর রূকুতে যেতেন। আর ফজরের আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন।

١٧٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ *

১৭৮৫. আহমদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের আযান শুনতে পেলে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন এবং তা সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন।

١٧٨٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِىَّ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَوَسَّدُ الْقُرْاٰنَ *

১৭৮৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে শুরায়হ হাদরামী (রা)-এর আলোচনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে কুরআনকে বালিকা বানায় না। (অর্থাৎ সে কুরআন না পড়ে ঘুমায় না বরং যত্নের সঙ্গে সে রাত্রে কুরআন পড়ে থাকে।)

بَابٌ مَنْ كَانَ لَهُ صَلٰوةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের সালাতে অভ্যস্থ ব্যক্তির যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায়

١٧٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَّجُلٍ عِنْدَهُ رِضىً اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ اَجْرَ صَلٰوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ *

১৭৮৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর প্রিয়ভাজন জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-কে খবর দিয়েছেন, আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তাহাজ্জুদের সালাতে অভ্যস্থ ব্যক্তির যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায় (এবং তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে না পারে) তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সালাতের সওয়াব লিখে দেন এবং নিদ্রা তার জন্য সাদকা স্বরূপ হয়ে যায়।

اِسْمُ الرَّجُلِ الرِّضِيِّ

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-এর নিকট প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম

١٧٨٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلٰوةٌ صَلاَّهَا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا كَانَ ذٰلِكَ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ اَجْرَ صَلٰوتِهِ *

১৭৮৮. আবূ সাঈদ (র) - - - - আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে কিছু (নফল) সালাত আদায়ে অভ্যস্থ, যদি কোন রাত্রে তার নিদ্রা প্রবল হয়ে যায় এবং সালাত আদায় করতে না পারে, তাহলে সে নিদ্রা তার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সাদকা স্বরূপ হবে এবং আল্লাহ্ তার জন্য সালাতের সওয়াব লিখে দিবেন।

١٧٨٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِى الْحَدِيْثِ *

১৭৮৯. আহমদ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারপর রাবী পূর্বের হাদীসের ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِى الْقِيَامَ فَنَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়তে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে

١٧٩٠. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ اَنْ يَّقُوْمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ خَالَفَهُ سُفْيَانُ *

১৭৯০. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি অত্র সনদ সূত্রকে নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নিয়তে বিছানায় আসে কিন্তু তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা প্রবল হয়ে যাওয়ায় ভোর পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকে, তার জন্য তার নিয়ত অনুসারে সওয়াব লিখা হবে, আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিদ্রা তার জন্য সদকা স্বরূপ হয়ে যাবে।

١٧٩١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ مَوْقُوْفًا *

১৭৯১. সুয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ দারদা (রা) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণিত।

بَابُ كَمْ يُصَلِّىْ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْمَنَعَهُ وَجَعٌ

অনুচ্ছেদ ঃ অসুখ-বিসুখ, ব্যথা-বেদনা, কিংবা নিদ্রার কারণে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে না পারলে দিনের বেলা তার পরিবর্তে কত রাকআত আদায় করতে হবে ?

١٧٩٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ نَوْمٌ اَوْوَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً *

১৭৯২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিদ্রা, অসুখ-বিসুখ বা ব্যথা-বেদনার কারণে রাত্রে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারতেন না, তখন তিনি দিনের বেলা বার রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন।

بَابُ مَتَى يَقْضِيْ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার কারণে রাত্রের ওযীফা পালন করতে না পারে সে কখন তা কাযা করবে ?

١٧٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْعَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَاَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ *

১৭৯৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রার কারণে পূর্ণ ওযীফা অথবা তার কিছু অংশ আদায় করতে না পারে এবং তা ফজর ও জোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয়। তার জন্য রাত্রে আদায় করার সমপরিমাণ সওয়াব লিখা হবে।

١٧٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ قَالَ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَاَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ اِلَى صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَكَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ *

১৭৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল কারী (র) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রার কারণে রাত্রের ওযীফা আদায় করতে পারল না এবং তা ফজর ও জোহরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নিল, সে যেন তা রাত্রেই আদায় করল।

١٧٩٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ اِلٰى صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَاِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ اَوْكَانَّهُ اَدْرَكَهُ *

১৭৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রাত্রের ওযীফা আদায় করতে পারল না এবং তা সূর্য উদয় হওয়ার সময় থেকে জোহরের সালাতের আগে আগেই কাযা করে নিল, তার সে ওযীফা যেন কাযাই হলো না অথবা সে যেন তা (রাত্রেই) আদায় করল।

١٧٩٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْرَأْهُ فِيْ صَلٰوةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ صَلٰوةَ اللَّيْلِ *

১৭৯৬. সুওয়াইদ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - হুমায়দ ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ওয়ীফা আদায় করতে পারল না। সে যেন তা জোহরের পূর্বে কোন সালাতে আদায় করে নেয়। কেননা তা রাত্রের সালাতের সমপর্যায়ে গণ্য করা হবে।

بَابُ ثَوَابُ مَنْ صَلّٰى فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত সালাত আদায় করার সওয়াব

١٧٩٧. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৭৯৭. হাসান ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) আদায়ে অভ্যস্থ হয়ে যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দু'রাকআত, দু'রাকআত মাগরিব

এর ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত ইশার ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

١٧٩٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَى اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৭৯৮. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ---- আয়েশা (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্র বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) আদায়ে অভ্যস্থ হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে রাখেন। চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে এবং দু'রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত ইশার ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

١٧٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِى سُفْيَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَكَعَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ فِى يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ *

১৭৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'দান (র) ---- উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফ্‌য়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨٠٠. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَّابَلَغَكَ فِىْ ذٰلِكَ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ حَدَّثَتْ عَنْبَسَةَ بْنَ اَبِى سُفْيَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ رَكَعَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ *

১৮০০. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আম্বাসা ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা)-এর কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨٠١. اَخْبَرَنِى اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ *

১৮০১. আয়্যূব ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিনে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قَدِمْتُ الطَّائِفَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَنْبَسَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ فَقَالَ اَخْبَرَتْنِىْ اُخْتِىْ اُمُّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالنَّهَارِ اَوْ بِاللَّيْلِ بَنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْتًا لَهُ فِى الْجَنَّةِ *

১৮০২. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তায়েফ গিয়ে আম্বাসা ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে (মৃত্যুর) ভীতি লক্ষ্য করে বললাম, ভাল অবস্থাতেই তো আপনার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি বললেন, আমাকে আমার বোন উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআ'লা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّىٍّ قَالاَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رِبَاحٍ عَنْ شَهْرِ

بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِى سُفْيَانَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَنَى اللّٰهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ *

১৮০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - উম্মে হাবীবা বিন্‌তে আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিনে রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨٠٤. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الْهَمَدَانِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلاَّهُنَّ بَنَى اللّٰهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ *

১৮০৪. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বার রাকআত সুন্নাতে (মুওয়াক্কাদার) সালাত যে ব্যক্তি আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন, চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত ফরযের পরে. দু'রাকআত আসরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে, দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

١٨٠٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَزْهَرِ اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ *

১৮০৫. আবুল আযহার আহমদ ইব্‌ন আযহার নিশাপুরী (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বার রাকআত (সুন্নাত মুওয়াক্কাদা) সালাত আদায় করবে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত

ফরযের পরে, দু'রাকআত আসরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

١٨٠٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ اَنْبَانَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ اَخِى اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلّٰى فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ *

১৮০৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে ফরয সালাত ব্যতীত, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। চার রাকআত জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত ফরযের পরে, দু'রাকআত আসরের ফরয সালাতের পূর্বে, দু'রাকআত মাগরিবের ফরয সালাতের পরে এবং দু'রাকআত ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে।

اَلْاِخْتِلَافُ عَلٰى اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ

١٨٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ *

১৮০৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাত মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

١٨٠٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلّٰى فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ *

১৮০৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাত মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে ফরয সালাত ব্যতীত, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

١٨٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ وَحِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اسْمٰعِيْلَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حَبِيْبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلّٰى فِى يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ لَمْ يَرْفَعْهُ حُصَيْنٌ وَاَدْخَلَ بَيْنَ عَنْبَسَةَ وَبَيْنَ الْمُسَيِّبِ ذَكْوَانَ *

১৮০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে ফরয সালাত ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨١٠. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّهُ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ *

১৮১০. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - আবূ সালিহ যাকওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্বাসা ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হাবীবা (রা) তাঁকে বলেছেন, যে ব্যক্তি বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

١٨١١. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيْضَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ اَوْ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ *

১৮১১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ফরয ব্যতীত বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। (রাবী বলেন) অথবা (তিনি বলেন) তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।

١٨١٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ حَمَّادٌ عَنْ

عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ *

১৮১২. আলী ইব্ন মুসান্না (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রে বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨١٣. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ *

১৮১৩. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَك قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيْضَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ " قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيْفٌ هُوَ ابْنُ الْاَصْبَهَانِيِّ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ اَوْجُهٍ سِوَى هٰذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِىْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ *

১৮১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, য়ে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদার) সালাত আদায় করবে, ফরয সালাত ব্যতীত, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

١٨١٥. اَخْبَرَنِى يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ رَكَعَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ *

১৮১৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পর চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার গোশত (শরীর) জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন। নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এ সম্বন্ধে শুনার পর থেকে আমি সে চার রাকআত সালাত ছাড়িনি।

١٨١٦. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَيُّوْبُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنِ الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِىِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ قَالَ اَخْبَرَتْنِى اُخْتِىْ اُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ حَبِيْبَهَا اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ اَخْبَرَهَا قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلاَ تَمَسُّ النَّارُ وَجْهَهُ اَبَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

১৮১৬. হিলাল ইব্‌ন ইআ'লা (র) - - - - আম্বাসা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার বোন নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর প্রিয়তম আবুল কাসেম নবী ﷺ তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে মুমিন ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পর চার রাকআত সালাত আদায় করবে (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) তার চেহারা কস্মিনকালেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করতে পারবে না, ইনশা আল্লাহ্।

١٨١٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ *

১৮১৭. আহমদ ইব্‌ন নাসিহ (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন।

١٨١٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ

بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ - قَالَ مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيْدٌ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَقَرَّ بِذٰلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاِذَا حَدَّثَنَا بِهِ هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَتْ مَنْ رَكَعَ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَكْحُوْلٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا *

১৮১৮. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাত মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন।

١٨١٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ اَخَذَهُ اَمْرٌ شَدِيْدٌ فَقَالَ حَدَّثَتْنِى اُخْتِى اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ اَبِى سُفْيَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ *

১৮১৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং অস্থিরতা বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন, আমার কাছে আমার বোন উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায়ে অভ্যস্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন।

١٨٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْبِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ *

১৮২০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উম্মে হাবীবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) এবং ফরযের পরে চার রাকআত (দু'রাকআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা এবং দু'রাকআত মুস্তাহাব) সালাত আদায় করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না।

كِتَابُ الْجَنَائِزُ

অধ্যায় ঃ জানাযা পর্ব

كِتَابُ الْجَنَائِزُ

অধ্যায় ঃ জানাযা পর্ব

بَابُ تَمَنِّى الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু কামনা করা

١٨٢١. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ *

১৮২১. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা সে যদি নেককার হয় তাহলে হয়ত তার নেকী আরো বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সে বদকার হয় তাহলে হয়ত সে তাওবার দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

١٨٢٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّعِيْشَ يَزْدَادُ خَيْرٌ وَّهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاِمَّ مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ *

১৮২২. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা সে যদি নেক্‌কার হয় তাহলে হয়ত সে জীবিত থেকে আরো নেকী বৃদ্ধি করতে পারবে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আর যদি সে বদকার হয় তাহলে হয়তো সে তাওবার দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

١٨٢٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ بِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِى الدُّنْيَا وَلٰكِنْ لِيَقُلِ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ *

১৮২৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো পার্থিব বালা-মুসীবতে নিপতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে, বরং সে যেন বলে اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ("হে আল্লাহ্ ! যতদিন পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা মঙ্গলজনক হয়, ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আপনি আমাকে মৃত্যু দিন।")

١٨٢٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ح وَاَنْبَاَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَ يَتَمَنَّى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًالِىْ وَتَوَفَّنِىْ مَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِّىْ *

১৮২৪. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কখনো পার্থিব বালা-মুসীবতের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। একান্ত যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে যেন বলে اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ مَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ("হে আল্লাহ, আমার জীবিত থাকা যতদিন পর্যন্ত মঙ্গলজনক হয় ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয়, তখন আপনি আমাকে মৃত্যু দিন।") *

اَلدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ

মৃত্যুর দোয়া

١٨٢٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ الْبَصْرِىُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْعُوْا بِالْمَوْتِ وَلاَ تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ

دَاعِيًا لاَبُدَّ فَلْيَقُلِ اَللّٰهُمَّ احْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيَوٰةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ *

১৮২৫. আহমদ ইব্‌ন হাফ্‌স্ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর দোয়া করবে না এবং তার কামনাও করবে না। একান্ত কাউকে যদি দোয়া করতেই হয় তাহলে সে যেন বলে, اَللّٰهُمَّ احْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيَوٰةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ("হে আল্লাহ্ ! আমার জীবিত থাকা যতদিন পর্যন্ত মঙ্গলজনক হয় ততদিন পর্যন্ত আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিন।")

١٨٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى خَبَّابٍ وَقَدِاكْتَوَى فِىْ بَطْنِهِ سَبْعًا وَّقَالَ لَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَّدْعُوَ بِالْمَوْتِ دَعَوْتُ بِهِ *

১৮২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর পেটের সাত জায়গায় ক্ষত ছিল। তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মৃত্যুর দোয়া করতে বারণ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যুর দোয়া করতাম।

كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করা

١٨٢٧. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَهَاذِمِ اللَّذَّاتِ "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَالِدُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ" *

১৮২৭. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর।

١٨٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيَى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِىْ

شَقِيْقٌ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَاتَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ وَاَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً فَاَعْقَبَنِيْ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا ﷺ *

১৮২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন মৃত্যুমুখী মানুষের কাছে যাও তখন তার ভাল কর্মসমূহের আলোচনা করতে থাকো। কেননা ফেরেশতারা তোমাদের বলার উপর আমীন বলে থাকেন। যখন আবূ সালামা (রা)-এর ইন্তিকাল হল, আমি বল্‌লাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি তাঁর সম্পর্কে কি রকম বাক্য ব্যবহার করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ وَاَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً ("হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এবং তাকে ক্ষমা করে দিন, এবং আপনি আমাকে তাঁর পরিবর্তে ভাল প্রতিদান দিন।") তাই, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রতিদান স্বরূপ দিয়েছেন।

بَابُ تَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

١٨٢٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ ح وَاَنْبَاَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

১৮২৯. আমর ইব্‌ন আলী এবং কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের মৃত্যুমুখী ব্যক্তিদের لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ স্মরণ করিয়ে দাও।

١٨٣٠. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا هَلْكَاكُمْ قَوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

১৮৩০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের মৃত্যুমুখী ব্যক্তিদের لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ স্মরণ করিয়ে দাও।

بَابُ عَلاَمَةِ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুমুখী মু'মিন ব্যক্তির লক্ষণ

١٨٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ *

১৮৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আব্দুল্লাহর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি ঘর্মাক্ত ললাটের সাথে মৃত্যুবরণ করে থাকে। (মৃত্যুর সময়ে ললাট ঘর্মাক্ত হওয়া মুমিনের আলামত।)

١٨٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ *

১৮৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি ঘর্মাক্ত ললাটের সাথে মৃত্যুবরণ করে থাকে।

شِدَّةُ الْمَوْتِ

মৃত্যু যন্ত্রণা

١٨٣٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَلاَ اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لاَحَدٍ اَبَدًا بَعْدَ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ *

১৮৩৩. আমর ইব্‌ন মান্‌সূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর মাথা আমার থুতনী এবং গলদেশের মাঝখানে ছিল। তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শনের পর আমি অন্য কারো মৃত্যু যন্ত্রণা খারাপ মনে করি না।

اَلْمَوْتُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ

সোমবারের মৃত্যু

١٨٣٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَشْفُ السِّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرَادَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَّرْتَدَّ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ امْكُثُوْا وَاَلْقَى السِّجْفَ وَتُوُفِّىَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَذٰلِكَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ *

১৮৩৪. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সর্বশেষ দৃষ্টিপাত যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি করেছিলাম তা ছিল তাঁর পর্দা উঠানোর সময়। তখন সাহাবীরা আবূ বকর (রা)-এর পেছনে কাতার বন্দী সালাত আদায় করছিলেন। পর্দা উঠানোর সময় আবু বকর (রা) পেছনে সরে আসার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের প্রতি ইশারা করলেন যে, তোমরা স্থির থাক এবং পর্দা টেনে দিলেন। সে দিনের শেষ প্রহরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। সে দিন ছিল সোমবার।

اَلْمَوْتُ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ

নিজ জন্মস্থান ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করা

١٨٣٥. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُبُلِّىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُّلِدَبِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَالَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوْا وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَّوْلِدِهِ اِلَى مُنْقَطَعِ اَثَرِهِ فِى الْجَنَّةِ *

১৮৩৫. ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহর পিতা আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় জন্ম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তথায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযা পড়ে বললেন, এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ভিন্ন অন্য মারা যেত! সাহাবীরা বললেন, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জন্মস্থান ভিন্ন অন্যত্র মারা যায় তাহলে তার জন্মস্থান এবং মৃত্যু স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাপ করে জান্নাতে তাকে ততটুকু স্থান দেয়া হবে।

بَابُ مَايُلْقَى بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَرَامَةِ عِنْدَ خُرُوْجِ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ বহির্গত হওয়ার সময় যে সব অত্যাশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করে থাকে

١٨٣٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ اَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَّرْضِيًا عَنْكِ اِلَى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانٍ وَّرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَاَطْيَبِ رِيْحِ الْمِسْكِ حَتّٰى اَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَطْيَبَ هٰذِهِ الرِّيْحَ الَّتِيْ جَاءَتْكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ بِهِ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمْ اَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ مَاذَا فُلاَنٌ فَيَقُوْلُوْنَ دَعُوْهُ فَاِنَّهُ كَانَ فِيْ غَمِّ الدُّنْيَا فَاِذَا قَالَ اَمَا اَتَاكُمْ قَالُوْا ذُهِبَ بِهِ اِلَى اُمِّهِ الْهَاوِيَةِ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا احْتُضِرَ اَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِيْ سَاخِطَةً مَسْخُوْطًا عَلَيْكِ اِلَى عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهِ بَابَ الْاَرْضِ فَيَقُوْلُوْنَ مَااَنْتَنَ هٰذِهِ الرِّيْحَ حَتّٰى يَاْتُوْنَ بِهِ اَرْوَاحَ الْكُفَّارِ *

১৮৩৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে একদল রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে এসে (তার) আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, "তুমি আল্লাহ্ তা'আলার রহমত এবং সন্তুষ্টির পানে বের হয়ে আস আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রুষ্ট নন; তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট।" তখন আত্মা মেশ্‌কের সুঘ্রাণ অপেক্ষাও অধিক সুঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশ্‌তাগণ সম্মানের খাতিরে আত্মাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে দিয়ে আসমানের দরজায় নিয়ে আসেন তখন তথাকার ফেরেশতাগণ বলতে থাকেন, "এ সুগন্ধি কত না উত্তম! যা তোমরা পৃথিবী থেকে নিয়ে আসলে। আর তাঁরা তাকে মু'মিনদের রূহসমূহের কাছে নিয়ে যান। তোমাদের কেউ প্রবাস থেকে আসলে তোমরা যেরূপ আনন্দিত হও, মু'মিনদের রূহও ঐ নবাগত রূহকে পেয়ে ততোধিক আনন্দিত হয়। মু'মিনদের রূহ নবাগত রূহকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে ? অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে ? তখন ফেরেশাতারা বলেন, তার সম্পর্কে

তোমরা কি জিজ্ঞাসা করবে ? সে দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় ছিল। যখন নবাগত রূহ বলে ঃ সে কি তোমাদের কাছে আসেনি ? তখন আসমানের ফেরেশতারা বলেন ঃ তাকে তার বাসস্থান হাবিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর কাফির যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে আযাবের ফেরেশতারা চটের ছালা নিয়ে আগমন করে এবং আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে, "তুমি আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের পানে বের হয়ে আস, তুমিও আল্লাহ্ তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলাও তোমার উপর অসন্তুষ্ট।" তখন সে মুর্দারের দুর্গন্ধ থেকেও অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতারা তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানের দরজায় পৌছে তখন তথাকার ফেরেশতারা বলতে থাকে ঃ এ কি দুর্গন্ধ! এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে নিয়ে যায়।

فِيْمَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে

١٨٣٧. اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِىْ زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىٍٔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ قَالَ شُرَيْحٌ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَااُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا اِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَلٰكِنْ لَيْسَ مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ بِالَّذِىْ تَذْهَبُ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ اِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ *

১৮৩৭. হান্নাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। রাবী সুরায়হ্ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে বললাম, "হে উম্মুল মু'মিনীন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করতে শুনেছি; উক্ত হাদীসের বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমরা তো নিশ্চিতরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাব। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা

করলেন, কেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" অথচ আমাদের সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত হাদীস ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তার অর্থ তুমি যা বুঝেছো তা নয়, বরং যখন দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়, হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়, এবং পশমসমূহ দাঁড়িয়ে যায় (শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে) ওই সংকটময় মুহূর্তে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

١٨٣٨. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ح وَاَنْبَانَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ عَبْدِىْ لِقَائِىْ اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِىْ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ *

১৮৩৮. হারিছ ইব্ন মিসকীন এবং কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন আমার বান্দা আমার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করি।"

١٨٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ *

১৮৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - উবাদাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

١٨٤٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ *

১৮৪০. আবুল আশআছ (র) - - - - উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ

করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

١٨٤١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ح وَاَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَآءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ زَادَ عَمْرُو فِىْ حَدِيْثِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرَاهِيَةُ لِقَآءِ اللّٰهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ ذَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَمَغْفِرَتِهِ اَحَبَّ لِقَآءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَآءَهُ *

১৮৪১. আমর ইব্ন আলী এবং হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আমর (র) তাঁর হাদীসে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করা অথচ আমরা সকলেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকি। তিনি বললেন, এ হল তার মৃত্যুকালীন অবস্থা, যখন তাকে আল্লাহ্ তা'আলার মাগফিরাত এবং রহমতের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যখন তাকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

تَقْبِيْلُ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া

١٨٤٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَىِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ *

১৮৪২. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) নবী ﷺ-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুমু দিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মৃত।

١٨٤٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ اَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ *

১৮৪৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস এবং আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) নবী ﷺ -কে চুমু দিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মৃত।

١٨٤٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاَخْبَرَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِّنْ مَّسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسَجًّى بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ بِاَبِي اَنْتَ وَاللّٰهِ لاَيَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ اَبَدًا اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا *

১৮৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, আবূ বকর (রা) তাঁর "সুনহা" নামক স্থানের বাসস্থান থেকে একটি ঘোড়ায় আরোহন করে এসে অবতরণ করলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন, তিনি কারো সাথে কোন কথাবার্তা না বলে আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখমণ্ডল থেকে তা খুলে ফেলে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমু খেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন ঃ আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আল্লাহর শপথ ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনো দু'বার মৃত্যু দান করবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা আপনি বরণ করে নিয়েছেন।

تَسْجِيَةُ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে ঢেকে দেয়া

١٨٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ جِئَ بِاَبِي يَوْمَ اُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ

فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ فَجَعَلْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُفِعَ فَلَمَّا رُفِعَ سَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا هٰذِهِ بِنْتُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلَا تَبْكِيْ أَوْفَلِمَ تَبْكِيْ مَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ *

১৮৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, উহুদের জিহাদের দিন আমার পিতাকে আনা হল, তখন তাঁর দেহ ছিল বিকৃত অবস্থায়। তাঁকে চাঁদার দ্বারা ঢাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চাদর খুলতে চাইলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বারণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলে তা খোলা হল, যখন খোলা হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন ক্রন্দনকারী মহিলার আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে ? লোকেরা বলল, এ আমরের মেয়ে বা বোন হবে। তিনি বললেন, তুমি ক্রন্দন করো না অথবা (তিনি বললেন) তুমি ক্রন্দন কেন করছ ? ফেরেশতারা তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ স্বীয় পাখা দ্বারা ছায়া প্রদান করছিল।

فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা

١٨٤٦. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَتْ بِنْتٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَغِيْرَةٌ فَأَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضَمَّهَا إِلٰى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِيْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَكِ فَقَالَتْ مَالِيْ لَا أَبْكِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَسْتُ أَبْكِيْ وَلٰكِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلٰى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ *

১৮৪৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র)- - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ছোট মেয়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে উঠিয়ে নিয়ে বক্ষের সাথে মিলালেন। তারপর নিজের হাত তার উপর রাখলেন। এরপর তার মৃত্যু হয়ে গেল আর সে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

সামনে ছিল। উম্মে আয়মান কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, "হে উম্মে আয়মান, তুমি কাঁদছো অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন ?" তিনি বললেন, "আমি কেন কাঁদব না যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং কাঁদছেন ?" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি স্বেচ্ছায় কাঁদছি না বরং যে অশ্রু তুমি দেখছ, তাহলো আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বিশেষ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মু'মিন সর্বাবস্থায় ভাল থাকে, তার পার্শ্বদ্বয় থেকে আত্মা বের করা হয় অথচ তখনও সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করতে থাকে।

١٨٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ فَقَالَتْ يَا اَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اَدْنَاهُ يَا اَبَتَاهُ اِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ يَا اَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ *

১৮৪৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালে এরূপ ক্রন্দন করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ " হে আমার পিতা! কোন্ বস্তু তাঁকে তাঁর পরওয়ারদিগারের অতি নিকটবর্তী করেছে ? হে আমার পিতা! আমরা জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাঁর মৃত্যু শোক প্রকাশ করছি। হে আমার পিতা ! জান্নাতুল ফিরদাউস যাঁর বাসস্থান।"

١٨٤٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ فَجَعَلْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ وَاَبْكِيْ وَالنَّاسُ يَنْهَوْنِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْهَانِيْ وَجَعَلَتْ عَمَّتِيْ تَبْكِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبْكِيْهِ مَازَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوْهُ *

১৮৪৮. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে তাঁর পিতা উহুদের জিহাদের দিনে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলছিলাম এবং ক্রন্দন করছিলাম, আর লোকেরা আমাকে বারণ করছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বারণ করছিলেন না, আমার ফুফুও তাঁর জন্য ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তাঁর জন্য ক্রন্দন করো না, যেহেতু তোমরা তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া অবধি ফেরেশতারা তাঁকে স্বীয় ডানা দ্বারা ছায়া দিচ্ছিল।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের জন্য ক্রন্দনের নিষেধাজ্ঞা

١٨٤٩. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ عَتِيْكَ بْنَ الْحٰرِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ اُمِّهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيْكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ غُلِبْنَا عَلَيْكَ اَبَا الرَّبِيْعِ فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ فَاِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوْا وَمَا الْوُجُوْبُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَوْتُ قَالَتِ ابْنَتُهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ شَهِيْدًا قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَوْقَعَ اَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ قَالُوْا الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَّالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَّالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدَةٌ *

১৮৪৯. উতবা ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির ইব্ন আতীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবিত (রা)-এর শুশ্রুষার জন্য জন্য গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে উচ্চ স্বরে ডেকেও তাঁর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়লেন এবং বললেন, হে আবূ রবী'! আমাদের সম্মুখে তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম বিজয়ী হতে যাচ্ছে (তুমি মৃত্যু বরণ করেছ)। একথা শুনে কিছু মহিলা উচ্চ স্বরে ক্রন্দন শুরু করে দিলে ইব্ন আতীক (রা) (জাবির) তাদের শান্ত করাতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। যখন মৃত্যু হয়ে যাবে তখন কোনই ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন করবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "উজুব" শব্দের অর্থ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ? তিনি বললেন, "মৃত্যু"। তাঁর কন্যা বলল, যে আমি তো এ আশাই করতাম যে, আপনি শহীদ হবেন। আপনি তো শাহাদাতের যাবতীয় পাথেয় সংগ্রহ করেই রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়্যত অনুযায়ী তাঁকে শাহাদাতের সওয়াব দিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, তোমরা শাহাদাত কাকে মনে কর ? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করা ব্যতীতও আরো সাত প্রকারের শাহাদাত আছে ঃ ১। প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ ২। পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ ৩। পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ৪। প্রাচীর বা ঘর চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ ৫। আভ্যন্তরীণ বিষ ফোঁড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ ৬। অগ্নিদাহে মৃত ব্যক্তি শহীদ ৭। প্রসবকালে মৃত রমণী শহীদ।

١٨٥٠. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَّحَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَتَى نَعْىُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صِئْرِ الْبَابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّنْتَهِيْنَ فَقَالَ اَنْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّنْتَهِيْنَ قَالَ فَانْطَلِقْ فَاَحْثُ فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَ الْاَبْعَدِ اِنَّكَ وَاللّٰهِ مَاتَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ *

১৮৫০. ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যায়দ ইব্‌ন হারিসা, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাত প্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌঁছলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মসজিদে) বসে পড়লেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে বিষণ্নতার রেখা ফুটে উঠল, আমি দরজার ছিদ্রপথ দিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। এক বক্তি এসে বলল, জা'ফর (রা)-এর পরিবারবর্গ ক্রন্দন করছে। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ কর। সে চলে গেল এবং আবার এসে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তারা ক্রন্দন করছেই। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের নিষেধ কর। সে পুনরায় এসে বললো, আমি তাদের নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তারা ক্রন্দন করছেই। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের মুখে মাটি ভরে দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অভাগার নাসিকা ধূলাধুসরিত করে দিক, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট না দিয়ে ছাড়লে না, তোমাকে যা বলা হয়েছিল, তুমি তা তুমি করতে পারলে না।

١٨٥١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ *

১৮৫১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে তার পরিবারবর্গের তার উপর ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

١٨٥٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ ذُكِرَ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

১৮৫২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) ---- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সুবায়হ (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, মৃতকে জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। ইমরান (রা) বললেন, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন।

١٨٥٣. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ *

১৮৫৩. সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ (র) ---- উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের তার জন্য ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

اَلنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের জন্য বিলাপ করা

١٨٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ لَاتَنُوْحُوْا عَلَىَّ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ * مُخْتَصَرٌ

১৮৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- হাকীম ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) বলেছেন, তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বিলাপ করা হয়নি। (সংক্ষিপ্ত)

١٨٥٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِيْنَ بَايَعَهُنَّ اَنْ لاَّيَنُحْنَ فَقُلْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ نِسَاءً اَسْعَدْنَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَفَنُسْعِدُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اِسْعَادَ فِى الْاِسْلاَمِ *

১৮৫৫. ইসহাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের বায়আত করার সময়ে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা মৃতের জন্য বিলাপ করবে না। তখন তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ মহিলারা জাহিলী যুগে মৃতের জন্য বিলাপে আমাদের সহযোগিতা করত। এখন আমরা কি মৃতের জন্য বিলাপে তাদের সহযোগিতা করব না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইসলামে মৃতের জন্য বিলাপ কোন সহযোগিতা নেই।

١٨٥٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ *

১৮৫৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মৃতকে তার জন্য বিলাপের কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

١٨٥٧. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَاَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا مَنْصُوْرٌ هُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَرَاَيْتَ رَجُلاً مَّاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ اَهْلُهُ عَلَيْهِ هٰهُنَا أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ اَهْلِهِ قَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَبْتَ اَنْتَ *

১৮৫৭. ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে তার পরিবারবর্গের তার জন্য বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তখন তাকে এক ব্যক্তি বলল, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে খোরাসান নামক স্থানে মারা গেল আর তার পরিবারবর্গ তার জন্য এখানে বিলাপ করল। তাকেও কি তার পরিবারবর্গের তার জন্য বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্য বলেছেন আর তুমি মিথ্যা বলছ।

١٨٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَالِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ لَيُعَذَّبُ وَاِنَّ اَهْلَهُ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَاَتْ وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى *

১৮৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। অত্র হাদীস

আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, ইব্‌ন উমর ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার এক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, এ কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আর তার পরিবারবর্গ তার জন্য ক্রন্দন করছে। অতঃপর আয়েশা (রা) পাঠ করলেন وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى (কোন বহনকারী অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না)।

١٨٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَلَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنْ نَسِىَ اَوْ اَخْطَاَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ *

১৮৫৯. কুতায়বা (র) - - - - আমরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ বকর (রা)-কে খবর দিয়েছেন ঃ যখন আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আবূ আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর) (রা)-কে ক্ষমা করুন ! তিনি মিথ্যে বলেন নি কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন বা ভুল করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার এক ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার জন্য ক্রন্দন করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, তারা ঐ মৃতার জন্য ক্রন্দন করছে আর ঐ মৃতাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

١٨٦٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ *

১৮৬০. আব্দুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের শাস্তি বৃদ্ধি করে থাকেন তার কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনের কারণে।

١٨٦١. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرِ الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ لَمَّا هَلَكَتْ اُمُّ اَبَانَ حَضَرْتُ مَعَ النَّاسِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَبَكَيْنَ النِّسَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

اَلاَتَنْهٰى هٰؤُلاَءِ عَنِ الْبُكَاءِ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ رَاٰى رَكْبًا تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَالَ انْظُرْ مَنِ الرَّكْبُ فَذَهَبْتُ فَاِذَا صُهَيْبٌ وَّاَهْلُهُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا صُهَيْبٌ وَاَهْلُهُ فَقَالَ عَلَىَّ بِصُهَيْبٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ اُصِيْبَ عُمَرُ فَجَلَسَ صُهَيْبٌ يَبْكِىْ عِنْدَهُ يَقُوْلُ وَااُخَيَّاه وَااُخَيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَاصُهَيْبُ لاَتَبْكِىْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اَمَا وَاللّٰهِ مَاتُحَدِّثُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ كَاذِبِيْنَ مُكَذَّبِيْنَ وَلٰكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِىْ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ لَمَا يَشْفِيْكُمْ اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَلٰكِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَعَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ *

১৮৬১. সুলায়মান ইব্ন মানসূর বল্খী (র) - - - - আব্দুল জব্বার ইব্ন ওয়ারদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আবূ মুলায়কা (র)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন উম্মে আবান মৃত্যুবরণ করল, আমি লোকজনসহ তথায় উপস্থিত হয়ে আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সামনে বসলাম। তখন মহিলারা ক্রন্দন করলে ইব্ন উমর (রা) বললেন, এদের ক্রন্দন থেকে কি নিষেধ করা হয়নি ? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের কোন কোন ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, উমর (রা) এরূপও বলেছিলেন। আমি উমর (রা)-এর সংগে বের হলাম। আমরা যখন "বায়দা নামক প্রান্তরে ছিলাম তখন উমর (রা) বৃক্ষের নীচে একদল আরোহীকে দেখে বললেন, দেখতো আরোহী কারা ? আমি গিয়ে দেখলাম যে, সুহায়ব (রা) এবং তাঁর পরিবারবর্গ। তখন আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, সুহায়ব এবং তাঁর পরিবারবর্গ। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার সামনে সুহায়বকে উপস্থিত কর। যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং উমর (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তখন সুহায়ব (রা) তাঁর সামনে বসে ক্রন্দন করছিলেন এবং বলছিলেন, হে আমার প্রিয় ভ্রাতা ! হে আমার প্রিয় ভ্রাতা! তখন উমর (রা) বললেন, হে সুহায়ব (রা)! তুমি ক্রন্দন করো না, যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের কোন কোন ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। সুহায়ব (রা) বলেন, আমি এ ঘটনা আয়েশা (রা)-এর সামনে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা এ রকম হাদীস বর্ণনা করছ না দু'জন মিথ্যাবাদীর থেকে। তবে হাঁ শ্রবনেন্দ্রিয় কখনো ভুল করে। নিশ্চয় তোমাদের জন্য কুরআনে এমন আয়াত আছে যা তোমাদের আশ্বস্ত করে দেবে ঃ وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (কোন বহনকারী

অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না)। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, কাফিরের জন্য তার আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তি বৃদ্ধি করে থাকেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করার অনুমতি

١٨٦٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ اٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ يَاعُمَرُ فَاِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ *

১৮৬২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - সালামা ইব্‌ন আযরাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিবারবর্গ থেকে একব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে মহিলাগণ একত্রিত হয়ে তার জন্য অশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করল। উমর (রা) দাঁড়িয়ে তাদের নিষেধ করতে এবং সরায়ে দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর, তাদের ছেড়ে দাও। কেননা চক্ষু অশ্রু বিসর্জনকারী, হৃদয় ব্যথাতুর আর বিয়োগ মুহূর্তও নিকটবর্তী।

دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

জাহিলী যুগের দোয়া

١٨٦٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ ح اَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللَّفْظُ لِعَلِىٍّ وَقَالَ الْحَسَنُ بِدَعْوَى *

১৮৬৩. আলী ইব্‌ন খাশরাম ও হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে গণ্ডদেশে আঘাত করে, আঁচল ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের দোয়ার ন্যায় দোয়া করে।

اَلسَّلْقُ

বিপদের সময় চিৎকার করা

١٨٦٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْاَحْدَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ اُغْمِيَ عَلَى اَبِي مُوْسَى فَبَكَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَبْرَأُ اِلَيْكُمْ كَمَا بَرَأَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلاَ خَرَقَ وَلاَسَلَقَ *

১৮৬৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) বেহুঁশ হয়ে গেলে তাঁর জন্য সবাই ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করে ফেলছি, যেরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে থেকে সম্পর্কে ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে বিপদে চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলে, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে এবং সজোরে ক্রন্দন করতে থাকে।

ضَرْبُ الْخُدُوْدِ

গণ্ডদেশে আঘাত করা

١٨٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ *

১৮৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে (কারো মৃত্যুর কারণে) গণ্ডদেশে আঘাত করে, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে এবং সে জাহিলী যুগের দোয়ার ন্যায় দোয়া করে।

اَلْحَلَقُ

দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলা

١٨٦٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ اَنْبَانَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ اَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِي بُرْدَةَ

قَالاَ لَمَّا ثَقُلَ اَبُوْ مُوْسَى اَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ تُصِيْحُ قَالاَ فَاَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبِرْكِ اِنِّى بَرِىٌّ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالاَ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِئٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ *

১৮৬৬. আহমদ ইব্ন উসমান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ এবং আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, যখন আবূ মূসা (রা)-এর অসুখ বেড়ে গেল এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী সজোরে চিৎকার করতে করতে আসলেন। তাঁরা বলেন, তাঁর চেতনা ফিরে আসলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সংবাদ দেইনি যে, আমি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি, যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা বলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর সামনে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আমি ঐ ব্যক্তি সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি যে, দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলে, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে এবং সজোরে চিৎকার করে।

شَقُّ الْجُيُوْبِ

আঁচল ছিঁড়ে ফেলা

١٨٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ *

১৮৬৭. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে গণ্ডদেশে আঘাত করে, আঁচল ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলী যুগের দোয়ার ন্যায় দোয়া করে।

١٨٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى اَنَّهُ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ اُمُّ وَلَدٍ لَّهُ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ لَهَا اَمَا بَلَغَكِ مَاقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهَا فَقَالَتْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ *

১৮৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার বেহুঁশ হয়ে গেলে তাঁর এক বাঁদী ক্রন্দন করলেন। যখন তাঁর চেতনা ফিরে আসল তখন তিনি তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তার সংবাদ কি তোমার কাছে পৌঁছেনি? আমরা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে সজোরে চিৎকার করে, দাড়ি বা মাথার চুল উপড়ে ফেলে এবং আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

١٨٦٩. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللّٰهِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ *

১৮৬৯. আবদাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে মাথার চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলে সজোরে চিৎকার করে এবং আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

١٨٧٠. أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنِ الْقَرْثَعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثُمَّ سَكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ *

১৮৭০. হান্নাদ (র) - - - - কারছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ মূসা (রা)-এর অসুখ বেড়ে গেল, তাঁর স্ত্রী সজোরে চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, কি তোমার জানা নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ জানা কাছে। অতঃপর চুপ হয়ে গেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেছিলেন, তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন ঐ ব্যক্তিকে যে মাথার চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলে, সজোরে চিৎকার অথবা আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

اَلْأَمْرُ بِالْاِحْتِسَابِ وَالصَّبْرِ عِنْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ

বিপদের সময় সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করার আদেশ

١٨٧١. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ

مَاأَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللّٰهِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذَا قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ *

১৮৭১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কন্যা তাঁর কাছে সংবাদ পৌছালেন যে, আমার এক ছেলে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। অতএব আপনি আমাদের এখানে আসুন। তখন তিনি সালাম পাঠিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে যান তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁরই। আর প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে যায়। অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সওয়াবের আশা রাখ। অতঃপর তিনি কসম দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তাঁর কাছে অবশ্যই আসেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন; তাঁর সাথে সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) এবং আরো কিছু লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে ছেলেকে উঠালেন তখন তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এতদদর্শনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আঁখিদ্বয় অশ্রুপাত করতে লাগল। তখন সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! এ কি? তিনি বললেন, এ হল রহমত বিশেষ যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে রেখে থাকেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদের উপর দয়া করে থাকেন।

١٨٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى *

১৮৭২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ধৈর্যধারণ করা হল প্রথম বিপদের সময়ে।

١٨٧٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِيَاسٍ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ قُرَّةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ أَتُحِبُّهُ فَقَالَ أَحَبَّكَ اللّٰهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَمَاتَ فَفَقَدَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَايَسُرُّكَ أَنْ لاَتَأْتِيَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعٰى يَفْتَحُ لَكَ *

১৮৭৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুআবিয়ার পিতা বুরারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসল। তার সাথে তার এক পুত্রও ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি একে মহব্বত কর? ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহ আপনাকে এরূপ মহব্বত করুন, যেরূপ আমি তাকে মহব্বত করি। অতঃপর সে ছেলে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছেলেকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, তুমি কি আনন্দিত হবে না যে, তুমি জান্নাতের সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে যে দরজার সামনে তোমার ছেলেকে পাবে, তোমার জন্য দরজা খোলার চেষ্টা করতে।

ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ

ধৈর্যধারণ এবং সওয়াবের নিয়ত করার প্রতিদান

١٨٧٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْدٍ كَتَبَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ يُعَزِّيَه بِابْنٍ لَّهُ هَلَكَ وَذَكَرَ فِىْ كِتَابِه اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ اِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِه بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ *

১৮৭৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমানের এক ছেলের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করার জন্য তার কাছে একখানা চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর পিতাকে তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, পৃথিবীর কোন প্রিয়জন মারা যাওয়ার পর যখন মুমিন ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াব দিয়ে সন্তুষ্ট হন না। তিনি আরো বলেছেন, জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াবের নির্দেশ দেওয়া হয় না।

بَابُ ثَوَابُ مَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِّنْ صُلْبِه

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছে তার প্রতিদান

١٨٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِّنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ اَوِاثْنَانِ قَالَ اَوِثْنَانِ قَالَتِ الْمَرْأَةُ يَالَيْتَنِىْ قُلْتُ وَاحِدًا *

১৮৭৫. আহমদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যসহ সওয়াবের আশা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, যদি দুই সন্তানের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকে ? তিনি বললেন, দুইজন হলেও। তখন সেই মহিলা বলল, হায়! আমি যদি একজনের কথা বলতাম।

بَابُ مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلْثَةٌ

যে ব্যক্তির তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করে

١٨٧٦. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُّسْلِمٍ يُّتَوَفَّى لَهُ ثَلْثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ *

১৮৭৬. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির তিন সন্তান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানদের উপর স্বীয় রহমতের কারণে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

١٨٧٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ ابْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُّسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ بَيْنَهُمَا ثَلْثَةُ اَوْلاَدٍ لَّمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ *

১৮৭৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - সা'সাআ ইব্‌ন মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মুসলমান মাতা পিতার সম্মুখে তাদের তিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানদের উপর নিজ রহমতের কারণে তাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

١٨٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ *

১৮৭৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলমান মাতা-পিতার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তাদের কখনো দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না। অবশ্য তাদেরকে তা অতিক্রম করতে হবে।

١٨٧٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ وَهُوَ الأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُّسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ بَيْنَهُمَا ثَلٰثَةُ أَوْلاَدٍ لَّمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللّٰهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ حَتّٰى يَدْخُلَ أٰبَاؤُنَا فَيُقَالُ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأٰبَاؤُكُمْ *

১৮৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমান মাতা-পিতার সামনে তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সন্তানদের উপরে আল্লাহ্‌র রহমতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন, সন্তানদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন তারা বলবে, আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ কর।

مَنْ قَدَّمَ ثَلٰثَةً

যে ব্যক্তির জীবদ্দশায় তিন সন্তানের মৃত্যু হয়

١٨٨٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا يَشْتَكِيْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَخَافُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ ثَلٰثَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِّنَ النَّارِ *

১৮৮০. ইসহাক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে আসল এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি এর উপরে আশংকা

করছি। ইতিপূর্বে আরও তিনজন মৃত্যুবরণ করেছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তো এক কঠিন প্রাচীর দ্বারা জাহান্নাম থেকে নিজকে রক্ষা করেছো।

بَابُ النَّعْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু সংবাদ দেওয়া

١٨٨١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَانَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَّجَعْفَرًا قَبْلَ اَنْ يَّجِئَ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ *

১৮৮১. ইসহাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ এবং জাফরের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। তাঁদের মৃত্যু সংবাদ আসার পূর্বেই তখন তিনি তাঁদের জন্য ক্রন্দন করলেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

١٨٨٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لَهُمَا النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ الْيَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ *

১৮৮২. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ সালামা ও ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাবশার বাদশাহ্ নাজাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গুনাহ্ মার্জনার প্রার্থনা কর।

١٨٨٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىْ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمُعَافِرِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ بَصُرَ بِاِمْرَاَةٍ لاَتَظُنُّ اَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيْقَ وَقَفَ حَتّٰى انْتَهَتْ اِلَيْهِ فَاِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا مَا اَخْرَجَكِ مِنْ

بَيْتِك يَافَاطِمَةُ قَالَتْ اَتَيْتُ اَهْلَ هٰذَا الْمَيِّتِ فَتَرَحَّمْتُ اِلَيْهِمْ وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَيِّتِهِمْ قَالَ لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ بَلَغْتُهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيْ ذٰلِكَ مَاتَذْكُرُ فَقَالَ لَهَا لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَاَيْتِ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَرَاهَا جَدُّ اَبِيْكِ *

১৮৮৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ফাদালা (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সফর করছিলাম। এমতাবস্থায় এক মহিলাকে দেখা গেল। আমরা ধারণা করতে পারিনি যে, তিনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন। যখন তিনি রাস্তার মাঝামাঝি আসলেন, তখন তিনি থেমে গেলেন এবং ঐ মহিলা তাঁর কাছে পৌছলেন, তখন আমরা দেখতে পেলাম যে, তিনি ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! তিনি তাঁকে বললেন, হে ফাতিমা, তোমার ঘর থেকে তোমাকে কিসে বের করল? তিনি বললেন, আমি এ মৃত ব্যক্তির পরিজনদের কাছে গিয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ জ্ঞাপন করলাম এবং মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করলাম। তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি তাদের সাথে কুদা (কবরস্থান) পর্যন্ত গিয়েছিলে। ফাতিমা (রা) বললেন, আমি সেখানে যাওয়া থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা এ বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। তিনি বললেন, যদি তুমি তাদের সাথে সেখানে যেতে তবে তোমার পিতার দাদা জান্নাত না দেখা পর্যন্ত তুমি জান্নাত পেতে না।

غُسْلُ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

পানি ও কুল পাতা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া

١٨٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلٰثًا اَوْخَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْشَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ *

১৮৮৪. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে আতিয়া আনাসারিয়াহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ইন্তিকাল করলে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, তোমরা তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল দাও। তিন বা পাঁচবার কিংবা তোমরা ভাল মনে করলে আরো অধিকবার। আর শেষের বার তোমরা কর্পূর মিশ্রিত করবে। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, কিছু কর্পূর মিশাবে। তোমরা গোসল সমাপ্ত করলে

আমাকে জানাবে। আমরা গোসল সারার পর তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর একটি চাদর আমাদের দিলেন এবং বললেন, এটি তাঁর শরীরের সাথে জড়িয়ে দাও।

بَابُ غَسْلُ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ গরম পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়া

١٨٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ مَوْلَى اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ تُوَفِّىَ ابْنِىْ فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِىْ يَغْسِلُهُ لاَتَغْسِلِ ابْنِىْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَتْ طَالَ عُمْرُهَا فَلاَ نَعْلَمُ إِمْرَاَةً عَمِرَتْ مَاعَمِرَتْ *

১৮৮৫. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - উম্মে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পুত্র ইন্তিকাল করল। আমি তাতে মর্মাহত হলাম। আর যে গোসল দিচ্ছিল আমি তাকে বললাম, আমার পুত্রকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল দিয়ে মেরে ফেল না। উসামা ইবন মিহসান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে মহিলার কথা তাঁকে অবহিত করলেন, তিনি মুচকি হাসলেন, এরপর বললেন, কী বলেছে সে ? তার আয়ু দীর্ঘ হোক। ফলে এ মহিলার মত অন্য কোন মহিলা এত দীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন বলে আমরা জানি না।

نَقْضُ رَاسِ الْمَيِّتِ

মৃতের মাথার চুল খুলে দেওয়া

١٨٨٦. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَيُّوْبُ سَمِعْتُ حَفْصَةَ تَقُوْلُ حَدَّثَنَا اُمُّ عَطِيَّةَ اَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَاْسَ بِنْتِ النَّبِىِّ ﷺ ثَلْثَةَ قُرُوْنٍ قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ قَالَتْ نَعَمْ *

১৮৮৬. ইউসুফ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - হাফসা (রা) বলেন, উম্মে আতিয়্যা (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা নবী ﷺ-এর কন্যার চুলকে তিন অংশে বিভক্ত করেছিলেন। আমি বললাম, তাঁরা কি তা খুলে তিন ভাগ করেছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

مَيَامِنِ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهُ

মৃতের ডান দিক ও ওযুর স্থান

١٨٨٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا *

১৮৮৭. আমর ইব্ন আলী (র) ---- উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে বলেছিলেন, তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং ওযূর স্থান থেকে আরম্ভ কর।

غَسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرًا

মৃতকে বেজোড় গোসল দেওয়া

١٨٨٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَاتَتْ اِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ اَغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا اَوْسَبْعًا اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَاحَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَمَشَطْنَاهَا ثَلٰثَةَ قُرُوْنٍ وَاَلْقَيْنَاهَامِنْ خَلْفِهَا.

১৮৮৮. আমর ইব্ন আলী (র) ---- উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক কন্যার মৃত্যু হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তাকে কুল পাতা ও পানি দিয়ে গোসল দাও। আর তাকে তিন-পাঁচ অথবা সাতবার বেজোড় গোসল দিবে, যদি তোমরা তা ভাল মনে কর। আর শেষবার কিছু কর্পূর দিবে। তোমরা কাজ সমাপ্ত করলে আমাকে সংবাদ দিও। আমরা কাজ সমাপ্ত করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে তাঁর ইযার দিয়ে বললেন, এটি তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। আমরা তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে আঁচড়িয়ে দিলাম এবং তা পেছনে করে দিলাম।

غَسْلُ الْمَيِّتِ اَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ

মৃত ব্যক্তিকে পাঁচবারের অধিক গোসল দেওয়া

١٨٨٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلٰثًا اَوْخَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَّاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْشَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ *

১৮৮৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যার গোসল দেওয়ার সময়ে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তাকে পানি ও কুল পাতা দিয়ে তিন বার, পাঁচবার অথবা তোমরা ভাল মনে করলে আরো অধিকবার গোসল দিবে। শেষবার কর্পূর দিবে। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, কিছু কর্পূর দিবে। যখন তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে। আমরা কাজ সমাপ্ত করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের দিকে তাঁর চাদর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এটি তার দেহের সাথে জড়িয়ে দাও।

غَسْلُ الْمَيِّتِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ

মৃত ব্যক্তিকে সাতবারের অধিক গোসল দেওয়া

١٨٩٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلٰثًا اَوْخَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَّاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْشَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ *

১৮৯০. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিক যতবার ভাল মনে হয় হয় গোসল দিও পানি এবং বরই পাতা দ্বারা, আর শেষবার কর্পূরের কিছু অংশ দিয়ে দিও। আর যখন তোমরা অবসর হবে আমাকে সংবাদ দেবে। আমরা যখন অবসর হলাম তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুব্বা দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও।

١٨٩١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا اَوْخَمْسًا اَوْسَبْعًا اَوْاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَّاَيْتُنَّ ذٰلِكَ *

১৮৯১. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, হ্যাঁ; এতটুকু পার্থক্য যে, তিনি বলেছেন তিনবার, পাঁচবার, সাতবার বা ততোধিক, যদি তোমরা ভাল মনে কর।

١٨٩٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اِخْوَتِهِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَنَا بِغَسْلِهَا فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ قَالَتْ قُلْتُ وِتْرًا قَالَ نَعَمْ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ *

১৮৯২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে আমাদের তাকে গোসল করানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তাকে তিনবার পাঁচবার, সাতবার বা ততোধিকবার গোসল করাবে, যদি তোমরা ভাল মনে কর। তিনি বলেন, আমি বললাম, তাও কি বেজোড় সংখ্যায় করতে হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবং শেষের বারে কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দেবে। আর যখন তোমরা অবসর হবে আমাকে সংবাদ দেবে। যখন আমরা অবসর হলাম তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুব্বা দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও।

اَلْكَافُوْرُ فِىْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় কর্পূর ব্যবহার করা

١٨٩٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلٰثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ قَالَ اَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ اغْسِلْنَهَا ثَلْثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلٰثَةَ قُرُوْنٍ *

১৮৯৩. আমর ইব্ন যুরারাহ্ (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কছে আসলেন, তখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল করাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করাবে। যদি তোমরা ভাল মনে কর পানি এবং বরই পাতা দ্বারা। আর শেষ বারে কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দেবে। আর তোমরা অবসর হলে আমাকে সংবাদ দেবে। আমরা অবসর হলে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুব্বা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও। বর্ণনাকারী বলেন, হাফসা (রা) বলেছেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার গোসল করাবে। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন, আমরা তার চুল আঁচড়িয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলাম।

١٨٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ.

১৮৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার মাথা (মাথার চুল) আমরা তিনভাগে বিভক্ত করে দিলাম।

١٨٩٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ *

১৮৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা তাঁর মাথা (মাথার চুল) তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলাম।

اَلْاِشْعَارُ

শরীরের সংগে মিলিয়ে পোশাক দেওয়া

١٨٩٦. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ بْنُ اَبِىْ تَمِيْمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ كَانَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابْنًا لَّهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ حَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْخَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَّاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْشَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍفَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اَلْقَى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ (اى محمد بْنِ سِيْرِين) عَلٰى ذَالِكَ قَالَ لاَاَدْرِىْ اَىُّ

بَنَاتِهِ قَالَ قُلْتُ مَاقَوْلُهُ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ اَتُوَزَّرُ بِهِ قَالَ لاَاُرَاهُ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلَ اَلْفُفْنَهَاءَ فِيْهِ *

১৮৯৬. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) একজন আনসারী মহিলা ছিলেন, তিনি (বসরায়) এসে তাড়াতাড়ি তার ছেলের কাছে গেলেন। কিন্তু তাকে পেলেন না। (কারণ, সে ইতিপূর্বে মারা গিয়েছিল) তিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী ﷺ আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন তাঁর মেয়েকে গোসল করাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিকবার গোসল করাবে যদি তোমরা ভাল মনে কর পানি এবং বরই পাতা দ্বারা এবং শেষবার কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দেবে। আর যখন তোমরা অবসর হবে আমাকে সংবাদ দিবে। যখন আমরা অবসর হলাম তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের স্বীয় জুব্বা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও। রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন এর চেয়ে কিছু বলেন নি। রাবী আইয়ূব ইব্ন তামীমা বলেন যে, আমি জানি না সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন্ মেয়ে ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তার কাফনের নীচে দিয়ে দাও" এর অর্থ কি ? এটা কি তাকে পায়জামা হিসাবে পরিধান করানো হবে ? তিনি বললেন, তা আমার মনে হয় না, তবে তিনি হয়তো বলেছিলেন তা দিয়ে পেঁচিয়ে দাও।

١٨٩٧. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنِ يُوْسُفَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ اِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَغْسِلْنَهَا ثَلْثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ وَاجْعَلْنَ فِيْ اٰخِرِ ذٰلِكَ كَافُوْرًا اَوْشَيْءً مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ قَالَتْ فَاٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ *

১৮৯৭. শুআয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি বললেন, তাকে তিনবার, পাঁচবার বা ততোধিক বার গোসল করাও যদি তোমরা ভাল মনে কর। আর তাকে পানি এবং বরই পাতা দ্বারা গোসল করাও আর শেষ বারে কর্পূর বা কর্পূরের কিছু অংশ দিও। তোমরা অবসর হলে আমাকে সংবাদ দিও। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি আমাদের স্বীয় জুব্বা দিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এটা তার কাফনের নীচে দিয়ে দিও।

اَلاَمْرُ بِتَحْسِيْنِ الْكَفَنِ

উত্তম কাফন পরিধান করানোর আদেশ

١٨٩٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ

وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَنْبَاَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلاً وَكُفِّنَ فِىْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّقْبَرَ الاِنْسَانُ لَيْلاً اِلاَّ اَنْ يُضْطَرَّ اِلَى ذٰلِكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ *

১৮৯৮. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার খুতবা দিলেন এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে এই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাকে রাত্রে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে উত্তম কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিনা প্রয়োজনে রাত্রে কবর দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যখন তোমাদের কেউ কারো অভিভাবক হবে তাকে উত্তম কাফন পরিধান করাবে।

اَىُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ

কোন্ ধরনের কাফন উত্তম ?

١٨٩٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِى عَرُوْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ *

১৮৯৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - --সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তা সর্বোত্তম এবং পবিত্রতম এবং তা দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।

كَفَنُ النَّبِىِّ ﷺ

নবী ﷺ-এর কাফন

١٩٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ سُحُوْلِيَّةٍ بِيْضٍ *

১৯০০. ইসহাক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সাহূল নামক স্থানের তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল।

١٩٠١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلاَ عِمَامَةٌ *

১৯০১. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সাহূল নামক স্থানের তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল; তাতে কুর্তা এবং পাগড়ি ছিল না।

١٩٠٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاۤئِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَعِمَامَةٌ فَذُكِرَ لِعَاۤئِشَةَ قَوْلُهُمْ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ اُتِىَ بِالْبُرْدِ وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ *

১৯০২. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনটি ইয়ামানী সাদা সুতী কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল; তাতে কুর্তা এবং পাগড়ি ছিল না। যখন আয়েশা (রা)-এর কাছে লোকদের দুই কাপড়ে এবং একটি নকশা করা চাদরে কাফন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হল, তখন তিনি বলেন, তা আনা হয়েছিল কিন্তু উপস্থিত সাহাবীগণ তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁকে কাফন দিয়েছিলেন না।

اَلْقَمِيْصُ فِى الْكَفَنِ

কাফনে কুর্তা ব্যবহার করা

١٩٠٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ حَتّٰى اُكَفِّنَهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْلَهُ فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ ثُمَّ قَالَ اِذَا فَرَغْتُمْ فَاٰذِنُوْنِىْ اُصَلِّى عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ قَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى وَلاَ تُصَلِّ

عَلَى اَحَدٍمِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِمْ *

১৯০৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই-এর মৃত্যু হল তার ছেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আপনি আমাকে স্বীয় কুর্তাটা দিয়ে দিন যাতে আমি তা দিয়ে তাকে দিতে পারি এবং তার জানাযা পড়িয়ে দিন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে স্বীয় কুর্তা দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, যখন তোমরা অবসর হও আমাকে সংবাদ দিও আমি তার জানাযা পড়াব। উমর (রা) তাঁকে টেনে নিয়ে বললেন, আপনাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করার ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁর জানাযা পড়লেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ (তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবে না।) এরপর তিনি মুনাফিকদের জন্য জানাযা পড়া ছেড়ে দিলেন।

١٩٠٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ وَقَدْ وُضِعَ فِيْ حُفْرَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَاَمَرَبِهِ فَاُخْرِجَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

১৯০৪. আব্দুল জব্বার ইব্‌ন আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাইর কবরের কাছে আসলেন, ইতিপূর্বে তাকে দাফন করা হয়েছিল। তিনি সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাকে কবর থেকে বের করার নির্দেশ দিলেন। তাকে বের করা হল। তিনি তাকে স্বীয় হাঁটু দ্বয়ের উপর রাখলেন এবং তাকে নিজ কুর্তা পরিয়ে দিলেন এবং স্বীয় থুথু তার শরীরের উপর ছিটিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

١٩٠٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَّقُوْلُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِيْنَةِ فَطَلَبَتِ الاَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُوْنَهُ فَلَمْ يَجِدُوْا قَمِيْصًا يَّصْلُحُ عَلَيْهِ اِلاَّ قَمِيْصَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ فَكَسَوْهُ اِيَّاهُ *

১৯০৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) মদীনাতে ছিলেন। আনসারগণ তাঁকে পরিধান করানের জন্য একটি কাপড় তালাশ করে এমন কোন কুর্তা

সংস্থান করতে পারলেন না যা তাঁর গায়ে লাগে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাইর কুর্তা ব্যতীত। অগত্যা সেটাই তাঁকে পরিধান করালেন।

١٩٠٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقًا قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيْهِ اِلاَّ تَمِرَةٌ كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ اِذْخَرٌ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا *

১৯০৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) এবং ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে হিজরত করলাম। অতএব আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মায় গেল। তাই আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করল তারা স্বীয় প্রতিদান (গণীমতের সম্পদ) কিছুই ভোগ করতে পারল না যেমন মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা), যিনি উহুদের জিহাদে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। আমরা তাঁর কাফন উপযোগী কোন কাপড়ের সংস্থান রাতে পেরেছিলাম না। শুধুমাত্র একটি চাদর ছাড়া যা দিয়ে তার মাথা কাফনে ঢাকলে পা বের হয়ে যেত আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাদর দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিয়ে পাদ্বয়ে ঘাস দিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন। আর আমাদের মধ্যে কতেক এমনও আছে যারা স্বীয় প্রতিদান পেয়েছে এবং তা ভোগও করেছে।

كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ اِذَا مَاتَ

মুহরিম মৃত্যুবরণ করলে তাকে কিভাবে কাফন পরানো হবে ?

١٩٠٧. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَغْسِلُوْا الْمُحْرِمَ فِيْ ثَوْبَيْهِ الَّذَيْنِ اَحْرَمَ فِيْهِمَا وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلاَتُمِسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَتُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيمَةِ مُحْرِمًا

১৯০৭. উতবা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইহরাম পরিহিত ব্যক্তিকে তার পরিধানের কাপড়দ্বয়ে গোসল দেবে পানি এবং বরই পাতা দ্বারা আর তাকে তার কাপড়দ্বয় দ্বারা কাফন দেবে এবং তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না আর তার জন্য মাথা ঢেকে দেবে না। কেননা, সে কিয়ামতের দিন ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় উত্থিত হবে।

اَلْمِسْكُ

কস্তুরী

١٩٠٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ اَبَا نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ الطِّيْبِ الْمِسْكُ *

১৯০৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির মধ্যে কস্তুরী অন্যতম।

١٩٠٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْمُسْتَمِرِ بْنِ الزَّيَّانِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ طِيْبِكُمُ الْمِسْكُ *

১৯০৯. আলী ইব্‌ন হুসায়ন দিরহামী (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির মধ্যে কস্তুরী অন্যতম।

اَلاِذْنُ بِالْجَنَازَةِ

জানাযার অনুমতি প্রদান করা

١٩١٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ مِسْكِيْنَةً مَّرِضَتْ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَرَضِهَا فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَسَاكِيْنَ وَيَسْاَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اِذَا مَاتَتْ فَاٰذِنُوْنِىْ فَاُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً وَكَرِهُوْا اَنْ يُّوْقِظُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرَ بِالَّذِىْ كَانَ مِنْهَا فَقَالَ

اَلَمْ اٰمُرْكُمْ اَنْ تُؤْذِنُوْنِى بِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ لَيْلاً فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلٰى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ *

১৯১০. কুতায়বা (র) ---- আবূ উসামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক অসহায় মহিলা অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তার অসুস্থতা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসহায়দের সেবা শুশ্রূষা করতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সে (অসহায় মহিলা) মারা যায় তবে আমাকে সংবাদ দিও। রাত্রে তার জানাযা পড়া হল আর সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না। যখন সকাল হল রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘটনা জানানো হল। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের আমাকে সংবাদ দিতে বলিনি ? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনাকে রাত্রে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কবরের পার্শ্বে নিয়ে লোকজন নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং চারটি তাকবীর বললেন।

اَلسُّرْعَةُ بِالْجَنَازَةِ

জানাযা তাড়াতাড়ি পড়া

١٩١١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلٰى سَرِيْرِهِ قَالَ قَدِّمُوْنِىْ قَالَ قَدِّمُوْنِىْ وَاِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ يَعْنِى السُّوْءَ عَلٰى سَرِيْرِهِ قَالَ يَاوَيْلَتِى اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِىْ *

১৯১১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) ---- আবদুর রহমান ইব্ন মিহ্রান (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন নেক্কার ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় সে বলে, "আমাকে শীঘ্র পাঠাও, আমাকে শীঘ্র পাঠাও" আর যখন কোন বদকার ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে হায়! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

١٩١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ

قَدِّمُوْنِى وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَاوَيْلَتِى اِلَى اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ الاِنْسَانُ وَلَوْسَمِعَهَا الاِنْسَانُ لَصَعِقَ *

১৯১২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখা হয় আর লোকজন তাকে কাঁধে বহন করে যদি সে নেককার হয় তবে সে বলতে থাকে, "আমাকে শীঘ্র পাঠাও, আমাকে শীঘ্র পাঠাও, আর যদি বদকার হয় তবে বলতে থাকে, হায়! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? তার আওয়াজ মানুষ ব্যতীত অন্য সবাই শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতে পেত তবে অবশ্যই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ত।

١٩١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ غَيْرَ ذَالِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ *

১৯১৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা তাড়াতাড়ি পড়ে নেবে। যদি সে নেককার হয় তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি তার কল্যাণের দিকে পাঠিয়ে দাও। আর যদি বদকার হয় তবে একজন বদকারকে তোমরা স্বীয় স্কন্ধ থেকে নামিয়ে রাখ।

١٩١٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَدَّمْتُمُوْهَا اِلَى الْخَيْرِ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذٰلِكَ كَانَتْ شَرًّا تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ *

১৯১৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা জানাযা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলবে। যদি সে নেককার হয় তবে তোমরা তাকে স্বীয় কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে আর যদি বদকার হয় তবে একজন বদকারকে তোমরা স্বীয় স্কন্ধ থেকে নামিয়ে রাখবে।

١٩١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ اَنْبَانَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِى بَيْنَ يَدَىِ السَّرِيْرِ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ

اَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَوَالِيْهِمْ يَسْتَقْبِلُوْنَ السَّرِيْرَ وَيَمْشُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ فَكَانُوْا يَدِبُّوْنَ دَبِيْبًا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيْقِ الْمِرْبَدِ لَحِقَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ عَلٰى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَاَى الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ وَاَهْوٰى اِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُّوْا فَوَالَّذِىْ اَكْرَمَ وَجْهَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ *

১৯১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যিয়াদ (রা) খাটিয়ার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন আব্দুর রহমান (রা)-এর কিছু পরিবার-পরিজনের কিছু লোক এবং গোলামগণ জানাযার খাটিয়াকে সম্মুখে রেখে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "তোমরা ধীরে ধীরে চলো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বরকত দিন।" তারা ধীরে ধীরে চলছিল। যখন আমরা মিরবাদ নামক জায়গার রাস্তায় পৌছলাম আবূ বাকরা (র) খচ্চরের উপর আরোহনাবস্থায় আমাদের সাথে মিলিত হলেন, তাদের কার্যকলাপ দেখে খচ্চরে আরোহনাবস্থায় তাদের দিকে ধাবিত হলেন এবং তাদের দিকে চাবুক নিয়ে ঝুঁকলেন এবং বললেন, তোমরা এ সমস্ত ছাড়, ওই সত্তার শপথ! যিনি আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ)-কে সম্মানিত করেছেন, আমার স্মরণ আছে আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা জানাযা নিয়ে খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম। একথা শুনে লোকজন খুশী হয়ে গেল।

١٩١٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اِسْمٰعِيْلَ وَهُشَيْمٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً *

১৯১৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে, আমি একবার রাসূলূল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম: আমরা জানাযা নিয়ে খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম।

١٩١٧. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَحْيَى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ *

১৯১৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন দুরুস্‌তা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমার কাছ দিয়ে কোন জানাযা নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। আর যারা জানাযার সাথে যাবে তারা জানাযা রাখার পূর্বে বসবে না।

بَابٌ الْاَمْرُ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়াবার আদেশ

١٩١٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَارَأَى اَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَّعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى تُخَلِّفَهُ اَوْتُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ *

১৯১৮. কুতায়বা (র) - - - - আমির ইব্‌ন রাবী'আ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন জানাযা দেখে তখন যদি সে তাদের সাথে না যায় তবে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানাযার পিছনে পড়ে কিংবা পিছনে পড়ার পূর্বে জানাযা রাখা হয়।

١٩١٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ *

১৯১৯. কুতায়বা (র) - - - - আমির ইব্‌ন রাবী'আ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা যখন জানাযা দেখবে তখন তোমরা তার পিছনে না পড়া পর্যন্ত কিংবা তা না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

١٩٢٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعَوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ *

১৯২০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ - - - - আবূ সাঈদ (রা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা জানাযা দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে তার অনুগমন করবে সে যেন তা রাখার পূর্বে না বসে।

١٩٢١. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ مَارَاَيْنَا رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتّٰى تُوْضَعَ *

১৯২১. ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কোন জানাযার উপস্থিত হয়ে কখনও তা রাখার পূর্বে বসতে দেখিনি।

١٩٢٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرُّوْا عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ عَمْرُو اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ *

১৯২২. আমর ইব্ন আলী ও ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব (র) ---- আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে লোকজন জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

١٩٢٣. اَخْبَرَنِى اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا جُلُوْسًا مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ مَنْ مَّعَهُ فَلَمْ يَزَالُوْا قِيَامًا حَتّٰى نَفَذَتْ *

১৯২৩. আইয়ুব ইব্ন মুহাম্মাদ ওয়ায্যান (র) ---- ইয়াযীদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একটি জানাযা দেখা দিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন আর তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারাও দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐ জানাযা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে রইলেন।

اَلْقِيَامُ لِجَنَازَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের মৃত দেহের জন্য দাঁড়ানো

١٩٢٤. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ

لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَقَالَ لاَمُرَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ اَلَيْسَتْ نَفْسًا *

১৯২৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - সহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ ও কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ্ (রা) কাদিসিয়ায় ছিলেন। তাঁদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন, এখন তাঁদেরকে বলা হলো, "এতো যিম্মীর (আশ্রিত বিধর্মী) লাশ, "তখন তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, "সে তো ইয়াহুদী" তিনি বললেন, সে কি মানুষ নয়?

١٩٢٥. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ وَاَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَاهِىَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيَّةٍ فَقَالَ اِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَاِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا *

১৯২৫. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! এতো এক ইয়াহুদী মহিলার জানাযা।" তিনি বললেন, 'প্রত্যেক মৃত্যুতেই ভীতি আছে। অতএব যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে।'

اَلرُّخْصَةُ فِىْ تَرْكِ الْقِيَامِ

না দাঁড়ানোর অনুমতি

١٩٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِىٍّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوْا لَهَا فَقَالَ عَلِىٌّ مَا هٰذَا قَالُوْا اَمْرُ اَبِىْ مُوْسَى فَقَالَ اِنَّمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجَنَازَةٍ يَهُوْدِيَّةٍ وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذٰلِكَ *

১৯২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মান্‌সূর (র) - - - - আবূ মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আলী (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছ দিয়ে একটি জানাযা গেলে তাঁরা (আলী (রা)-এর

কাছে উপবিষ্ট লোকজন) দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আলী (রা) বললেন, "এ কি ?" তাঁরা বললেন, আবূ মূসা (রা)-এর নির্দেশ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদী মহিলার জানাযার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর আর তা করেন নি।

١٩٢٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ اَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ *

১৯২৭. কুতায়বা (র) - - - - মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত ঃ হাসান ইব্‌ন আলী এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা গেলে হাসান (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। তখন হাসান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ইয়াহূদীর জানাযার জন্য দাঁড়ান নি? ইব্‌ন আব্বাস বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি দাঁড়ান নি।

١٩٢٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَمَا قَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ *

১৯২৮. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইব্‌ন আলী এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন হাসান (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন না। তখন হাসান (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এর জন্য দাঁড়ান নি ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, এর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনি বসে পড়েন।

١٩٢٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ اَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْاٰخَرُ فَقَالَ الَّذِيْ قَامَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَامَ ؟ قَالَ لَهُ الَّذِيْ جَلَسَ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَلَسَ *

১৯২৯. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ মিজলায (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় তাঁদের একজন দাঁড়ালেন অন্যজন বসে রইলেন। তখন যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বললেন, তুমি তো নিশ্চয় জানো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিলেন ? যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা ছিলেন।

١٩٣٠. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هٰرُوْنَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ اِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى طَرِيْقِهَا جَالِسًا فَكَرِهَ اَنْ تَعْلُوَ رَاْسَهُ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَامَ *

১৯৩০. ইবরাহীম ইব্‌ন হারূন বলখী (র) - - - - জাফরের পিতা মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বসা ছিলেন, তখন তাঁর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই জানাযা চলে না যাওয়া পর্যন্ত লোকজন দণ্ডায়মান ছিল। তখন হাসান (রা) বললেন, একজন ইয়াহুদীর জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। ইয়াহুদীর জানাযা তাঁর মাথার উপর দিয়ে যাবে তা তিনি অপছন্দ করার কারণে দাঁড়িয়েছিলেন।

١٩٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ مَرَّتْ بِهِ حَتّٰى تَوَارَتْ *

১৯৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - - আবূ যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে এক ইয়াহুদীর জানাযা যাচ্ছিল তখন তিনি তা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন।

١٩٣٢. اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَيْضًا اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ حَتّٰى تَوَارَتْ *

১৯৩২. আবূ যুবাইর (র) - - - - আমাদেরকে সংবাদ এ দিয়েছেন যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক ইয়াহুদীর জানাযার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তা অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

١٩٣٣. اخبرنا اسحق قال انبانا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس ان جنازة مرت برسول الله ﷺ فقام فقيل انها جنازة يهودي فقال انما قمنا للملائكة *

১৯৩৩. ইসহাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল যে, এটাতো এক ইয়াহূদীর জানাযা। তিনি বললেন, আমরা তো ফেরেশতাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছি।

اِسْتِرَاحَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ

মৃত্যুতে মুমিনের নিষ্কৃতি প্রাপ্তি

١٩٣٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ اَوْمُسْتَرَاحٌ مِّنْهُ فَقَالُوْا مَاالْمُسْتَرِيْحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ *

১৯৩৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা ইব্‌ন রিবয়ী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, হয়তো বা এ ব্যক্তি নিষ্কৃতি পাচ্ছে বা তার থেকে লোকজন নিষ্কৃতি পাচ্ছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেই বা নিজে নিষ্কৃতি পায় আর কার থেকেই বা লোকজন নিষ্কৃতি পায় ? তিনি বললেন, যে মুমিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে এখন সে দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পায় আর গুনাহগারের মৃত্যু হলে তার মৃত্যুতে অন্যান্য লোকজন, জনপদ, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীকুল তার থেকে নিষ্কৃতি পায়।

اَلْاِسْتِرَاحَةُ مِنَ الْكُفَّارِ

কাফির থেকে নিষ্কৃতি

١٩٣٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ اَبِيْ كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ اذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ فَيَسْتَرِيْحُ مِنْ اَوْصَابِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَاَذَاهَا وَالْفَاجِرُ يَمُوْتُ فَيَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ *

১৯৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াহাব (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একটি জানাযা দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হয়তো বা সে নিষ্কৃতি পাচ্ছে বা তার থেকে মুমিনগণ নিষ্কৃতি পাচ্ছে। মুমিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সে তার দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত থেকে নিষ্কৃতি পায় আর গুনাহগার মৃত্যুবরণ করলে তার থেকে অন্যান্য লোকজন, জনপদ, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীকুল নিষ্কৃতি পায়।

بَابُ الثَّنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা

١٩٣٦. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَاُثْنِىَ عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ وَجَبَتْ فَقَالَ مَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ *

১৯৩৬. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা যেতে লাগলে তার উত্তম প্রশংসা করা হল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেল। আর একটি জানাযা যাচ্ছিল, যার পাপের আলোচনা করা হচ্ছিল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল। তখন উমর (রা) বললেন, আপনার উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গীত হোক; একটি জানাযা যাচ্ছিল যার ভাল প্রশংসা করা হল, আর আপনি বললেন যে, তার জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হয়ে গেল। অন্য আর একটি জানাযা যাচ্ছিল যার পাপের আলোচনা করা হচ্ছিল আর আপনি বললেন যে, তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা যার ভাল প্রশংসা কর তার জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হয়ে যায় আর তোমরা যার পাপের আলোচনা কর তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে যায়। কারণ, তোমরা জমীনে আল্লাহ্র সাক্ষী।

١٩٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَامِرٍ وَجَدُّهُ اُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ اُخْرَى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاقَوْلُكَ الْاُوْلَى وَالْاُخْرَى وَجَبَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ الْمَلٰئِكَةُ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ *

১৯৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নবী ﷺ-এর নিকট একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল এবং তার ভাল প্রশংসা করছিল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতঃপর অন্য একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল যার পাপের আলোচনা করছিল। নবী ﷺ বললেন, তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল। তারা বললো, প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার একই মন্তব্য "সাব্যস্ত হয়ে গেল ?" নবী ﷺ বললেন, ফেরেশতাগণ আসমানে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষী আর তোমরা যমীনে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষী।

١٩٣٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالاَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرَى فَاُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثِ فَاُثْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ قَالُوْا الْخَيْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا اَوْ ثَلٰثَةٌ قَالَ اَوْ ثَلٰثَةٌ قُلْنَا اَوِ اثْنَانِ قَالَ اَوِ اثْنَانِ *

১৯৩৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবুল আসওয়াদ দোয়ালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনা শরীফে এসে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর পাশে বসেছিলাম। এমন সময়ে একটি

জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর তার সাথীরা তার সম্পর্কে ভাল প্রশংসা করছিল। তখন উমর (রা) বললেন যে, তার জন্য (জান্নাত) সাব্যস্ত হয়ে গেল। তৃতীয়বার আরো একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার হচ্ছিল আর তার সম্পর্কে তার সাথীরা মন্দ আলোচনা করছিল। তখন উমর (রা) বললেন যে, তার জন্য (দোযখ) সাব্যস্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, কি সাব্যস্ত হয়ে গেছে ইয়া আমীরাল মু'মিনীন? তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রকম বলেছেন, আমি সে রকমই বলেছি যে, যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চারজন মানুষ ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন মানুষ সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, তিনজন মানুষ সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম, যদি দুইজন মানুষ সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, দুইজন মানুষ সাক্ষ্য দিলেও।

اَلنَّهْىُ عَنْ ذِكْرِ الْهَلْكِىِّ اِلاَّ بِخَيْرٍ

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল ব্যতীত মন্তব্য না করা

١٩٣٩. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ هَالِكٌ بِسُوْءٍ فَقَالَ لاَتَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ *

১৯৩৯. ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মন্দ মন্তব্য করা হলে তিনি বললেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য ছাড়া মন্তব্য করবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ سَبِّ الْاَمْوَاتِ

মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বলার নিষেধাজ্ঞা

١٩٤٠. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلَى مَا قَدَّمُوْا *

১৯৪০. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা (মুসলমান) মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বলবে না। কেননা তারা স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

١٩٤١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ *

১৯৪১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জন্তু মৃত ব্যক্তির পিছু পিছু যায়। তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পত্তি এবং তার কৃতকর্ম। অতঃপর দুইটি বস্তু ফিরে আসে তার পরিবার-পরিজন এবং তার ধন-সম্পত্তি আর অন্য বস্তুটি তার সাথেই থেকে যায় আর তা হল তার কৃতকর্ম।

١٩٤٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ *

১৯৪২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উপর অন্য মুমিন ভাইয়ের ছয়টি অধিকার রয়েছে ঃ (১) যখন অসুস্থ হবে তার সেবা শুশ্রুষা করবে ; (২) তার জানাযায় উপস্থিত হবে যখন সে মারা যাবে ; (৩) তার আতিথ্য গ্রহণ করবে যখন সে দাওয়াত করবে; (৪) যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম করবে; (৫) যখন সে হাঁছি দেবে তখন তার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে ; (৬) তার কল্যাণ কামনা করবে সে অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক।

اَلْاَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

জানাযার পিছু পিছু যাওয়ার নির্দেশ

١٩٤٣. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ ح وَاَنْبَانَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَّ نَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُوْمِ وَاِفْشَاءِ

السَّلاَمِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ انِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالاِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ *

১৯৪৩. সুলায়মান ইব্ন মানসূর বালখী (র) এবং হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে বারণ করেছেন, অসুস্থের হাঁছি দাতার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলার, শপথ পূরণে সহায়তার, অত্যাচারিতের সাহায্য করার, সালাম বিস্তারের, আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করার এবং জানাযার পিছু পিছু গমন করার তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি স্বর্ণের আংটি পরিধান, রৌপ্য পাত্র ব্যবহার, রেশম নির্মিত গদী ব্যবহার, কসি (এক প্রকার মিসরীয় কাপড়) নির্মিত কাপড় পরিধান, রেশমী মোটা কাপড় ব্যবহার এবং রেশম ও দীবাজ (এক প্রকার রেশমী পোষাক) ব্যবহার থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন।

فَضْلُ مَنْ يَتْبَعُ جَنَازَةً

জানাযার অনুগমনকারীদের ফযীলত

١٩٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ بُرْدٍ اَخِىْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ قِيْرَاطٌ وَمَنْ مَشّٰى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ قِيْرَاطَانِ وَالْقِيْرَاطُ مِثْلُ اُحُدٍ *

১৯৪৪. কুতায়বা (র) - - - - মুসাইয়াব ইব্ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা) -কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত জানাযার অনুগামী হয় তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব রয়েছে। এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

١٩٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ فَاِنْ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ *

১৯৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত জানাযার অনুগামী হয় তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যদি দাফনের পূর্বেই ফিরে তবে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব।

مَكَانُ الرَّاكِبِ مِنَ الْجَنَازَةِ

জানাযায় আরোহীর অবস্থান

١٩٤٦. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَخُوْهُ الْمُغِيْرَةُ جَمِيْعًا عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ *

১৯৪৬. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) ---- মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আরোহী জানাযার পিছনে চলবে। পদব্রজে চলাকারী জানাযার যেখান দিয়ে ইচ্ছা সেখান দিয়ে চলতে পারে। নবজাত শিশুর (ক্রন্দন করার পর মারা গেলে) জানাযা আদায় করা হবে।

مَكَانُ الْمَاشِيْ مِنَ الْجَنَازَةِ

জানাযায় পদব্রজে চলাকারী ব্যক্তির চলার স্থান

١٩٤٧. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ الثَّقَفِىِّ عَنْ عَمِّهِ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ *

১৯৪৭. আহমদ ইব্‌ন বাক্কার হাররানী (র) ---- মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সাওয়ারী জানাযার পিছনে চলবে আর পদব্রজ চলাকারী ব্যক্তি যেথায় দিয়ে ইচ্ছা সেখান দিয়ে চলবে। আর নবজাত শিশুর (ক্রন্দন করার পর মারা গেলে) জানাযা আদায় করা হবে।

١٩٤٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ *

১৯৪৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আলী ইব্‌ন হুজ্‌র এবং কুতায়রা (র) ---- সালেম (রা)-এর পিতা (আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর এবং উমর (রা)-কে জানাযার আগে আগে পায়ে হেঁটে চলতে দেখেছেন।

١٩٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَنْصُوْرٌ وَزِيَادٌ وَبَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ كُلُّهُمْ ذَكَرُوْا اَنَّهُمْ سَمِعُوْا مِنَ الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ" *

১৯৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রা)-কে জানাযার আগে আগে পায়ে হেঁটে চলতে দেখেছেন।

اَلْاَمْرُ بِالصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করার নির্দেশ

١٩٥٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَاكُمْ قَدْمَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ *

১৯৫০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র এবং আমর ইব্‌ন যুরারা নিশাপুরী (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের এক ভাই (নাজ্জাশী) মৃত্যুবরণ করেছে। তোমরা প্রস্তুত হও এবং তার উপর জানাযার সালাত আদায় কর।[১]

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الصِّبْيَانِ

শিশুদের জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٥١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ مِّنْ صِبْيَانِ الْاَنْصَارِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ طُوْبَى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِّنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ سُوْءًا وَلَّمْ يُدْرِكْهُ قَالَ اَوَغَيْرُ

---

১. এই হাদীস দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মৃত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে জানাযার সালাত জায়েয কিন্তু আবূ হানিফা (র)-এর জায়েয নহে, ইহা শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

ذَالِكَ يَاعَائِشَةُ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَآئِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِى اَصْلاَبِ اٰبَآئِهِمْ *

১৯৫১. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি আনসারী বালকের মৃতদেহ আনা হলে তিনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্য হতে এ চড়ুই পাখীটি কতই ভাগ্যবান ! সে কোন পাপ কাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এর অন্যথাও হতে পারে হে আয়েশা (রা)। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের সৃষ্টি করেছেন স্বীয় পিতার ঔরসে এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন আর তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। তাদের সৃষ্টি করেছেন স্বীয় পিতার ঔরসে।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْاَطْفَالِ

শিশুদের জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٥٢. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِىْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّى عَلَيْهِ *

১৯৫২. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আরোহীরা জানাযার পিছু পিছু চলবে আর পদব্রজে চলাকারী জানাযার যে দিক দিয়ে ইচ্ছে সে দিক দিয়ে চলবে। (ক্রন্দন করার পর মারা গেলে) নবজাতকের জানাযার সালাত আদায় করা হবে।

اَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের সন্তান

١٩٥٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

১৯৫৩. ইসহাক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের ভবিষৎ কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

١٩٥٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

১৯৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের ভবিষৎ কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

١٩٥٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ خَلَقَهُمُ اللّٰهُ حِيْنَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

১৯৫৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৃষ্টি করেন তখন তিনি তাদের ভবিষৎ কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

١٩٥٦. أَخْبَرَنِىْ مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ *

১৯৫৬. মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের ভবিষ্য কর্ম সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ

শহীদের জানাযার সালাত

١٩٥٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

أَخْبَرَنِى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ ابْنَ أَبِى عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أُهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِىُّ ﷺ سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِىُّ ﷺ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ مَا عَلَى هٰذَا اتَّبَعْتُكَ وَلٰكِنِّى اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هٰهُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوْتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ إِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ يَصْدُقْكَ فَلَبِثُوْا قَلِيْلاً ثُمَّ نَهَضُوْا فِىْ قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَهُوَ هُوَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَدَقَ اللّٰهَ فَصَدَقَهُ ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ جُبَّتِهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيْمَا ظَهَرَ مِنْ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِىْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى ذٰلِكَ *

১৯৫৭. সুওয়াইদ ইব্‌ন নস্‌র (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্‌ন হাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর উপর ঈমান আনলো এবং তাঁর অনুসরণ করল। অতঃপর বললো যে, আমি আপনার সাথে হিজরতকারী অবস্থায় অবস্থান করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সম্পর্কে কোন সাহাবীকে ওসিয়্যত করলেন। এক যুদ্ধে নবী ﷺ গণীমত স্বরূপ কিছু বন্দী হস্তগত হল। তিনি সেগুলো বণ্টন করে দিলেন এবং ঐ গ্রাম্য সাহাবীকেও দিলেন। তার অংশ একজন সাহাবীকে দিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উট চরাতেন। যখন তিনি আসলেন সেগুলো তাকে দেওয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কি? তারা বলেন, তোমার অংশ যা তোমাকে নবী ﷺ দিয়েছেন। তিনি সেগুলো নিলেন এবং সেগুলো নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, এগুলো কি ? নবী ﷺ বললেন, এগুলো আমি তোমার জন্য বণ্টন করেছি। তখন তিনি বললেন, এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করিনি বরং এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করল এবং শহীদ হতে পারি ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস কর। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সে আশা সত্য করে দেখাবেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি শত্রু নিধনের জন্য দৌড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে আনা হলে দেখা গেল ঠিক

ঐ স্থানেই তীর বিদ্ধ ছিল যে দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, এ কি সেই ব্যক্তিই? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাঁকে সম্মুখে রেখে তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। তাঁর জানাযা সালাতে যা প্রকাশ পেয়েছিল তা হল, "হে আল্লাহ ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছে আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম।"

١٩٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ اُحُدٍ صَلٰوتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ *

১৯৫৮. কুতায়রা (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বের হয়ে উহুদের শহীদের উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন যেরূপ মৃতদের উপর আদায় করা হয়। পরে মিম্বরে ফিরে এসে বললেন, 'তোমাদের আমি অগ্রগামী দল স্বরূপ পাঠাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম।'

تَرْكُ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِمْ

তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করা

١٩٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا *

১৯৫৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের শহীদের মধ্য হতে দু'জনকে এক কাপড়ে একত্রিত করতেন অতঃপর জিজ্ঞাসা করতেন যে, কে কুরআন শরীফে সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত? যখন তাদের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হত তখন তাকে কবরে অগ্রে শায়িত করে দিতেন এবং বলতেন যে, আমি এদের জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম। আর শহীদের স্বীয় রক্ত মাখা শরীরে তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করেই বিনা গোসলে দাফন করার নির্দেশ দিতেন।

بَابُ تَرْكِ الصَّلٰوةِ عَلَى الْمَرْجُوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ রজমকৃত (পাথর নিক্ষেপিত) ব্যক্তিদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করা

١٩٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَنُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ جَاۤءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ قَالَ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَبِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُجِمَ فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَاُدْرِكَ فَرُجِمَ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ *

১৯৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া এবং নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে যিনার স্বীকারোক্তি করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সে আবারো স্বীকারোক্তি করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবারো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সে আবারো স্বীকারোক্তি করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের উপর চার বার সাক্ষ্য দান করল। অতঃপর নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি অপ্রকৃতস্থ ? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহিত ? সে বললো, হ্যাঁ, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। যখন পাথর মারা শুরু হল সে অধৈর্য হয়ে দৌড় দিল তখন তাকে ধরে এনে পুনরায় পাথর মারা হল, যাতে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন কিন্তু তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন না।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْمَرْجُوْمِ

রজমকৃত (পাথর নিক্ষেপিত) ব্যক্তিদের উপর জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٦١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ زَنَيْتُ وَهِىَ حُبْلٰى

فَدَفَعَهَا اِلٰى وَلِيِّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِىْ بِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَاَمَرَبِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَتُصَلِّىْ عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

১৯৬১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জুহায়না গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললো যে, আমি যিনা করেছি আর সে গর্ভবতী ছিল। তিনি তাকে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের নিকট সোপর্দ করে দিলেন এবং বললেন ঃ এর সাথে সদ্ব্যবহার কর, আর যখন সে প্রসব করবে, তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। প্রসবের পর তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। তার উপর কাপড় জড়ানো হল, পরে পাথর মারা হল। অতঃপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। উমর (রা) বললেন, আপনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন অথচ সে যিনা করেছে। তিনি বললেন, সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি সত্তরজন মদীনাবাসীকে বণ্টন করে দেওয়া হত তবে তা তাদের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে যেত তুমি কি এরচেয়ে উত্তম তওবা দেখেছ, যে নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে ?

اَلصَّلٰوةُ عَلٰى مَنْ يَحِيْفُ فِىْ وَصِيَّتِهٖ

ওসিয়্যতে অন্যায়কারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٦٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهٖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَغَضِبَ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَّ اُصَلِّىَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا مَمْلُوْكِيْهِ فَجَزَّاَهُمْ ثَلٰثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً *

১৯৬২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় নিজের ছয়টি গোলাম মুক্ত করে দিয়েছিল। সেগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে এ কারণে তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম, তার জানাযার সালাত আদায় করব না। অতঃপর তিনি তার গোলামদের ডাকলেন

এবং তিনটি ভাগ করে তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং দুইজনকে মুক্ত করে দিয়ে বাকী চারজনকে গোলাম অবস্থায় রেখে দিলেন।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى مَنْ غَلَّ

খিয়ানতকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٦٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ اَنَّهُ غَلَّ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيْهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ مَايُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ *

১৯৬৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (গণীমতের মধ্যে) তোমাদের যে সাথী আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় খিয়ানত করেছে তার উপর তোমরা জানাযার সালাত আদায় কর। আমরা তার মাল-সামান তল্লাশী চালিয়ে ইয়াহুদীদের মূল্যবান পাথর থেকে একটি পাথর পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহাম সমতুল্য ছিল।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٦٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ هُوَ عَلَىَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ *

১৯৬৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদাহ তাঁর পিতা আবূ কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একজন আনসারী ব্যক্তির মৃত দেহ আনা হল জানাযার

সালাত আদায় করার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর, যেহেতু সে ঋণগ্রস্ত। আবূ কাতাদা (র) বললেন, সে ঋণ আমার উপর (সে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার)। নবী ﷺ তা আদায় করার অঙ্গীকার চাইলেন। আদায় করার অঙ্গীকার করা হলে তিনি জানাযার সালাত আদায় করলেন।

١٩٦٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالُوْا لاَ قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ *

১৯৬৫. আমর ইব্‌ন আলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একজনের মৃত দেহ আনা হলে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আপনি এর উপর জানাযার সালাত আদায় করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি ঋণগ্রস্ত ? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছে ? সাহাবীগণ বললেন 'না'। তিনি বললেন, তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। একজন আনসারী সাহাবী বললেন, যাকে আবূ কাতাদাহ (রা) বলা হয়, "আপনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করুন যেহেতু তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন।

١٩٦٦. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ الْقُوْمِسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَاُتِىَ بِمَيِّتٍ فَسَاَلَ اَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوْا نَعَمْ عَلَيْهِ دِيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ هُمَا عَلَىَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ *

১৯৬৬. নূহ ইব্‌ন হাবীব কূমাসী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করতেন না। এক ব্যক্তির মৃতদেই আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এর উপর কোন ঋণ আছে ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, তার উপর দুই দীনার ঋণ রয়েছে। তিনি বললেন,

তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। আবূ কাতাদাহ (রা) বললেন, সে দিরহাম আমার উপর হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (উহা পরিশোধের দায়িত্ব আমার)। অতঃপর তিনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তার নিজ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণ রেখে যায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের।

١٩٦٧. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَاِنْ قَالُوْا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ فَاِنْ قَالُوْا لاَ قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاءُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ *

১৯৬৭. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুমিন ব্যক্তি মারা যেত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করতেন, তার কি কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি আছে? যদি সাহাবীগণ হাঁ বলতেন, তাহলে তার উপর জানাযার সালাত আদায় করতেন। আর যদি তারা না বলতেন, তাহলে তিনি বলতেন যে, তোমরা নিজেরাই স্বীয় সাথীর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। যখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের।

تَرْكُ الصَّلٰوةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার সালাত আদায় না করা

١٩٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَلاَ اُصَلِّيْ عَلَيْهِ *

১৯৬৮. ইস্হাক ইব্ন মান্সূর (র) - - - - জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে ফেললো তীরের ফলা দ্বারা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, আমি কিন্তু তার উপর জানাযার সালাত আদায় করব না।

١٩٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَّمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَىَّ شَىْءٌ حَادٌّ يَقُوْلُ كَانَتْ حَدِيْدَتُهُ فِىْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا *

১৯৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে সে ব্যক্তি দোযখের আগুনে সদা সর্বদা পাহাড় থেকে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে সে ব্যক্তি দোযখের আগুনে সদা সর্বদা স্বীয় হস্তে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি লৌহ দ্বারা আত্মহত্যা করে তার হস্তে একটি লৌহ থাকবে যা দ্বারা দোযখের আগুনে সদা সর্বদা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ

মুনাফিকদের উপর জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ بْنِ سَلُوْلٍ دُعِىَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُصَلِّىْ عَلَى ابْنِ اُبَىٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَ كَذَا اُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْعَنِّىْ يَاعُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اِنِّىْ قَدْ خُيِّرْتُ فَاَخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ اَنِّىْ لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ وَلاَتُصَلِّ عَلٰى

اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْاَتِى عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ *

১৯৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তার উপর জানাযার সালাত আদায় করার জন্য ডাকা হল। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন তখন আমি তাঁর দিকে দ্রুত গিয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আপনি ইব্ন উবাইর উপর জানাযার সালাত আদায় করবেন ? অথচ সে অমুক, অমুক দিন এরূপ বলেছিল। আমি গুণে গুণে বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে উমর (রা) আমা হতে সরে যাও, আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম তখন তিনি বললেন, আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হলে আমি ইস্তিগফারকেই গ্রহণ করেছি। যদি আমি জানতাম যে, আমি সত্তর বারের বেশী ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হবে তাহলে আমি সত্তরবারের বেশীই ক্ষমা চাইতাম। অতঃপর তিনি তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তারপরে ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারাআতের দুইটি আয়াত অবতীর্ণ হল, وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَتَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُوَ فَاسِقُوْنَ * "তাদের কেহ মারা গেলে আপনি কখনো তার উপর জানাযার সালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। তারা আল্লাহ্ তা'আলার এবং তদীয় রাসূলের নাফরমানী করেছে এবং তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আমি পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আমার সেদিনের সাহসিকতায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ *

১৯৭১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) এবং আলী ইব্ন হুজর - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ল ইব্ন বায়দা (রা)-এর উপর মসজিদেই জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন।

١٩٧٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ *

১৯৭২. সুওয়ায়দ ইব্ন নস্‌র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহাইল ইব্ন বায়দা (রা)-এর উপর মসজিদের অভ্যন্তরেই জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ

রাত্রে জানাযার সালাত আদায় করা

١٩٧٣. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ قَالَ اشْتَكَتِ امْرَاَةٌ بِالْعَوَالِيْ مِسْكِيْنَةٌ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْاَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ اِنْ مَّاتَتْ فَلاَ تَدْفِنُوْهَا حَتّٰى اُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَتُوُفِّيَتْ فَجَاؤُا بِهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَوَجَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَامَ فَكَرِهُوْا اَنْ يُوْقِظُوْهُ فَصَلُّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوْهَا بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاؤُا فَسَاَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوْا قَدْ دُفِنَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا اِنْ نُوْقِظَكَ قَالَ فَانْطَلِقُوْا فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَشَوْا مَعَهُ حَتّٰى اَرَوْهُ قَبْرَهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفُّوْا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ اَرْبَعًا *

১৯৭৩. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ উমামা সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন গ্রাম্য দরিদ্র মহিলা রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবাদের তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং বলতেন যে, সে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর আমার জানাযার সালাত আদায় করা ব্যতীত তাকে কবরস্থ করবে না। কিছুদিন পর তার মৃত্যু হলে সাহাবীগণ তাকে নিয়ে ইশার পর মদীনায় আসলেন। এসে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিদ্রিতাবস্থায় পেয়ে জাগানো অপছন্দনীয় মনে করে তার উপর জানাযার সালাত আদায় করে বকীয় গরকদ নামক কবরস্থানে তাকে কবরস্থ করে ফেললেন। যখন সকাল হল এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাদের উক্ত মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা তো তাকে কবরস্থ করে ফেলেছি। আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনাকে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়ে জাগানো অশোভনীয় মনে করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা সকলে চলো। অতঃপর তিনি পদব্রজে চলতে শুরু করলেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে চলতে শুরু করলেন। কবরস্থানে এসে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তার কবর দেখালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন, সাহাবীগণও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাটির উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন ও চারটি তাকবীর বললেন।

اَلصُّفُوْفُ عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযার সালাতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো

١٩٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْمَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ *

১৯৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন, তোমারা দাঁড়াও এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। তিনি নিজে দাঁড়ালেন এবং আমাদের কাতারবন্দী করালেন যেভাবে আমরা জানাযার সালাতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াই। অতঃপর তিনি তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন।

١٩٧٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ الْيَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ فِيْهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ *

১৯৭৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজাশী যে দিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেদিন নবী ﷺ সাহাবীগণকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ঈদগাহে তাঁদের নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন ও চারটি তাকবীর বলেছিলেন।

١٩٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ لِاَصْحَابِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا *

১৯৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাতে স্বীয় সাহাবীদের নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন ও চারটি তাকবীর বললেন।

١٩٧٧. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ *

১৯৭৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। (জানাযার সালাতে) আমরা দুইটি কাতার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলাম।

١٩٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُوْلُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى يَوْمَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ *

১৯৭৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজাশীর উপর জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন সেদিন আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

١٩٧٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ *

১৯৭৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন যে, তোমাদের ভাই নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা

দাঁড়াও এবং তাঁর উপর জানাযার সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং কাতারবন্দী হয়ে গেলাম, যে রকম মৃতের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো হয় এবং তার উপর জানাযার সালাত আদায় করলাম, যে রকম মৃতের সামনে আদায় করা হয়।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَائِمًا

জানাযার সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা

١٩٨٠. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ وَسَطِهَا *

১৯৮০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উম্মে কা'ব-এর জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম যিনি নিফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার সালাতে তাঁর ঠিক মাঝখানে বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

اِجْتِمَاعِ جَنَازَةِ صَبِىٍّ وَّامْرَاَةٍ

মহিলা ও শিশুর জানাযার সালাত একত্রিত করা

١٩٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ عَمَّادٍ قَالَ حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِىٍّ وَّامْرَاَةٍ فَقُدِّمَ الصَّبِىُّ مِمَّا يَلِى الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْاَةُ وَرَاءَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِمَا وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَ اَبُوْ قَتَادَةَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ فَسَاَلْتُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا السُّنَّةُ *

১৯৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার শিশু ও মহিলার জানাযা একত্রিত হলে শিশুর জানাযা লোকজনের সম্মুখভাবে রাখা হল এবং মহিলার জানাযা শিশুটির পেছনে রাখা হল আর এবং তাদের উভয়ের উপরে জানাযার সালাত আদায় করা হল। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ কাতাদা এবং আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বললেন যে, এটাই সুন্নাত।

بَاب اِجْتِمَاعِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

পুরুষ এবং মহিলার জানাযার সালাত একত্রিত করা

١٩٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا فَجَعَلَ يَلُوْنَ الْاِمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ اُمِّ كُلْثُوْمِ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَاَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيْعًا وَالْاِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِى النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِيْ الْاِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ فَنَظَرْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا هِيَ السُّنَّةُ *

১৯৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - - ইব্‌ন জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফেকে বলতে শুনেছি, তাঁর ধারণামতে ইব্‌ন উমর (রা) একত্রে নয়জনের জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন, পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে আর মহিলাদের জানাযা কিবলার দিকে রেখেছিলেন, সমস্ত জানাযা এক কাতারে রাখা হয়েছিল। উম্মে কুলছুম বিন্‌ত আলী, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর স্ত্রী এবং তার এক ছেলে যাকে যায়দ বলা হত তাদের জানাযা একত্রে রাখা হয়েছিল। সে দিন ইমাম ছিলেন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইব্‌ন উমর, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ এবং আবূ কাতাদা (রা) প্রমুখ। ইমামের সম্মুখে পুরুষদের রাখা হয়েছিল। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি বলল, (পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে রাখা) আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। রাবী বলেন যে, আমি ইব্‌ন আব্বাস আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ এবং আবূ কাতাদা (রা)-এর দিকে তাকালাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তাঁরা বললেন, এটাই সুন্নাত।

١٩٨٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى اُمِّ فُلَانٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ فِيْ وَسَطِهَا *

১৯৮৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র এবং সুওয়ায়দ (র) - - - - সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ অমুকের মাতার উপর জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন যিনি নিফাসের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর জানাযার ঠিক মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।

عَدَدِ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযায় তাকবীরের সংখ্যা

١٩٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ وَخَرَجَ بِهِمْ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ *

১৯৮৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন এবং তাঁদের নিয়ে বের হয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চারটি তাকবীর বললেন।

١٩٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ مَرِضَتِ امْرَاَةٌ مِنْ اَهْلِ الْعَوَالِىْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ شَىْءٍ عِيَادَةً لِلْمَرِيْضِ فَقَالَ اِذَا مَاتَتْ فَاٰذِنُوْنِىْ فَمَاتَتْ لَيْلاً فَدَفَنُوْهَا وَلَمْ يُعْلِمُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ سَاَلَ عَنْهَا فَقَالُوْا كَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ اَرْبَعًا *

১৯৮৫. কুতায়বা (র) - - - - আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য মহিলা রোগাক্রান্ত হয়ে গেল। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অত্যাধিক পছন্দনীয় কাজ ছিল রোগীর শুশ্রূষা করা, তাই তিনি বললেন, এই মহিলা যখন মৃত্যুবরণ করবে আমাকে সংবাদ দেবে। সে মহিলা রাত্রে মৃত্যুবরণ করল এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবগত না করেই তাকে কবরস্থ করলেন। যখন সকাল হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, আমরা আপনাকে ঘুম হতে জাগানো অশোভনীয় মনে করেছিলাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট আসলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন ও চারটি তাকবীর বললেন।

١٩٨٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

১৯৮৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) একবার জানাযার সালাত আদায় কালে পাঁচটি তাকবীর বললেন। এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরকমই তাকবীর বলেছিলেন। [১]

اَلدُّعَاءُ

দোয়া

١٩٨٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ ابْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلٰى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ لَّوْكُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِذٰلِكَ الْمَيِّتِ *

১৯৮৭. আহমাদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - 'আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একবার জানাযার সালাতে বলতে শুনেছি اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَالثَّلْجِ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ * আউফ (রা) বলেন, আমি আকাংক্ষা করেছিলাম যে, যদি সেই মৃত ব্যক্তিটি আমি হতাম যেই মৃত ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করেছিলেন।

١٩٨٨. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكُلاَعِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي عَلٰى مَيِّتٍ

১. ইসলামের প্রথম যুগে তাকবীরের সংখ্যায় মতভেদ ছিল, পরবর্তীতে সর্বসম্মতিক্রমে চার তাকবীর নির্ধারিত হয়েছে।

فَسَمِعْتُ فِيْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ اَوْ قَالَ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

১৯৮৮. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন হাদরামী সূত্রে আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানাযার সালাত আদায় করার সময় দোয়া পড়তে শুনেছি। তিনি দোয়াতে বলছিলেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاَغْسِلْهُ بِمَاءِ وَالثَّلْجِ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ * রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছিলেন اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ।

١٩٨٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاقُلْتُمْ قَالُوْا دَعَوْنَا لَهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَيْنَ صَلٰوتُهُ بَعْدَ صَلٰوتِهِ وَاَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَمَّا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ "قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اَعْجَبَنِيْ لِاَنَّهُ اَسْنَدَلِيْ" *

১৯৮৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন খালিদ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাদের একজন নিহত হল। অন্যজন পরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলে আমরা তার জানাযার সালাত আদায় করলাম। নবী ﷺ বললেন, তোমরা কি

পড়েছিলে ? সাহাবীগণ বললেন, আমরা তার জন্য দোয়া করেছিলাম : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ তখন নবী ﷺ বললেন, নিহত ব্যক্তির সালাতের উপর মৃত ব্যক্তির মর্যাদা কোথায় ? এবং নিহত ব্যক্তির কৃতকর্মের উপর মৃত ব্যক্তির কৃতকর্মের মর্যাদা কোথায় ? এতদুভয়ের ব্যবধান তো আসমান এবং যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের ন্যায়।

١٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى اِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا *

১৯৯০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ ইবরাহীম আনসারী (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে মৃতের জানাযায় বলতে শুনেছেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا

١٩٩١. اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتّٰى اَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَّحَقٌّ *

১৯৯১. হায়ছম ইব্‌ন আয়্যুব (র) - - - - তালহা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পেছনে জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন এবং এতটুকু উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করেছিলেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছিলাম। যখন তিনি অবসর হলেন আমি তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক।

١٩٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى

جَنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ تَقْرَأُ فَقَالَ نَعَمْ اِنَّهُ حَقٌّ وَّسُنَّةٌ *

১৯৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - তালহা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পেছনে জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম। আমি তাঁকে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। যখন তিনি অবসর হলেন আমি তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এটা তো সুন্নাত এবং সঠিক।

١٩٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ السُّنَّةُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يَّقْرَأَ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلٰثًا وَّالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الْاٰخِرَةِ *

১৯৯৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার সালাতে সুন্নাত হল প্রথম তাকবীর চুপে চুপে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। অতঃপর আরো তিনটি তাকবীর বলবে; শেষ তাকবীরে সালাম ফিরাবে।

١٩٩٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الدِّمَشْقِيِّ الْفِهْرِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الدِّمَشْقِيِّ بِنَحْوِ ذٰلِكَ *

১৯৯৪. কুতায়বা (র) - - - - যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স দিমাশকী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত।

مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِائَةٌ

যে মৃত ব্যক্তির উপর একশত জন ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে তার ফযীলত

١٩٩٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ اَبِىْ مُطِيْعٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيْعِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مَيِّتٍ يُّصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِائَةً يَّشْفَعُوْنَ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ "قَالَ سَلاَّمٌ فَحَدَّثْتُ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "

১৯৯৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার উপর এমন একদল মুসলমান জানাযার সালাত আদায় করে যাদের সংখ্যা একশত পৌঁছে যায় এবং যারা তার সম্পর্কে সুপারিশ করে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। হাদীসের অন্যতম রাবী সাল্লাম ইব্ন আবূ মূতী বলেন, পরবর্তীতে আমি এই হাদীস শুআয়ব ইব্ন হাবহাব-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী ﷺ সূত্রে আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمٰعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعٍ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ فَيَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ *

১৯৯৬. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার উপর এমন একদল মানুষ জানাযার সালাত আদায় করে যাদের সংখ্যা একশতে পৌঁছে যায় আর যারা তার সম্পর্কে সুপারিশ করে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।

١٩٩٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكَّارٍ الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ صَلَّى بِنَا وَالْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الْأُمَّةِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ *

১৯৯৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ বাক্কার হাকাম ইব্ন ফাররুখ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে আবুল মালীহ (র) এক মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করছিলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তাকবীর বলে ফেলেছেন। ইত্যবসরে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাও এবং উত্তমরূপে সুপারিশ কর।

আবুল মালীহ (র) বলেন যে, আমার কাছে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালীত (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে নবী ﷺ অবহিত

করেছেন যে, এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার উপর একদল মানুষ জানাযার সালাত আদায় করে, তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। রাবী বলেন, আমি আবুল মালীহ্‌কে দলে লোকের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, চল্লিশজন।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করে তার সওয়াব

١٩٩٨. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلٰى جَنَازَةٍ فَلَه قِيْرَاطٌ وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ وَالْقِيْرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ *

১৯৯৮. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার সালাত আদায় করে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি লাশ কবরস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব, দুই কীরাত সওয়াবের পরিমাণ হল দুইটি বিরাট পাহাড়ের সমপরিমাণ।

١٩٩٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰه عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حَتّٰى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ *

১৯৯৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হয়ে তার জানাযার সালাত আদায় করে তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়ে লাশ দাফন করা পর্যন্ত থাকে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। প্রশ্ন করা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! দুই কীরাতের পরিমাণ কতটুকু ? তিনি বললেন, দুইটি বিরাট পাহাড়ের সমতুল্য।

٢٠٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ

رَجُلٍ مُسْلِمٍ احْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَانَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ مِّنَ الْاَجْرِ *

২০০০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পুন্যের আশায় কোন মুসলিম ব্যক্তির জানাষার অনুগমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে ও তাকে কবরস্থ করে তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার জানাযার সালাত আদায় করে অতঃপর ফিরে যায় কবরস্থ করার পূর্বেই সে ব্যক্তি এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে যায়।

٢٠٠١. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ مِّنَ الْاَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ مِنَ الْاَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ *

২০০১. হাসান ইব্‌ন কাযাআ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে ফিরে যায় তার জন্য রয়েছে এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার অনুগমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় করে অতঃপর অপেক্ষমান থাকে তাকে কবরস্থ করা পর্যন্ত তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত সওয়াব। প্রত্যেক কীরাত সওয়াব উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ।

اَلْجُلُوْسُ قَبْلَ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ

জানাযা রাখার পূর্বে বসে পড়া

٢٠٠٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ وَالْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا وَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوْضَعَ *

২০০২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন জানাযা দেখবে দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার অনুগমন করবে সে জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

اَلْوُقُوْفُ لِلْجَنَائِزِ

জানাযার জন্য দাঁড়ানো

٢٠٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتّى تُوْضَعَ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

২০০৩. কুতায়বা (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে জানাযা না রাখা পর্যন্তা তার জন্য দাঁড়ানোর ব্যাপারে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়েছিলেন, অতঃপর বসে গিয়েছিলেন।

٢٠٠٤. اَخْبَرَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا *

২০০৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম তিনি দাঁড়ালেন আমরাও দাঁড়ালাম আমরা তাঁকে দেখলাম যে, তিনি বসে গেলেন আমরাও বসে গেলাম।

٢٠٠٥. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرَ *

২০০৫. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একটি জানাযায় বের হলাম, যখন কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছলাম তখনও দাফন শেষ হয়নি। তিনি বসে গেলেন তো আমরাও তাঁর পাশে বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে রয়েছিল।

مُوَارَةُ الشَّهِيْدِ فِىْ دَمِهِ

শহীদকে স্বীয় রক্তসহ দাফন করা

٢٠٠٦. اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَتْلَى اُحُدٍ زَمِّلُوْ هُمْ بِدِمَائِهِمْ فَانَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِى اللّٰهِ الاَّ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيمَةَ يَدْمِى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ *

২০০৬. হান্নাদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের শহীদদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তাদেরকে স্বীয় রক্তসহ ঢেকে দাও। কেননা যে কোন ক্ষত যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হয় কিয়ামতের দিন সেখানে থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে তার রং হবে রক্তের কিন্তু তার সুগন্ধি হবে মিশ্‌কের সুগন্ধির ন্যায়।

اَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيْدُ

শহীদকে কোথায় দাফন করা হবে ?

٢٠٠٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَّجُلٍ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَيَّةَ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَحُمِلاَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ اَنْ يُّدْفَنَا حَيْثُ اُصِيْبَا وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২০০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআইয়া (রা) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফের দিন দুইজন মুসলমান আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি তাদের সেই আঘাতের ক্ষত অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দিলেন। ইব্‌ন মুআইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

٢٠٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلَى اُحُدٍ اَنْ يُّرَدُّوْا اِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوْا قَدْ نُقِلُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ *

২০০৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উহুদের শহীদদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের যেন স্বীয় শাহাদাতের স্থানে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তাদের মদীনায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

٢٠٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِيْ مَصَارِعِهِمْ *

২০০৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা শহীদদের তাদের নিজ নিজ শাহাদাতের স্থানেই দাফন কর।

بَابُ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের দাফন করা

٢٠١٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ اَبَاكَ وَلاَ تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَاتِيَنِي فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَاَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِيْ وَذَكَرَ دُعَاءً ثُمَّ اَحْفَظْهُ *

২০১০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বললাম, আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মৃত্যুবরণ করেছেন, এখন কে তাকে দাফন করবে? তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তোমার পিতাকে ঢেকে রাখ এবং তুমি আমার কাছে না আসা পর্যন্ত অন্য কিছু করবে না। অতঃপর আমি তাকে ঢেকে ছিলাম। এরপর তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দেওয়ায় আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। রাবী বলেন, আলী (রা) কিছু দোয়া উল্লেখ করেছিলেন যা আমি স্বরণ রাখতে পারিনি।

اَللَّحْدِ وَالشَّقِّ

লাহ্‌দ এবং শাক্ক

٢٠١١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمٰعِيلَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ اَلْحِدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২০১১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমার জন্য লাহ্‌দ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপরে কিছু গেড়ে দেবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবরের উপরে যে রকম গেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

٢٠١٢. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ سَعْدًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ اِلْحَدُوْا لِىْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَىَّ نَصَبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২০১২. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা)-এর মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য ল্যহ্‌দ কবর খনন করবে এবং আমার কবরের উপরে কিছু গেড়ে দেবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কবরের উপরে যে রকম গেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

٢٠١٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَذْرَمِىُّ عَنْ حَكَّامِ بْنِ سَلْمٍ الرَّازِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا *

২০১৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবূ আব্দুর রহমান আযরামী (র) - - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লাহদ কবর আমাদের জন্য আর শাক্ক কবর অন্যদের জন্য।[১]

بَابٌ مَايُسْتَحَبُّ مِنْ اِعْمَاقِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের মুস্তাহাব গভীরতা

٢٠١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ اِنْسَانٍ

১. কবর দু'প্রকার ঃ লাহদ ও শাক্ক। প্রথমত, কবর খনন করার পর পশ্চিম পার্শ্বে কবর পরিমাণ দৈর্ঘ বিশিষ্ট একতলা ঘরের ন্যায় গর্ত করাকে লাহদ কবর বলে। মাটি শক্ত হলে লাহদ কবর করা সুন্নাত। যদি মাটি নরম হয় এবং ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকে তবে কবর খনন শেষ করে লাশকে ডান কাত করে সমস্ত শরীর কেবলামুখী করে রাখা হয়। এরূপ কবরকে শাক্ক কবর বলে।

شَدِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْفِرُوْا وَاعْمِقُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالُوْا فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا قَالَ فَكَانَ اَبِىْ ثَالِثَ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَبْرٍ وَّاحِدٍ *

২০১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - হিশাম ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের পক্ষে প্রত্যেক মানুষের জন্য কবর খনন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কবর খনন কর এবং কবরকে গভীর কর আর মৃতদের উত্তমরূপে দাফন কর এবং দুইজন, তিনজনকে এক এক কবরে দাফন কর। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! কাকে প্রথমে রাখব ? তিনি বললেন, যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখ। রাবী বলেন, এভাবে আমার পিতা একই কবরের তিনজনের অন্যতম ছিলেন।

بَابٌ مَايُسْتَحَبُّ مِنْ تَوْسِيْعِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরকে প্রশস্ত করা মুস্তাহাব

٢٠١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اُصِيْبَ مَنْ اُصِيْبَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْفِرُوا وَاَوْسِعُوْا وَادْفِنُوْا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا *

২০১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - সা'দ এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উহুদের দিন অনেক মুসলমানের উপর বিপদ আসল আর সাহাবীগণ ক্ষত-বিক্ষত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কবর খনন কর এবং তা প্রশস্ত কর। আর দুই দুইজন তিন তিনজন ব্যক্তিকে এক এক কবরে দাফন কর এবং যে ব্যক্তি কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখ।

وَضْعِ الثَّوْبِ فِى اللَّحْدِ

কবরে কাপড় রাখা

٢٠١٦. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ تَحْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ دُفِنَ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ *

২০১৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন দাফন করা হয়েছিল তখন তাঁর নীচে একটি লাল চাদরের টুকরা রাখা হয়েছিল।[১]

اَلسَّاعَتُ الَّتِىْ نُهِىَ عَنْ اِقْبَارِ الْمَوْتٰى فِيْهِنَّ

যে সময় মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া নিষেধ

٢٠١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهْنِىَّ قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْفَعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ *

২০১৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেন। সূর্য উদয় হওয়া থেকে তা উপরে উঠা পর্যন্ত। ঠিক দ্বি-প্রহর থেকে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার জন্য হেলে পড়ে।

٢٠١٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلاً وَّكُفِّنَ فِىْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّقْبَرَ اِنْسَانٌ لَيْلاً اِلاَّ اَنْ يُّضْطَرَّ اِلٰى ذٰلِكَ *

২০১৮. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ কাত্তান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার ভাষণ প্রসঙ্গে তাঁর এমন এক সাহাবীর কথা উল্লেখ করলেন, যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁকে রাত্রেই কবরস্থ করা হয়েছিল। আর তাঁকে নিম্নমানের কাপড়ের কাফন দেওয়া হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে রাত্রে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কবরস্থ করা থেকে সতর্ক করে দিলেন।

---

১. এটা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর জন্য খাস ছিল।

دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِى الْقَبْرِ الْوَاحِدِ

অনেক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করা

٢٠١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ شَدِيْدٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَادْفِنُوْا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى قَبْرٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ نُقَدِّمُ قَالَ قَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا *

২০১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হিশাম ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উহুদের দিন সাহাবীগণ ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত হলেন তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা কবর খনন কর ও কবরকে প্রশস্ত কর এবং এক এক কবরে দুই দুইজন, তিন তিনজন দাফন কর। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কাকে প্রথমে রাখব ? তিনি বললেন, যে কুরআন বেশী জানে তাকে প্রথমে রাখবে।

٢٠٢٠. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ اُحُدٍ فَشُكِىَ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا فِى الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا *

২০২০. ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব (র) - - - - হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আঘাত ছিল মারাত্মক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তার অভিযোগ করা হলে তিনি বললেন, তোমরা কবর খনন কর এবং কবরকে প্রশস্ত ও সুন্দর কর আর এক এক কবরে দুই দুইজন তিন তিনজন করে দাফন কর আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে রাখ।

٢٠٢١. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ احْفِرُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةَ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا *

২০২১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব (র) ---- হিশাম ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবর খনন কর ও তা সুন্দর কর এবং (এক এক কবরে) দুই দুইজন তিন তিনজনকে দাফন কর আর যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে দাফন কর।

مَنْ يُقَدَّمُ

কাকে অগ্রে দাফন করা হবে ?

٢٠٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُتِلَ اَبِىْ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ احْفِرُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةَ فِى الْقَبْرِ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا فَكَانَ اَبِىْ ثَالِثَ ثَلٰثَةٍ وَكَانَ اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا فَقُدِّمَ *

২০২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- হিশাম ইব্‌নে আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা উহুদের দিন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা কবর খনন কর ও তা প্রশস্ত কর এবং সুন্দর কর আর এক এক কবরে দুই দুইজন তিন তিনজন করে দাফন কর এবং যে কুরআন বেশী জানে তাকে অগ্রে দাফন কর। রাবী বলেন, আমার পিতা এক কবরে দাফনকৃত তিনজনের একজন ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে কুরআন বেশী জানতেন বলে তাঁকে প্রথমে রাখা হয়েছিল।

اِخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ اَنْ يُوْضَعَ فِيْهِ

কবরে রাখার পর মৃত ব্যক্তিকে বাহির করা

٢٠٢٣. قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَمَا اُدْخِلَ فِىْ قَبْرِهِ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

২০২৩. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) সূত্রে সুফইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ও জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এর কবরের নিকট তাকে দাফন করার পর আসলেন। নবী ﷺ -এর নির্দেশে তাকে কবর থেকে বের করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে স্বীয় উরুদ্বয়ে রেখে তার মুখে নিজ থুথু দিলেন এবং নিজ কুর্তা তাকে পরিধান করালেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

٢٠٢٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ فَاَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَتَفَلَ فِيْهِ مِنْ رِّيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ قَالَ جَابِرٌ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

২০২৪. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) ---- আমর ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইকে কবর থেকে বের করার নির্দেশ দিলেন। বের করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মাথা স্বীয় উরুদ্বয়ে রেখে তার মুখে থুথু দিলেন এবং নিজ কুর্তা পরিধান করালেন। জাবির (রা) বলেন, তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

بَابُ اِخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ اَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবর থেকে বের করা

٢٠٢٥. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُجَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِيْ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَلَمْ يَطِيْبْ قَلْبِيْ حَتّٰى اَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ عَلَيحِدَةٍ *

২০২৫. আব্বাস ইব্ন আব্দুল আজীম (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে অন্য এক ব্যক্তি (আমর ইব্ন জামুহ (রা)-কে দাফন করা হয়েছিল, তা আমার মনোপূত না হওয়ায় আমার পিতাকে আমি কবর থেকে বের করে এনে একটি স্বতন্ত্র কবরে দাফন করলাম।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْقَبْرِ

কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করা

٢٠٢٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا

جَدِيْدًا فَقَالَ مَاهٰذَا قَالُوْا هٰذِهِ فُلاَنَةُ مَوْلاَةُ بَنِى فُلاَنٍ فَعَرَفَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَتْ ظُهْرًا وَاَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ فَلَمْ نُحِبَّ اَنْ نُوْقِظَكَ بِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لاَ يَمُوْتُ فِيْكُمْ مَيِّتٌ مَادُمْتُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ اِلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِى بِهِ فَاِنَّ صَلوٰتِى رَحْمَةٌ *

২০২৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আবু কুদামা (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলেন এবং একটি নতুন কবর দেখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার কবর? সাহাবীগণ বললেন, এটা অমুক গোত্রের অমুক বাঁদীর কবর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে চিনতে পারলেন। (সাহাবীগণ বললেন) সে দ্বি-প্রহরের সময় মৃত্যুবরণ করেছিল। আপনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তখন দুপুরের নিদ্রায় ছিলেন। সেজন্য আমরা আপনাকে উক্ত মহিলার জানাযার সালাতের জন্য জাগানো সমীচীন মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন। আর সাহাবীগণকে তাঁর পেছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন এবং তার উপর চারটি তাকবীর বললেন। অতঃপর বললেন, আমার উপস্থিতকালীন সময়ে তোমাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তোমরা আমাকে তার ব্যাপারে অবগত করাবে। কেননা আমার জানাযার সালাত আদায় করা তার জন্য রহমত স্বরূপ।

٢٠٢٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ اَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْرٍمُنْتَبِذٍ فَاَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ هُوَ يَا اَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ *

২০২৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যে ব্যক্তি একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদের ইমামতী করলেন আর তিনি তাদের তাঁর পেছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আমর ! সেই ব্যক্তিটি কে ছিলেন ? তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)।

٢٠٢٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ الشَّيْبَانِىُّ اَخْبَرَنَا عَنِ الشَّعْبِىِّ مَنْ رَّاٰى النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّ اَصْحَابَهُ خَلْفَهُ قِيْلَ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ *

২০২৮. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী ﷺ -কে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিলেন তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী ﷺ

তার জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন আর তাঁর সাহাবীগণকে তাঁর পেছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন। বলা হল যে, কে তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)।

٢٠٢٩. اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتْ *

২০২৯. মুগীরা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক মহিলার কবরে জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন তাকে দাফন করার পর।

اَلرُّكُوْبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجَنَازَةِ

জানাযা শেষে আরোহণ করা

٢٠٣٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَيَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةِ اَبِىْ الدَّحْدَاحِ فَلَمَّا رَجَعَ اُتِىَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَ وَمَشَيْنَا مَعَهُ *

২০৩০. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ দাহদাহ (রা)-এর জানাযায় বের হলেন। যখন তিনি ফিরছিলেন তখন তাঁর জন্য একটি ঘোড়া আনা হল যার পিঠে গদি ছিল না। তিনি তাতে সাওয়ার হলেন আর আমরা তাঁর সাথে পদব্রজে চললাম।

اَلزِّيَادَةُ عَلٰى الْقَبْرِ

কবরকে বর্ধিত করা

٢٠٣١. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى وَاَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبْنٰى عَلٰى الْقَبْرِ اَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ اَوْيُجَصَّصَ زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ *

২০৩১. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরে পাকা ঘর নির্মাণ, কবরকে বর্ধিতকরণ এবং চুনকাম করা থেকে নিষেধ করেছেন। সুলায়মান ইব্‌ন মূসা (র)-এর বর্ণনায় একথাটি অতিরিক্ত রয়েছে, "তিনি কবরের উপর লেখা থেকেও নিষেধ করেছেন।"

اَلْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ

কবর পাকা করা

٢٠٣٢. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَقْصِيْصِ الْقُبُوْرِ اَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا اَوْيَجْلِسَ عَلَيْهَا اَحَدٌ *

২০৩২. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরে চুনকাম করা, কবরকে পাকা করা এবং তাতে কারো উপবেশন করা থেকে নিষেধ করেছেন।

تَجْصِيْصُ الْقُبُوْرِ

কবরে চুনকাম করা

٢٠٣٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ *

২০৩৩. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরে চুনকাম করা থেকে নিষেধ করেছেন।

تَسْوِيَةُ الْقُبُوْرِ اِذَا رُفِعَتْ

কবর উঁচু করা হলে তা সমতল করে দেওয়া

٢٠٣٤. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ اَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِاَرْضِ

الرُّوْمِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا *

২০৩৪. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - ছুমামা ইব্‌ন শুফাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা ফদালা ইব্‌ন উবায়দ (রা)-এর সাথে রোমে ছিলাম। সেখানে আমাদের এক সাথী মৃত্যুবরণ করল, তখন ফদালা (রা) নির্দেশ দিলে আমরা তাঁর কবরকে সমতল করে দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কবর সমতল করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

٢٠٣٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ اَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَدَعَنَّ قَبْرًا مُّشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَلاَصُوْرَةً فِي بَيْتٍ اِلاَّ طَمَسْتَهَا *

২০৩৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবুল হায়য়াজ (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) বলেছিলেন, আমি কি তোমাকে সে কাজে পাঠাব না যে কাজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তুমি উঁচু কবরকে সমতল না করে ছাড়বে না এবং ঘরের কোন (প্রাণীর) ছবিকে বিনষ্ট না করে ছাড়বে না।

زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ

কবর যিয়ারত করা

٢٠٣٦. اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَامْسِكُوْا مَابَدَالَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلاَّ فِيْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِي الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا *

২০৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ এর পিতা বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। আর আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে বারণ করেছিলাম। এখন তোমরা যতদিন ইচ্ছা সংরক্ষণ করতে পার। আর আমি তোমাদের মশ্‌ক্ ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে নবীয (খুরমা ভিজানো পানি) রাখতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যে কোন পাত্রে রেখে তা পান করতে পার। হ্যাঁ নেশাদায়ক হলে পান করবে না।

٢٠٣٧. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا لُحُوْمَ الاَضَاحِىْ اِلاَّ ثَلْثًا فَكُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا مَا بَدَالَكُمْ وَذَكَرْتُ لَكُمْ اَنْ لاَّتَنْتَبِذُوْا فِى الظُّرُوْفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ انْتَبِذُوا فِيْمَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّزُوْرَ فَلْيَزُرْ وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا *

২০৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ এর পিতা বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এমন এক বৈঠকে ছিলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও ছিলেন। তিনি বললেন যে, আমি তোমাদের কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যতদিন ইচ্ছা নিজেরা খাও অপরকে খাওয়াও এবং জমা করে রাখ। আর আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, তোমরা কদুর পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কাঠের পাত্র এবং হানতাম (আল কাতরার প্রলেপযুক্ত পাত্র) জাতীয় পাত্রে নবীয বানাবে না। এখন তোমরা যাতে ইচ্ছা তাতেই বানাতে পার, হ্যাঁ প্রত্যেক নেশাদায়ক বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে। আর তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যাদের ইচ্ছা তারা যিয়ারত করতে পার, তবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে না।

زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ

মুশরিকের কবর যিয়ারত করা

٢٠٣٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ هَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكَى وَاَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ اسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُوْذَنْ لِّىْ وَاسْتَاْذَنْتُ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ الْمَوْتَ *

২০৩৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করার সময় ক্রন্দন করলেন, তাঁর আশ পাশের সবাইও ক্রন্দন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বললেন যে, আমি স্বীয় প্রভুর কাছে আমার মাতার মাগফিরাতের অনুমতি চাইলাম কিন্তু আমাকে তার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তার অনুমতি দেওয়া হয়। তাই তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, তা তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞা

٢٠٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَنَزَلَتْ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ *

২০৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সাঈদ এর পিতা মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু সমুপস্থিত হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন এবং সে সময় তার সামনে আবূ জাহ্ল এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়াও ছিল। তিনি বললেন, হে চাচাজান। আপনি একবার বলুন ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ আমি আপনার জন্য তাই নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাব (সুপারিশ করব)। তখন আবূ জাহ্ল এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু উমাইয়্যা বলল, হে আবূ তালিব, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যাবেন ? তারা সর্বক্ষণই এ বলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে শেষ শব্দ যা বের হয়েছিল তাহল আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মে থেকেই মৃত্যুবরণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য বললেন, আমি আপনার জন্য অবশ্যই অবশ্যই মাগফিরাত চাইব যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ – আর এ আয়াতও অবতীর্ণ হল ঃ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ –

٢٠٤٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لاَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ اَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ اَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ اِبْرَاهِيْمُ لاَبِيْهِ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَنَزَلَتْ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ *

২০৪০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে শুনলাম যে, সে তার পিতা মাতার জন্য মাগফিরাত চাচ্ছে অথচ তারা উভয়ই মুশরিক। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের জন্য মাগফিরাত চাচ্ছ অথচ তারা মুশরিক। তখন সে বললো, ইবরাহীম (আ) কি স্বীয় পিতার জন্য মাগফিরাত চাননি ? এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং ঘটনা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ -

اَلْاَمْرُ بِالْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনদের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ

٢٠٤١. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بَلٰى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِيْ هُوَ عِنْدِيْ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ اِزَارِهِ عَلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ اَنِّيْ قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِيْ رَاْسِيْ وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ اِزَارِيْ وَانْطَلَقْتُ فِيْ اِثْرِهِ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاَطَالَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَاَسْرَعَ فَاَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَاَحْضَرَ

فَاَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ اِلاَّ اَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ لاَ قَالَ لَتُخْبِرِنِّي اَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ وَاَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَاَيْتُ اَمَامِي قَالَتْ نَعَمْ فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً اَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ اَظَنَنْتِ اَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قُلْتُ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللّٰهُ قَالَ فَاِنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَانِي حِيْنَ رَاَيْتِ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي فَاَخْفَي مِنْكِ فَاَجَبْتُهُ فَاَخْفَيْتُهُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ اَنْ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَكِ وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِي فَاَمَرَنِي اَنْ اٰتِيَ الْبَقِيْعَ فَاَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قُلْتُ كَيْفَ اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُوْلِي السَّلاَمُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ *

২০৪১. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদের আমার এবং নবী ﷺ-এর একটি ঘটনার কথা বলব না ? আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে ছিলেন। তিনি এশার সালাতের পর বিছানায় আসলেন, স্বীয় পাদুকাদ্বয় নিজ পায়ের কাছে রাখলেন এবং পরিধেয় কাপড়ের একাংশ বিছানার উপর বিছালেন। কিছুক্ষণ পরেই যখন তিনি মনে করলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন তিনি অতি সন্তর্পণে জুতা পরিধান করলেন, আস্তে আস্তে স্বীয় চাদরখানা উঠিয়ে নিলেন এবং অতি নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন। তখন আমি স্বীয় চাদরখানা নিজ মাথায় রাখলাম ওড়না ও কাপড় পরিধান করে তাঁর পিছু পিছু চললাম। তিনি জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে আসলেন এবং তিনবার স্বীয় হস্তদ্বয় লম্বা করে উত্তোলন করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে চললে আমিও ফিরে চললাম। তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলে আমিও দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। তিনি আরও একটু দ্রুতগতিতে চললে আমিও আরও একটু দ্রুত গতিতে চলতে লাগলাম। তিনি দৌড়াতে লাগলে আমিও দৌড়াতে লাগলাম। আমি তাঁর পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করে গেলাম এবং তাড়াতাড়ি শুইয়ে পড়লাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আয়েশা (রা) তোমার কি হল যে, তোমার নিঃশ্বাস এত জোরে জোরে বের হচ্ছে, পেট ফুলে উঠছে ? আমি বললাম, ও কিছু নয়। তিনি বললেন, হয় তুমি আমাকে এ ব্যাপারে অবগত করবে না হয় আল্লাহ্ তা'আলা যিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত তিনি আমাকে অবগত করিয়ে দেবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। অতঃপর আমি

তাঁকে পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, আমার সম্মুখে যাকে আমি দেখেছিলাম সেকি তুমিই ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার বক্ষে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তাতে আমি ব্যাথা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর অন্যায় আচরণ করবে? আমি বললাম, মানুষ যখন কিছু গোপন করে তা আল্লাহ্ নিশ্চয় জানেন। তিনি বললেন, যখন তুমি দেখেছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন। তোমার গায়ে কাপড় ঠিক ছিল না। বিধায় তিনি আমার কাছে আসেন নি বরং তোমা হতে আড়ালে থেকে আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমা থেকে তা গোপন রাখলাম। আমি মনে করেছিলাম যে, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। আমি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করা অপছন্দনীয় মনে করলাম। আমি আশংকাও করলাম যে, হয়ত তুমি ভয় পাবে। তিনি আমাকে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিরূপ বলব? তিনি বললেন তুমি বলবে ঃ

السَّلاَمُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ -

٢٠٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَآئِشَةَ تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَاَمَرْتُ جَارِيَتِىْ بَرِيْرَةَ تَتْبَعُهُ فَتَبِعَتْهُ حَتّٰى جَآءَ الْبَقِيْعَ فَوَقَفَ فِىْ اَدْنَاهُ مَاشَآءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بَرِيْرَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ فَلَمْ اَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتّٰى اَصْبَحْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنِّىْ بُعِثْتُ اِلَى اَهْلِ الْبَقِيْعِ لاُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ *

২০৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আলকামার মাতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তার কাপড় পরিধান করলেন তৎপর বের হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন যে, তখন আমি আমার বাঁদী বারীরাকে তাঁর পেছনে পেছনে যেতে আদেশ দিলাম। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে পেছনে বাকী পর্যন্ত গেল এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে আসলেন। বারীরা পূর্বেই ফিরে এসে আমাকে সব অবগত করল। সকাল পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। অতঃপর আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, আমি জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে অবস্থানরতদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলাম, তাদের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্য।

٢٠٤٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِى نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَقَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا وَاِيَّاكُمْ مُّتَوَاعِدُوْنَ غَدًاوَّمُوَاكَلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ *

২০৪৩. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তাঁর যে রাত্রির পালা আসত সেই রাত্রির শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে যেতেন। এবং বলতেন ঃ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَقَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا وَاِيَّاكُمْ مُّتَوَاعِدُوْنَ غَدًاوَّمُوَاكِلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ *

٢٠٤٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَّنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ *

২০৪৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - সুলায়মান এর পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কবরস্থানে আগমন করতেন তখন বলতেন ঃ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَّنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ -

٢٠٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِىُّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اسْتَغْفِرُوْا لَهُ *

২০৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাজাশী (র) মৃত্যুবরণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তাঁর জন্য ইস্তিগফার কর (ক্ষমা প্রার্থনা কর)।

٢٠٤٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ *

২০৪৬. আবূ দাউদ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাবশার অধিপতি নাজ্জাশী (র) যেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেদিনই তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাদের দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের ভাই এর জন্য ইস্তিগফার কর।

اَلتَّغْلِيْظُ فِي اتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى الْقُبُوْرِ

কবরে বাতি জ্বালানোর ব্যাপারে কঠোরতা

٢٠٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ *

২০৪৭. কুতায়বা (র) ---- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারিণীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং বাতি প্রজ্জ্বলনকারীদের উপর অভিসম্পাৎ করেছেন।

اَلتَّشْدِيْدُ فِي الْجُلُوْسِ عَلَى الْقُبُوْرِ

কবরের উপবেশন করার ব্যাপারে কঠোরতা

٢٠٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ حَتّٰى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ *

২০৪৮. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কবরের উপর বসা অপেক্ষা স্বীয় বস্ত্র জ্বালিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আগুনের ফুলকির উপর বসে থাকা উত্তম।

٢٠٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِي هِلاَلٍ عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقْعُدُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ *

২০৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) ----- আমর ইব্‌ন হায্‌ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো না।

اِتِّخَاذُ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ

কবরকে মসজিদ বানানো

٢٠٥٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ *

২০৫০. আমর ইব্‌ন আলী (র) ----- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঐ লোকদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ দিয়েছেন, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদরূপে বানিয়ে নিয়েছে।

٢٠٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيٰى صَاعِقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ *

২০৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) ----- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ইয়াহূদ এবং খ্রীষ্টানদের আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ দিয়েছেন যারা স্বীয় নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

كَرَاهِيَةُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ

পাকা চামড়ার জুতা পরিধান করে কবরে হাঁটা গর্হিত

٢٠٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

الاَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ اَنَّ بَشِيْرَ بْنَ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ شَرًا كَثِيْرًا ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَرَاَى رَجُلاً يَمْشِى بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِى نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَاصَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَلْقِهِمَا *

২০৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - বশীর ইব্‌ন খাছাছিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে চলতে ছিলাম। তিনি মুসলমানদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু মন্দ কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি মুশরিকদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু মঙ্গলময় কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে। অতঃপর তিনি অন্যদিকে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি জুতা পায়ে কবরস্থানের মাঝখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। তখন তিনি বললেন, "হে পাকা জুতা পরিধানকারী, জুতা ফেলে দাও (খুলে নাও)।

اَلتَّسْهِيْلُ فِىْ غَيْرِ السِّبْتِيَّةِ

পাকা জুতা ব্যতীত অন্য জুতা পরিধানের ব্যাপারে নমনীয়তা

٢٠٥٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اَنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ *

২০৫৩. আহমাদ ইব্‌ন আবূ উবায়দুল্লাহ ওয়াররাক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী সাথীরা প্রস্থান করে তখন সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

اَلْمَسْئَلَةُ فِى الْقَبْرِ

কবরে জিজ্ঞাসাবাদ

٢٠٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ اَنْبَانَا اَنَسُ بْنُ

مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا *

২০৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, কোন বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ ফিরে যায় আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। নবী ﷺ বলেন, এমনি মুহূর্তে তার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন (নবী ﷺ -কে দেখিয়ে) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? যদি সে মুমিন হয় তবে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে যে, তুমি জাহান্নামের নিজের স্থান দেখে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেন, তাকে উভয় স্থান দেখানো হবে।

مَسْأَلَةُ الْكَافِرِ

কাফিরের জিজ্ঞাসাবাদ

٢٠٥٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اَنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا خَيْرًا مِّنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَاَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ كَمَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لاَدَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَّلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ *

২০৫৫. আহমাদ ইব্‌ন আবূ উবায়দুল্লাহ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ তার নিকট থেকে ফিরে যায়। আর সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় তখন তার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন (নবী ﷺ -কে দেখিয়ে) তুমি এ ব্যক্তি যিনি মুহাম্মাদ ﷺ তুমি কি বলতে? তখন ঐ ব্যক্তি মুমিন হলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, তুমি তোমার জাহান্নামের স্থানের দিকে লক্ষ্য কর; আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম স্থান দান করেছেন। তখন ঐ ব্যক্তি উভয় স্থান দেখবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কাফির বা মুনাফিক হলে তাকে বলা হবে যে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? তখন সে বলবে, আমি কিছুই জানি না; অন্যান্যরা যেরূপ বলত আমিও তদ্রূপ বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কিছু বুঝতেও পারনি এবং তুমি (শরীয়তের সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের) অনুসরণও করনি। অতঃপর তার কর্ণদ্বয়ের মাঝখানে এক আঘাত করা হবে তখন সে বিকট চিৎকার করে যা মানুষ এবং জিন ব্যতীত অন্য যারা তার আশে পাশে থাকবে তারা তা শুনতে পাবে।

مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ

যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায়

٢٠٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَسَارٍ كُنْتُ جَالِسًا وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَّخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَذَكَرُوْا اَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ مَاتَ بِبَطْنِهِ فَاِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ اَنْ يَكُوْنَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِيْ قَبْرِهِ فَقَالَ الْاٰخَرُ بَلٰى *

২০৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন যে, আমি এবং সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদ ও খালিদ ইব্‌ন উরফাতা (র) একস্থানে বসা ছিলাম। এমন সময় লোকজন উল্লেখ করল যে, এক ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তাঁরা উভয়ে তার সালাতে জানাযায় উপস্থিত হতে ইচ্ছা করল। একজন অন্যজনকে বলল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বলেননি যে, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় কবরে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে না? তখন অন্য ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ (বলেছেন)।

اَلشَّهِيْدُ

শহীদ

٢٠٥٧. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ

مُعَاوِيَةُ بْنِ صَالِحٍ اَنَّ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَابَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ اِلاَّ الشَّهِيْدَ قَالَ كَفٰى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلٰى رَاْسِهِ فِتْنَةً *

২০৫৭. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) ----- নবী ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! শহীদ ব্যতীত অন্যান্য মুমিনগণ কবরের ফিৎনার সম্মুখীন হবে এর কারণ কি ? তিনি বললেন, তার মাথার উপর উজ্জ্বল তরবারি তাকে কবরের ফিৎনা থেকে নিরাপদ রাখবে।

٢٠٥٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُوْنُ وَالْمَطْعُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ مِرَارًا وَّرَفَعَهُ مَرَّةً اِلَى النَّبِيِّ ﷺ *

২০৫৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহামারী, পেটের পীড়া, পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারী এবং নেফাসের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ। তিনি বলেন যে, আবূ উছমান (রা) বহুবার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি অত্র হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মরফূ' বর্ণনা করেছেন।

ضَمَّةِ الْقَبْرِ وَضَغْطَتِهِ

কবর মিলিয়ে যাওয়া

٢٠٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰذَا الَّذِىْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ *

২০৫৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ----- ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছিল এবং যার জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খুলে গিয়েছিল এবং

যাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশতা উপস্থিত হয়েছিল তাঁর কবরও মিলিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল।

عَذَابُ الْقَبْرِ

কবরের আযাব

٢٠٦٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৬০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ অত্র আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

٢٠٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِىْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىْ دِيْنُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ *

২০৬১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ আয়াতটি কবরের আযাব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কবরস্থিত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব হলেন, আল্লাহ্ এবং আমার দীন হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন। ইহা আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

٢٠٦٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ سَمِعَ صَوْتًا مِّنْ قَبْرٍ فَقَالَ مَتَى مَاتَ هٰذَا قَالُوْا مَاتَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَسُرَّ بِذٰلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ لاَّ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ *

২০৬২. সুওয়াইদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কবর থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, এ ব্যক্তি কখন মৃত্যুবরণ করেছে ? সাহাবীগণ বললেন, সে জাহিলিয়্যাত যুগে মৃত্যুবরণ করেছে। তাতে তিনি খুশী হয়ে বললেন, যদি আমি আশংকা না করতাম যে, তোমরা ভয়ে একে অপরকে দাফন করা ছেড়ে দিবে তাহলে আমি তোমাদের কবরের আযাব (আযাবের আওয়াজ) শুনানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করতাম।

٢٠٦٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَوْنُ بْنُ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِى قُبُوْرِهَا *

২০৬৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যাস্তের পর বের হলেন, তখন এক শব্দ শুনে বললেন যে, ইয়াহূদীদেরকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

اَلتَّعَوُّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা

٢٠٦٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

২০৬৪. ইয়াহইয়া ইব্‌ন দুরুস্‌ত্ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ –

٢٠٦٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৬৫. আমর ইব্‌ন সাওওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

٢٠٦٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِىْ يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فِىْ قَبْرِهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِنِّىْ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهِ قَالَ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ *

২০৬৬. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আসমা বিন্‌ত্ আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরে লোকজন যে পরীক্ষা সম্মুখীন হবে দাঁড়িয়ে তার উল্লেখ করতে থাকলে মুসলমানগণ এমন উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন যে, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা শুনতে বাধা সৃষ্টি হতে লাগল। যখন কান্নাকাটি থেমে গেল তখন আমি আমার নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথার শেষে কি বলেছিলেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার নিকট ওহী এসেছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফিৎনার ন্যায় কবরে ফিৎনার সম্মুখীন হবে।

٢٠٦٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

২০৬৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

٢٠٦٨. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَهِيَ تَقُوْلُ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ فَارْتَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُوْدُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اُوْحِيَ اِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৬৮. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমার কাছে আসলেন তখন আমার কাছে একজন ইয়াহূদী রমণী ছিল। সে বলছিল যে, তোমরা কবরের ফিৎনার সম্মুখীন হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অস্থিরতার সাথে বললেন, ইয়াহূদীরাই ফিৎনার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, কয়েক রাত্রি এভাবে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নিকট ওহী এসেছে যে, তোমরা কবরের ফিৎনার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।

٢٠٦٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ اِنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ *

২০৬৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাজ্জালের ফিৎনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং তিনি বলতেন, তোমরা নিজ নিজ কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে।

٢٠٧٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَتْ يَهُوْدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَاسْتَوْهَبَتْهَا شَيْئًا فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ اَجَارَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ ذٰلِكَ

حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ *

২০৭০. হান্নাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী রমণী তার কাছে এসে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আয়েশা (রা) তাকে ভিক্ষা দিলে সে বললো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রা) বলেন, এতে আমি চিন্তান্বিত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসলে তাঁর কাছে আমি তা বললাম। তিনি বললেন, তারা নিজ নিজ কবরে এমন আযাবের সম্মুখীন হবে যা চতুষ্পদ জন্তুসমূহ শুনতে পাবে।

٢٠٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ عَجُوْزَتَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا اِنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ اُنْعِمْ اَنْ اُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَجُوْزَتَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَتَا اِنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ قَالَ صَدَقَتَا اِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَاَيْتُهُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

২০৭১. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার ইয়াহূদী বৃদ্ধাদের থেকে দুইজন বৃদ্ধা আমার কাছে আসল। তারা বলল যে, কবরবাসীরা নিজ নিজ কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে। তখন আমি তাদের মিথ্যাবাদী মনে করলাম; সত্যবাদী মনে করতে চাইলাম না। তাই তারা বের হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসলে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! মদীনার ইয়াহূদী বৃদ্ধাদের থেকে দুইজন বৃদ্ধা বললো যে, কবরবাসীগণ তাদের কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে। তিনি বললেন যে, তারা সত্যই বলেছে ; তারা কবরে এমন আযাবের সম্মুখীন হবে যে, তা সকল চতুষ্পদ জন্তু শুনতে পাবে। তারপর আমি তাঁকে এমন কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা না করতেন।

وَضْعِ الْجَرِيْدَةِ عَلَى الْقَبْرِ

কবরের উপর খেজুরের ডাল রাখা

٢٠٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَائِطٍ مِّنْ حِيْطَانِ مَكَّةَ اَوِالْمَدِيْنَةِ سَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِى قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى كَانَ اَحَدُهُمَا لاَيَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلٰى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كَسْرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا ! قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا اَوْ اِلٰى اَنْ يَيْبَسَا *

২০৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামাহ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা অথবা মদীনার বাগান সমূহের কোন এক বাগানে গেলে দুই ব্যক্তির শব্দ শুনতে পেলেন, যারা নিজ নিজ কবরে আযাবের সম্মুখীন হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। আর তারা কোন বড় অপরাধে শাস্তি পাচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন, তবে তাদের একজন নিজ পেশাব থেকে পবিত্র থাকত না আর অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল চাইলেন এবং তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরে তার এক একটা খণ্ড গেড়ে দিলেন। তখন তাঁকে বলা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি এরূপ কেন করলেন ? তিনি বললেন, হয়ত এগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হতে পারে।

٢٠٧٣. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ فَرَزَ فِى قَبْرٍ وَّاحِدَةٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ فَقَالَ لَعَلَّهُمَا اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا *

২০৭৩. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন যে, এই দুইজন ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে কোন বড় অপরাধের জন্য নয় বরং তাদের একজন নিজ পেশাব থেকে পবিত্র থাকত না আর অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তা দ্বিখণ্ডিত করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি এরূপ কেন করলেন ? তখন তিনি বললেন, হয়ত এগুলো শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত এদের আযাব লাঘব করা হবে।

٢٠٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

২০৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শুনো, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে সকাল সন্ধ্যা তার স্থান দেখানো হয়। যদি সে বেহেশতী হয় তবে বেহেশতীদের স্থান। আর যদি দোযখী হয় তবে দোযখীদের স্থান দেখানো হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন উঠানোর পূর্ব পর্যন্ত (তাকে এরূপ দেখানো হবে)।

٢٠٧٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلٰى اَحَدِكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

২০৭৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল সন্ধ্যা তাকে তার স্থান দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তবে তাকে জান্নাতীদের স্থান এবং যদি সে জাহান্নামী হয় তবে তাকে জাহান্নামীদের স্থান দেখিয়ে বলা হয় যে, এটাই তোমার স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উঠানো পর্যন্ত (তাকে এরূপ দেখানো হবে)।

٢٠٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلٰى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

২০৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন মৃত্যু হয় তখন সকাল সন্ধ্যা তার স্থান তাকে দেখানো হয়। যদি সে

জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের স্থান। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের স্থান দেখিয়ে বলা হয় যে, এটা তোমার স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উঠানো পর্যন্ত (তাকে এরূপ দেখানো হবে)।

أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনদের রূহসমূহ

٢٠٧٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২০৭৭. কুতায়বা (র) - - - - কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুমিনদের রূহ জান্নাতের গাছের পাখীর রূপ ধারণ করে থাকবে, কিয়ামতের দিন তাদের স্বীয় শরীরে পুনঃ স্থাপন করা পর্যন্ত।[১]

٢٠٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ اَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيُرِيْنَا مَصَارِعَهُمْ بِالْاَمْسِ قَالَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَدًا قَالَ عُمَرُ وَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَئُوْا تِيْكَ فَجُعِلُوْا فِيْ بِئْرٍ فَاَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادٰى يَافُلَانُ بْنَ فُلَانٍ يَافُلَانُ بْنَ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَاِنِّيْ وَجَدْتُّ مَاوَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ تُكَلِّمُ اَجْسَادًا لَاَ اَرْوَاحَ فِيْهَا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ بِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ *

২০৭৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মক্কা এবং মদীনার মধ্যপথে উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের নিকট বদরের জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুশরিকদের সম্পর্কে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সেদিন) আমাদেরকে আগামীকাল তাদের পড়ে যাওয়ার স্থান (মৃত্যুর স্থান) সমূহ দেখিয়ে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ ইহা আগামীকাল অমুকের পড়ে যাওয়ার স্থান। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম যিনি তাঁকে সত্য সহকারে

১. অধিকাংশ আলেমগণের অভিমত ঃ ইহা শহীদগণের রূহের বৈশিষ্ট্য।

প্রেরণ করেছেন, তারা ঐ সমস্ত স্থান সমূহ ভুল করেনি। (দেখানো স্থানেই তারা নিহত হয়েছে।) অতঃপর তাদের একটি কূয়ায় (গর্তে) ফেলা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে তাদের ডেকে ডেকে বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ? আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। তখন উমর (রা) বললেন, আপনি এমন দেহের সাথে কথা বলছেন যাদের মধ্যে রূহ নেই। তিনি বললেন, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের থেকে অধিক শ্রবণ করছ না।

٢٠٧٩. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ بِبِئْرِ بَدْرٍ وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُّنَادِىْ يَا اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَّيَاشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَيَاعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَيَااُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَاِنِّىْ وَجَدْتُّ مَاوَعَدَنِىْ رَبِّىْ حَقًّا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوَتُنَادِىْ قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوْا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يُّجِيْبُوْا *

২০৭৯. সুওয়াইদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগণ এক রাত্রে বদরের কূপের পাশে আওয়াজ শুনলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন, হে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, হে শাইবা ইব্‌ন রবীআ, হে উতবা ইব্‌ন রবীআ, হে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ! তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ ? আমার প্রভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্যরূপে পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি তো এমন লোকদের ডাকছেন যারা পঁচে গিয়েছে। তিনি বললেন, আমি যা বলছি তা তাদের অপেক্ষা তোমরা অধিক শুনতে পাচ্ছ না কিন্তু তারা উত্তর দানের ক্ষমতা রাখে না।

٢٠٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَفَ عَلٰى قَلِيْبِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ الْاٰنَ مَا اَقُوْلُ لَهُمْ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَاۤئِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ ابْنُ عُمَرَ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُمُ الْاٰنَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ الَّذِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَاَتْ قَوْلَهُ اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى حَتّٰى قَرَاَتِ الْاٰيَةَ *

২০৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদরের কূপের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা যথার্থ রূপে পেয়েছ কি ? তিনি বললেন, আমি এখন তাদেরকে যা বলছি তা তারা শুনতে পাচ্ছে। এ কথা আয়েশা

(রা)-কে বলা হলে তিনি বললেন, এটা ইব্‌ন উমর (রা)-এর ধারণা। প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিল সত্য। অতঃপর আয়েশা (রা) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ . (মৃতকে তো তুমি কথা শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহবান শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়) এই আয়াত পাঠ করলেন।

٢٠٨١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ وَفِي حَدِيثِ مُغِيرَةَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ *

২০৮১. কুতায়বা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকে মাটি খেয়ে ফেলবে মেরুদণ্ডের হাড়টুকু ব্যতীত; এথেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ থেকেই তাকে আবার জোড়া দেওয়া হবে। আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়তে كُلُّ بَنِي آدَمَ এবং মুগীরা (রা)-এর রেওয়ায়তে كُلُّ ابْنِ آدَمَ আছে।

٢٠٨٢. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ إِنِّي لَا أُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ *

২০৮২. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে অস্বীকার করে অথচ তার জন্য উচিত ছিল না আমাকে অস্বীকার করা। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ তার জন্য উচিত ছিল না আমাকে গালি দেয়া। আমাকে তার অস্বীকার করার অর্থ হল তার একথা বলা যে, আমি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব না যেরূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা আমার জন্য কোন কঠিন ব্যাপারই নয়। আর আমাকে তার গালি দেওয়ার অর্থ হল ঃ সে বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ আমি আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্মও দেইনি আর আমি কারও জাতও নই আর আমার সমকক্ষও কেহ নেই।

٢٠٨٣. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرَفَ عَبْدٌ عَلٰى نَفْسِهِ حَتّٰى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لاَهْلِهِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِيْ ثُمَّ اَذْرُوْنِيْ فِي الرِّيْحِ فِي الْبَحْرِ فَوَ اللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِيْ عَذَابًا لاَّ يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ قَالَ فَفَعَلَ اَهْلُهُ ذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا اَدِّ مَا اَخَذْتَ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ *

২০৮৩. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এক বান্দা নিজের উপর অত্যাচার করছিল। এমতাবস্থায় তার কাছে মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তার পরিবার-পরিজনকে বললঃ যখন আমি মৃত্যুবরণ করি তখন তোমরা আমাকে পুড়ে ফেলবে এবং ছাই করে ফেলবে। তারপর আমাকে বাতাসে সাগরে ফেলে দেবে। আল্লাহ্‌র কসম, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর ক্ষমতা পান তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা তাঁর সৃষ্টির কাউকেও দেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তার পরিবার-পরিজন তাই করল। (আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন) ঐ ব্যক্তিকে বলবেন, যে নিজের কিছু অংশ বিনষ্ট করে দিয়েছিলে "তুমি তা ফিরিয়ে দাও।" তখন সে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ "তুমি কেন এরূপ করেছিলে ?" সে বলবে, "তোমার ভয়ে! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

٢٠٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيْءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لاَهْلِهِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِيْ ثُمَّ اَذْرُوْنِيْ فِي الْبَحْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ اِنْ يَّقْدِرْ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْلِيْ قَالَ فَاَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلاَئِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوْحَهُ قَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَارَبِّ مَا فَعَلْتُ اِلاَّ مِنْ مَّخَافَتِكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ *

২০৮৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বেকার এক ব্যক্তি তার আমল সম্পর্কে মন্দ ধারণা করেছিল। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল সে তার পরিবারের লোকজনকে বললো যে, আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে পুড়ে ফেলবে এবং আমাকে নিশ্চিহ্ন করে সাগরে ফেলে দেবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার উপর ক্ষমতাবান হন

তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে আদেশ করলে তারা তার আত্মাকে উপস্থিত করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তখন জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি যা করেছিল তা করতে তোমাকে কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছিল ?" সে বলবে, "হে আমার প্রভু ! আমি একমাত্র তোমার ভয়ে ঐরূপ করেছিলাম।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

اَلْبَعْثُ

পুনরুত্থান

٢٠٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُّلاَقُوْ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً *

২০৮৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বারের উপর ওয়াজ করার সময় বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই তোমরা নগ্ন পায়ে, বস্ত্রহীন ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে।

٢٠٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلاً وَّاَوَّلُ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَرَاَ كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ *

২০৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের কিয়ামতের দিন উলঙ্গ শরীরে খাৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। প্রথম যে ব্যক্তিকে কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন ঃ كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ –

٢٠٨٧. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الزُّبَيْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ قَالَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ *

২০৮৭. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন লোকদেরকে উঠানো হবে নগ্ন পায়ে উলঙ্গ শরীরে খাৎনাবিহীন অবস্থায়। তখন আয়েশা (রা) বললেন যে, লজ্জাস্থানের অবস্থা কিরূপ হবে ? তিনি বললেন ঃ সে দিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হবে যে, তারা প্রত্যেকেই অন্য থেকে বিমুখ থাকবে।

٢٠٨٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً قُلْتُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالَ اِنَّ الاَمْرَ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذٰلِكَ *

২০৮৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) নগ্ন পায়ে উলঙ্গ শরীরে একত্রিত করা হবে। আমি বললাম যে, পুরুষ এবং রমণীগণ একে অন্যের প্রতি তাকাবে না ? তিনি বললেন ঃ তাদের একে অন্যের প্রতি তাকাবার খেয়াল আসা অপেক্ষা তখন অবস্থা আরো ভয়াবহ হবে।

٢٠٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ اِثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلٰثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا

২০৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকজন তিনদল হয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। একদল তারা বেহেশতের আশা রাখবে, আর একদল তারা দোযখের ভয়ে ভীত থাকবে তারা দুই দুইজন, তিনি তিনজন, চার চারজন, দশ দশজন এক এক উঠে আরোহণ করে আসবে। আর অবশিষ্ট লোকদেরকে অগ্নি তাড়িয়ে আনবে। অগ্নি তাদের সাথে দ্বি-প্রহরে অবস্থান করবে যেখানে তারা দ্বি-প্রহরের সময় অবস্থান করবে। তাদের সাথে রাত্রে অবস্থান করবে যেখানে তারা রাত্রে অবস্থান করবে। তাদের সাথে সকালে অবস্থান করবে যেখানে তারা সকালে অবস্থান করবে। তাদের সাথে সন্ধ্যায় অবস্থান করবে যেখানে সন্ধ্যায় অবস্থান করবে।

٢٠٩٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ حَدَّثَنِى اَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُوْنَ ثَلٰثَةَ اَفْوَاجٍ فَوْجٌ رَّاكِبِيْنَ طَاعِمِيْنَ كَاسِيْنَ وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَفَوْجٌ يَمْشُوْنَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِى اللّٰهُ الاٰفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ يَبْقَى حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُوْنُ لَهُ الْحَدِيْقَةُ يُعْطِيْهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لاَيَقْدِرُ عَلَيْهَا *

২০৯০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরম সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাশরের দিন লোকজন তিন দলে বিভক্ত হয়ে উপস্থিত হবে। একদল হবে পরিতৃপ্ত ও পোশাক পরিহিত আরোহী, আর একদল হবে ফিরিশতাগণ তাদেরকে সামনা-সামনি টেনে আনবে। আর অগ্নি তাদের তাড়িয়ে আনবে। আর একদল হবে তারা হেঁটে আসবে দ্রুতগতিতে। তাদের পিঠের উপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসীবত ঢেলে দেবেন। অতএব তাদের শক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না। এমনকি এক ব্যক্তির একটি বাগান হবে সে একটি উটের বিনিময়ে তা দিয়ে দিতে চাইবে কিন্তু তা তার সাধ্যের বাইরে হবে।

ذِكْرِ اَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى

প্রথমে যাঁকে কাপড় পরিধান করানো হবে

٢٠٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَّحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حُفَاةً غُرْلاً وَقَالَ وَكِيْعٌ وَوَهْبٌ عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ قَالَ اَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاِنَّهُ سَيُؤْتٰى قَالَ اَبُو دَاوُدَ يُجَاءُ قَالَ وَهْبٌ وَوَكِيْعٌ سَيُؤْتٰى بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ رَبِّ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ

الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى اِلَى قَوْلِهِ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ الاٰيَةَ فَيُقَالُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُدْبِرِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

২০৯১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াজ করতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট একত্রিত হবে উলঙ্গ অবস্থায়। (আবূ দাউদ (র)-এর বর্ণনায় আছে খালি পায়ে, খাৎনাবিহীন অবস্থায়। এবং ওকী (র) ও ওয়াহব (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে - উলঙ্গ এবং খাৎনাবিহীন অবস্থায়) যে রকম তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঐ রকমই তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে। তিনি বললেন, প্রথম যে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁকে আনা হবে। ওয়াহব এবং ওকী (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমার উম্মতের কিছু লোককে বাম পার্শ্বে অবস্থানকারীদের মধ্যে আনা হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ্ ! এরা তো আমার উম্মত।' "বলা হবে যে, আপনি জানেন না এরা আপনার পরে ধর্মে কি নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কার করেছিল। তখন আমি এক নেক্কার বান্দা যেভাবে বলেছিলেন তদ্রূপ বলব ঃ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ شَهِيْدٌ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادَكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ * তখন বলা হবে যে, এরা সর্বদা পেছনে থাকত। আবূ দাউদ (র)-এর বর্ণনায় আছে তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল আপনি তাদের ছেড়ে আসার পর।

فِى التَّعْزِيَةِ

শোকে সমবেদনা প্রকাশ করা

২০৯২. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فِيْهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيْرٌ يَّاتِيْهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ اَنْ يَّحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ فَحَزِنَ عَلَيْهِ فَفَقَدَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ لاَ اَرٰى فُلاَنًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بُنَيُّهُ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ هَلَكَ فَلَقِيَهُ النَّبِىُّ

ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلاَنُ أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ أَوْلاَتَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَذَاكَ لَكَ *

২০৯২. হারূন ইব্‌ন যায়দ অর্থাৎ ইব্‌ন আবূ যারকা মু'আবিয়ার পিতা কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বসতেন তখন সাহাবীদের অনেকে তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাঁদের মধ্যে এক জনের অল্প বয়স্ক একটি ছেলে ছিল। তিনি তাঁর ছেলেটিকে পেছনে দিক থেকে নিজের সামনে এনে বসাতেন। অতঃপর ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলের কথা মনে করে তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে কেন দেখছি না ? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি তার ছোট ছেলেটিকে দেখেছিলেন সে মৃত্যুবরণ করেছে। পরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ছোট ছেলেটির কি হয়েছে ? সে ব্যক্তি বললো, ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বললেন। তারপর তিনি বললেন যে, হে অমুক ! তোমার কাছে কোনটি পছন্দনীয়– "তার দ্বারা তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা ; না কাল কিয়ামতে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে তাকে তথায়ই পাওয়া, তোমার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে তোমার জন্য দরজা খুলে দেওয়া ? সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল বরং সে আমার পূর্বে জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দেবে এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। তিনি বললেন, তাহলে তা-ই তোমার জন্য হবে।

نَوْعٌ أٰخَرُ

অন্য প্রকার

٢٠٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَيُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ

الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ *

২০৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূসা (আ)-এর কাছে মালাকুল মউতকে (আযরাইল (আ)) প্রেরণ করা হলো। যখন মালাকুল মউত তাঁর কাছে পৌঁছলেন তিনি তাঁকে এক চড় মারলেন যাতে তাঁর একটি চক্ষু বের হয়ে গেল।[১] তিনি তাঁর প্রভুর কাছে গিয়ে বললেন ঃ আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন যিনি মৃত্যুর ইচ্ছা পোষণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চক্ষু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন যে, এবার তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলবে, তিনি যেন একটি গরুর পিঠে তার হাত রাখে। তার হাতের নীচে যতগুলো পশম পড়বে প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক বৎসর করে তার আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তিনি [মূসা (আ)] বললেন, হে পরওয়ারদিগার ! তারপর কি হবে ? তিনি বললেন, মৃত্যু। তখন মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই মৃত্যু হয়ে যাক। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁকে যেন পবিত্রভূমি (বায়তুল মুকাদ্দাস) হতে একখানা প্রস্তর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি আমি তথায় থাকতাম তাহলে তোমাদেরকে তাঁর কবর দেখিয়ে দিতাম। যা পথের এক পার্শ্বে লাল বালুকা স্তূপের নীচে রয়েছে।

---

১. আযরাঈল (আ) সাধারণ মানুষের বেশে এসে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তাই মূসা (আ) তাঁকে চড় মেরে ছিলেন।

ইফাবা/২০০১-২০০২/অঃসঃ/৪৫১০ (উ)—৩২৫০